সা য়ে ন্স ফি ক শ ন

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ

অনুবাদ | নাজমুছ ছাকিব

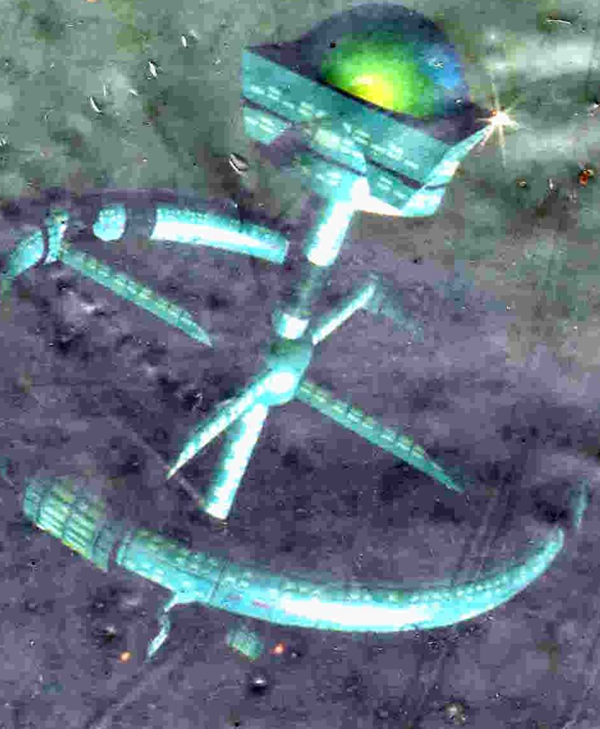

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.09.01 00:08:17 +06'00'

নাজমুছ ছাকিব অনূদিত আরো বই :

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার / মূল: আইজাক আসিমভ
সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন্স এজ / মূল: আইজাক আসিমভ
দ্য হলো ট্রি / জ্যানেট লান

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম পর্ব

গায়া

১. যাত্রা হল শুরু

'এমন কেন করলাম?' জিজ্ঞেস করল গোলান ট্র্যাভিজ।

নতুন কোনো প্রশ্ন নয়। গায়াতে আসার পর থেকেই সে নিজেকে বারবার এই প্রশ্ন করছে। শীতল রাতের আরামদায়ক ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রতিদিন সে দেখতে পায় তার মনের ভেতর আলোড়ন তুলছে প্রশ্নটা, যেন মৃদু লয়ে ঢোল বাজাচ্ছে কেউ তার ভেতরে বসে।

এই প্রথম গায়ার সবচেয়ে প্রাচীন– ডমকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল সে। ডম জানে ট্র্যাভিজ অস্থির হয়ে পড়েছে, কারণ কাউন্সিলম্যানের মাইণ্ড এর প্রতিটি সূক্ষ্ম তারতম্য সে ধরতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। গায়া কোনো অবস্থাতেই ট্র্যাভিজের অনুভূতি পাল্টানোর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। আর নিরপেক্ষ থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সে যা অনুভব করছে সেটা এড়িয়ে যাওয়া।

'কী করেছ, ট্র্যাভ?' জিজ্ঞেস করল সে। একাধিক শব্দাংশে কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করা তার জন্য একটু কঠিন, যদিও ট্র্যাভিজ এসব ছোটখাটো ব্যাপারে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে।'

'আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' ট্র্যাভিজ বলল। 'ভবিষ্যৎ হিসেবে বেছে নিয়েছি গায়া।'

'তুমি সঠিক কাজ করেছ,' বলল ডম । বসে আছে, তার বয়সী গভীর চোখদুটো আন্তরিকভাবে নিবদ্ধ সামনে দাঁড়ানো ফাউণ্ডেশনারের উপর।

'আপনি বলছেন আমার কোনো ভুল হয়নি,' ট্র্যাভিজ অসহিষ্ণু স্বরে বলল।

'আমি / আমরা / গায়া জানি তুমি নির্ভুল। এখানেই তোমার গুরুত্ব। অপর্যাপ্ত তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে, এবং তুমি একটা সিদ্ধান্ত' নিয়েছ। ভবিষ্যৎ হিসেবে গায়াকে বেছে নিয়েছ। বাতিল করে দিয়েছ প্রথম ফাউণ্ডেশন-এর কারিগরি সাম্রাজ্য বা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন-এর মেন্টালিক সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা। কারণ তোমার মতে এ দুটোর কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না। তাই গায়া নির্বাচন করেছ।'

'ঠিক। গায়াকে নির্বাচন করেছি, একটা সুপার অর্গানিজম; একক মাইণ্ড এবং একক ব্যক্তিত্ব নিয়ে পুরো একটা গ্রহ, যেন কেউ বলতে পারে "আমি/আমরা/গায়া।" বিরামহীনভাবে মেঝেতে পায়চারী করতে লাগল ট্র্যাভিজ।

www.boiRboi.blogspot.com

'তারপর এটাই একসময় মিল্কিওয়ের সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাসহ পরিণত হবে গ্যালাক্সিয়ায়।'

এবার থেমে প্রায় মারমুখো ভঙ্গিতে ঘুরল ডমের দিকে, ' আপনার মতো আমারও মনে হচ্ছে কোনো ভুল হয়নি। কিন্তু আপনি গ্যালাক্সিয়া তৈরি করতে চান, কাজেই সন্তুষ্ট। আমার ভেতরের একটা অনুভূতি এটা চাইছে না। তাই আমি এর যথার্থতা নিয়ে এত সহজে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমাকে জানতে হবে কেন আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কীভাবে জানব আমি নির্ভুল? কোন জিনিসটা আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে?'

'আমি/আমরা/গায়া জানি না তুমি কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। সেটা জানা কি খুব বেশি প্রয়োজন?'

'আপনি বলেছেন একটা সমগ্র বিশ্বের কথা, তাই না? প্রতিটি শিশিরকণা, প্রতিটি পাথর কণা, এমনকি গ্রহের তরল সেন্ট্রাল কোর মিলিয়ে একটা কমন কনশাসনেস?'

'বলেছি, যেন গ্রহের প্রতিটি অংশে কমন কনশাসনেস-এর পরিমাণ হয় যথেষ্ট।'

'আর এই কমন কনশাসনেস আমাকে ব্ল্যাকবক্স হিসেবে ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট? যেহেতু ব্ল্যাক বক্স ঠিকভাবে কাজ করছে, ভিতরে কি আছে জানার প্রয়োজন নেই? মানতে পারছি না। চাই না কেউ আমাকে না বুঝেই ব্যবহার করুক। আমি জানতে চাই ভিতরে কী আছে। জানতে চাই কেন এবং কীভাবে ভবিষ্যৎ হিসেবে গায়াকে নির্বাচন করেছি, তারপরেই আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারব।'

'নিজের সিদ্ধান্ত তুমি এত অবিশ্বাস বা অপছন্দ করছ কেন?

লম্বা শ্বাস টেনে ফিসফিস করে বলল ট্র্যাভিজ, কণ্ঠস্বর নিচু হলেও বলিষ্ঠ, 'আমি কোনো সুপারঅর্গানিজম এর অংশ হতে চাই না। চাই না সবার মঙ্গলের জন্য কখন কোন কাজটা করতে হবে সেটা এই সুপারঅর্গানিজম আমাকে বলে দেবে।'

ডম চিন্তিতভাবে ট্র্যাভিজের দিকে তাকিয়ে আছে। ' তুমি সিদ্ধান্ত পাল্টাতে চাও ট্র্যাভ? চাইলেই পাল্টাতে পারবে।'

'না, শুধু পছন্দ হচ্ছে না বলেই আমি সিদ্ধান্ত পাল্টাব না। কিছু করার আগে জানতে হবে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক না ভুল। ঠিক মনে হওয়াটাই যথেষ্ট না।'

'যদি তোমার সঠিক মনে হয়, তা হলে অবশ্যই সঠিক।' ডমের মৃদু কণ্ঠস্বর সবসময়ই ট্র্যাভিজের অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে।

তারপর অনুভূতি এবং জানা এ দুয়ের মাঝে যে দোদুল্যমান অবস্থা সেটি দূর করে প্রায় ফিসফিস করে বলল ট্র্যাভিজ, 'আমাকে পৃথিবী খুঁজে বের করতেই হবে।'

'কারণ তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা সেটা জানবার প্রবল আগ্রহের সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে, তাই না?'

'কারণ এই আরেকটা সমস্যা আমাকে ভীষণ ভাবাচ্ছে এবং কারণ আমি মনে করি দুটোর ভেতরে একটা যোগাযোগ আছে। আমার মনে হওয়াটাই আপনার জন্য যথেষ্ট না?'

www.boiRboi.blogspot.com

'হয়তো।' ডম শান্ত গলায় বলল।

'হাজার বছর-সম্ভবত প্রায় বিশ হাজার বছর আগে গ্যালাক্সির মানুষ পৃথিবীতে বাস করত। কীভাবে আমরা আমাদের প্ল্যানেট অব অরিজিন-এর কথা ভুলে গেলাম?'

'তুমি যা ভাবছ বিশ হাজার বছর তার চেয়েও দীর্ঘ সময়। এম্পায়ার এর প্রথম যুগের অনেক বিষয় গ্যালাক্সির বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত। আমরা সেগুলো বিশ্বাসও করি , কারণ কোনো বিকল্প নেই। আর পৃথিবী এম্পায়ার এর তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন।'

'কিন্তু কোনো না কোনো রেকর্ড অবশ্যই আছে। প্রিয় বন্ধু পেলোরেট প্রাথমিক পৃথিবী যুগের পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তি সংগ্রহ করেছে। এখান থেকে ওখান থেকে টুকরো টুকরো যত কাহিনী পেয়েছে সব সংগ্রহ করেছে। এটা তার পেশা, সবচেয়ে বড় কথা তার শখ। কিন্তু সবই পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তি। কোনো প্রকৃত রেকর্ড বা ডকুমেন্ট নেই।'

'বিশ হাজার বছরের পুরোনো ডকুমেন্টস? সব বস্তুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, নষ্ট হয়, অদক্ষতা বা যুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।'

'কিন্তু অবশ্যই রেকর্ডগুলোরও রেকর্ড থাকবে; অনুলিপি, অনুলিপির অনুলিপি, এবং অনুলিপির অনুলিপির অনুলিপি থাকবে। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ বিশ সহস্রাব্দের চেয়েও পুরোনো হবে। সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ট্র্যানটরের গ্যালাকটিক লাইব্রেরিতে অবশ্যই পৃথিবী সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রমাণ ছিল, নিশ্চয়ই সেগুলো ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো, কিন্তু এখন কিছুই নেই। শুধু রেফারেন্স থেকে জানা যায় যে লাইব্রেরিতে কিছু রেকর্ড ছিল, ভিতরের বিষয়বস্তু আর কোনোদিন জানা যাবে না।'

'মনে আছে নিশ্চয়ই মাত্র কয়েক শতাব্দী আগেই ট্র্যানটরে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়।'

'লাইব্রেরি অক্ষত ছিল। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন-এর কর্মীরাই সেটা রক্ষা করে। আর এই কর্মীরাই অতি সম্প্রতি আবিষ্কার করে যে পৃথিবী সম্পর্কিত ডকুমেন্টসগুলো নেই। কাছাকাছি সময়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন?' পায়চারী থামিয়ে চোখ গরম করে ডমের দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ। 'যদি পৃথিবী খুঁজে পাই, আমি জানতে পারব সে কি গোপন করছে?'

'গোপন করছে?'

'গোপন করছে বা গোপন করে রেখেছে। একবার সেটা বের করতে পারলেই আমার অনুভূতি বলছে আমি জানতে পারব কেন ইণ্ডিভিজুয়ালিটি বাদ দিয়ে গায়া এবং গ্যালাক্সিয়াকে বেছে নিয়েছি। তারপর আমার ধারণা, অনুভূতি নয়, আমি জানতে পারব যে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। যদি সঠিক হয়ই,' অর্থহীনভাবে কাঁধ ঝাঁকালো সে, 'তা হলে সেভাবেই চলবে।'

'তোমার তাই মনে হয়,' বলল ডম, 'এবং যদি তুমি পৃথিবী খুঁজে বের করতেই চাও তা হলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু সেই সাহায্য হবে সীমিত। কারণ আমরা জানি না যে রাশি রাশি অসংখ্য নক্ষত্র মিলে গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছে, তার কোথায় লুকিয়ে আছে পৃথিবী।'

'তারপরেও আমাকে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে গ্যালাক্সির সবগুলো নক্ষত্র খুঁজে দেখব। কাজটা একা করতে হলেও কোনো পরোয়া নেই।'

ট্র্যাভিজের চারপাশে গায়ার শান্ত পরিবেশ। তাপমাত্রা বরাবরের মতোই আরামদায়ক। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, সতেজ কিন্তু গায়ে কাঁপন ধরানোর মতো ঠাণ্ডা না। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে খণ্ড খণ্ড মেঘ, যখন তখন ঢেকে দিচ্ছে সূর্যের আলো, এবং কোনো সন্দেহ নেই, উন্মুক্ত ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি মিটার জায়গার কোথাও যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, সেটা পূরণ করার জন্য যথাসময়ে যথা পরিমাণ বৃষ্টি হবে।

গাছপালাগুলো জন্মেছে নিয়মিত ব্যবধানে, অনেকটা সাজানো বাগানের মতো, এবং কোনো সন্দেহ নেই পুরো গ্রহে একই অবস্থা। সাগর এবং মাটিতে রয়েছে ঠিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্ভিদ এবং প্রাণী, এবং যথাযথ প্রজাতির যেন সঠিক পরিবেশগত ভারসাম্য তৈরি হয়। কোনো সন্দেহ নেই উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হয় ধীর গতিতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী—একইভাবে মানুষের জন্য মৃত্যুও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সামনের দৃশ্যগুলোর মাঝে একমাত্র বেমানান বস্তু হচ্ছে তার মহাকাশযান, ফার স্টার।

গায়ার একদল মানবীয় উপাদান দক্ষভাবে এবং যত্নের সাথে মহাকাশযান পরিষ্কার করে গুছিয়ে দিয়েছে। প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং পানীয় তোলা হয়েছে স্টোররুমে। আসবাবপত্রগুলো মেরামত করা হয়েছে, প্রয়োজনে বদলানো হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নিজে কম্পিউটার পরীক্ষা করে দেখেছে ট্র্যাভিজ।

এই মহাকাশযানের কোনো রিফুয়েলিং এর প্রয়োজন হয় না, কারণ এটা ফাউণ্ডেশন-এর অল্প কয়েকটা গ্র্যাভিটিক মহাকাশযানের একটা, গ্যালাক্সির সাধারণ গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, এবং এই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড মানুষের সম্ভাব্য সকল মহাকাশযান বহরকে অনন্তকাল শক্তি সরবরাহ করতে পারবে, অথচ ঘনত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না।

তিনমাস আগে ট্র্যাভিজ ছিল টার্মিনাসের একজন কাউন্সিলম্যান। বা অন্য কথায় বলা যায় ফাউণ্ডেশন-এর নীতি নির্ধারণ কমিটির একজন সদস্য, গ্যালাক্সির সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের একজন। আসলেই কি তিন মাস? মনে হচ্ছে যেন তার বত্রিশ বছর জীবনের অর্ধেক সময় আগে সে ঐ পদে ছিল এবং তখন তার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল সেলডন প্ল্যানের যৌক্তিকতা নিয়ে; প্ল্যানেটারি ভিলেজ থেকে গ্যালাকটিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ফাউণ্ডেশন-এর উত্থানের জন্য যে পূর্বপরিকল্পনা ছিল তার সত্যমিথ্যা যাচাই নিয়ে।

অবশ্য কোনো পরিবর্তন হয় নি। সে এখনও একজন কাউন্সিলম্যান। তার মর্যাদা এবং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাগুলো অপরিবর্তিত রয়েছে, শুধু টার্মিনাসে ফিরে গিয়ে সেগুলো দাবি করার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফাউণ্ডেশন-এর কোলাহলমুখর পরিবেশে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না, গায়ার শান্ত পরিবেশও তার ভালো লাগে না। কোথাও গিয়ে শান্তি নেই, সে এখন সত্যিকারের ভবঘুরে।

তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, রাগের সাথে আঙুল চালালো মাথাভর্তি কালো চুলে। ভাগ্য নিয়ে হাহুতাস করার আগে তাকে খুঁজে বের করতে হবে পৃথিবী। এই অনুসন্ধান থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে দুঃখ প্রকাশ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তখন হয়তো দুঃখ প্রকাশ করার জন্য আরো ভালো কোনো কারণ থাকবে।

নিজের মনোবল দৃঢ় করে নিল, তারপর আবার ডুবে গেল অতীত চিন্তায়।

তিন মাস আগে সে আর আত্মভোলা পণ্ডিত জেনভ পেলোরেট টার্মিনাস ছেড়ে এসেছে। পেলোরেটের উদ্দেশ্য বহুদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়া গ্রহ পৃথিবী খুঁজে বের করা। নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য ট্র্যাভিজ পেলোরেটের উদ্দেশ্যকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তারা পৃথিবী খুঁজে পায় নি, পেয়েছে গায়া। গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সে।

পেলোরেটও অপ্রত্যাশিতভাবে খুঁজে পেয়েছে কালো চুল, গভীর চোখের তরুণী ব্লিসকে, ডম, গ্রহের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ধূলিকণা বা ঘাসের মতো এই তরুণী ও গায়া। মধ্যবয়সী পেলোরেট তার অর্ধেক বয়সেরও কম বয়সী এক মেয়ের প্রেমে পড়েছে, আর অস্বাভাবিকই বলতে হবে যে মেয়েটাও মনে হয় তার প্রেমে পড়েছে।

অদ্ভুত হলেও পেলোরেট সুখী, আর ট্র্যাভিজের ধারণা প্রত্যেক মানুষেরই সুখী হওয়ার নিজস্ব পদ্ধতি থাকা উচিত। এটাই হচ্ছে ইণ্ডিভিজুয়ালিটির বৈশিষ্ট্য, যে ইণ্ডিভিজুয়ালিটি সে নিজের ইচ্ছায় গ্যালাক্সি থেকে (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে।

অস্থিরতা আবার বেড়ে গেল। যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে প্রতি মুহূর্ত সেটা তাকে খোঁচাচ্ছে। এবং—

'গোলান!'

তার চিন্তায় বাধা দিল কণ্ঠস্বরটা। চোখ তুলতেই সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

'আহ্, জেনভ,' আন্তরিক গলায় বলল সে—খুব বেশি আন্তরিক সুরে বলল যেন পেলোরেট তার ভেতরের তিক্ততা ধরতে না পারে। মনের উপর জোর খাটিয়ে একটু হাসল, 'ব্লিস এর কাছ থেকে ছুটে আসতে পারলে তা হলে।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট, মৃদুবাতাসে তার রেশমের মতো সাদা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। লম্বা বিষণ্ণ মুখে আগের মতোই গাম্ভীর্যের ছাপ। 'আসলে পুরোনো বন্ধু, সেই আমাকে তোমার সাথে দেখা করতে বলেছে। অবশ্য দেখা করার

www.boiRboi.blogspot.com

ইচ্ছা আমার নিজেরও ছিল, কিন্তু সে মনে হয় আমার থেকেও দ্রুত চিন্তা করতে পারে।'

হাসল ট্র্যাভিজ। 'ঠিক আছে, জেনভ। তুমি বিদায় জানাতে এসেছ, তাই তো?'

'বেশ, ঠিক তা না। আসলে বলা যায় উল্টোটাই সত্যি। গোলান, টার্মিনাস ত্যাগ করার সময় তোমার আর আমার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী খুঁজে বের করা। আমার জীবনের পুরোটাই আমি ব্যয় করেছি এই কাজে।'

'আমি সেটা শেষ করব, জেনভ, কাজটা এখন আমার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কাজটা আমারও ছিল, থাকবেও।'

'কিন্তু–' হাত নেড়ে তার চারপাশে গ্রহটাকে দেখালো ট্র্যাভিজ।

পেলোরেট ফিসফিস করে বলল,'আমি তোমার সাথে যেতে চাই।'

'তুমি নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলছ না?' ট্র্যাভিজ অবাক। 'বলেছিলে তুমি বাকি জীবন গায়াতে থাকবে।'

'যে-কোনো সময় এখানে ফিরে আসতে পারব। কিন্তু তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'

'অবশ্যই পারো। আমি নিজের দেখভাল করতে পারি।'

'কোনো সন্দেহ নেই, গোলান, কিন্তু তোমার জানার পরিমাণ সীমিত। আমি পুরাকাহিনী আর কিংবদন্তিগুলো জানি। তোমাকে পথ দেখাতে পারব।'

'ব্লিসকে ছেড়ে যাবে তুমি?'

গাল হালকা লাল হয়ে গেল পেলোরেটের। 'আসলে ছেড়ে যেতে চাই না, ওল্ড চ্যাপ, কিন্তু সে বলেছে–'

কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল ট্র্যাভিজের। 'ব্লিস কি এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে চাইছে? আমাকে সে কথা দিয়েছিল–'

'না, তুমি বোঝনি। কথা শোন, গোলান। কারো কথা না শুনেই তড়িঘড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা তোমার অভ্যাস। জানি এটাই তোমার বিশেষত্ব। আর আমিও কোনো কিছু সংক্ষেপে গুছিয়ে বলতে পারি না।'

'বেশ,' ট্র্যাভিজ নরম সুরে বলল, 'ব্লিস কী চায় সেটা তোমার যেভাবে খুশি বল, আমি ধৈর্য ধরে শুনব, কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ, তুমি ধৈর্য ধরলে আমিও সুস্থির হয়ে বলতে পারি। আসলে ব্লিস নিজেও আমাদের সাথে অভিযানে যেতে চাইছে।'

'ব্লিস যেতে চাইছে? আমি আবারও উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। না উত্তেজিত হব না। বল, জেনভ, কেন সে আমাদের সাথে যেতে চায়? আমি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করছি।'

'বলেনি। শুধু বলেছে তোমার সাথে সে কথা বলবে।'

'তা হলে এখানে আসেনি কেন?'

'আমার ধারণা–আমি কিন্তু ধারণার কথা বলছি–যে সে মনে করে তুমি তাকে পছন্দ করো না। আমি অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে তার উপর তোমার

www.boiRboi.blogspot.com

কোনো রাগ নেই। ব্লিসের উপর কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হবে সেটা আমি ভাবতে পারি না। তবুও সে চেয়েছে আমিই তোমাকে কথাটা বলি। আমি কি গিয়ে এখন বলতে পারি তুমি তার সাথে কথা বলবে?'

'অবশ্যই এবং এখনই।'

'এবং তুমি শান্ত থাকবে। আসলে সে খুব অস্থিরতায় ভুগছে। আমাকে বলেছে তাকে অবশ্যই যেতে হবে কারণ ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'কেন যেতে হবে সেটা বলেনি, তাই না?'

'না। কিন্তু সে যখন যেতে চায় তখন অবশ্যই যাবে, এবং অবশ্যই গায়াও যাবে।'

'যার অর্থ আমার মেনে না নিয়ে উপায় নেই, ঠিক জেনভ?'

'হ্যা, আমারও তাই মনে হয়, গোলান।'

বেশ কয়েকদিন গায়াতে থাকলেও এই প্রথম ব্লিস এর বাড়িতে এল ট্র্যাভিজ। পেলোরেটও বর্তমানে এই বাড়িতেই থাকছে।

গায়ার বাসস্থানগুলো একেবারেই সাধারণ। এখানে ঝড়ো আবহাওয়া নেই, আরামদায়ক উষ্ণ তাপমাত্রা, কাজেই নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ ডিজাইনের ঘরবাড়ি প্রস্তুতের প্রয়োজন নেই, অথবা ঘরের ভেতর আরামদায়ক পরিবেশ তৈরির কোনো প্রয়োজন নেই।

ব্লিস এর বাসস্থান গ্রহের সাধারণ বাসস্থানগুলোর চেয়েও ছোট, জানালাগুলো কাচের বদলে পর্দা দিয়ে ঢাকা। অল্প কয়েকটি অতি দরকারি আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছু নেই। দেয়ালে অনেকগুলো হলোগ্রাফিক ইমেজ; তার একটা পেলোরেট এর, আত্মভোলা প্রফেসরের চোখে শিশুর মতো অবাক দৃষ্টি। ট্র্যাভিজ ছবিটা দেখে মজা পেলেও হাসল না, বরং মনোযোগ দিয়ে কোমরের স্যাশ ঠিক করতে লাগল।

ব্লিস তাকে লক্ষ করছে। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসছে না। বরং অনেক সিরিয়াস মনে হচ্ছে, চমৎকার কালো চোখ দুটো প্রশস্ত, ঢেউ খেলানো কালো চুলগুলো স্তূপ হয়ে আছে কাঁধের উপর। ঠোঁটে সামান্য লাল রং এর আভাস দেখা যাচ্ছে।

'দেখা করতে আসার জন্য ধন্যবাদ ট্র্যাভ।'

'জেনভের অনুরোধ বেশ জোরালো ছিল, ব্লিসেনোবিয়ারেলা।'

হেসে ফেলল ব্লিস। 'চমৎকার প্রতিদান। যদি তুমি আমাকে ব্লিস ডাকো, মাত্র এক শব্দাংশ, আমিও তোমার পুরো নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করব, ট্র্যাভিজ।' দ্বিতীয় শব্দাংশ উচ্চারণ করার সময় প্রায় হোঁচট খেলো সে।

'চমৎকার ব্যবস্থা। আমার মনে আছে চিন্তার আদানপ্রদানের জন্য গায়ানরা নামের শব্দাংশ ব্যবহার করে, কাজেই যখন তখন ট্র্যাভ ডাকলে আমার আপত্তি নেই। তারপরেও ট্র্যাভিজ ডাকলে আমার ভালো লাগবে। আমিও তোমাকে ব্লিস ডাকব।'

ইণ্ডিভিজুয়াল হিসেবে ব্লিস এর বয়স, ট্র্যাভিজের মতে বিশ এর বেশি হবে না। গায়ার অংশ হিসেবে সে হাজার বছর প্রাচীন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পার্থক্য ধরা পড়ে না, তবে তার পারিপার্শ্বিকতা এবং কথাবার্তা কখনো কখনো অদ্ভুত মনে হয়।

'সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক।' ব্লিস বলল। 'তুমি পৃথিবী খুঁজে বের করার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছ।'

'আমি ডম এর সাথে কথা বলেছি,' বলল ট্র্যাভিজ, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি গায়াকে জানতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'হ্যাঁ, কিন্তু ডমের সাথে কথা বলা মানে গায়ার সমস্ত অংশের সাথে কথা বলা। সেই হিসেবে তুমি আমার সাথেও কথা বলেছ।'

'আমি কি বলেছি সেটা শুনেছ তুমি?'

'না শুনিনি। তবে একটু মনোনিবেশ করলেই তুমি কি বলেছ সেটা স্মরণ করতে পারব। দয়া করে কথাটা বিশ্বাস করো, আলোচনায় সুবিধা হবে। তুমি পৃথিবী খুঁজে বের করতে চাও এবং এর গুরুত্বের কথা বলেছ। কী গুরুত্ব আমি ধরতে পারিনি, তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তোমার রয়েছে, আর তাই তোমার কথা গায়া মেনে নিতে বাধ্য। যদি এই অভিযান তোমার নেওয়া সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত হয়, তা হলে গায়ার সাথেও সম্পর্কিত। সেজন্যই গায়া সাথে যাবে, শুধু তোমাকে রক্ষা করার জন্য।'

'তুমি বলছ গায়া যাবে, অর্থাৎ তুমি যাবে, ঠিক।'

'আমিই গায়া।' সহজ সুরে বলল ব্লিস।

'হ্যাঁ, গ্রহের সবকিছুই তাই। তা হলে অন্য কোনো অংশ না গিয়ে তুমি যাবে কেন?'

'কারণ, পেল তোমার সাথে যাবে। আর সে আমাকে ছাড়া অন্য কোনো অংশ নিয়ে খুশি হবে না।'

পেলোরেট এক কোণে নিশ্চুপ বসেছিল। এবার কথা বলল। 'কথাটা সত্যি, গোলান। গায়াতে সে-ই আমার অংশ।'

হঠাৎ হেসে ফেলল ব্লিস। 'এভাবে ভাবতে ভালোই লাগে।'

'বেশ, দেখা যাক।' ট্র্যাভিজ মাথার পিছনে হাত দিয়ে, পায়ের উপর ভর দিয়ে চেয়ার হেলাতে লাগল পিছনে। যখন মনে পড়ল এই কাজের জন্য চেয়ার যথেষ্ট শক্ত নয়, চার পায়ে নামিয়ে আনল সাথে সাথে। 'গায়া ছেড়ে গেলেও কি তুমি তার অংশ থাকবে?'

'থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারব। যদি কোনো বিপদ হয় গায়াকে সেই বিপদে ফেলার কোনো যুক্তি নেই। তবে এমন ঘটবে শুধু বিপদের সময়ে, সাধারণভাবে আমি গায়ার অংশ হিসেবেই থাকব।'

'এমনকি হাইপারস্পেসে জাম্প করলেও।'

'এমনকি তখনও। যদিও একটু সমস্যা হবে।'

'যাই হোক, আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কেন?'

একটা দুর্গন্ধ পেয়ে নাক কুঁচকালো ট্র্যাভিজ। 'এর অর্থ মহাকাশ যানে আমি যা বলব বা করব সেটা তুমি শুনবে দেখবে এবং গায়াও শুনবে দেখবে।'

'আমি গায়া, তাই আমি যা দেখব, শুনব, অনুভব করব গায়াও সেটা দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে।'

'ঠিক, এমনকি ঐ দেয়ালটাও দেখবে, শুনবে, অনুভব করবে।'

দেয়ালটার দিকে একবার তাকিয়ে কাধ ঝাঁকালো ব্লিস, 'হ্যাঁ, ঐ দেয়ালটাও। কিন্তু এর কনশাসনেস এতই কম যে আসলে কিছুই শুনবে না বা বুঝবে না। আবার আমার ধারণা এই মুহূর্তে আমরা যা বলছি তার ফলে এমন কিছু অতিক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটছে, ফলে আমাদের বলা কথাগুলো গায়াতে স্থায়ী কোনো ছাপ ফেলছে না।'

'কিন্তু আমি যদি একটু প্রাইভেসি চাই। হয়তো আমার ইচ্ছা না ঐ দেয়ালটা জানুক আমি কি করছি।'

অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল ব্লিস। মাঝখানে নাক গলাল পেলোরেট। 'গোলান, আমার হয়তো কিছু বলা উচিত না, কারণ আমি নিজেও গায়ার ব্যাপারে খুব বেশি জানতে পারিনি। তবে ব্লিস এর সাথে থেকে কিছু ধারণা হয়তো হয়েছে।

—টার্মিনাসের জনাকীর্ণ রাস্তায় হাঁটলে তুমি অনেক ঘটনাই দেখবে শুনবে। পরে হয়তো কোনো কোনো ঘটনা তুমি মনে করতে পারবে। সঠিক মস্তিষ্ক উদ্দীপকের দ্বারা হয়তো সব ঘটনাই মনে করতে পারবে। দেখা যাবে বেশিরভাগ ঘটনারই কোনো গুরুত্ব নেই তোমার কাছে। কোনো আবেগপূর্ণ দৃশ্যও হয়তো তোমার মনে দাগ কাটবে না—তুমি ভুলে যাবে। গায়ার ব্যাপারটাও ঠিক এরকমই কিছু একটা। সমস্ত গায়া যদি জানেই তুমি কি করছ, তার মানে এই না যে সে গুরুত্ব দেবে।— তাই না, ব্লিস?'

'এভাবে কখনো চিন্তা করিনি, পেল, কিন্তু তোমার কথায় যুক্তি আছে। তারপরেও ট্র্যাভ-মানে ট্র্যাভিজ যে গোপনীয়তার কথা বলছে-আমাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। আমি/আমরা/গায়ার কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। কোনো কিছুর অংশ হবে না, তোমার কণ্ঠ কেউ শুনবে না, তোমার কাজ কেউ দেখবে না, কেউ তোমার চিন্তা-ভাবনা বুঝবে না—' জোরে জোরে মাথা নাড়ল ব্লিস। 'আমি বলেছি জরুরি মুহূর্তে নিজেদের আমরা বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি, কিন্তু এভাবে কে বেঁচে থাকতে চায়, এমনকি এক ঘণ্টার জন্য হলেও।'

'আমি চাই,' ট্র্যাভিজ বলল। 'সেজন্যই আমাকে পৃথিবী খুঁজে বের করতে হবে। বের করতে হবে কেন মানব জাতির জন্য ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ বেছে নিলাম।'

'এটা কোনোভাবেই ভয়ংকর ভবিষ্যৎ হতে পারে না, যাই হোক, তর্ক করে লাভ নেই। আমি তোমার সাথে যাবো, স্পাই হিসেবে না, বন্ধু এবং সাহায্যকারী হিসেবে।'

'পৃথিবীর পথ দেখিয়ে দিলে সেটাই হবে গায়ার কাছ থেকে সবচেয়ে বড় সাহায্য।' নরম সুরে বলল ট্র্যাভিজ।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ব্লিস। 'পৃথিবীর অবস্থান গায়া জানে না। ডম তোমাকে জানিয়েছে।'

'আমি বিশ্বাস করিনি। অন্তত কিছু রেকর্ড তো থাকবেই। গায়া হয়তো জানে না পৃথিবী কোথায়, কিন্তু রেকর্ডগুলো দেখলে আমি এমন কিছু সূত্র পেতে পারি, যা গায়া ধরতে পারেনি। কারণ, আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি চিনি গ্যালাক্সি।'

'কোন রেকর্ডের কথা বলছ, ট্র্যাভিজ?'

'যে-কোনো রেকর্ড। বই, ছবি, হলোগ্রাফ, পুরাকীর্তি, যাই তোমাদের কাছে আছে। এতদিন এখানে আছি, কিন্তু আমার চোখে এমন কিছু পড়েনি যা কোনো ধরনের রেকর্ড বলে মনে হয়। তুমি দেখেছ, জেনভ?'

'না,' পেলোরেট দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বলল, 'আমি অবশ্য ভালোভাবে লক্ষ করিনি।'

'আমি করেছি। কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে আমার কাছ থেকে সেগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কেন, বলতে পারো?'

ব্লিস-এর মসৃণ কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। 'আগে বলোনি কেন? আমি/আমরা/গায়া কিছু লুকাইনি, মিথ্যে কথা বলিনি। একজন আইসোলেট মিথ্যে কথা বলতে পারে। সে সীমাবদ্ধ, এবং সেই কারণেই ভীতু। গায়া বিপুল মানসিক শক্তির অধিকারী একটা প্ল্যানেটরি অর্গানিজম, তার কোনো ভয় নেই। তাই মিথ্যে কথা বলা বা বাস্তবকে বিকৃত করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।'

শব্দ করে শ্বাস নিল ট্র্যাভিজ। 'তা হলে কেন আমাকে রেকর্ডগুলো দেখতে দেওয়া হচ্ছে না? জোরালো কারণ দেখাও।'

'অবশ্যই।' ব্লিস দুহাত সামনে বাড়িয়ে বলল, 'আমাদের কোনো রেকর্ড নেই।'

পেলোরেট সর্বপ্রথম সংবিত ফিরে পেল, মনে হয় সে-ই সবচেয়ে কম অবাক হয়েছে।

'অসম্ভব,' বলল সে, 'রেকর্ড ছাড়া তোমরা একটা সভ্যতা গড়ে তুলতে পারতে না।'

'মানলাম। কিন্তু আমি শুধু বলছি ট্র্যাভ-ট্র্যাভিজ যে ধরনের রেকর্ডের কথা বলছে, সে রকম কিছু নেই। আমাদের কোনো লিখিত, ছাপানো, ছবি বা কম্পিউটার ডাটা ব্যাংক নেই। কিছুই না। পাথরে খোদাই করেও কিছু রাখিনি। আর নেই বলেই ট্র্যাভিজ কিছু খুঁজে পায় নি।'

'তা হলে কি আছে তোমাদের কাছে?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

ব্লিস যেন বাচ্চা ছেলেকে বোঝাচ্ছে এমনভাবে প্রতিটা শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলল, 'আমি / আমরা / গায়ার রয়েছে বিশাল স্মৃতি ভাণ্ডার। আমি স্মরণ করতে পারি।'

'কী স্মরণ করতে পারো?' ট্র্যাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'সবকিছু।'

www.boiRboi.blogspot.com

'প্রয়োজনীয় সব তথ্য মনে করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কত সময় বা কত হাজার বছর আগের?'

'সীমাহীন সময়ের।'

'তুমি আমাকে ঐতিহাসিক, জৈবিক, ভৌগলিক, বৈজ্ঞানিক সকল তথ্য দিতে পারবে। এমনকি স্থানীয় গল্পগাথাগুলো।'

'সব।'

'সব রয়েছে ওই ছোট্ট মাথায়।' হাস্যকর ভঙ্গিতে ব্লিস এর মাথার দিকে আঙুল তুলে বলল ট্র্যাভিজ।

'না, গায়ার স্মৃতি ভাণ্ডার শুধু আমার মাথার ভেতরেই সীমাবদ্ধ না। দেখ, ইতিহাস লেখার আগেও এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ বুনো জীবনযাপন করতো। তখন তাদের দেখা ঘটনাগুলো স্মৃতিতে থাকলেও তারা সেটা প্রকাশ করতে পারতো না। একজনের কাছ থেকে আরেকজনের নিকট স্মৃতি স্থানান্তরের জন্য তারা কথা বলার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। স্মৃতিগুলোকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্থানান্তরের জন্য লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। তারপর থেকে সমস্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল একটাই আরও বেশি করে স্মৃতি স্থানান্তর এবং প্রয়োজনের সময় সঠিক স্মৃতি সহজে বের করে আনা। কিন্তু যখন সবাই মিলে গায়া তৈরি করল, তখন আগের পদ্ধতিগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আমরা স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারি, যে মৌলিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে অন্য সব পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। বুঝতে পেরেছ।'

'অর্থাৎ একটা মস্তিষ্কের তুলনায় গায়ার সব মস্তিষ্ক মিলে আরো বেশি স্মৃতি ধরে রাখতে পারে?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু গায়া যদি তার সমস্ত জ্ঞান প্ল্যানেটরি মস্তিষ্কে ছড়িয়ে রাখে, তা হলে গ্রহের ক্ষুদ্র একটা অংশ হিসেবে তুমি কতদূর কি করতে পারবে?'

'তুমি যা করতে পারো তার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারি। আমার যা জানা প্রয়োজন সেটা হয়তো কোনো ইণ্ডিভিজুয়াল মাইণ্ডে রয়েছে। বিষয়টা যদি খুব সাধারণ হয়, যেমন—"চেয়ার" শব্দের অর্থ কী—এটা সবার মস্তিষ্কেই আছে। কিন্তু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গায়ার মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে থাকে। প্রয়োজন হলে আমি সেখান থেকে বের করে আনতে পারব। যদিও সময় একটু বেশি লাগবে। তোমার যখন কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন হয় তখন তুমি কী করো, ট্র্যাভিজ? ঐ বিষয়ের নির্দিষ্ট বুক ফিল্ম বা কম্পিউটার ডাটা ব্যাংকের সাহায্য নাও। আর আমি গায়ার পুরো মস্তিষ্ক স্ক্যান করি।'

'এত কিছু মাথায় থাকে কী করে? পড়ে যায় না?'

'ঠাট্টা করছ, ট্র্যাভিজ?'

'অভদ্রতা করো না, গোলান।' পেলোরেট বলল।

ট্র্যাভিজ একবার পেলোরেট একবার ব্লিস এর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর তার মুখের থমথমে ভাব শিথিল হলো। 'দুঃখিত। বাধ্য হয়ে দায়িত্ব পালন করতে করতে আমি বিরক্ত, কীভাবে ছাড়া পাবো তাও জানি না। ব্লিস আমি আসলেই জানতে চাই। কীভাবে তুমি অন্য মস্তিষ্ক থেকে স্মৃতি বের করে আনো, অথচ নিজের মস্তিষ্কে সেটা ধারণ করতে হয় না?'

'আমি জানি না, ট্র্যাভিজ; তোমার মস্তিষ্ক একা কীভাবে কাজ করে, সেটা তুমি যতটুক জানো, তার বেশি, আমিও জানি না। সামান্য বুঝিয়ে বলতে পারি। ধর, টার্মিনাসের সূর্য থেকে প্রতিবেশী কোনো নক্ষত্রের দূরত্ব তুমি জানো। সময়ের সাথে সাথে তুমি হয়তো সেটা ভুলে গেলে। কিন্তু প্রয়োজন হলে কোনো ডাটা ব্যাংক থেকে জেনে নিতে পারবে। গায়াকে একটা বিশাল ডাটা ব্যাংক হিসেবে কল্পনা কর। প্রয়োজন হলেই যে-কোনো ঘটনা বা স্মৃতি বের করে আনি, তারপর আবার যেখান থেকে এনেছিলাম সেখানে ফেরত পাঠাই। নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রয়োজন হয় না।'

'গায়ার জনসংখ্যা কত? কতজন মানুষ বাস করে এখানে?'

'কম বেশি এক মিলিয়ন। সঠিক সংখ্যাটা জানতে চাও?'

'না, অনুমানেই চলবে। যাই হোক, এক বিলিয়ন মানুষ যার বিশাল অংশ হচ্ছে শিশু—নিশ্চয়ই একটা জটিল সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের স্মৃতি ধরে রাখতে পারে না।'

'গায়াতে মানুষ ছাড়াও অন্য জীব আছে।'

'অর্থাৎ পশু পাখিও স্মৃতি ধরে রাখতে পারে?'

'মানুষের মতো সমপরিমাণে রাখতে পারে না। তা ছাড়া সকল মস্তিষ্কেরই অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে ব্যক্তিগত স্মৃতি, যার প্রয়োজনীয়তা খুব কম। তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অনেকটাই প্রাণীর মস্তিষ্কে, উদ্ভিদ কোষে এবং গ্রহের ভৌগোলিক কাঠামোতেও ধারণ করা হয়।'

'ভৌগোলিক কাঠামো? পাথর, পাহাড়, পর্বত?'

'সাগর এবং বায়ুমণ্ডলেও ধারণ করা হয়। সবই তো গায়া।'

'কিন্তু জড়বস্তু কতটুকু স্মৃতি ধরে রাখতে পারে?'

'প্রচুর পরিমাণে। ঘনত্ব কম কিন্তু পরিমাণে বিশাল। ফলে গায়ার মোট স্মৃতিশক্তির বিশাল অংশ পাথরে ধারণ করা হয়। সেখানে কোনো স্মৃতি ধারণ করতে এবং বের করে আনতে খুব কম সময় লাগে। ফলে মৃত তথ্য-অর্থাৎ যেগুলো দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খুব কম ব্যবহৃত হয়- সেগুলো পাথর পাহাড় পর্বতে ধারণ করা হয়।'

'যার মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, সে যদি মারা যায়?'

'তথ্যগুলো তো হারিয়ে যায় না। মৃত্যুর পরে মস্তিষ্কের সংগঠন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে, কিন্তু স্মৃতিগুলো গায়ার অন্যান্য অংশে সরিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট সময়

www.boiRboi.blogspot.com

পাওয়া যায়। নতুন বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নতুন শিশু জন্মায়, বয়সের সাথে সাথে তাদের মস্তিষ্ক সংগঠিত হতে থাকে, তখন তারা শুধু নিজস্ব ধারণা এবং স্মৃতি নিয়ে বেড়ে উঠে না। অন্যান্য উৎস থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাদের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তোমরা যাকে শিক্ষা বল, আমি/আমরা/গায়ার ক্ষেত্রে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়।'

'সত্যি গোলান। আমার মনে হয় এই জীবন্ত গ্রহের ধারণা বেশ উন্নত।'

ট্র্যাভিজ তার সহযাত্রী ফাউণ্ডেশনারের দিকে তাকালো আড়চোখে। 'কোনো সন্দেহ নেই, জেনভ। কিন্তু আমার ধারণা পাল্টাচ্ছে না। এই গ্রহ বেশ বড় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিন্তু একক সত্তা। একক! প্রতিটা নতুন বুদ্ধিমত্তা এর সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এখানে বিরোধিতা করার সুযোগ কোথায়। মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারাই জিতেছে, আর তাতে ইতিহাসের ধারা পাল্টে গেছে আমূল।'

'আমাদের ভিতরেও বিরোধ আছে,' ব্লিস বলল। 'গায়ার সকল অংশই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়নি।'

'সেটা খুব সামান্য।' বলল ট্র্যাভিজ। 'একটা সিঙ্গেল অর্গানিজমের ভেতর খুব বেশি গোলযোগ থাকতে পারে না। থাকলে সেটা কাজ করবে না।'

ব্লিস পুরোপুরি নিরাবেগ গলায় বলল,'নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলছ? এখন মত পাল্টাতে চাও?'

দ্বিধান্বিত হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ট্র্যাভিজ। তারপর ধীর গলায় বলল, 'এখনই না। কয়েকটা অজানা কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেগুলো না জানা পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারব না। এখন পৃথিবীর ব্যাপারে ফিরে আসা যাক।'

'যেখানে গেলে হয়তো তোমার অজানা কারণগুলো জানতে পারবে, তাই না, ট্র্যাভিজ?'

'হয়তো। -যাই হোক, ডম বলেছে, পৃথিবীর অবস্থান সে জানে না। তুমিও তার সাথে একমত।'

'অবশ্যই।'

'তুমি আমার ভেতর থেকে কোন তথ্য বের করে নিয়েছ? সচেতনভাবে।'

'অবশ্যই না। শোন, গায়ার পক্ষে মিথ্যে কথা বলা সম্ভব হলেও তোমার সাথে বলবে না। তোমার সিদ্ধান্তের উপর আমরা নির্ভরশীল, এবং নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই সেটা সঠিক হওয়া প্রয়োজন।'

'সেক্ষেত্রে, তোমাদের বিশ্বের স্মৃতিভাণ্ডার ব্যবহার করা যাক। পিছনের দিকে অনুসন্ধান করে বলো কত পুরোনো সময়ের ঘটনা মনে করতে পারবে?'

কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা। ব্লিস শূন্য চোখে ট্র্যাভিজের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তারপর বলল, 'পনের হাজার বছর।'

'দ্বিধা করছ কেন?'

'সময় লাগবে। পুরোনো স্মৃতি-সত্যিকারের পুরোনো স্মৃতিগুলো রয়েছে পাহাড়ের একেবারে নিচে। তুলে আনতে সময় লাগবে।'

'তা হলে পনের হাজার বছর আগে। সেই সময় গায়া তৈরি হয়েছিল।'

'না। আমাদের জানামতে গায়া তৈরি হয়েছিল আরও প্রায় তিনহাজার বছর আগে।'

'অনিশ্চয়তা কেন? তুমি বা গায়া মনে করতে পারছ না।'

'সেটা ছিল সর্বজনীন স্মৃতিভাণ্ডার তৈরিরও আগে।'

'তার আগে গায়া নিশ্চয়ই রেকর্ড রাখত, ব্লিস। স্বাভাবিক রেকর্ড, যেমন ছাপানো, ফিল্ম, ইত্যাদি।'

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু এতদিন পরে নিশ্চয়ই নেই।'

'সেগুলো নিশ্চয় অনুলিপি করা হয়েছে বা বলা ভালো সর্বজনীন স্মৃতিভাণ্ডারে স্থানান্তর করা হয়েছে।'

ব্লিস ভুরু কোঁচকালো। আবারও দ্বিধাগ্রস্ততা, এবার দীর্ঘ সময়ের জন্য।

'এমন কোনো পুরোনো রেকর্ড আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কেন?'

'জানি না, ট্র্যাভিজ। আমার ধারণা সেগুলোর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। সময়ের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'তুমি জান না। শুধু ধারণা এবং অনুমান করছ। কিন্তু সঠিক জান না। গায়াও জানে না।'

চোখ নামিয়ে নিল ব্লিস। 'তাই হবে।'

'তাই হবে? আমি গায়ার অংশ নই, কাজেই গায়ার মতো ধারণা করার কোনো প্রয়োজন নেই আমার-এর থেকেই আইসোলেশনের গুরুত্ব বুঝতে পারবে তুমি। আইসোলেট হিসেবে আমার ধারণা অন্যরকম।'

'কী ধারণা?'

'একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো সভ্যতাই তার প্রাথমিক যুগের রেকর্ড ধ্বংস করতে চায় না। বরং সংরক্ষণের চেষ্টা করে। গায়ার প্রি-গ্লোবাল রেকর্ডগুলো ধ্বংস করা হলে সেটা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় করা হয় নি।'

'অর্থাৎ!'

'ট্র্যানটরের লাইব্রেরি থেকে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের চেয়ে বড় কোনো শক্তি পৃথিবীর সব রেকর্ড সরিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত তোমাদের চেয়েও শক্তিশালী কোনো পক্ষ গায়া থেকে সমস্ত রেকর্ড সরিয়ে ফেলেছে।'

'কীভাবে বুঝলে যে পুরোনো রেকর্ডগুলো সব পৃথিবী সম্পর্কে ছিল?'

'তোমার মতে গায়া তৈরি হয়েছিল আঠারো হাজার বছর আগে, গ্যালাকটিক এম্পায়ার তৈরির পূর্বে, সেই সময় যখন গ্যালাক্সিতে বসতিস্থাপন মাত্র শুরু হয়েছে, এবং বসতিস্থাপনকারীদের মূল ধারাটা এসেছিল পৃথিবী থেকে। পেলোরেটের কাছে প্রমাণ আছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকে উঠল পেলোরেট। গলা পরিষ্কার করে নিল। 'প্রাচীন কিংবদন্তিগুলোতে এই কথাই বলা হয়েছে। ট্র্যাভিজের মতো আমারও ধারণা মানবজাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র একটা গ্রহ থেকে এবং সেই গ্রহ হচ্ছে পৃথিবী। প্রথম যুগের বসতিস্থাপনকারীরা এসেছিল সরাসরি পৃথিবী থেকে।'

'সেক্ষেত্রে,' ট্র্যাভিজ বলল, 'গায়াতে বসতি স্থাপন করা হয় হাইপারস্পেসাল ট্রাভেল-এর প্রথম যুগে, স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেয়া যায় যে পৃথিবীর মানুষ সরাসরি এখানে কলোনি তৈরি করেছিল, অথবা এমন কোনো বিশ্বের অধিবাসী যে বিশ্বে পৃথিবীর মানুষ কিছুদিন পূর্বেই কলোনি তৈরি করেছে-তাদের দ্বারা। সেকারণেই বসতিস্থাপনের পরবর্তী কয়েক হাজার বছরের রেকর্ডগুলো ছিল পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে এবং সেগুলো এখন হারিয়ে গেছে। কোনো একটা শক্তি চাইছে না গ্যালাক্সির কোথাও পৃথিবীর নামটা থাকুক। এবং তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

'কিন্তু সবই তো অনুমান। তোমার কাছে কোনো শক্ত প্রমাণ নেই।' রাগের সাথে বলল ব্লিস।

'তোমরাই বলেছো, অপর্যাপ্ত তথ্য থেকে সঠিক উপসংহার বের করার ক্ষমতা আছে আমার। কাজেই আমার কোনো ভুল হয়নি। বলো না যে প্রমাণের অভাব আছে।'

ব্লিস নিশ্চুপ।

ট্র্যাভিজ কথা চালিয়ে গেল। 'পৃথিবী আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। ফার স্টার তৈরি হওয়া মাত্র আমি রওনা দেব। তোমরা এখনও যেতে চাও?

'হ্যাঁ।' একসাথে বলল ব্লিস এবং পেলোরেট।

২. কমপরেলন-এর পথে

ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ। ধূসর পাথুরে বর্ণ ধারণ করেছে আকাশ।

তার মাথায় একটা বৃষ্টি নিরোধক টুপি, বৃষ্টির ফোঁটা টুপিতে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। টুপি থেকে ছিটকে আসা পানির বিন্দু থেকে গা বাঁচিয়ে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে পেলোরেট। যদিও বৃষ্টিতে ভেজার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সে।

'খামোখা ভেজার কোনো কারণ দেখি না, জেনভ।' বলল ট্র্যাভিজ।

'কোনো সমস্যা নেই, প্রিয় বন্ধু,' পেলোরেট এর আমুদে গলা। বরাবরের মতোই মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। 'হালকা বৃষ্টি। কোনো বাতাস নেই। তা ছাড়া পুরোনো প্রবাদ আছে : এনাক্রনে গিয়ে সেভাবেই চল, যেভাবে এনাক্রেনিয়ানরা চলাফেরা করে।' ফার স্টারের কাছে দাঁড়ানো কয়েকজন গায়ানকে নির্দেশ করে শেষের কথাগুলো বলল সে। গায়ানরা শান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো, যেন বাগানে সাজানো গাছ। এবং কেউই বৃষ্টি নিরোধক টুপি পড়েনি।

'আমার ধারণা,' ট্র্যাভিজ বলল, 'ওরা খুশি হয়েই ভিজছে। কারণ গায়ার বাকি অংশও ভিজছে। গাছ-ঘাস-মাটি-সবকিছু। এবং গায়ানদের মতো বাকি সবকিছুই সমানভাবে গায়া।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উঠবে। ভেজা সবকিছু দ্রুত শুকিয়ে যাবে। কোনো ঠাণ্ডা নেই। আর যেহেতু কোনো জীবাণুর আক্রমণ নেই, সর্দি কাশি বা নিউমোনিয়া হবে না। কাজেই একটু ভিজলে সমস্যা কি।'

যুক্তিগুলো ট্র্যাভিজও জানে। কিন্তু হার মানতে চাইল না। 'তারপরেও আমরা যখন চলে যাচ্ছি ঠিক তখনই বৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। হাজার হোক এটা তো স্বেচ্ছা বৃষ্টিপাত। প্রয়োজন না হলে গায়া কখনো বৃষ্টিপাত ঘটায় না। মনে হচ্ছে যেন আমাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করছে।'

'সম্ভবত,' তারপর পেলোরেট কৌতুকের ভঙ্গিতে ঠোঁট বাকা করে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি, তাই গায়া দুঃখে কাঁদছে।'

'সে হয়তো দুঃখ পেয়েছে। আমি পাইনি।'

'আসলে,' কথা বলে যাচ্ছে পেলোরেট, 'গায়ার এই অংশের মাটি একটু ভেজানো প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজন তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

www.boiRboi.blogspot.com

হেসে ফেলল ট্র্যাভিজ। 'এই গ্রহ তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে, তাই না? এমনকি ব্লিস এর চেয়েও বেশি।'

'হ্যাঁ, পছন্দ করি।' পেলোরেট বলল কিছুটা আত্মরক্ষার সুরে। 'জীবনটা আমি শান্ত আর নিরূপদ্রবে কাটাতে চেয়েছি। আর এখানে পুরো গ্রহ চেষ্টা করছে নিজেকে শান্ত নিরূপদ্রব রাখার জন্য। ভেবে দেখ গোলান, আমরা যখন ঘরবাড়ি তৈরি করি-বা ওই মহাকাশযান তৈরি করার সময়-একটা নিশ্ছিদ্র আশ্রয় তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। আরামআয়েশের সব ধরনের ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করি। সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি। আর এখানে সেই ইচ্ছাটাই ব্যাপক হয়ে পুরো গ্রহে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্যাটা কোথায়?'

'সমস্যাটা হচ্ছে বাড়ি বা ওই মহাকাশযান তৈরি করা হয় আমার উপযুক্ত করে। কিন্তু গায়ার অংশ হলে, এই গ্রহ যত আদর্শই হোক না কেন নিজেকে পাল্টে নিয়ে আমাকে এই গ্রহের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে।'

ঠোঁট ভাঁজ করল পেলোরেট। 'প্রত্যেক সমাজই মানুষকে গড়ে পিটে তার উপযুক্ত করে নেয়। নিজের প্রয়োজনে সমাজ বিভিন্ন প্রথা তৈরি করে মানুষকে শিকলে বেঁধে নেয়।'

'আমি যে সমাজগুলো জানি সেখানে যে কেউ বিদ্রোহ করতে পারে। সেখানে কিছু খ্যাপাটে লোক, এমনকি অপরাধীও থাকে।'

'তুমি চাও খ্যাপাটে লোক বা অপরাধী থাকুক?'

'কেন নয়? তুমি আর আমি খ্যাপাটে লোক। আমরা টার্মিনাসের সাধারণ মানুষের মতো নই। আর অপরাধীদের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। অকল্যাণকর প্রথা ভাঙার জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, মেধার জন্য যদি অপরাধী হতে হয় আমি তাতেও রাজি।'

'অপরাধী হতেই হবে? এ ছাড়া মেধাবী হওয়া যায় না?'

'মেধাবী বা মহাপুরুষ তারাই যারা প্রচলিত নিয়মনীতির অনেক উর্ধ্বে থাকে। প্রচলিত নিয়ম নীতির ভেতরে থেকে তুমি এগুলো পাবে না। যাই হোক শুধু আরামদায়ক বাড়ি বলেই গায়াকে আমি মানবজাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে নির্বাচিত করিনি। সেজন্য আরও জোরালো কারণ খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।'

'আসলে তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক করছি না। শুধু কিছু—'

থেমে গেল পেলোরেট। ব্লিস তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ভিজে চকচক করছে তার কালো চুল, কালো পোশাক লেপটে আছে গায়ের সাথে। এগিয়ে আসার সময় আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'দুঃখিত, দেরি করিয়ে দিলাম। ডম-এর সাথে কথা বলতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল।'

'সে যা জানে তার সবই তো তুমি জানো।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে কে কীভাবে দেখবে। আমাদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে না এটা ঠিক। দেখ,' ব্লিস বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে। 'তোমাদের

দুটো হাত। দুটোই শরীরের অংশ। দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু একটা আরেকটার প্রতিবিম্ব। কিন্তু দুটো হাত তুমি একইভাবে ব্যবহার করো না। কিছু কাজ করো ডান হাত দিয়ে কিছু কাজ করো বাঁহাত দিয়ে। ব্যাপারটা দৃষ্টিভঙ্গির।'

'চমৎকার যুক্তি।' সন্তুষ্টির সাথে বলল পেলোরেট।

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কার্যকর বিশ্লেষণ। আমি অবশ্য নিশ্চিত নই। যাই হোক, আমরা এখন জাহাজে উঠতে পারি। বৃষ্টি হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের লোকজন এটার বেশ ভালোই যত্ন নিয়েছে।' তারপর হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভিজছ না। তোমাকে ধরতে পারছে না বৃষ্টির ফোঁটাগুলো।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ভালো লাগছে না ভিজতে।'

'কিন্তু যখন তখন বৃষ্টিতে ভেজা বেশ মজার, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজের ইচ্ছায়, বৃষ্টির ইচ্ছায় না।'

কাঁধ নাড়ল ব্লিস, 'বেশ, তোমার খুশি। আমাদের মালপত্র উঠানো হয়েছে। চল আমরাও উঠি।'

তিন জন ফার স্টারের দিকে হাঁটা ধরল। বৃষ্টি কমে এসেছে, কিন্তু ঘাসগুলো ভেজা। ট্র্যাভিজ গা বাঁচিয়ে হাটছে। কিন্তু ব্লিস জুতো খুলে হাতে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে লাগল।

'বেশ মজা।' ট্র্যাভিজ তার পায়ের, দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে বলল।

'ভালো।' ট্র্যাভিজ অন্যমনস্ক। তারপর বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল,'আচ্ছা ওই গায়ানরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

ওরা ঘটনাটা রেকর্ড করছে। আমাদের কাছে তুমি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখ, এই অভিযানের পর তুমি যদি মত পাল্টে আমাদের বিপক্ষে চলে যাও, আমরা আর গ্যালাক্সিয়া তৈরি করতে পারব না, এমনকি গায়া হিসেবেও থাকতে পারব না।'

'অর্থাৎ গায়ার কাছে আমি জীবন এবং মৃত্যু।'

'আমরা তাই মনে করি।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ট্র্যাভিজ। টুপি খুলল মাথা থেকে। আকাশের এখানে সেখানে নীলের ছোঁয়া লেগেছে। 'আমি তোমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছি। আমাকে মেরে ফেললে সেটা আর পাল্টানো যাবে না।'

'গোলান,' পেলোরেট আতঙ্কিত স্বরে ফিসফিস করে বলল। 'কী ভয়ংকর কথা।'

'আইসোলেট মানুষদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।' ব্লিস শান্ত। 'বোঝার চেষ্টা কর ট্র্যাভিজ, একজন মানুষ হিসেবে তোমার বা তোমার সিদ্ধান্তের কোনো গুরুত্ব নেই। আমরা নির্ভর করছি আসল সত্য বা প্রকৃত ঘটনার উপর। তোমার গুরুত্ব হচ্ছে তুমি সেই সত্য প্রকাশের মাধ্যম। তোমাকে মেরে ফেলার অর্থ হচ্ছে সত্যটাকে নিজেদের কাছ থেকে গোপন করা।'

'যদি বলি যে আসল সত্য হচ্ছে গায়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ হতে পারে না। তখন তোমরা সবাই খুশি হয়ে মারা যাবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'সবাই খুশি মনে মেনে নেবে না। তবে শেষপর্যন্ত তাই ঘটবে।'

'যদি কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিই, তার কারণ হবে এই মাত্র তোমার বলা কথাগুলো।' তারপর যারা ধৈর্য ধরে দেখছে (সম্ভবত শুনছেও) তাদের দিকে ফিরে ব্লিসকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা এমন ছড়িয়ে আছে কেন? আর এতজন কেন এসেছে? যে-কোনো একজন এসে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করতে পারত। তারপর গায়ার সবার স্মৃতিতে ছড়িয়ে দিতে পারত তাই না?'

'ওরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছে, এবং পৃথক পৃথক মস্তিষ্কে সেটা রেকর্ড হচ্ছে। পরে সকলের পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একজনের বিশ্লেষণের তুলনায় সকলের সমন্বিত বিশ্লেষণ থেকে আজকের ঘটনা আরও ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে।'

'অন্য কথায়, ক্ষুদ্র অংশের তুলনায় সামগ্রিক কাঠামো আরও ভালোভাবে কাজ করবে।'

'ঠিক। গায়ার অস্তিত্বের মৌলিক যুক্তিগুলো তুমি বেশ ভালোই বুঝেছ। একা একজন মানুষ হিসেবে তুমি প্রায় ৫০ ট্রিলিয়ন কোষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু মাল্টি সেলুলার ইণ্ডিভিজুয়াল হিসেবে তুমি ঐ পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন কোষের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়ই একমত হবে।'

'হ্যাঁ আমি একমত।'

মহাকাশ যানের ভেতর ঢুকে শেষবারের মতো গায়াকে দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো ট্র্যাভিজ। বৃষ্টির ফলে চারপাশে তরতাজা ভাব। তার সামনে ছড়িয়ে আছে শান্ত, নিরিবিলি, সবুজ এক বিশ্ব। জটিল ও রহস্যময় গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে এক শান্তিময় উদ্যান।

এবং ট্র্যাভিজ আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করল যেন এই গ্রহ আর দেখতে না হয়।

এয়ারলক বন্ধ হয়ে যেতেই ট্র্যাভিজের মনে হল, সে শুধু একটা দুঃস্বপ্নকেই পিছনে ফেলে আসেনি, বরং এক অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারছে।

যদিও সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের একটা উপাদান–ব্লিস–এখনও তার সাথে রয়েছে। কিন্তু জানে প্রয়োজন আছে তার উপস্থিতির। মনে হয় সেই ব্ল্যাকবক্স আবারও কাজ শুরু করেছে সূক্ষ্মভাবে।

মহাকাশযানের সবকিছুই চমৎকারভাবে আছে। ফাউণ্ডেশন-এর মেয়র তাকে বের করে দেওয়ার পর থেকেই এই যান তার কাছে আছে। এখনও আছে এবং ফেরত দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।

এটা তার কাছে আছে মাত্র কয়েক মাস, কিন্তু এরই মধ্যে তার বাড়িঘর হয়ে উঠেছে এটা। টার্মিনাসে নিজের বাসস্থানের কথা মনে নেই একেবারেই।

টার্মিনাস! ফাউণ্ডেশন ফেডারেশনের কেন্দ্র, সেলডনের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীতে দ্বিতীয় আরেকটা শক্তিশালী গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে

তোলাই যার লক্ষ্য। কিন্তু ট্র্যাভিজ সেই আশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। শুরু করেছে নতুন এক সামাজিক ব্যবস্থা, যা আগে কেউ কখনো দেখেনি।

এখন সে অভিযানে বেরিয়েছে প্রমাণ করার জন্য যা সে করেছে তা সঠিক না ভুল।

এভাবে চিন্তায় ডুবে যাওয়ার জন্য বিরক্ত হলো নিজের উপর। দ্রুতপায়ে এগোল পাইলট রুমের দিকে।

কম্পিউটার আগের চেয়েও বেশি ঝকমক করছে। ঝকমক করছে সবকিছুই। নিখুঁতভাবে যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করছে। নিঃশব্দে চলছে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা।

কম্পিউটারের আলোর বৃত্ত যেন আমন্ত্রণ জানালো তাকে, ট্র্যাভিজ স্পর্শ করতেই আলোটা ছড়িয়ে পড়ল পুরো ডেস্কের উপর, সেই সাথে ডান ও বা হাতের দুটো ছাপ ফুটে ওঠল। আটকে রাখা নিশ্বাস ছাড়ল সে। গায়ানরা ফাউণ্ডেশন-এর প্রযুক্তির কিছুই জানে না। ভয় ছিল তারা হয়তো যন্ত্রগুলো নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু ঠিক আছে সব।

এবার আসল পরীক্ষা। তার ভয় হচ্ছে। যদি কোনো ক্ষতি হয় সে সাথে সাথেই বুঝতে পারবে। বুঝেই বা কী করবে। মেরামতের জন্য ফিরে যেতে হবে সেই টার্মিনাসে। যদি ফিরে যায়, সে নিশ্চিত মেয়র ব্র্যান্নো আর তাকে ছাড়বে না। আর যদি না যায়—

মনে হচ্ছে বুকের খাঁচার ভেতর হৃৎপিণ্ড ফুটবলের মতো লাফাচ্ছে। কিন্তু সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই।

দ্রুত ডান ও বাঁ হাত সামনে বাড়িয়ে ডেস্কের ছাপ দুটোর উপর রাখলো সে। সাথে সাথেই মনে হলো আরেক জোড়া হাত তার হাত দুটোকে আঁকড়ে ধরেছে। এখন সে গায়ার চারদিক দেখতে পারছে। সবুজ ও আর্দ্র। গায়ানরা আছে এখনও। ইচ্ছা শক্তি বাড়িয়ে সে উপড়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখল। ইচ্ছা শক্তি আরেকটু বাড়ানোতে মেঘ সরে গিয়ে বেড়িয়ে এল নীল আকাশ।

তারপর ফুটিয়ে তুলল গ্যালাক্সির ইমেজ। ঘুড়ে বেড়াতে লাগল নক্ষত্রমণ্ডলে। কম্পিউটারটা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে সে নিশ্চিত হলো তবেই। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফিরে এল বাস্তবে। একটু ঝুকে দাঁড়ানোতে ব্যথা করছে ঘাড় পিঠ।

আগের চেয়ে ও ভালোভাবে কাজ করছে কম্পিউটার। এই যন্ত্রের প্রতি তার অনুভূতি ভালবাসার সাথে তুলনা করা যায়। এটা যখন তার হাত ধরে (যন্ত্রটাকে কখনো নারী বলে ভাবেনি) তার ইচ্ছাশক্তি সুনিয়ন্ত্রিত পথে বৃদ্ধি পেয়ে একটা বৃহৎ সত্তায় অংশ নেয়। যে কাজটা (তিক্তমনে ভাবল) গায়া আরও প্রসারিতভাবে করে।

মাথা নাড়ল সে। না! কম্পিউটার এবং তার বেলায় সে-ট্র্যাভিজ-তার হাতে থাকে নিয়ন্ত্রণ। কম্পিউটার পুরোপুরি তার অধীনস্থ।

ডাইনিং রুমে যথেষ্ট খাবার স্টোর করা হয়েছে। সঠিক ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তার ঘরের বুক ফিল্মগুলো রাখা আছে ঠিকভাবেই, এবং কোনো সন্দেহ নেই পেলোরেটের লাইব্রেরিও যথাযথভাবে আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

পেলোরেট! এতক্ষণে মনে পড়ল। দ্রুত পেলোরেটের ঘরে এসে ঢুকল। 'ব্লিস এর জায়গা হবে এখানে, জেনভ?'

'হ্যাঁ, অসুবিধা হবে না।'

'প্রয়োজন হলে কমনরুমটাকে ওর বেডরুম বানিয়ে দিতে পারি।'

মাথা তুলল ব্লিস। 'আলাদা বেডরুমের প্রয়োজন নেই। আমি এখানে পেল এর সাথে থাকতে চাই। তবে প্রয়োজন হলে অন্যঘর ব্যবহার করব।'

'যে কোনো ঘর ব্যবহার করতে পারো, আমারটা বাদ দিয়ে।'

'বেশ। আমিও সেই কথাই বলতে চাই। স্বভাবতই তুমিও আমাদের কোয়ার্টার থেকে দূরে থাকবে।'

স্বভাবতই,' বলল ট্র্যাভিজ। তারপর চোখ নামিয়ে বুঝতে পারল সে চৌকাঠ পেরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি এক পা পিছিয়ে হাসিমুখে বলল, 'এটা কিন্তু হানিমুন কোয়ার্টার না।'

'গায়ার ঘরগুলো এর অর্ধেক।'

'তোমরা বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকবে।' বলার সময় ট্র্যাভিজ চেষ্টা করল যেন হাসি না আসে।

'আমরা যথেষ্ঠ ঘনিষ্ট,' বলল পেলোরেট। আলোচনার মোড় ঘুরে যাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছে। 'তবে বন্ধু, আমাদের ভার আমাদের হাতেই ছেড়ে দাও।'

'আসলে পারি না,' ধীর গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'বোঝার চেষ্টা কর। এটা হানিমুন কোয়ার্টার না। পরস্পরের সম্মতিতে তোমরা যাই কর আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো প্রাইভেসি থাকবে না তোমাদের। বুঝতে পেরেছ ব্লিস।'

'ওখানে একটা দরজা আছে,' ব্লিস বলল, 'আশা করি ওটা যখন বন্ধ থাকবে তুমি আমাদের বিরক্ত করবে না।'

'করব না। কিন্তু শব্দ নিরোধক কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, ট্র্যাভিজ, আমাদের দুজনের আলোচনা তুমি পরিষ্কার শুনবে। এমনকি ভালবাসার সময় যে শব্দ হবে সেগুলোও।'

'হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি। কাজেই তোমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে। অসুবিধা হলেও আমার কিছু করার নেই। দুঃখিত।'

পেলোরেট কাশল। মৃদু গলায় বলল, 'এই সমস্যায় আমাকে আগেই পড়তে হয়েছে, ট্র্যাভিজ। জানই তো, ব্লিস যা অনুভব করে বা উপভোগ করে, গায়া তার সবটাই অনুভব বা উপভোগ করতে পারে।'

'আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমাকে বলতে চাইনি।'

'বেশি ভাবার কিছু নেই ট্র্যাভিজ। গায়াতে প্রতিমুহূর্তে প্রায় এক হাজার মানুষ প্রেম করছে; কয়েক মিলিয়ন মানুষ খাচ্ছে, পান করছে বা অন্য কোনো বিনোদন করছে। সবকিছু মিলে আনন্দের একটা সূক্ষ্ম প্রবাহ তৈরি হয়, গায়া সেটাই অনুভব করে। পশুপাখি, উদ্ভিদ পাথর প্রত্যেকেই আনুপাতিক হারে অংশ গ্রহণ করে। গায়া যা অনুভব করে অন্য কোনো গ্রহ তা অনুভব করে না।'

'আমাদের সবার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আছে।' বলল ট্র্যাভিজ 'ইচ্ছে হলে সেই সুখ-দুঃখ কারো সাথে ভাগ করে নেই; অথবা নিজেদের ভেতরই রেখে দিই।'

'যদি আমাদের সাথে যোগ দিতে, তা হলে বুঝতে তোমরা কতখানি নিঃস্ব।'

'তুমি কীভাবে জানো?'

'না জানলেও চলবে। স্বাভাবিক ভাবেই একজনের তুলনায় সকলের সম্মিলিত শক্তি অনেক বেশি।'

'যাই হোক, আমি আমার একার সুখ দুঃখ নিয়েই সন্তুষ্ট। কোনো পাথরের টুকরার সাথে শেয়ার করার ইচ্ছা নেই।'

'নাক সিটকিয়ো না। নিজের শরীরের সামান্য একটা দাঁতের অনেক গুরুত্ব দাও তুমি। অথচ একটা পাথরে সেগুলোর চেয়ে বেশি কনশাসনেস থাকে।'

'সত্যি কথা,' ট্র্যাভিজ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল। 'তবে এই বিষয়ে তর্ক করে লাভ নেই। গায়া তোমার সুখ-দুঃখে অংশ নিলে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি শেয়ার করতে চাই না। চাই না পরোক্ষভাবে তোমার কার্যকলাপে আমাকে জড়িত করা হয়।'

'তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছ, বন্ধু।' পেলোরেট বলল। 'নিজের সুবিধা অসুবিধার চেয়ে আমি তোমার সুবিধা অসুবিধা নিয়েই বেশি ভাবছি। কাজেই আমি আর ব্লিস সতর্ক থাকব। তাই না ব্লিস?'

'তুমি যা বলবে তাই হবে, পেল।'

'তা ছাড়া, মহাকাশে যতদিন আছি, তার থেকে অনেক বেশি দিন ছিলাম মাটিতে–'

'কোনো গ্রহের মাটিতে তোমরা কি করবে, সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই,' বাধা দিয়ে বলল ট্র্যাভিজ, ' কিন্তু এখানে আমার কথাই শেষ কথা।'

'নিশ্চয়ই।' পেলোরেট বলল।

'বেশ,কথাটা মনে রাখবে। টেক অফ করার সময় হয়েছে।'

'দাঁড়াও।' ট্র্যাভিজের জামার হাতা ধরে টেনে থামালো পেলোরেট। 'টেক অফ করবে, কিন্তু যাবে কোথায়? ? আমি, ব্লিস, তুমি বা তোমার কম্পিউটার জানে না পৃথিবী কোথায়। কী করার ইচ্ছা তোমার? খড়ের গাদায় সুচ খুঁজবে?'

ট্র্যাভিজ হাসল আমুদে ভঙ্গিতে। গায়ার হাতে পড়ার পর মনে হচ্ছে এই প্রথম সে নিজের উপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে।

'নিশ্চিত থাকো,' সে বলল। 'খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজতে হবে না। আমি জানি কোথায় যেতে হবে।'

অনেকক্ষণ হয়ে গেল ট্র্যাভিজের দেখা নেই। তাকে খুঁজতে খুঁজতে পাইলট রুমে এসে ঢুকল পেলোরেট। মনযোগ দিয়ে স্টারফিল্ড পর্যবেক্ষণ করছে ট্র্যাভিজ।

'গোলান–' একবার ডেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

ট্র্যাভিজ চোখ তুলল। 'জেনভ! বস-ব্লিস কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে। আমরা মহাকাশে বেরিয়ে এসেছি।'

'ঠিকই দেখছ।' ট্র্যাভিজ তার সঙ্গীর অবস্থা দেখে অবাক হয়নি। নতুন গ্র্যাভিটিক মহাকাশযানে টেক অফ বা ল্যান্ডিংের সময় কিছুই বোঝা যায় না। তীব্র গতির কোনো ধাক্কা নেই, ঝাঁকুনি নেই।

বাইরের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ফার স্টার এমনভাবে উপরে উঠে যেন কসমিক মহাসাগরে ভেসে থাকা কোনো বস্তু। সেই সময় ভেতরের মাধ্যাকর্ষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে মহাকাশযানের গতি আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। আরোহীরা কিছু বুঝতে পারে না। এই মুহূর্তে ফার স্টার গায়ার মাধ্যাকর্ষণ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে জাম্প করার আগে আরো সরে আসতে হবে।

'গোলান, প্রিয় বন্ধু,' পেলোরেট বলল, 'দুই-এক মিনিট তোমার সাথে কথা বলা যাবে? ব্যস্ত নও নিশ্চয়ই?'

'মোটেই ব্যস্ত নই। কী করতে হবে, নির্দেশ দেওয়া আছে। কম্পিউটার সামলাচ্ছে সব। কী চাই সেটা বলার আগেই আন্দাজ করে নিয়ে সেরে ফেলছে।' পরম আদরে ডেস্ক টপের উপর হাত বোলাল ট্র্যাভিজ।

'গোলান, অল্প সময়ে আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছি। যদিও আমার কাছে মনে হয় যেন অনেক সময় পার হয়েছে। এত ঘটনা ঘটেছে গত কয়েকদিনে, যে আমার সারা জীবনের ধ্যান ধারণা অভ্যাস পাল্টে গেছে-'

হাত তুলল ট্র্যাভিজ। 'জেনভ, ভূমিকা করে তুমি আসল কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। অল্প সময়ে আমরা বন্ধু হয়েছি, ঠিক। এখনও আমরা বন্ধু, অবশ্য ব্লিস এর সাথে পরিচয় আরও কম সময়ের। কিন্তু তার সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা আমার থেকেও বেশি।'

'সেই ব্যাপারটা ভিন্ন।' বিব্রত ভঙ্গিতে কাশল পেলোরেট।

'অবশ্যই। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কি হলো?'

'তোমার কথামতো যদি আমরা এখনও বন্ধু হই, তবে ব্লিস এর ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'বল কী বলবে।'

'আমি জানি, গোলান, তুমি ব্লিসকে পছন্দ করো না। কিন্তু আমার মুখ চেয়ে–।'

'এক মিনিট, জেনভ। ব্লিস আমাকে প্রভাবিত করেনি, ঠিক। তাই বলে আমি তাকে অপছন্দ করি না। তার প্রতি আমার কোনো রাগ নেই। ব্লিস সুন্দরী, আর তা না হলেও, তোমার খাতিরে মেনে নিতাম। আসলে আমি গায়াকে অপছন্দ করি।'

'কিন্তু ব্লিস আর গায়া একই কথা।'

'জানি, জেনভ। আর এখানেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ছে। ব্লিসকে একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু গায়া হিসেবে ভাবলেই সমস্যাটার শুরু।'

'তুমি গায়াকে কোনো সুযোগই দাওনি। গোলান, মাঝে মাঝে ব্লিস আমাকে তার মাইণ্ড এ ঢুকতে দেয়। এক মিনিটেরও কম সময়ের জন্য। তার বেশি না, কারণ সে বলেছে ব্যাপারটায় খাপ খাওয়ানোর জন্য আমার বয়স বেশি। –ওহ্, হেসো না, গোলান। তোমার বয়সও অনেক বেশি। আমার তোমার মতো আইসোলেট মানুষ এক বা দুই মিনিট গায়ার সাথে যুক্ত থাকলে ব্রেইনের ক্ষতি হতে পারে। আর যদি পাঁচ থেকে দশ মিনিট যুক্ত থাকে তা হলে ক্ষতি হবে অপূরণীয়। তোমার অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে, গোলান।'

'কী? ব্রেইনের অপূরণীয় ক্ষতি? না ধন্যবাদ।'

'গোলান, ইচ্ছা করেই আমাকে ভুল বুঝছ তুমি। কি মিস করছ, তুমি বুঝতে পারছ না। ব্লিস বলেছে এটা আনন্দের অনুভূতি। সারা দিন তৃষ্ণার্ত থেকে এক ফোঁটা পানি পেলে যেমন আনন্দ হয় ঠিক তেমন। হাজার হাজার মানুষ পৃথকভাবে যে বিনোদন করছে তুমি তার সবগুলোতে অংশ নিতে পারবে। যদিও ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু তোমার ভেতরে আলোড়ন উঠবে, ঝংকার তৈরি হবে।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'বলেছো ভালোই। কিন্তু শুনে মনে হচ্ছে তুমি এমন কোনো নেশায় আসক্ত যা তোমাকে সাময়িক আনন্দ দিলেও ভয়াবহ আতঙ্কে ভুগতে হয়। আমি এ ধরনের সাময়িক আনন্দের জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চাই না।'

'আমি এখনও স্বাধীন, গোলান।'

'কিন্তু কতদিন থাকতে পারবে, জেনভ? সময়ের সাথে সাথে তুমি আরও বেশি পেতে চাইবে, যতক্ষণ না তোমার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। জেনভ, ব্লিসকে তুমি এ কাজ করতে দিও না। –ভালো হয় আমি যদি এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বলি।'

'না, না। তুমি রাখঢাক করে কথা বলতে পারো না। আমি চাই না ও কষ্ট পাক। চিন্তা করো না, ব্লিস আমার ভালোই যত্ন নিচ্ছে। নিজেকে নিয়ে আমি যতটুকু ভাবি তার চেয়ে বেশি ভাবে ও।'

'বেশ, তোমাকেই বলছি। জেনভ, আর এই কাজ করো না। বায়ান্ন বছর নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে কাটিয়েছ। মস্তিষ্ক তাতে অভ্যস্ত। এখন নতুন এবং অস্বাভাবিক আনন্দের জন্য ভারসাম্য নষ্ট করো না। এরজন্য চরম মূল্য দিতে হবে। এখন না হলেও ভবিষ্যতে অবশ্যই দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, গোলান।' নিচু স্বরে বলল পেলোরেট, চোখ নামিয়ে নিয়েছে। 'অন্যভাবে চিন্তা করে দেখ। ধর তুমি একটা এক কোষী প্রাণী-'

'ভুলে যাও। ব্লিস আর আমি আগেই কথা বলেছি এ ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু একটু ভেবে দেখ। ধর কোনো এককোষী প্রাণী যার মানুষের মতো অনুভূতি এবং চিন্তা শক্তি আছে, তাদেরকে জোর করে বহুকোষী সত্তায় পরিণত করতে চাইলে, তারা মনে করবে না তাদের স্বাধীনতা নষ্ট হচ্ছে? ঠেকাতে চাইবে না? ভুল হবে না তাদের? তারা কি জানে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা কতটুকু?'

www.boiRboi.blogspot.com

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'না, জেনভ, তোমার যুক্তি ভুল। এককোষী প্রাণীর অনুভূতি নেই, চিন্তাশক্তি নেই। এধরনের বস্তুর স্বাধীনতা হারানো কোনো ব্যাপার না, কারণ তাদের সেটা নেই। কিন্তু মানুষের চিন্তা শক্তি আছে। সত্যিকার অনুভূতি এবং স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা আছে, যা হারাতে হবে তাকে। কাজেই তোমার যুক্তি ভুল।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল দুজনের মাঝে। তারপর আলোচনার মোড় ঘোরানোর জন্য পেলোরেট বলল, 'তুমি স্টার ফিল্ডের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

'অভ্যাস।' ক্লান্ত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'কম্পিউটার বলছে গায়ান বা সেশেলিয়ান কোনো মহাকাশযান আমাদের অনুসরণ করছে না। তবুও উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছি। যেখানে কম্পিউটারের সেন্সর আমার চোখের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী। তা ছাড়া কম্পিউটার মহাকাশের অনেক সূক্ষ্ম বস্তু ধরতে পারছে, যা আমি কখনোই ধরতে পারব না। সব জেনেও আমি তাকিয়ে আছি।'

'গোলান, আমরা যদি বন্ধু হই—'

'কথা দিচ্ছি ব্লিসের কষ্ট হয়, এমন কিছু করব না।'

'অন্য ব্যাপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ আমাকে জানাওনি, যেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। আমরা কোথায় যাচ্ছি? তুমি জানো পৃথিবী কোথায়?'

'দুঃখিত। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে কথাটা গোপন করেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?'

'কেন? কারণ হয়তো ব্লিস।'

'ব্লিস? তুমি ওকে জানাতে চাও না? পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় ওকে।'

'ঠিক সেরকম কিছু না। ব্লিসকে অবিশ্বাস করে কি হবে। ইচ্ছা হলেই আমার মাইণ্ড থেকে সে গোপন কথাটা জেনে নিতে পারবে। আসলে কারণটা বেশ শিশুসুলভ। মনে করেছিলাম তুমি ব্লিসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা ভুলেই গেছ।'

পেলোরেট পুরোপুরি হতভম্ব। 'কিন্তু সেটা সত্যি না, গোলান।'

'জানি। এই আচরণের কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। তুমি যেমন আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ভয় পেয়েছিলে, তেমনি ভয় পেয়েছিলাম আমিও। নিজের কাছে স্বীকার করতে পারিনি, কিন্তু মনে হয়েছিল ব্লিস যেন আমাকে কেটে তোমার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলেছে। শিশুসুলভ আচরণ।'

'গোলান!'

'বললাম তো শিশুসুলভ আচরণ করেছি। যে-কোনো মানুষই করতে পারে। যাই হোক আমরা বন্ধু। তোমার কাছে আর লুকাবো না। আমরা কমপরেলন-এ যাচ্ছি।'

'কমপরেলন?' পেলোরেট বুঝতে পারেনি।

'আমার বেঈমান দোস্ত মান্-লী-কমপর-এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই।'

মনে পড়তেই মুখ উজ্জ্বল হল পেলোরেটের। 'নিশ্চয় মনে আছে। তার পূর্বপুরুষরা এসেছিল কমপরেলন থেকে।'

'হয়তো। কমপরের সব কথা আমি বিশ্বাস করিনি। তবে কমপরেলন পরিচিত বিশ্ব, আর কমপর বলেছিল ওই গ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবীর কথা জানে। বেশ, আমরা সেখানে গিয়ে খুঁজে বের করব। হয়তো লাভ হবে না, কিন্তু শুরু করার জন্য এই একটা তথ্যই আমাদের হাতে আছে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত হওয়া বা সন্দেহ করার কিছু নেই। আমরা নিরুপায়। এখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে।'

'হ্যা, কিন্তু কমপরের কথা মেনে নিলে তার সব কথাই মানতে হবে। মনে আছে, সে বলেছিল পৃথিবীর সারফেস রেডিওঅ্যাকটিভ এবং প্রাণশূন্য। যদি তাই হয় কমপরেলনে গিয়ে আমাদের কোনো লাভ হবে না।'

খেতে বসেছে তিন অভিযাত্রী।

'চমৎকার,' তৃপ্তির সাথে বলল পেলোরেট। 'এই খাবারগুলো কি টার্মিনাস থেকে এনেছিলাম?'

'না,' বলল ট্র্যাভিজ। 'ওগুলো কবেই শেষ। এগুলো কিনেছিলাম সেশেল থেকে। স্বাদটা কেমন যেন, তাই না ? কোন ধরনের সিফুড।'

ব্লিস নিশ্চুপ। খাবার নাড়াচাড়া করছে।

'তোমাকে খেতে হবে, ডিয়ার।' নরম সুরে বলল পেল।

'জানি, পেল। খাচ্ছি।'

অধৈর্য স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'স্টকে গায়ান খাবার আছে, ব্লিস।'

'জানি। জমা থাকুক। বলা তো যায় না কতদিন মহাকাশে থাকতে হয়। আর আমাকে আইসোলেট মানুষের খাবারে অভ্যস্ত হতে হবে।'

'এতটাই খারাপ। নাকি গায়া শুধু গায়াকে খায়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্লিস। ' আসলে গায়াতে আমি যা খাই, যে অংশ আমার শরীরে মিশে যায় তার সবই গায়া। ব্যাপারটা ঠিক সচেতনতার উঠা নামা। অর্থাৎ যা খাই তার কিছু অংশের সচেতনতা বেড়ে যায়, আর যে অংশ বর্জ্য পদার্থ হিসেবে থাকে তার সচেতনতা নেমে যায়।'

'বেশ, এই যে সেশেল থেকে আনা নন-গায়ান খাবারগুলো তুমি খাচ্ছ, সেগুলোর কি হবে। এগুলোও কি গায়ার অংশ হবে?'

'হবে। খুব ধীরে ধীরে। যে অংশটুকু বর্জ্য হিসেবে বের করে দেব সেটা ধীরে ধীরে গায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আসলে হাইপার স্পেসে থাকার কারণেই এই খাবারগুলো গায়ার অংশ হতে পারছে।'

'স্টোরে যে গায়ান খাবার আছে সে গুলোর কি হবে। ধীরে ধীরে গায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। যদি তাই হয়, তবে তোমার খেয়ে ফেলা উচিত।'

'চিন্তা করতে হবে না। ওগুলো এমনভাবে রাখা আছে যেন দীর্ঘ সময় পরেও গায়ার সাথে যুক্ত থাকে।'

www.boiRboi.blogspot.com

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল পেলোরেট, 'আমরা যে গায়ান খাবার খেয়েছি সেগুলোর কী হবে? আমাদেরই বা কী হবে? আমরা ধীরে ধীরে গায়াতে পরিণত হব।'

মাথা নাড়ল ব্লিস। চেহারায় অস্বস্তি। 'না তোমরা যা খেয়েছ সেগুলো আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। শরীর থেকে যা বের করে দিয়েছ সেগুলো ধীরে ধীরে আবার গায়াতে পরিণত হবে, যেন ভারসাম্য ফিরে আসে। তবে তোমরা থাকার ফলে গায়ার অনেক অণু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।'

'কেন?' ট্র্যাভিজের কৌতূহলী প্রশ্ন।

'তোমরা এই পরিবর্তনে অভ্যস্ত হতে পারতে না। তোমরা ছিলে আমাদের অতিথি। কাজেই তোমাদের নিরাপত্তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়েছে।'

'সেজন্য দুঃখিত। এই নন-গায়ান খাবারগুলো তোমার ক্ষতি করবে না তো?'

'না। তোমরা যা খেতে পারবে আমিও খেতে পারব। হজম করতে সমস্যা হবে। সেজন্য আস্তে আস্তে খাচ্ছি। তবে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সংক্রমণ হতে পারে।' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলল পেলোরেট। 'আগে মনে আসেনি কেন? প্রতি গ্রহেই জীবাণু থাকতে পারে, তুমি আক্রান্ত হবে সহজেই। আমাদের ফিরে যেতে হবে ট্র্যাভিজ।'

'ভয় পেয়ো না, পেল ডিয়ার।' হাসিমুখে বলল ব্লিস। 'খাবার বা অন্য কোনোভাবে জীবাণুগুলো আমার শরীরে ঢুকে কোনো ক্ষতি করার আগেই দ্রুত গায়ায় পরিণত হবে।'

খাওয়া শেষ হলো। মসলা মেশানো ফলের গরম রসে চুমুক দিয়ে পেলোরেট বলল, 'প্রসঙ্গ পাল্টানো যাক। মনে হয় আলোচনার বিষয় পাল্টানোর দায়িত্ব একা আমার কাঁধে চেপেছে। কেন?'

ট্র্যাভিজ গম্ভীর গলায় বলল, 'কারণ আমি আর ব্লিস আলোচনার চেয়ে ঝগড়া করি বেশি। সেটা খারাপ পর্যায়ে যাওয়ার আগেই তুমি আমাদের থামাবে। কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাও, পুরোনো বন্ধু।'

'কমপরেলন-এর সবগুলো রেফারেন্স ঘেটে দেখলাম। গ্রহটা যে সেক্টরে অবস্থিত সেখানে প্রচুর কিংবদন্তি, গল্প, উপকথা প্রচলিত রয়েছে। বহুদূর অতীতে সেখানে বসতিস্থাপন করা হয়, হাইপার স্পেসাল ট্রাভেলের প্রথম সহস্রাব্দে। কিংবদন্তি আছে বেনবেলী নামে কেউ একজন এই গ্রহে অধিবাস প্রতিষ্ঠাতা। কেউ জানে না সে কোথেকে এসেছিল। গ্রহের প্রাচীন নাম ছিল বেনবেলীর বিশ্ব।

'এই কাহিনীতে সত্য ঘটনা কতটুকু আছে, জেনভ?'

'অনুমান করা কঠিন।'

'ইতিহাসে বেনবেলী বলে কারো নাম কখনো পাইনি। তুমি পেয়েছ?'

'না, তবে জানোই তো ইম্পেরিয়াল যুগের শেষ পর্যায়ে প্রি-ইম্পেরিয়াল, যুগের ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। শেষ শতাব্দীর সম্রাটদের মনে হয়েছিল স্থানীয় দেশাত্মবোধ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি সেক্টরের প্রতিটি গ্রহের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় নতুন করে, ট্র্যানটরকে ঘিরে।'

'জানতাম না ইতিহাস এত সহজে মুছে ফেলা যায়।' মন্তব্য করল ট্র্যাভিজ।

'আসলে মোছা যায় না। তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং শক্তিশালী সরকার ইতিহাসের ভিত্তি দুর্বল করে দিতে পারে। যদি যথেষ্ট দুর্বল করা যায় তা হলে প্রাথমিক ইতিহাস গড়ে উঠবে এলোমেলো তথ্যের উপর ভিত্তি করে, ফলে তৈরি হবে গল্প, উপন্যাস, রূপকথা, লোককাহিনী ইত্যাদি। প্রতিটা সেক্টর তাদের লোককাহিনীতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে তারাই সবচেয়ে প্রাচীন এবং শক্তিশালী, আর যতই অবিশ্বাস্য বা অযৌক্তিক হোক, সেগুলো বিশ্বাস করা দেশপ্রেমের অংশ। তোমাকে দেখাতে পারব যে গ্যালাক্সির প্রতিটি কোণের গল্পগাথায় বলা হয়েছে সেখানে সরাসরি পৃথিবীর মানুষ বসতি স্থাপন করেছে, যদিও সবাই পিতৃপুরুষের গ্রহকে এক নামে ডাকে না।'

'আর কী নামে ডাকে?'

'অনেক নামে ডাকে। যেমন দ্য ওনলি, দ্য ওল্ডেস্ট ইত্যাদি, কখনো বলে মুনড ওয়ার্ল্ড, কারো কারো মতে বিশাল উপগ্রহের কারণে এই নাম হয়েছে। আবার কেউ বলে এই শব্দের অর্থ "হারানো বিশ্ব।" মুনড শব্দটি "মেরুনড" শব্দের বিকৃত রূপ এবং মেরুনড প্রি-গ্যালাকটিক শব্দ যার অর্থ "নিখোঁজ" বা "পরিত্যক্ত।"'

'জেনভ, থামো।' নরম সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'সুযোগ পেলে এভাবে চালিয়ে যাবে। তুমি বলেছ এধরনের গল্প বা রূপকথা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, প্রচুর। মানুষকে একটা সুযোগ দাও, দেখবে কোনো ঘটনাকে রঙ চড়িয়ে কোথায় নিয়ে যায়। একবার-'

'জেনভ! থামো! কমপরেলনের গল্পের সাথে অন্য গল্পগুলোর কোনো পার্থক্য আছে?'

'ওহ্!' পেলোরেট একমুহূর্ত ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'পার্থক্য? বেশ, তারা বলছে যে পৃথিবী তাদের কাছাকাছি অবস্থিত। এই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অন্যান্য বিশ্বগুলো পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে রহস্য তৈরি করে রেখেছে, এমন অবস্থানের বর্ণনা দিয়েছে যা বাস্তবে নেই।'

'হ্যাঁ। সেশেলিয়ানরা যেমন বলেছিল গায়া হাইপারস্পেসে চলে গেছে।

কথাটা শুনে ব্লিস মুচকি হাসল।

ট্র্যাভিজ কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি। আমাদের কাছে এই কথা বলেছে ওরা।'

'আমি অবিশ্বাস করছি না। বেশ মজার কথা। আমরাই চেয়েছি ওরা যেন এটা বিশ্বাস করে। এই মুহূর্তে আমাদের একা থাকতে হবে, আর হাইপারস্পেস ছাড়া কোথায় নিরাপদে থাকব?'

'ঠিক একই উপায়ে,' ট্র্যাভিজ শুকনো গলায় বলল, 'কোনো কিছু মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছে পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই অথবা সেটা অনেক অনেক দূরে অথবা সেটা একটা তেজস্ক্রিয় নরক।'

'শুধুমাত্র,' পেলোরেটের মন্তব্য,' এই গ্রহ তাদের কাছাকাছি রয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু রেডিওঅ্যাকটিভ। সকল কাহিনীতেই পৃথিবীকে দুর্গম গ্রহ হিসেবে দেখানো হয়েছে।'

'ঠিকই বলেছো।'

'সেশেলিয়ানরা অনেকেই মনে করত গায়া অনেক কাছে; অনেকে এমনকি নক্ষত্র পর্যন্ত চিনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সকলেই মনে করত সেখানে যাওয়া যাবে না। হয়তো কমপরেলিয়ানদের কেউ মনে করে পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ এবং মৃত কিন্তু তার নক্ষত্র দেখিয়ে দিতে পারবে। তারপর যতই দুর্গম হোক, আমরা সেদিকে এগোব।'

'তুমি আসো, গায়া এটাই চেয়েছিল, ট্র্যাভিজ।' ব্লিস বলল, 'আমাদের হাতে তুমি ছিলে অসহায়, কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। যদি পৃথিবী আরো শক্তিশালী এবং শত্রুভাবাপন্ন হয়, তখন কি হবে?'

'পরিস্থিতি যাই হোক আমাকে পৌছতে হবে। পৃথিবী খুঁজে পেলে সেদিকে রওনা দেওয়ার আগে নেমে যাওয়ার সময় পাবে তোমরা। চাইলে তোমাদেরকে আমি নিকটস্থ ফাউণ্ডেশন বিশ্ব বা ফিরে এসে গায়ায় নামিয়ে দেব। তারপর একাই যাবো।'

'প্রিয় বন্ধু,' পেলোরেটের গলায় চরম বিতৃষ্ণা, 'আর কখনো এধরনের কথা বলবে না। তোমাকে একা ফেলে যাব না আমি।'

'আর আমি পেলকে ছেড়ে কোথাও যাব না।' ব্লিস বলল।

'অল্প সময়ের ভেতরে কমপরেলন-এর উদ্দেশে জাম্প করব। তারপর-প্রার্থনা করো যেন পরের জাম্প হয় পৃথিবীর দিকে।'

দ্বিতীয় পর্ব

কমপরেলন

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

৩. এন্ট্রি স্টেশন

ট্র্যাভিজ বলেছে যে এখন থেকে যে-কোনো মুহূর্তে হাইপারস্পেসে জাম্প করবে।' বলল ব্লিস।

পেলোরেট ঝুঁকে ছিল ভিউয়িং ডিস্কের উপর। উত্তর দেওয়ার আগে সোজা হয়ে বসল। 'হ্যাঁ, বলেছে যে আধঘণ্টার মধ্যেই হবে।'

'আমার ভালো লাগছে না, পেল। জাম্প কখনোই পছন্দ করিনি। অস্বস্তি হচ্ছে। গায়ার কোনো অংশ জাম্প করলে পুরো গায়া সেটা অনুভব করে। যদিও দূরত্বের কারণে প্রভাব হবে অনেক হাল্কা। তবে পুরো ধাক্কাটা যাবে আমার উপর দিয়ে। গায়ার উপাদানগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও আমাদের মাঝে পার্থক্য আছে। আর আমার গঠন অনেক বেশি স্পর্শকাতর।'

'শোন, ব্লিস। ফার স্টার কোনো সাধারণ মহাকাশযান নয়। অতি আধুনিক গ্র্যাভিটিক মহাকাশযান। সাধারণ মহাকাশযান নিয়ে হাইপারস্পেস জাম্প করলে সমস্যা হতো। কিন্তু ফার স্টারের ভেতরে বসে তুমি কিছুই টের পাবে না। তা ছাড়া এই মহাকাশযানের রয়েছে একটা শক্তিশালী কম্পিউটার, যা দিয়ে যে-কোনো জটিল পরিস্থিতি খুব সহজে সামলানো যায়।

'চমৎকার। ট্র্যাভ বেশ দক্ষভাবে এই যান সামলাচ্ছে।'

পেলোরেট ভুরু কোঁচকালো। 'প্লিজ, ব্লিস। বল ট্র্যাভিজ।'

'বলব, বলব। ও সামনে না থাকলে একটু রিল্যাক্স করি।'

'করো না। অভ্যাসটা ছাড়ার চেষ্টা কর। ট্র্যাভিজ এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।'

'এ ব্যাপারে না। আমার ব্যাপারে স্পর্শকাতর। আমাকে সে পছন্দ করে না।'

'তোমার ধারণা ভুল,' আন্তরিক গলায় বলল পেলোরেট। 'আমি ট্র্যাভিজের সাথে কথা বলেছি। –দাঁড়াও, দাঁড়াও, এভাবে তাকিও না। আমি খুব সতর্ক হয়ে কথা বলেছি। তোমাকে সে অপছন্দ করে না, শুধু গায়ার ব্যাপারে সন্দিহান। তোমাদের উপকারিতা বুঝতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

'হতে পারে, তবে কারণ গায়া না। ট্র্যাভিজ যাই বলুক না কেন–মনে রাখবে সে তোমাকে খুব পছন্দ করে, তাই তোমাকে কষ্ট দিতে চায়নি। আসলে সে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করে।'

'না ব্লিস।'

'তুমি আমাকে ভালবাসো বলে সবাই যে বাসবে এমন কোনো কথা নেই। শোন ট্র্যাভ-ঠিক আছে, ট্র্যাভিজ-মনে করে আমি একটা রোবট।'

পেলোরেটের স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল। 'তোমাকে কৃত্রিম মানুষ মনে করে, হতেই পারে না।'

'এত অবাক হচ্ছ কেন? গায়া তৈরি হয়েছিল রোবটের সাহায্যে। সবাই জানে।'

'মেসিন যেভাবে সাহায্য করে, রোবটও সেভাবে সাহায্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে গায়া তৈরি করেছিল মানুষ; পৃথিবীর মানুষ। ট্র্যাভিজ তাই মনে করে। আমি জানি।'

'গায়ার স্মৃতিতে পৃথিবীর কোনো কথা নেই। অবশ্য গ্রহটাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার তিন হাজার বছর পরেও কিছু রোবটের কথা আমাদের মনে আছে। সেই সময় একই সাথে গায়াকে প্ল্যানেটরি কনশাসনেস-এর পর্যায়ে উন্নীত করার কাজও চলছিল। সেজন্য অনেক সময় লেগেছিল, পেল। হতে পারে সে কারণেই পৃথিবীর কোনো কথা আমাদের স্মৃতিতে নেই। ট্র্যাভিজের ধারণা অনুযায়ী সেগুলো হয়তো আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা হয়নি।'

'বুঝলাম,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল পেলোরেট। 'কিন্তু রোবটের কথা আসছে কেন?'

'বেশ, গায়া তৈরি হবার পর রোবটরা চলে যায়। আমরাই চাইনি তারা থাকুক। আমাদের ধারণা হয়েছিল রোবট মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এই ধারণার উৎস কি জানি না, তবে সম্ভবত অতি প্রাচীন সময়ের কোনো ঘটনা এর জন্য দায়ী।'

'যদি রোবটরা চলেই যায়-'

'হতে পারে গুটি কয়েক রোবট থেকে গিয়েছিল। আমি হয়তো তাদেরই একজন-পনের হাজার বছরের পুরোনো। ট্র্যাভিজ তাই সন্দেহ করে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'কিন্তু তুমি তা নও।'

'তুমি সেটা বিশ্বাস কর?'

'অবশ্যই করি। তুমি রোবট নও।'

'তুমি জানো?'

'ব্লিস, আমি জানি। তোমার ভেতর কোনো কৃত্রিমতা নেই। সেটা আমি ধরতে না পারলে অন্য কেউই পারবে না।'

'হতে পারে আমাকে এমন দক্ষভাবে তৈরি করা হয়েছে যে স্বাভাবিক মানুষের সাথে সূক্ষ্ম কোনো পার্থক্যও ধরা পড়বে না। যদি তাই হয়, তুমি আমাকে রক্ত মাংসের মানুষ থেকে কীভাবে আলাদা করবে?'

'আমার মনে হয় না তোমাকে এভাবে তৈরি করা সম্ভব।'

'তুমি যাই মনে কর, যদি সম্ভব হয়?'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে ধরা যাক, আমি এমনভাবে তৈরি একটা রোবট মানুষের সাথে যার কোনো পার্থক্য নেই। তোমার মনোভাব কী হবে?'

'বেশ, আমি-আমি-'

'ঠিক করে বলো। রোবটের সাথে প্রেম করতে তোমার কেমন লাগবে?'

পেলোরেট হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে উঠল। 'অনেক প্রাচীন কাহিনীতে বলা হয়েছে যে মেয়েরা কৃত্রিম মানুষের প্রেমে পড়ছে। বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। কখনো গুরুত্ব দিইনি। আমি আর ট্র্যাভিজ সেশেলে নামার আগে "রোবট" শব্দটাই শুনিনি। এখন মনে হচ্ছে ঐ কৃত্রিম মানব মানবীগুলো নিশ্চয় রোবট ছিল। তার মানে কাহিনীগুলোর গুরুত্ব আছে।' চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল সে। হঠাৎ চমকে উঠল ব্লিসের করতালির শব্দ শুনে।

'পেল ডিয়ার, এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। প্রশ্নটা হচ্ছে : রোবটের সাথে প্রেম করতে তোমার কেমন লাগবে?'

পেলোরেটের চোখে অস্বস্তি। 'মানুষের সাথে যে রোবটের কোনো পার্থক্য ধরা যায় না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মতে, মানুষের সাথে যে রোবটের কোনো পার্থক্য ধরা যায় না সেও মানুষ। তুমি সেরকম রোবট হলেও আমার কাছে মানুষ ছাড়া আর কিছু না।'

'তোমার কাছে আমি এই কথাগুলোই শুনতে চেয়েছিলাম, পেল।'

'বেশ, শুনলে। এবার নিশ্চয়ই বলবে আমাকে যে তুমি স্বাভাবিক মানুষ।'

'না, এধরনের কিছুই বলব না। স্বাভাবিক মানুষের যে সংজ্ঞা দিয়েছ তাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তা হলে আর আলোচনা করার কিছু নেই। তা ছাড়া তুমিও যে সেরকম কোনো রোবট না সেটা আমি কি করে বলব।'

'কারণ আমি বলছি।'

'আহ্, কিন্তু তোমাকে হয়তো এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে যেন নিজেও বিশ্বাস কর এবং আমাকেও বলতে পারো যে তুমি মানুষ। আসলে তুমি একটু আগে যা বলেছ সেটাই মেনে নিতে হবে, কোনো উপায় নেই।'

কথা শেষ করে পেলোরেটকে জড়িয়ে ধরে হালকা চুমু খেল। তারপরের চুমুটা হলো দীর্ঘস্থায়ী এবং আবেগঘন। সামলে নিয়ে ফিস ফিস করে পেলোরেট বলল, 'কিন্তু ট্র্যাভিজকে আমরা কথা দিয়েছি ওকে বিব্রত করার মতো কিছু করব না।'

'সবসময় প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখতে নেই।' ঝাঁজালো গলায় বলল ব্লিস।

'কিন্তু আমি পারব না। জানি রাগ করবে। আমি সবসময় গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করি, জানি কীভাবে আবেগকে দমিয়ে রাখতে হয়। দীর্ঘ জীবনের অভ্যাস এবং অন্যের কাছে খুব বিরক্তিকর। এমন কোনো মেয়ে দেখিনি যে এটা মেনে নিতে পেরেছে। আমার প্রথম স্ত্রী—বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু পুরোপুরি না। তুমি আমার প্রথম প্রেমিক নও।'

'ওহ্!' পেলোরেট হতাশ। তারপর ব্লিসের তীর্যক হাসি দেখে বলল, 'মানে অবশ্যই না। সেটা আশা করাই বোকামি।—যাই হোক, আমার প্রথম স্ত্রী এগুলো পছন্দ করত না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু আমি করি। তোমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ব্যাপারটা আমাকে বেশ আকর্ষণ করে।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে অন্য একটা বিষয় বেশ ভাবাচ্ছে। আমরা একমত হয়েছি রোবট বা মানুষ সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি আইসোলেট মানুষ, গায়ার অংশ নই। আমার সাথে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে তুমি গায়ার বাইরের আবেগ অনুভব করো, এমনকি যখন স্বল্প সময়ের জন্য তোমাদের চেতনায় যুক্ত কর, সেই সময়ের আবেগের ঘনত্ব গায়ার সাথে গায়া ঘনিষ্ঠ হলে যে আবেগ হয় তার ঘনত্বের চেয়ে কম।'

'তোমাকে ভালবাসার স্বকীয় আনন্দ আছে, পেল। আর বেশি কিছু আমার দরকার নেই।'

'আমাকে ভালবাসাই সব নয়। তুমি শুধু তুমি নও। তুমি গায়া। সে এটাকে বিকৃত আচরণ মনে করতে পারে।'

'করলে আমি জানতাম, কারণ আমি গায়া। যেহেতু আমি তোমাকে নিয়ে খুশি, গায়া খুশি। যখন আমরা দুজন ভালবাসি, গায়ার সকল অংশ সেই আনন্দ কমবেশি অনুভব করে। যখন বলি, আমি তোমাকে ভালবাসি, তার অর্থ গায়া তোমাকে ভালবাসে, যদিও তাৎক্ষণিকভাবে কাজটা সম্পন্ন করার দায়িত্ব আমার। বুঝতে পারোনি বোধহয়?'

'আমি আইসোলেট মানুষ, তাই কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'আইসোলেট মানুষের শরীর দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়। যখন তুমি শিস দিয়ে গান গাও, তোমার পুরো শরীর সেই সুরের সাথে সাড়া দিতে চায়। যদিও কাজটা করার দায়িত্ব ঠোঁট, জিভ, এবং ফুসফুসের। তোমার ডান পায়ের গোড়ালি কিছুই করে না।'

'তাল মেলাতে পারে।'

'পারে। কিন্তু শিস বাজানোর জন্য তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাল মেলানো মূল কাজ নয়, সেটা মূল কাজের একটা প্রতিক্রিয়া। এভাবে আমার যে-কোনো আবেগে গায়ার ছোট বড় সকল অংশ কমবেশি প্রভাবিত হয়। যেমন আমি তাদের আবেগে প্রভাবিত হই।'

'আমার মনে হয় তা হলে এটা নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।'

'মোটেই না।'

'তারপরেও একটা অস্বস্তিকর দায়িত্বের বোঝা যেন চেপে বসেছে। মনে হয় যখন তোমাকে খুশি করতে চাই, তখন গায়ার সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করা উচিত।'

'প্রতিটি অণু পরমাণু—তুমি ঠিক সেটাই কর। সামগ্রিক আনন্দের অনুভূতিতে তোমার অবদান হয়তো অনেক কম, তবে আছে, এটা জেনে তোমার খুশি হওয়া উচিত।'

www.boiRboi.blogspot.com

ট্র্যাভিজ আশা করি হাইপারস্পেসে জাম্প এর হিসাব-নিকাশ নিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ পাইলট রুমে ব্যস্ত থাকবে।'

'তুমি হানিমুন করতে চাও?'

'চাই।'

'তা হলে এক টুকরা কাগজ নিয়ে তাতে লিখ "হানিমুন হেভেন", লিখে দরজার বাইরে লাগিয়ে দাও। এরপর যদি সে এখানে ঢুকতে চায়, সেটা তার সমস্যা।'

ব্লিসের কথা মতো কাজ করল পেলোরেট, এবং তারা যখন মগ্ন হয়েছিল চরম সুখে ঠিক সেই সময় ফার স্টার নিঃশব্দে জাম্প করল হাইপারস্পেসে, ব্লিস বা পেলোরেট কিছুই বুঝতে পারল না, অবশ্য সচেতন থাকলেও পারত না বুঝতে।'

এই প্রথমবার মহাকাশে এলেও গত কয়েকমাসে পেলোরেট পুরোপুরি মহাকাশচারী হয়ে পড়েছে। তিনটা গ্রহ মহাকাশ থেকে দেখেছে সে! টার্মিনাস, সেশেল, গায়া। আর এখন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত টেলিস্কোপিক ভিউতে সে তাকিয়ে আছে চতুর্থ গ্রহের দিকে, সেটা হচ্ছে কমপরেলন।

এবং চতুর্থবারেও তাকে আগের বারের মতো হতাশ হতে হলো। যে-কোনো কারণেই তার ধারণা হয়েছিল যে মহাকাশ থেকে কোনো গ্রহের দিকে তাকালে সেই গ্রহের মহাদেশ এবং সেগুলোকে ঘিরে থাকা সমুদ্রের আউটলাইন দেখা যাবে; আর যদি মরুভূমি বিশ্ব হয় তা হলে হ্রদ এবং সেগুলোকে ঘিরে থাকা ভূমির আউটলাইন দেখা যাবে।

সেরকম কিছু হয়নি কখনো।

কোনো গ্রহ যদি বাসযোগ্য হয় তবে তার বায়ুমণ্ডল এবং আয়নমণ্ডল থাকবে। যদি পানি বাতাস থাকে তা হলে অবশ্যই মেঘ তৈরি হবে; আর মেঘ থাকলেই দৃষ্টি পথে বাধা তৈরি হবে। নিচে তাকিয়ে পেলোরেট মেঘের ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ হালকা নীল বা ধূসর বাদামি দেখতে পেল।

৩০০,০০০ কিলোমিটার দূর থেকে কোনো গ্রহ সহজে চেনা যায়–বোঝা যায়, ঘন মেঘ পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ব্লিস তাকিয়ে ছিল বলেই পেলোরেটের চেহারার পরিবর্তন ধরতে পারল, 'কী ব্যাপার, পেল? তোমাকে খুশি মনে হচ্ছে না।'

'মহাকাশ থেকে সব গ্রহই আমার কাছে একরকম মনে হয়।'

'কী বলছ, জেনভ?' বলল ট্র্যাভিজ। 'টার্মিনাসের যে-কোনো উপকূল রেখাও তোমার কাছে একই রকম মনে হবে, যদি না জানা থাকে তোমাকে কী খুঁজতে হবে-কোনো নির্দিষ্ট পাহাড়চূড়া, উপকূলবর্তী কোনো বিশেষ আকৃতির দ্বীপ।'

পেলোরেট অসন্তুষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ঘন মেঘের ভিতর তুমি কি খুঁজছ। হয়তো কিছু বোঝার আগেই গ্রহের অন্ধকার অংশে চলে যাবে।'

'ভালোভাবে দেখো, জেনভ। একটু লক্ষ করলেই দেখবে মেঘগুলো নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী গ্রহটাকে প্রদক্ষিণ করে একটা কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই কেন্দ্র দুই মেরুর একটা হবে।'

'কোনটা?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'এই গ্রহ নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করছে ঘড়ির কাঁটার দিকে, আমরা তাকিয়ে আছি নিচের দিকে, সুতরাং বলা যায় দক্ষিণ মেরু। যেহেতু মেরু শেষপ্রান্তের পনের ডিগ্রির মধ্যে অবস্থিত–এবং এই গ্রহ মূল অক্ষের উপর একুশ ডিগ্রি হেলে আছে, অর্থাৎ এখন সেখানে বসন্ত বা গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি। কম্পিউটার অল্প সময়েই সব জানিয়ে দিতে পারবে। রাজধানী বিষুব রেখার উত্তর অংশে, কাজেই সেখানে হেমন্ত বা শীতের মাঝামাঝি।'

ভুরু কোঁচকালো পেলোরেট। 'এত কিছু বুঝতে পারছ?' তারপর মেঘস্তরের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সেগুলো তার সাথে কথা বলবে, কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

'শুধু তাই নয়,' ট্র্যাভিজ বলল, 'মেরু অঞ্চল থেকে আলাদা করার জন্য মেঘস্তরে কোনো ফাঁক চোখে পড়ছে না, কিন্তু আছে। সেখানে তোমার চোখে পড়বে বরফ, অর্থাৎ সাদার উপরে সাদা।'

'মেরু অঞ্চলে এটাই স্বাভাবিক।'

'বাসযোগ্য গ্রহে অবশ্যই। নিস্প্রাণ গ্রহগুলো হয় পানি এবং বায়ুশূন্য, বা এমন কোনো চিহ্ন থাকে যা দেখে বলা যায় মেঘ জলীয় বাষ্পের কারণে হয়নি বা পানি জমাট বেঁধে বরফ হয়নি। এই গ্রহে তেমন কোনো চিহ্ন নেই, কাজেই বলা যায় যে আমরা তাকিয়ে আছি জলীয় বাষ্পের মেঘ এবং পানি জমাট বাঁধা বরফের দিকে।

'তারপরে খেয়াল করতে হবে, দিনের অংশে ছেদহীন সাদা ক্ষেত্রের আয়তন এবং অভিজ্ঞ চোখে সহজেই ধরা পড়বে যে এই আয়তন গড় আয়তন থেকে বেশি, এরই মাঝে তোমার চোখে পড়বে হালকা কমলা রঙের প্রতিসরিত আলো। তার অর্থ কমপরেলনের সূর্য টার্মিনাসের সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি ঠাণ্ডা, যদিও কমপরেলন অনেক কাছ থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং কমপরেলন অন্যান্য বাসযোগ্য গ্রহের মতোই ঠাণ্ডা আবহাওয়ার বিশ্ব।'

'মনে হচ্ছে তুমি খোলা বই পড়ছ।' প্রশংসার সুরে বলল পেলোরেট।

'অবাক হওয়ার কিছু নেই। কম্পিউটার প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান দিয়েছে, অভিজ্ঞতার আলোকে এতকিছু বলছি। আসলে কমপরেলনে একটা বরফ যুগ শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হতে যাচ্ছে।'

ব্লিস নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, 'আমার ঠাণ্ডা বিশ্ব ভালো লাগে না।'

'গরম কাপড় আছে আমাদের সাথে।' ট্র্যাভিজ বলল।

'সেটা কোনো ব্যাপার না। মানুষ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার উপযুক্ত নয়। আমাদের পশম বা পালক নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'গায়া কি পুরোপুরি মৃদু আবহাওয়ার বিশ্ব?'

'অধিকাংশ অঞ্চলই তাই। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য ঠাণ্ডা অঞ্চল এবং গরম আবহাওয়ার উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য গরম অঞ্চল আছে। এ ছাড়া পুরো গ্রহই মৃদু ভাবাপন্ন, কোনো প্রাণী বিশেষ করে মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করার মতো অতিরিক্ত শীত বা গরম পড়ে না।'

'মানুষ অবশ্যই। গায়ার সবকিছু জীবিত এবং সমান। কিন্তু মানুষের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।'

'বোকার মতো কথা বলো না।' বিরক্ত সুরে বলল ব্লিস। 'কনশাসনেসের মাত্রা এবং ঘনত্ব গুরুত্বপূর্ণ। সমান ওজনের পাথরের তুলনায় মানুষের গুরুত্ব অনেক বেশি, গায়ার সকল কাজই মানুষকে কেন্দ্র করে চলে—যদিও আইসোলেট বিশ্বে যতটা হয় ততটা না। এখানে সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটা অংশকে অবহেলা করা হলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সবার উপর। নিশ্চয়ই চাও না অপ্রয়োজনীয়ভাবে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে, চাও?'

'না, অপ্রয়োজনীয় অগ্ন্যুৎপাত চাই না।'

'তোমাকে বোঝাতে পারিনি, তাই না?'

'দেখ, একটা বিশ্ব আরেকটা থেকে আলাদা। কোনোটা ঠাণ্ডা, কোনোটা গরম। কোনো গ্রহে আছে বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল, কোনো গ্রহে আছে বিস্তৃত তৃণভূমি। ঐসব গ্রহের বাসিন্দারা নিজ নিজ পরিবেশে অভ্যস্ত। আমিও টার্মিনাসের পরিবেশে অভ্যস্ত–কিন্তু মাঝে মাঝে পালাতে চাই, বৈচিত্র্য চাই। আমাদের যা আছে, গায়ার তা নেই, সেটা হচ্ছে বৈচিত্র্য। যদি গায়া গ্যালাক্সিয়ায় পরিণত হয় তা হলে সব গ্রহের উপর মৃদু পরিবেশ চাপিয়ে দেবে। বৈচিত্র্যহীনতা তখন হয়ে উঠবে অসহ্য।'

'বৈচিত্র্য প্রয়োজন হলে তাও রক্ষা করা হবে।'

'তোমাদের ইচ্ছামতো, তাই না? আমি বরং বিষয়টা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেব।'

'কিন্তু তোমরা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দাওনি। প্রতিটি বাসযোগ্য গ্রহের পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথমে সেগুলোর পরিবেশ ছিল বুনো, মানুষ বাসের অযোগ্য। যতদূর সম্ভব মানুষের বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। এই গ্রহের আবহাওয়া যদি ঠাণ্ডা হয় তার মানে বাসিন্দারা এটাকে আরামদায়ক করে তোলার ব্যয় আর বহন করতে পারছে না। আমি নিশ্চিত যেসব অঞ্চলে মানুষ বাস করে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেবো বলে বেশি বাহাদুরী করার চেষ্টা করো না।'

'আমার ধারণা তুমি গায়ার পক্ষে কথা বলছ।'

'সবসময়ই গায়ার পক্ষে কথা বলি। আমি গায়া।'

'নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে গায়া যদি এতই নিশ্চিত থাকে, তা হলে আমাকে প্রয়োজন হলো কেন তোমাদের? আমাকে ছাড়াই এগিয়ে যাওনি কেন?'

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল ব্লিস, 'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা খারাপ। নিজের ভালো দিকগুলো সহজেই চোখে পড়ে। খারাপ দিকগুলো পড়ে না। সঠিক

পদক্ষেপ নিয়ে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। নিজেদের কাছে সঠিক মনে হলেই হবে না, নিরপেক্ষ হতে হবে, যদি নিরপেক্ষ সঠিক বলে কোনো বস্তু থাকে। সেই নিরপেক্ষ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তোমাকেই আমাদের উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে, তাই তোমাকে পথ প্রদর্শক হিসেবে বেছে নেই।'

'এতই নিরপেক্ষ,' বিষণ্ণ সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'যে আমি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত বুঝতে পারছি না এবং যৌক্তিকতা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'তুমি খুঁজে পাবে।'

'আশা করি।'

'আসলে বন্ধু,' পেলোরেট বলল, 'এবারের তর্কযুদ্ধে ব্লিস তোমাকে ভালোভাবেই কোণঠাসা করেছে। কেন মেনে নিচ্ছ না ওর বক্তব্য প্রমাণ করে গায়াই মানব জাতীর ভবিষ্যৎ?'

'কারণ,' কর্কশ সুরে বলল ট্র্যাভিজ,'সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় গায়ার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতাম না। কিছুই জানতাম না। কিছু একটা অবচেতনভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে, যে গায়ার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না—কিন্তু অনেক বেশি মৌলিক। আমাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।'

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুলল পেলোরেট, 'রাগ করো না, গোলান।'

'রাগ করিনি। আসলে স্নায়ুর চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। চাই না গ্যালাক্সির সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।'

'আমি দুঃখিত।' ব্লিস বলল, 'তোমার শারীরিক এবং মানসিক গঠনই এই দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপিয়েছে। –আমরা ল্যাণ্ড করব কখন?'

'তিন দিনের মধ্যে। তার আগে অবশ্য কোনো একটা এন্ট্রি স্টেশনে থামতে হবে।'

'কোনো সমস্যা হবে না নিশ্চয়ই, হবে?' জিজ্ঞাসা করল পেলোরেট।

কাঁধ ঝাঁকালো ট্র্যাভিজ। 'নির্ভর করে কতগুলো মহাকাশ যান এখানে আসে, এন্ট্রি স্টেশনের সংখ্যা এবং সর্বোপরি অবতরণের অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার নিয়মের উপর। সময়ের সাথে সাথে এই নিয়মগুলো বদলে যায়।'

'অনুমতি না দেওয়া বলতে কী বোঝাচ্ছ। ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিকদের ওরা প্রত্যাখ্যান করে কীভাবে? কমপরেলন ফাউণ্ডেশন ডমিনিয়নের অংশ, তাই না?'

'হ্যাঁ এবং না। আইনের কিছু জটিলতা আছে। জানি না কমপরেলনে কীভাবে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়। আমাদের বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে খুব কম।

'যদি নামতে না দেয়, তখন কি করবে?'

'আমি নিজেও জানি না। কি হয় দেখা যাক। তারপর বিকল্প কিছু ভাবা যাবে।'

এখন খালি চোখেই কমরেলন বিশাল ভূ-গোলকের মতো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এন্ট্রি স্টেশনগুলোও। কক্ষপথে স্থাপিত অন্যান্য কাঠামোগুলো থেকে সেগুলো অনেক বাইরে অবস্থিত এবং বেশি আলোকিত।

www.boiRboi.blogspot.com

ফার স্টার এগোচ্ছে দক্ষিণ মেরুর দিকে, ফলে ভূ-গোলকের অর্ধেক সবসময়ই সূর্যালোকিত হয়ে থাকে। রাতের অংশের এন্ট্রি স্টেশনগুলো স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার দেখা যায়। প্রতিটি স্টেশনের মাঝখানে দূরত্ব সমান। ছয়টা দেখা যাচ্ছে (নিঃসন্দেহে দিনের অংশে আরও ছয়টা আছে) এবং সবগুলোই সমান এবং সুনির্দিষ্ট গতিতে কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করছে।

পেলোরেট সামনের দৃশ্য দেখে অবাক। 'গ্রহের কাছাকাছি আরও অনেক আলো দেখা যাচ্ছে। কী ওগুলো?'

'বলতে পারছি না।' ট্র্যাভিজ বলল। 'কারখানা, গবেষণাগার, অবজারভেটরি বা জনবহুল টাউনশিপ হতে পারে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এন্ট্রি স্টেশন ছাড়া কক্ষপথের অন্যান্য স্থাপনাগুলো বাইরের দিকে অন্ধকার করে রাখা। কমপরেলন অবশ্যই ব্যতিক্রম।'

'আমরা কোন এন্ট্রি স্টেশনে যাবো, গোলান?'

'নির্ভর করছে ওদের উপর। আমি মেসেজ পাঠিয়ে অবতরণ করার অনুমতি চেয়েছি, এখন ওরা আমাকে জানাবে কোন স্টেশনে যেতে হবে এবং কখন। আরও নির্ভর করছে এই মুহূর্তে কতগুলো মহাকাশ যান ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। যদি প্রতিটি স্টেশনেই কমপক্ষে একডজন মহাকাশ যান লাইনে থাকে, আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

'এর আগে আমি মাত্র দুবার গায়া থেকে হাইপার স্পেসাল দূরত্বে এসেছিলাম,' বলল ব্লিস, 'কিন্তু দুবারই ছিলাম সেশেল বা তার কাছাকাছি। এত দূরে কখনো আসিনি।'

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো ট্র্যাভিজ, 'তাতে কি? তুমি তো এখনও গায়া, তাই না?'

প্রথমে মনে হলো ব্লিস বিরক্ত হয়েছে, তবে কিছুক্ষণ পরেই মুখে বিব্রত হাসি ফুটল, 'স্বীকার করছি, এবার তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলেছ, ট্র্যাভিজ। "গায়া" শব্দের দুটো অর্থ আছে। প্রথম অর্থে গায়া বলতে বোঝায় মহাকাশের দৃশ্যমান নিরেট গোলাকার গ্রহ। দ্বিতীয় অর্থে বোঝায় এই ভূ-গোলকের অন্তর্গত সকল জীবিত বস্তু। আমরা দুটোই ব্যবহার করি। বিষয়বস্তু শুনে গায়ানরা বুঝতে পারে কোন অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'বেশ, নিরেট ভূ-গোলক গায়া থেকে তুমি হাজার পারসেক দূরে। সম্পর্কযুক্ত চেতনাশীল প্রাণীসত্তা হিসেবে তুমি এখনও গায়া?'

'প্রাণীসত্তা হিসেবে আমি এখনও গায়া।'

'পুরোপুরি?'

'পুরোপুরি। আগেই তো বলেছি হাইপারস্পেসে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আমি এখনও গায়া।'

'তোমার কখনো মনে হয়েছে যে গায়া হলো কিংবদন্তির শুঁড়ওয়ালা দানব ড্রাকেন–যার শুঁড় ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। জনবহুল গ্রহগুলোতে একজন করে গায়ান নামিয়ে দাও, ব্যাস গ্যালাক্সিয়া তৈরি হয়ে

যাবে। আসলে ঠিক সেই কাজটাই করেছ। কোন কোন গ্রহে গায়ানরা আছে? সম্ভবত, টার্মিনাস এবং ট্র্যানটরে একাধিক গায়ান আছে। আর কতদূর এগিয়েছ?

ব্লিসের চেহারায় অস্বস্তির ছাপ। 'তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না, ট্র্যাভিজ, কিন্তু তার মানে এই না যে সবকিছু তোমাকে জানাতে হবে। এমন কিছু বিষয় আছে যা তোমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। গায়ানদের অবস্থান এবং পরিচয় তার মধ্যে একটা।'

'ঠিক আছে তাদের পরিচয় জানলাম না। কিন্তু কেন তারা আছে সেটা আমার জানার প্রয়োজন আছে?'

'গায়ার মতে কোনো প্রয়োজন নেই।'

'ধারণা করেছিলাম। তোমরা নিজেদের মনে করো গ্যালাক্সির অভিভাবক।'

'আমরা নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী গ্যালাক্সি চাই। সেলডনের পরিকল্পনা ছিল প্রথমটার চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে তোলা। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের সাহায্যে সেই কাজ ভালোভাবেই চলছে।'

'কিন্তু তোমরা প্রচলিত অর্থে কোনো দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার চাও না। তোমরা চাও গ্যালাক্সিয়া–জীবিত গ্যালাক্সি।'

'তুমি সমর্থন দিলে, আশা করি নির্দিষ্ট সময়েই গ্যালাক্সিয়া তৈরি হবে। যদি সমর্থন না দাও, তা হলে জীবন বাজি রেখে দ্বিতীয় এম্পায়ার গড়ে তুলব এবং যতদূর সম্ভব নিরাপদ রাখার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু সমস্যা–'

হালকা সংকেত ধ্বনি শুনে থামল ট্র্যাভিজ। 'বোধহয় এন্ট্রি স্টেশন থেকে খবর এসেছে। আসছি।'

দ্রুত পায়ে পাইলট রুমে এসে ঢুকল। ডেস্ক টপের উপর দুহাত রেখে জেনে নিল কোন এন্ট্রি স্টেশনে যেতে হবে, তার অবস্থান এবং নিচে নামার সম্ভাব্য পথ। তারপর ফিরতি মেসেজ পাঠিয়ে বসল হেলান দিয়ে।

স্যালডন প্ল্যান! সে ভুলেই গিয়েছিল। পাঁচ শ বছর ধরে এই প্ল্যান গ্যালাক্সিকে শাসন করছে ফাউণ্ডেশন-এর মাধ্যমে। কিন্তু এখন তার অস্তিত্ব বিপন্ন, এই প্ল্যানকে পরিবর্তিত করে চালানো হবে সম্পূর্ণ নতুন পথে। ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই–গ্যালাক্সিয়া। এবং সে নিজেই এই পথ বেছে দিয়েছে।

কিন্তু কেন? সেলডন প্ল্যানে কি কোনো ত্রুটি আছে? মৌলিক কোনো ত্রুটি?

বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে হলো ত্রুটি আছে, এবং সে জানে সেটা কী। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ই সে জানত। যেভাবে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল ঠিক সেভাবেই বেরিয়ে গেল। কিছুই মনে থাকল না।

হয়তো কল্পনা ছিল। এখন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। কারণ সেলডন প্ল্যান এবং সাইকোহিস্টোরির কয়েকটি মৌলিক অনুমিতি ছাড়া বিস্তারিত কিছুই জানে না সে। গণিত তো কিছুই জানে না।

চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করল–

www.boiRboi.blogspot.com

কিছুই মনে করতে পারল না।

কম্পিউটারের সাহায্য নিলে হতে পারে? ডেস্কটপে হাত রেখে কম্পিউটারের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করল। চোখ বন্ধ করে আবারও ভাবার চেষ্টা করল।

এবারও মনে করতে পারল না।

কমপরেলিয়ানের পরিচয়পত্রে নাম লেখা এ. কিণ্ড্রে। সাথে রয়েছে তার নাদুসনুদুস গোলাকার হালকা দাড়িওয়ালা মুখের হলোগ্রাফিক ইমেজ।

লোকটা খাটো। মুখের মতোই শরীরের কাঠামো গোলাকার। চোখের দৃষ্টি ও আচরণ সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং পরিষ্কার বিস্ময় নিয়ে সে ফার স্টারের ভেতরে দেখছে।

'আপনারা এত দ্রুত আসলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'দুঘণ্টার আগে আশা করিনি।'

'নতুন মডেলের যান,' স্বাভাবিক ভদ্র গলায় বলল ট্র্যাভিজ।

চেহারা যাই হোক কিণ্ড্রে বোকা না। পাইলট রুমে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, 'গ্র্যাভিটিক?'

অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখল না ট্র্যাভিজ।

'চমৎকার। শুনেছি, দেখিনি কখনো। মটরগুলো বাইরে হাল এ বসানো।'

'ঠিক।'

'কম্পিউটার দেখিয়ে বলল,'কম্পিউটার সার্কিট?'

'তাই তো জানি। খুলে দেখিনি কখনো।'

'বেশ। আমার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ইঞ্জিন নাম্বার, প্লেস অফ ম্যানুফেকচার, শনাক্তকারী নাম্বার, মালামালের তালিকা। নিশ্চয়ই সব কম্পিউটারে আছে। আধ সেকেণ্ডের মধ্যে বের করে দিতে পারবেন।'

তার চেয়েও কম সময় লাগল। 'আপনারা তিন জন যাত্রী?' জিজ্ঞেস করল কিণ্ড্রে।

'কোনো প্রাণী? উদ্ভিদ? স্বাস্থ্যের অবস্থা?'

'না, না। এবং ভালো।' এক নিশ্বাসে বলল ট্র্যাভিজ।

'উম! এখানে হাত রাখুন। নিয়ম, আর কিছু না। –ডান হাত প্লিজ।'

ট্র্যাভিজ যন্ত্রটা দেখে অবাক হয়নি। আজকাল ব্যাপক হারে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং আরও আধুনিক হচ্ছে। কোন গ্রহ কতটুকু উন্নত সেটা তার মাইক্রো ডিটেক্টর দেখেই বলা যায়। অবশ্য অল্প কয়েকটা অনুন্নত গ্রহ আছে যাদের একটাও মাইক্রো ডিটেক্টর নেই। এম্পায়ারের পতনের পর থেকেই বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলো রোগ এবং বহির্জগতের অজানা রোগ জীবাণুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এটা ব্যবহার করে আসছে।

'কী এটা?' একরাশ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'সম্ভবত মাইক্রো ডিটেক্টর।' বলল পেলোরেট।

ট্র্যাভিজ বুঝিয়ে বলল,'এটা তেমন কিছু না। এই যন্ত্র সংক্রামক রোগজীবাণু আছে কিনা সেটা বের করার জন্য তোমার শরীরের যে-কোনো অংশ বাইরে ভিতরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষা করবে।'

'জীবাণুর শ্রেণীবিভাগও করে।' কিড্রে বলল, কিন্তু গর্বের লেশমাত্র নেই। 'কমপরেলনে তৈরি করা হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন, ডান হাত বাড়াবেন?'

ডান হাত যন্ত্রে ঢুকিয়ে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন রংএর নাচানাচি দেখতে লাগল ট্র্যাভিজ। কিড্রে একটা সংযোগ স্পর্শ করতেই ফুটে উঠল লাল রঙের চিহ্ন। 'এখানে সই করুন, স্যার।'

সই করে জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ, 'অবস্থা কতটুকু খারাপ? আমার তেমন কিছু হয়নি, তাই না?'

'আমি ফিজিশিয়ান নই, সেজন্য বিস্তারিত বলতে পারব না। তবে এখানে এমন কোনো চিহ্ন দেখিনি যার জন্য আপনাকে ফেরত পাঠাতে হবে বা স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাতে হবে। সেটাই যথেষ্ট।'

'কী সৌভাগ্য।' ট্র্যাভিজ শুকনো গলায় বলল, শির শির ভাব দূর করার জন্য হাত ঝাড়ছে।

'এবার আপনি, স্যার।'

পেলোরেট দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাত বাড়ালো।

'আপনি, ম্যাম।'

কয়েকমিনিট পর, কিড্রে ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে ব্লিসের দিকে তাকালো। 'আপনি পুরোপুরি নীরোগ।'

হাসল ব্লিস। 'চমৎকার।'

'হ্যাঁ, ম্যাম। আপনাকে আমার হিংসা হচ্ছে।' প্রথম দস্তখতের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'আপনার পরিচয়পত্র, মি. ট্র্যাভিজ।'

ট্র্যাভিজ বের করে দিল। একবার দেখেই অবাক হয়ে মুখ তুলল কিড্রে। 'টার্মিনাস আইনসভার কাউন্সিলম্যান?'

'হ্যাঁ।'

'ফাউণ্ডেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা?'

ট্র্যাভিজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ঠিক। এখন আপনি দ্রুত কাজ শেষ করবেন?'

'আপনি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ আমি।'

'এখানে আসার উদ্দেশ্য?'

'ফাউণ্ডেশনের নিরাপত্তা। এর বেশি কিছু আপনাকে আমি বলব না, বুঝতে পেরেছেন?'

'জি স্যার। কতদিন থাকবেন?'

'জানি না, সম্ভবত এক সপ্তাহ।'

'ভালো কথা। আর এই ভদ্রলোক?'

www.boiRboi.blogspot.com

'ইনি ড. জেনভ পেলোরেট। আমি তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। ইনি টার্মিনাসের একজন স্কলার এবং বর্তমান মিশনে আমার সহকারী।'

'আমি বুঝেছি, স্যার। কিন্তু আমাকে কাগজপত্র দেখাতেই হবে। নিয়ম নিয়মই। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন স্যার।'

পেলোরেট কাগজপত্র বের করে দিল।

'আপনি ম্যাম।'

'ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।' শান্ত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'আমি তারপক্ষেও নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'জি স্যার। কিন্তু আমার কাগজ পত্রের প্রয়োজন।'

'আমার কোনো কাগজ পত্র নেই, স্যার।'বলল ব্লিস।

'মাফ করবেন, বুঝতে পারিনি।' কিড্রে অবাক।

ট্র্যাভিজ জবাব দিল, 'ভদ্রমহিলা পরিচয়পত্র সাথে নিয়ে আসেন নি। অসাবধানতা, তবে কোনো সমস্যা হবে না। দায়দায়িত্ব আমার।'

'সম্ভব হলে আপনাদের বিরক্ত করতাম না, কিন্তু আমার হাতে ক্ষমতা নেই।' কিড্রে বলল। 'তা ছাড়া ডুপ্লিক্যাট কপি যোগাড় করা নিশ্চয়ই কঠিন হবে না। মহিলা নিশ্চয়ই টার্মিনাস থেকেই এসেছেন।'

'না।'

'তা হলে ফাউণ্ডেশন টেরিটোরির অন্য কোনো বিশ্ব থেকে?'

'না, তাও না।'

কিড্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্লিসের দিকে তাকালো, তারপর ট্র্যাভিজের দিকে। 'ঝামেলা কাউন্সিলম্যান। নন-ফাউণ্ডেশনের আরেক সেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হলে সময় লাগবে। যেহেতু আপনি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক না, মিস ব্লিস, যে গ্রহে জন্ম এবং যে গ্রহের নাগরিক তার নাম আমাকে জানতে হবে। তারপর পরিচয়পত্র না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

'দেখুন, মি. কিড্রে, শুধু শুধু দেরি করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমি ফাউণ্ডেশন-এর পদস্থ কর্মকর্তা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি। সামান্য পেপারওয়ার্কের জন্য আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না।'

'কিছু করার নেই, কাউন্সিলম্যান, আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে এই মুহূর্তে আপনাকে নিচে নামার ছাড়পত্র দিতাম। কিন্তু আমার সকল কাজ পাতলা একটা আইনের বই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তার বাইরে যেতে পারব না। অবশ্য কমপরেলিয়ান সরকারের কেউ একজন নিশ্চয়ই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। নামটা জানালে যোগাযোগ করতে পারি। তিনি অনুমতি দিলে আপনাদের এখনি ছেড়ে দেব।'

ট্র্যাভিজ ইতস্তত করল। 'আসলে ব্যাপারটা রাজনৈতিক কিছু না। আমি আপনার উপরওয়ালার সাথে দেখা করতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। কিন্তু আপনি তো যেতে পারছেন না।'

'ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তার কথা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই এখানে চলে আসবেন।'

'আসলে ঝামেলা তখন আরো বাড়বে। আমরা ফাউণ্ডেশন মেট্রোপলিটান টেরিটোরির অন্তর্ভুক্ত না, তাদের এসোসিয়েটেড পাওয়ার, এবং বিষয়টাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিই। জনগণ ফাউণ্ডেশন-এর হাতের পুতুল হতে ভয় পায়। –আমি স্বাভাবিক জনমতের কথা বলছি। নিজেদের স্বাধীন বোঝাতে তারা সবসময় উল্টো কাজটা করবে। আমার উপরওয়ালা ফাউণ্ডেশন-এর কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সুবিধা দিতে অস্বীকার করে নিজে বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারবে।'

ট্র্যাভিজ হতাশ হলো, 'আপনিও পারবেন, তাই না?'

কিন্ড্রে মাথা নাড়ল। 'সময় মতো বেতন পেলেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমি রাজনীতির বাইরে। তাই অতিরিক্ত কোনো সুবিধা পাবো না। তবে যখন তখন বিপদে পড়তে পারি।'

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'না, স্যার, অভদ্রতা হলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আর বিব্রতকর হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—দয়া করে আমাকে মূল্যবান কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে বেশ কঠোর।'

'আপনাকে ঘুষ দেওয়ার কথা ভাবছি না। ভাবছি আমার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য টার্মিনাসের মেয়র আপনার কী করতে পারে।'

'কাউন্সিলম্যান, যতক্ষণ আইনের ভিতরে থাকবো আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কমপরেলন প্রেসিডিয়ামের সদস্যরা যদি ফাউণ্ডেশন-এর কাছ থেকে অভিযোগ পায়, সেটা তাদের মাথাব্যথা। –আপনি এবং ড. পেলোরেট যেতে পারেন। কিন্তু মিস ব্লিস এখানে থাকবে। ডুপ্লিক্যাট পরিচয়পত্র আসার সাথে সাথে তাকে সারফেসে নামিয়ে দেব। আর যদি কোনো কারণে না পাওয়া যায় তাকে কোনো বাণিজ্যিক মহাকাশযানে করে ফেরত পাঠানো হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা ভাড়া দেবেন।'

ট্র্যাভিজ লক্ষ করল পেলোরেটের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'মি. কিন্ড্রে পাইলট রুমে আপনার সাথে একা কথা বলা যাবে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'বেশ, কিন্তু বেশি দেরি করলে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'খুব বেশি সময় লাগবে না।'

পাইলট রুমে ট্র্যাভিজ ভান করল যেন খুব শক্ত করে দরজা বন্ধ করছে। তারপর নিচুস্বরে বলল, 'আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, মি. কিন্ড্রে। কিন্তু কোথাও ইমিগ্রেশনের এমন কড়াকড়ি নিয়ম দেখিনি। বিশেষ করে ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিকদের বেলায়।'

'কিন্তু মহিলা ফাউণ্ডেশন থেকে আসেনি।'

'তারপরেও।'

'এসব কথা বাতাসের আগে ছড়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বাজে ঘটনা ঘটেছে। ফলে বেশ কড়াকড়িভাবে আইন মেনে চলছে সবাই। সামনে আসলে দেখবেন হয়তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু এখন কিছু করা সম্ভব না আমার পক্ষে।'

'চেষ্টা করুন মি. কিন্ড্রে।' অনুনয়ের সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'নিজেকে আমি আপনার দয়ার উপর ছেড়ে দিচ্ছি এবং একজন পুরুষ হিসেবে আরেকজন পুরুষের

www.boiRboi.blogspot.com

কাছে আবেদন করছি। পেলোরেট আর আমি এই মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি অনেকদিন। শুধু সে আর আমি। আমরা দুজন ভালো বন্ধু, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন এভাবে কি আর একাকীত্ব কাটে। কিছুদিন আগে এই তরুণীর সাথে পেলোরেটের দেখা হয়, তারপর কি ঘটেছে সেটা খুলে বলতে চাই না, তবে আমরা তাকে সাথে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেই।

'এখন আসল সমস্যা হচ্ছে, টার্মিনাসে পেলোরেটের একটা সম্পর্ক আছে। আমার কোনো পিছুটান নেই, কিন্তু পেলোরেট বৃদ্ধ এবং এমন একটা বয়সে পৌঁছেছে যে বয়সে মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠে। যৌবনকাল ফিরে পেতে চায়। মহিলাকে সে ছাড়তে পারবে না। অন্যদিকে যদি অফিসিয়ালি তার নাম রেকর্ড করা হয় পেলোরেট একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়বে।

'আপনি একটু উপকার করলে কোনো ক্ষতি হবে না। মিস. ব্লিস, এই নামে যদি সে পরিচয় দেয় সম্ভবত তার পেশার জন্য চমৎকার নাম–খুব যে বুদ্ধিমতী তা না; তার বুদ্ধি আমাদের কাজে আসবে না। তার নাম উল্লেখ করার আসলে কোনো প্রয়োজন আছে? শুধু আমাকে আর পেলোরেটকে যাত্রী হিসেবে দেখানো যায় না? টার্মিনাস থেকে আসার সময় শুধু আমাদের নামই লেখা হয়েছে, অফিসিয়ালি মহিলার নাম বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সে তো পুরোপুরি সুস্থ, আপনি নিজেই দেখেছেন।'

কিন্ড্রের চেহারায় সমবেদনা। 'আমি আপনাকে নিরাশ করতে চাই না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, কারণ আমিও ভুক্তভোগী। এই স্টেশনে টানা একমাস কাজ করা মজার কোনো ব্যাপার না। আমারও স্ত্রী আছে। –কিন্তু, আমি আপনাকে ছেড়ে দিলে ওরা যখন জানবে যে মহিলার সাথে কোনো পরিচয়পত্র নেই, তাকে গ্রেপ্তার করবে, আপনারা বিপদে পড়বেন, টার্মিনাসেও খবর চলে যাবে। এবং নিশ্চিতভাবেই আমার চাকরি চলে যাবে।'

'মি. কিন্ড্রে,' ট্র্যাভিজ বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। কমপরেলনে পৌঁছলে আমি নিরাপদ। মিশন নিয়ে উপযুক্ত লোকদের সাথে কথা বলতে পারব, তখন আর কোনো সমস্যা হবে না। এখানে যা ঘটেছে আমি তার পুরো দায়-দায়িত্ব নেব। তা ছাড়া আমি আপনার পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করব, এবং আপনি সেটা পাবেন।—পেলোরেটকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।'

কিন্ড্রে একটু ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক আছে, আপনাদের আমি যেতে দিচ্ছি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, সমস্যা হলে আপনাকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই আমি করব না। সবচেয়ে বড় কথা এসব ব্যাপর এখানে কীভাবে সামলাতে হয় আমি জানি, আপনি জানেন না। যারা সীমা লঙ্ঘন করে তাদের জন্য কমপরেলন বেশ কঠিন জায়গা।'

'ধন্যবাদ মি. কিন্ড্রে,' ট্র্যাভিজ বলল। 'কোনো সমস্যা হবে না। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

৪. কমপরেলনের বুকে

ফার স্টার অনেক দূর চলে এসেছে। এন্ট্রি স্টেশনগুলো এখন মনে হচ্ছে আকাশের মিটি মিটি তারা। আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মেঘের স্তর পার হয়ে যাবে।

প্যাঁচানো পথ অনুসরণ করে গ্র্যাভিটিক মহাকাশ যানের গতি কমানোর প্রয়োজন হয় না, আবার ঝপ করে দ্রুতগতিতে নিচে নামতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্ত হলেও বায়ুঘর্ষণে এর প্রভাব থেকেই যায়। এই ধরনের মহাকাশ যান সরল পথে নিচে নামতে পারে, তবুও একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সোজা না নেমে, অবতরণ করে ধীরে ধীরে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইল পেলোরেট, একটু দিশাহারা। 'মেঘের জন্য ভূ-খণ্ডগুলো আলাদা করতে পারছি না।'

'আমিও পারছি না,' ট্র্যাভিজ বলল। 'তবে কমপরেলনের একটা ভৌগোলিক ম্যাপ পেয়েছি, সেটাতে ভূ-খণ্ড, ভূমির উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা এবং রাজনৈতিক বিভাজনও দেওয়া আছে। কম্পিউটার ম্যাপের সাথে মিলিয়ে আমাদের রাজধানীতে নিয়ে যাবে।'

'রাজধানীতে গেলেই আমরা রাজনৈতিক কোলাহলে পড়ব। এন্ট্রি স্টেশনের লোকটার কথা মতো ওরা যদি ফাউণ্ডেশন বিরোধী হয়, তা হলে সমস্যা হবে।'

'অন্য দিকে রাজধানী জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হতে পারে। তথ্য পেতে হলে এখানে ছাড়া আর কোথাও পাব না। আর ফাউণ্ডেশন বিরোধী হলেও আমার মনে হয় না সেটা খোলাখুলি প্রকাশ করতে পারবে। মেয়র হয়তো পছন্দ করেন না আমাকে। কিন্তু কোনো কাউন্সিলম্যান কোথাও অপমানিত হবে এমন ঘটনা তিনি ঘটতে দেবেন না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ব্লিস। অন্তর্বাস ঠিক করতে করতে বলল, 'আশা করি বর্জ্যপদার্থগুলো ভালোমতো রিসাইকল হচ্ছে।'

'না হয়ে উপায় আছে,' জবাব দিল ট্র্যাভিজ। 'তোমার কি মনে হয়, বর্জ্যগুলো রিসাইকল না হলে, পানির সরবরাহ কতদিন থাকত? খাবার কোথায় পেতাম, গাছ আছে? আশা করি তোমার রুচি নষ্ট করে দেইনি, ব্লিস।'

'কেন হবে? তোমার কি মনে হয়, গায়া অথবা এই গ্রহ অথবা টার্মিনাসে পানি এবং খাদ্য কোত্থেকে আসে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'গায়াতে বর্জ্যগুলোও জীবিত, তোমার মতোই।'

'জীবিত না, সচেতন। দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। সচেতনতার মাত্রা অবশ্যই অনেক নিম্নমানের।'

ট্র্যাভিজ চরম অবজ্ঞায় নাক ঝাড়ল, কিন্তু ব্লিসের কথার কোনো জবাব দিল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি পাইলট রুমে যাচ্ছি কম্পিউটারকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। যদিও আমার না থাকলেও চলবে।'

'আমরা ও আসি?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট। 'কম্পিউটার একাই আমাদের নিচে নিয়ে যাবে বিশ্বাস হচ্ছে না।'

ট্র্যাভিজ আকর্ণ হাসি দিয়ে বলল, 'দয়া করে বিশ্বাস কর। মহাকাশযান আমার হাতে যতটুকু নিরাপদ থাকবে তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি নিরাপদ থাকবে কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণে।'

তারা রয়েছে গ্রহের আলোকিত অংশে। 'কারণ'–ট্র্যাভিজ ব্যাখ্যা করে বলল–'অন্ধকারের চেয়ে আলোতে কম্পিউটার প্রকৃত অবস্থার সাথে সহজে মেলাতে পারবে।'

'সেটাই স্বাভাবিক।' বলল পেলোরেট।

'মোটেই না। সারফেস থেকে যে অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিফলিত হয় সেটার কারণে কম্পিউটার অন্ধকারেও দেখতে পারবে। তবে নিখুঁতভাবে হয়তো দেখতে পারবে না। আর খুব জরুরি প্রয়োজন না হলে আমি কম্পিউটারের জন্য পরিস্থিতি সহজ রাখতে চাই।'

'রাজধানী যদি রাতের অংশে হয়?'

'সম্ভাবনা আধাআধি। তবে দিনের অংশের সাথে ম্যাপ মেলানো হয়ে গেলেই, আমরা অনায়াসে যে কোনো দিকে যেতে পারবো—দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'তুমি নিশ্চিত,' ব্লিস বলল। 'পরিচয়পত্র এবং কোন গ্রহের নাগরিক তার নাম ছাড়াই আমাকে নিচে নামিয়ে এনেছ–এদের কাছে আমি অবশ্যই গায়ার নাম বলব না। সারফেসে যদি ওরা আমার কাগজপত্র চায়, তখন কী করবে?'

'আশা করি জিজ্ঞেস করবে না। সবাই ধরে নেবে এন্ট্রি স্টেশনেই ওসব ঝামেলা মিটে গেছে।'

'কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে?'

'সমস্যা যখন হবে তখন দেখা যাবে। আগেই কল্পনায় সমস্যা তৈরি করার দরকার নেই।'

'হয়তো তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'আমার বিচক্ষণতার সাহায্যে দেরি হতে দেব না।'

'বিচক্ষণতার কথা যখন উঠলই, বল তো কীভাবে আমাদের পার করে আনলে?'

ব্লিস-এর দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ । সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। তাকে দেখে এখন মনে হচ্ছে ছোট বালক। 'বুদ্ধি খাটিয়ে :'

'কী করেছো, বুড়ো খোকা?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে সঠিক উপস্থাপন। আমি লোকটাকে ভয় দেখালাম, ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, তার যুক্তি এবং ফাউণ্ডেশন-এর প্রতি আনুগত্যের কথা মনে করিয়ে দিলাম, কোনো লাভ হয়নি। কাজেই শেষ অস্ত্র ব্যবহার করলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করছ, পেলোরেট।'

'আমার স্ত্রী? কিন্তু প্রিয় বন্ধু, এই মুহূর্তে আমার কোনো স্ত্রী নেই।'

'আমি জানি, কিন্তু সে-তো জানে না।'

'স্ত্রী বলতে,' ব্লিস বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছ একজন নির্দিষ্ট পুরুষের নিয়মিত সঙ্গী।'

'তারও বেশি, ব্লিস,' ট্র্যাভিজ বলল। 'একজন আইনগত সঙ্গী, পুরুষ সঙ্গীর সবকিছুর উপর যার পূর্ণ অধিকার আছে।'

ভীত স্বরে বলল পেলোরেট, 'ব্লিস, আমার স্ত্রী নেই। যে ছিল সে অনেক আগেই চলে গেছে। তুমি যদি-'

'ওহ্ পেল,' ব্লিস উড়িয়ে দিল, 'মাথা ঘামাবো কেন? তোমার ডান হাত তোমার বাঁ হাতের যতটুক ঘনিষ্ঠ, তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সাথী ছিল আমার। আসলে আইসোলেটরাই নিজেদের একাকিত্ব দূর করতে এমন সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বন করে।'

'কিন্তু আমি একজন আইসোলেট, ব্লিস ডিয়ার।'

'তোমার নিঃসঙ্গতা কমে যাবে। হয়তো সত্যিকারের গায়া হতে পারবে না, তবে নিঃসঙ্গতা কাটবে। তখন অনেক সঙ্গী পাবে।'

'আমি শুধু তোমাকে চাই, ব্লিস।'

'কারণ তুমি কিছুই জান না, তবে শিখবে।'

ট্র্যাভিজ তাকিয়ে ছিল ভিউ স্ক্রিনের দিকে। যে মেঘস্তর কাছে চলে এসেছে, পরমুহূর্তেই স্ক্রিন ধূসর কুয়াশার রূপ ধারণ করল।

মাইক্রোওয়েভ ভিশন, ট্র্যাভিজ ভাবল, আর কম্পিউটার সাথে সাথে রাডার প্রতিধ্বনি চিহ্নিত করল। মেঘ সরে গিয়ে ছদ্মরঙে ফুটে উঠল কমপরেলনের সারফেস, সেক্টরগুলোর বিভাজন রেখা ঝাপসা এবং কাঁপাকাঁপা।

'এখন থেকে কি এমনই দেখাবে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'মেঘের নিচে না নামা পর্যন্ত।' ট্র্যাভিজ বলল। 'তারপর সূর্যের আলোয় বেরিয়ে আসব।' একথা বলতে না বলতেই সূর্যের আলো আর স্বাভাবিক দৃশ্য ফিরে এল।

'তাই তো,' ব্লিস বলল, তারপর ঘুরল ট্র্যাভিজের দিকে, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না পেলোরেট তার স্ত্রীকে ঠকাচ্ছে, তাতে এন্ট্রি স্টেশনের অফিসারের কি?'

'আমি কিগ্রেকে বলেছিলাম, যদি সে তোমাকে আসতে না দেয়, তা হলে খবরটা টার্মিনাসে পৌঁছবে, পেলোরেটের স্ত্রীও জানতে পারবে। ফলে তার বিপদ হবে, কী বিপদ, বিস্তারিত বলিনি, তবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কঠিন বিপদ। আসলে,' ট্র্যাভিজের মুখে দন্ত বিকশিত করা হাসি, 'এসব ব্যাপারে পুরুষদের ভেতর এক ধরনের একাত্মবোধ থাকে, এবং একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে সাহায্য করতে কসুর করে না। মেয়েদের ভেতরেও বোধহয় এধরনের কিছু একাত্মতা আছে। আমি অবশ্য মেয়ে নই, তাই সঠিক বলতে পারব না।'

ব্লিসের চেহারা থমথমে। 'এটা কি একটা রসিকতা?' সে গম্ভীর গলায় বলল।

'না, আমি সত্যি বলছি, কিগ্রে চায়নি পেলোরেটের স্ত্রীকে রাগাতে। কিন্তু এটা আসল কারণ না। আমাদের ছেড়ে দেওয়ার আসল কারণ হচ্ছে পুরুষদের ভেতর যে একাত্মতার কথা বলেছি, সেটা।'

'কী ভয়ংকর। এই নিয়মগুলোই সমাজকে একসুতোয় বেঁধে রাখে। তুচ্ছ কোনো কারণে সেগুলো ভঙ্গ করা কি ঠিক?'

'বেশ,' ট্র্যাভিজ আত্মরক্ষার সুরে বলল, 'কিছু নিয়ম আসলেই তুচ্ছ। অল্প কয়েকটা গ্রহ শান্তির সময়ে নিজেদের সীমানায় প্রবেশের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করে। যেমন ফাউণ্ডেশন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোনো কারণে কমপরেলন কিছুটা ভিন্ন। সেজন্য আমরা কষ্ট করব কেন?'

'সেটা আলোচনার বাইরে। যে নিয়মগুলো সঙ্গত এবং যৌক্তিক বলে মনে হয় শুধু যদি সেগুলো মেনে চলি তা হলে আর কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না। কারণ অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নিয়ম বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য যদি এভাবে নিয়ম ভাঙা হয় তা হলে সবসময় কোনো না কোনো নিয়ম অসঙ্গত আর অযৌক্তিক মনে হবে। ফলে সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।'

'সমাজ এত সহজে ভাঙে না। তুমি কথা বলছ গায়া হিসেবে, এবং গায়া সম্ভবত ইণ্ডিভিজুয়াল মানবগোষ্ঠীর দৃঢ়বন্ধন কখনোই বুঝতে পারবে না। যুক্তি এবং বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা নিয়ম তৈরি হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনে সেগুলো সহজেই অকেজো হতে পারে, তারপরেও সেগুলো নিষ্ক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করে। অপ্রয়োজনীয় এবং সত্যিকার ক্ষতিকর নিয়ম ভেঙে ফেলার জন্য সেগুলো শুধু সঠিকই নয়, অত্যন্ত কার্যকরী।'

'তা হলে সব চোর আর খুনী বলতে পারবে যে তারা মানবতার সেবা করছে।'

'তুমি চরমভাবে চিন্তা করছ। গায়ার অবকাঠামোতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক নিয়ম তৈরি হয় এবং সেগুলো অমান্য করার কথা কেউ ভাবতে পারে না। যে কেউ বলতে পারে গায়া জীবাশ্মে পরিণত হচ্ছে; স্বাধীন সহযোগিতায় ভিন্নমত থাকবেই। সবাই এটা মেনে নিয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এতটুকু মূল্য তো দিতেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি এটাই সব থেকে সঠিক মূল্য।'

ব্লিসের স্বর একধাপ চড়ল, 'যদি ভেবে থাকো, গায়া জীবাশ্মে পরিণত হচ্ছে, তোমার ধারণা পুরোপুরি ভুল। আমাদের আদর্শ জীবন ধারণ পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে ক্রমাগত আত্ম-নিরীক্ষণের মাধ্যমে। এগুলো স্থবির বা অযৌক্তিক নয়। গায়া চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষালাভ করে; প্রয়োজন হলেই নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'যাই বলো, আত্মনিরীক্ষণ এবং শিক্ষণের গতি অবশ্যই কম। কারণ গায়াতে গায়া ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমাদের সমাজে কোনো বিষয়ে সকলে একমত হলেও অল্প কয়েকজন সেই মতের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই অল্প কয়েকজনই সঠিক হয়। যদি তারা যথেষ্ট সাহসী এবং বুদ্ধিমান হয় তা হলে পরবর্তী ইতিহাসে বীরের মর্যাদা লাভ করে। যেমন হ্যারি সেলডন-সাইকোহিস্টোরির জনক। পুরো গ্যালাকটিক এম্পায়ারের বিপক্ষে তিনি একা তার মতবাদ চালু করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন।'

'হ্যারী সেলডন কিছু সময়ের জন্য জয়ী হয়েছেন, ট্র্যাভিজ। তার পরিকল্পিত দ্বিতীয় এম্পায়ার কখনোই হবে না। হবে গ্যালাক্সিয়া।'

'হবে কি?' হাসি মুখে বলল ট্র্যাভিজ।

'এটাই তোমার সিদ্ধান্ত। এবং আমার সাথে যতই তর্ক করো, তোমার মনের সুপ্ত কোনো শক্তি তোমাকে আমি/আমরা/গায়ার সাথে একমত হতে বাধ্য করেছে।'

'আমার মনের সুপ্ত শক্তি,' ট্র্যাভিজ আরও চওড়া হাসি দিয়ে বলল, 'সেটাই আমি খুঁজছি। শুরু থেকে এই পর্যন্ত,' ভিউস্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করে বলল। সেখানে ধীরে ধীরে এক মহানগরী উন্মুক্ত হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নিচু উচ্চতার কাঠামো, দু'একটা উঁচু কাঠামো। চারপাশে মাঠ,কুয়াশার কারণে বাদামি মনে হচ্ছে।

'খুব খারাপ,' আপসোস করে বলল পেলোরেট। 'কীভাবে এগোই সেটা দেখার ইচ্ছা ছিল। তোমাদের আলোচনার কারণে ভুলে গেলাম।'

'চলে যাওয়ার সময় দেখতে পারবে, জেনভ। কথা দিচ্ছি সেসময় আমার মুখ বন্ধ থাকবে। যদি তুমি ব্লিস এর মুখ বন্ধ রাখতে পারো।'

গম্ভীর মুখে এন্ট্রি স্টেশনে ফিরে এল কিণ্ড্রে। তার দায়িত্ব শেষ।

দিনের শেষ ভূরিভোজনের সময় তার সহকর্মী একই টেবিলে বসল। লোকটা ঢ্যাঙা, পাতলা চুল। ভুরুর রঙ এতই বাদামি যে বোঝা যায় না সেগুলো আছে কিনা।

'কী হয়েছে, কি?' জিজ্ঞেস করল সে।

মুচকি হাসল কিণ্ড্রে। 'এইমাত্র যে মহাকাশ যানকে ছাড়পত্র দিলাম, গেটিস, সেটা একটা গ্র্যাভিটিক শিপ।'

'দেখতে অদ্ভুত আর কোনো রেডিওএকটিভিটি নেই?'

'সে কারণেই রেডিওএকটিভিটি নেই। জ্বালানি দরকার হয় না। গ্র্যাভিটিক।'

'যার জন্য আমাদের নজর রাখতে বলেছিল, ঠিক?'

'ঠিক।'

'আর তুমিই দেখতে পেলে। ভাগ্যবান।'

'অতটা ভাগ্যবান না। পরিচয়হীন একটা মেয়ে ছিল। আমি তার কথা রিপোর্ট করিনি।'

'কী? দেখ আমাকে বলো না। কিছু শুনতে চাই না। একটা শব্দও না। তুমি সাহসী হতে পারো, কিন্তু আমি কোনো সমস্যায় পড়তে চাই না।'

'আমি অতো ভাবছি না। এই জাহাজ নিচে পাঠানোর দরকার ছিল পাঠিয়েছি। ওরা এই গ্র্যাভিটিক বা অন্য কোনো গ্র্যাভিটিক যাই হোক পেতে চায়।'

'অবশ্যই, কিন্তু মেয়েটির কথা অন্তত রিপোর্ট করতে পারতে।'

'ইচ্ছে হয়নি। অবিবাহিতা মেয়ে। তাকে নিয়ে এসেছে শুধু–শুধু ব্যবহার করার জন্য।'

'কয়জন পুরুষ আছে?'

'দুজন।'

'আর তারা মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে শুধু–শুধু ঐজন্য। নিশ্চয়ই টার্মিনাস থেকে এসেছে।'

'হ্যাঁ।'

'টার্মিনাসে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।'

'ঠিক।'

'জঘন্য। আর এভাবেই ওরা নিচে গেছে।'

'দুজনের একজন বিবাহিত, স্ত্রীকে ঘটনাটা জানাতে চায় না। আমি রিপোর্ট করলে তার বউ সব জেনে ফেলবে।'

'মেয়েটা টার্মিনাসে যেতে পারে?'

'অবশ্যই, কিন্তু অন্য কোনো উপায় নিশ্চয়ই বের করে নেবে।'

'লোকটার বউ সব জানলেই উচিত শিক্ষা হবে।'

'আমি একমত। –কিন্তু অমি সেই দায়িত্ব নিতে চাই না।'

'কর্মকর্তারা তোমার বারোটা বাজাবে। একটা মানুষকে সমস্যায় ফেলতে চাও নি, এটা কোনো যুক্তি হলো না।'

'তুমি হলে রিপোর্ট করতে?'

'বোধহয় করতাম।'

'না করতে না। কর্তারা জাহাজ চায়। মেয়েটার কথা রিপোর্ট করার জন্য জোর করলে ওরা হয়তো অন্য কোনো গ্রহে চলে যেত। উপরওয়ালারা নিশ্চয়ই এটা চায় না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করবে?'

'আশা করি। –খুব সুন্দরী মেয়ে। চিন্তা করে দেখ এমন একটা মেয়ে স্বেচ্ছায় দুজন পুরুষের সাথে এসেছে, তাদের একজন আবার বিবাহিত। চমৎকার।'

'নিশ্চয়ই চাও না তোমার মিসেস জানুক তুমি এমন কথা বলেছ বা চিন্তা করেছ।'

'কে বলবে, তুমি?' রূঢ় স্বরে বলল কিণ্ড্রে।

www.boiRboi.blogspot.com

'আরে না, তুমি ভালোভাবেই জানো আমি বলব না। তবে কোনো লাভ হবে না। সারফেসে অফিসারদের কাছে ঠিকই ধরা পড়বে। তুমি ছাড়লেও ওরা ছাড়বে না।'

'জানি। ওদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। মেয়েটা যতটা সমস্যা তৈরি করবে, তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি সমস্যা করবে মহাকাশযান। জাহাজের ক্যাপ্টেন কয়েকটা কথা বলেছিল—'

কিথ্রে থেমে গেল, আর গেটিস আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'কিছু মনে করো না। সবাই জেনে ফেললে আমারই সমস্যা।'

'অমি কাউকে বলব না।'

'আমিও না। তবে টার্মিনাসের লোকগুলোর জন্য আমার আসলেই দুঃখ হচ্ছে।'

যারা মহাকাশে ভ্রমণ করে এবং এর পরিবর্তনহীনতায় অভ্যস্ত তাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হচ্ছে নতুন কোনো গ্রহে নামা। নিচে নামার সময় চোখে পড়বে পায়ের নিচে দ্রুত সরে যাচ্ছে ভূমি এবং পানি। হঠাৎ চোখে পড়বে সবুজের সমারোহ: ধূসর খালি ময়দান, সবচেয়ে উত্তেজনার ব্যাপার হচ্ছে মানুষের সমারোহ: বড় বড় নগরী যেখানে প্রতিটি গ্রহের বিচিত্র সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের সমাবেশ ঘটে।

সাধারণ মহাকাশযান মাটিতে নেমে রানওয়ে ধরে কিছুদূর ছুটে তারপর থামে। কিন্তু ফার স্টারের ব্যাপার ভিন্ন। এটা বাতাসে ভেসে থেকে দক্ষভাবে বায়ুর প্রতিরোধ এবং মাধ্যাকর্ষণ এর সাথে ভারসাম্য তৈরি করে। ঝড়ো আবহাওয়া বলে একটু সমস্যা হচ্ছে। ফার স্টার যখন স্বল্প মাধ্যাকর্ষণের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে তখন শুধু ওজন না, তার ভরও অনেক কমে যায়। ভর যদি শূন্যের সমান হয় তখন ঝড়ো বাতাস তাকে পালকের মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়। যাই হোক মাধ্যাকর্ষণ ধীরে ধীরে বাড়ছে, আর জেট ইঞ্জিনগুলো সূক্ষ্মভাবে গ্রহের নিজস্ব ধাক্কা, বায়ুর গতি ঘনত্বের সাথে খাপ খাইয়ে নিল। একটা অতি উন্নত কম্পিউটার ছাড়া দক্ষভাবে এই কাজ সম্ভব হতো না।

একবারে নিচে নেমে এসে ডানে বামে ভারসাম্যহীনভাবে একটু দুলে শেষ পর্যন্ত ফার স্টার স্পেসপোর্টে তার জন্য নির্দিষ্ট করা স্থানে অবতরণ করল।

আকাশ হালকা নীল, মাঝে মাঝে সাদা মেঘ। গ্রাউণ্ড লেভেলেও ঝড়ো বাতাস। এখন আর নেভিগেশন নিয়ে ব্যস্ত নয় বলে ট্র্যাভিজ ঠাণ্ডা অনুভব করল। বুঝতে পারছে তাদের পোশাক কমপরেলনের আবহাওয়ার উপযোগী নয়।

অন্যদিকে সশব্দে নাক দিয়ে নিশ্বাস টানল পেলোরেট। ঠাণ্ডা তার পছন্দ হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বুকে লাগানোর জন্য কোটের একপাশ মেলে ধরল সে। বেশিক্ষণ রাখা যাবে না জানে, কিন্তু এই মুহূর্তে খোলা বাতাসের অস্তিত্ব সে অনুভব করতে চায়, জাহাজের ভেতরে সেটা পাওয়া যায় না।

কোট ভালোভাবে গায়ের সাথে জড়িয়ে নিল ব্লিস, কান ঢাকল টুপি দিয়ে। চেহারা দেখে মনে হয় যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। ফিসফিস করে বলল, 'এই গ্রহ একটা শয়তান। আমাদেরকে সে ঘৃণা করে, তাই দুর্ব্যবহার করছে।'

'মোটেই না, ব্লিস ডিয়ার,' আন্তরিক গলায় বলল পেলোরেট। 'কোনো সন্দেহ নেই এখানে যারা বাস করে তারা এই গ্রহকে বেশ পছন্দ করে এবং এটাও তাদেরকে—আহ্—পছন্দ করে। এখুনি আমরা কোনো ঘরের ভেতর ঢুকব। সেখানে আর ঠাণ্ডা লাগবে না।'

ট্র্যাভিজ যতদূর সম্ভব চেষ্টা করল ঠাণ্ডার কথা ভুলে থাকতে। বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা ম্যাগনেটাইজড কার্ড পেয়েছে। পকেট কম্পিউটারে সেটা পরীক্ষা করে দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। তারপর মহাকাশ যানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরেকবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। (যদিও কোনো প্রয়োজন নেই, ফার স্টারের কলাকৌশল কমপরেলিয়ানদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে)।

যেখানে থাকার কথা সেখানেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি-স্টেশন। স্পেসপোর্টের সুযোগ সুবিধা বেশ উন্নত। বোঝাই যায় বাইরের গ্রহের প্রচুর অতিথি সামলাতে এরা অভ্যস্ত।

একটা ট্যাক্সি ডাকল ট্র্যাভিজ। স্লটে গন্তব্যের নাম পাঞ্চ করে শুধু লিখল "শহর"।

একটা ট্যাক্সি ভেসে এল। ইঞ্জিন বেশ শব্দ করে, একটু একটু কাঁপছে। রং ধূসর কালো। পিছনের দরজায় সাদা রঙে ট্যাক্সি লেখা। চালকের পরনে কালো কোট, সাদা পশমওয়ালা টুপি।

পেলোরেট খেয়াল করেছে। হালকা গলায় বলল, 'গ্রহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় বোধহয় কালো আর সাদা রংই ব্যবহৃত হয়।'

'শহরে ঢুকলে হয়তো অন্যান্য রংও চোখে পড়বে।' ট্র্যাভিজ বলল।

চালক কথা বলল ছোট মাইক্রোফোনে। সম্ভবত জানালা খুলতে চায় না। 'শহরে যেতে চান?'

ট্র্যাভিজ হ্যাঁ বলতেই খুলে গেল পিছনের দরজা। প্রথমে ঢুকল ব্লিস, তারপর পেলোরেট সবার শেষে ট্র্যাভিজ। দরজা বন্ধ করতেই নিচ থেকে গরম বাতাসের প্রবাহ শুরু হল। দুহাত জোরে ঘষে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল ব্লিস।

ট্যাক্সি চালু করে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা যে মহাকাশযানে এসেছেন সেটা গ্র্যাভিটিক, তাই না?'

'যেভাবে নেমে এসেছে তাতে কি মনে হয়?' শুকনো গলায় বলল ট্র্যাভিজ।

'তা হলে টার্মিনাস থেকে এসেছেন?'

'আর কোনো গ্রহ এমন জিনিস তৈরি করতে পারবে?'

একটু হজম করার চেষ্টা করল ড্রাইভার। তারপর বলল, 'আপনি কি প্রশ্নের উত্তরে সবসময়ই প্রশ্ন করেন?'

ট্র্যাভিজ নিজেকে সামলানোর কোনো চেষ্টাই করল না, 'কেন নয়?'

'সেক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করি আপনি গোলান ট্র্যাভিজ কিনা, কীভাবে উত্তর দেবেন?'

'আমার উত্তর হবে : আপনি কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

স্পেসপোর্টের শেষ সীমানায় ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, 'কৌতূহল! আবার জিজ্ঞেস করছি : আপনি গোলান ট্র্যাভিজ?'

ট্র্যাভিজের গলার স্বর রুক্ষ, কঠিন, 'আপনার জেনে কাজ কী?'

'বন্ধু, আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে আমি এক পাও নড়ব না। দুই সেকেন্ডের ভেতর পরিষ্কার জবাব দিতে হবে হ্যাঁ অথবা না, নইলে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টের হিটার বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকব। আপনি গোলান ট্র্যাভিজ, কাউন্সিলম্যান অফ টার্মিনাস? উত্তর না হলে আপনার পরিচয়পত্র আমাকে দেখাতে হবে।'

'হ্যাঁ, আমি গোলান ট্র্যাভিজ, এবং ফাউণ্ডেশন-এর কাউন্সিলম্যান হিসেবে আমি আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ আশা করি। আপনি সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার কি?'

'এবার এগোনো যাক।' ট্যাক্সি আবার চালু হলো। 'আমি খুব সতর্ক হয়ে যাত্রী বাছাই করি। দুজন পুরুষ যাত্রী আশা করেছিলাম; মহিলাকে দেখে মনে হয়েছিল কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। যাই হোক, আপনাকে যখন পেয়েছি, গন্তব্যে পৌঁছেই মহিলার বিষয়টা ব্যাখ্যা করবেন।'

'আমার গন্তব্য আপনি জানেন না।'

'জানি, আপনি যাচ্ছেন ডিপার্টমেন্ট অফ ট্র্যান্সপোর্টেশনে।'

'আমি সেখানে যেতে চাই না।'

'কিছুই যায় আসে না, কাউন্সিলম্যান। আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার হলে আপনি যেখানে চান সেখানেই নিয়ে যেতাম। যেহেতু তা নই আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যেতে হবে।'

'মাফ করবেন,' সামনে ঝুঁকে বলল পেলোরেট, 'আপনাকে ট্যাক্সি ড্রাইভার মনে হয়। আপনি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন।'

'যে কেউ ট্যাক্সি চালাতে পারে। সবার লাইসেন্স থাকে না। আবার ট্যাক্সি মনে হলেও সব গাড়িই ট্যাক্সি না।'

'আমাদের নিয়ে খেলা বন্ধ করুন,' ট্র্যাভিজ বলল, 'কে আপনি এবং কী চান? মনে রাখবেন এই আচরণের জন্য আপনাকে ফাউণ্ডেশন-এর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'আমাকে না,' চালক বলল, 'আমার উপরওয়ালাদের হয়তো করতে হবে। আমি কমপরেলিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সের একজন এজেন্ট। আমাকে বলা হয়েছে আপনার পদবী অনুযায়ী ব্যবহার করতে, কিন্তু আমি যেখানে নিয়ে যাবো সেখানে যেতে হবে। আর কিছু করার চেষ্টা করবেন না, কারণ এটা আর্মড ভেহিকেল। যে কোনো হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে।'

ট্যাক্সির গতি অনেক দ্রুত হলেও ভেতরে কোনো শব্দ নেই। ট্র্যাভিজ জমাট বাঁধা বরফের মতো বসে আছে। বুঝতে পারছে পেলোরেট মাঝে মাঝেই তার দিকে 'এখন আমরা কী করব' এমন একটা ভাব নিয়ে তাকাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারল যে ব্লিস কিছুই বুঝতে পারেনি, পুরোপুরি শান্ত। অবশ্যই সে একাই একটা বিশ্ব। সমস্ত গায়া, যদিও সেটা এখন গ্যালাকটিক দূরত্বে রয়েছে তার ত্বকের নিচে। জরুরি প্রয়োজনে সে তার সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে পারবে।

কিন্তু তারপর কী হবে?

এটা পরিষ্কার যে এন্ট্রি স্টেশনের অফিসার নিয়ম মোতাবেক তার রিপোর্ট পাঠিয়েছে—ব্লিসকে বাদ দিয়ে অবশ্যই—সেটাই কোনো কারণে সিকিউরিটির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, এবং সবকিছু বাদ দিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ ট্র্যান্সপোর্টেশন কেন?

এখন শান্তির সময় এবং কমপরেলন আর ফাউণ্ডেশন-এর মাঝে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছে কি না সে জানে না। সে নিজে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ফাউণ্ডেশন অফিসিয়াল—

ওহো, এন্ট্রি স্টেশনে সে বলেছিল কমপরেলন সরকারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। এটাই তা হলে সব আগ্রহের কারণ।

তথাকথিত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা তার কি হলো? কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে সে কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

কীভাবে ফাঁদে পড়ল? জীবনে কি কখনো ভুল করেনি? সে বলতে পারবে আগামীকাল কী ঘটবে? ভাগ্যের সব খেলায় সে জিততে পারবে? উত্তর হল, না, না এবং না।

গোল্লায় যাক! আসল কথা হচ্ছে সে বলেছিল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজের কথা—না, বলেছিল 'ফাউণ্ডেশনের নিরাপত্তার' কথা।

বেশ ফাউণ্ডেশন-এর নিরাপত্তার কথা বলতেই ওরা আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে সব কিছু না জানা পর্যন্ত নিশ্চয়ই সম্মানিত অতিথির মতো ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই অপহরণ করবে না বা হুমকি দেবে না।

কিন্তু ঠিক তাই করছে। কেন?

টার্মিনাসের কাউন্সিলম্যানের সাথে এমন আচরণ করার সাহস কোথায় পেল ওরা।

এরজন্য কি পৃথিবী দায়ী? যে শক্তি মূল গ্রহকে নিপুণভাবে লুকিয়ে রেখেছে, এমনকি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন-এর মেন্টালিস্টদের কাছ থেকেও, সেই একই শক্তি কি এখন মূল গ্রহ অনুসন্ধান শুরুর প্রথমেই বাধা দিতে চাইছে? পৃথিবী কি সর্বজ্ঞ? সর্বশক্তিমান?

ট্র্যাভিজ মাথা নাড়ল। এভাবে চিন্তা করা বিপজ্জনক। সবকিছুর জন্য কি সে পৃথিবীকে দায়ী করবে? যে কোনো বিরুদ্ধ আচরণ, বাধা বিপত্তি, পরিস্থিতির পরিবর্তন সবই কি পৃথিবীর লুকোনো কলাকৌশলের ফসল? এভাবে কোনো লাভ হবে না।

সেই মুহূর্তেই ট্র্যাভিজ টের পেল তাদের বাহনের গতি কমছে। বাস্তবে ফিরে এল সে।

এতক্ষণ একবারও শহরের দিকে তাকায়নি। এবার তাকালো, বিতৃষ্ণা নিয়ে। ভবনগুলো সব নিচু, অবশ্য এটা ঠাণ্ডা গ্রহ, বেশিরভাগ কাঠামো সম্ভবত মাটির নিচে।

চারপাশের বর্ণহীন পরিবেশ তার কাছে মনে হলো মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। পথচারী দু-একজন দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পোশাকের পোঁটলা, তবে ভবনগুলোর মতো মানুষরাও সম্ভবত মাটির নিচে বাস করে।

ট্যাক্সি থেমে দাঁড়িয়েছে নিচু স্থানে তৈরি করা স্বল্প উচ্চতার প্রশস্ত এক ভবনের সামনে যার শেষ মাথা ট্র্যাভিজ দেখতে পারছে না। কিছু সময় চলে যাওয়ার পরও থেমে রইল, চালক একবারে স্থির। তার লম্বা সাদা টুপি বাহনের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ট্র্যাভিজ অবাক হয়ে ভাবল টুপি না খুলে সে কীভাবে ট্যাক্সিতে ঢোকে বা বের হয়, তারপর সম্মানিত ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহার করলে যেভাবে কথা বলে সেরকম রাগত কিন্তু নিয়ন্ত্রিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, ড্রাইভার, এবার কী?'

ট্র্যাভিজ নিশ্চিত চালক এবং তাদের মাঝখানে যে পার্টিশন আছে সেটা আধুনিক। এর ভেতর দিয়ে শব্দ তরঙ্গ ঠিকই পার হবে কিন্তু প্রচণ্ড জোড়ে ছুঁড়ে মারলেও অন্য কোনো বস্তু পার করা যাবে না।

চালক বলল, 'আপনাদের নেওয়ার জন্য কেউ আসবে। ততক্ষণ আরাম করুন।'

বলতে না বলতেই, যে নিচু স্থানে ভবন দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে সাবলীল গতিতে তিনটা মাথা বেরিয়ে এল, তারপর দৃষ্টিগোচর হলো শরীর। নিশ্চয়ই অ্যাস্কলেটর বা সেই ধরনের কিছু ব্যবহার করছে, কিন্তু এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

আগন্তুক তিন জন কাছে আসতেই খুলে গেল প্যাসেঞ্জার ডোর, একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিতরে।

বেড়িয়ে এল ট্র্যাভিজ, কাঁধের কাছে কোটের দুই প্রান্ত এক হয়ে আছে। বাকি দুজন তাকে অনুসরণ করল–ব্লিসের চেহারায় চরম বিরক্তি।

তিন কমপরেলিয়ানের কাঠামো বোঝা যাচ্ছে না। পোশাকগুলো বাইরের দিকে বেলুনের মতো ফুলে আছে, এবং সম্ভবত বৈদ্যুতিকভাবে উত্তপ্ত হয়। এনাক্রনে একবার ট্র্যাভিজ এ ধরনের পোশাক পরেছিল, জানে যে কিছুক্ষণের ভেতর এত বেশি গরম হয়ে যায় যে অস্বস্তি লাগতে থাকে।

প্রত্যেকেই সশস্ত্র এবং সেটা লুকানোর কোনো চেষ্টাই নেই। পোশাকের উপরে সবারই একটা করে হোলস্টারসহ ব্লাস্টার আছে।

কমপরেলিয়ানদের একজন সামনে এগিয়ে এসে কর্কশ সুরে বলল, 'মাফ করবেন, কাউন্সিলম্যান। তারপর একটানে ট্র্যাভিজের কোট খুলে ফেলে তার শরীর সার্চ করতে লাগল। ট্র্যাভিজ এতই হতভম্ব হয়েছে, কোনো কথা বলতে পারল না। দ্বিতীয় কমপরেলিয়ান পেলোরেটকেও একইভাবে পরীক্ষা করছে। তৃতীয়জন ব্লিসের

www.boiRboi.blogspot.com

দিকে এগোতেই সে আর অপেক্ষা করল না, এক ঝটকায় কোট খুলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর তাপমাত্রার চেয়েও ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'দেখতেই পারছেন, আমি নিরস্ত্র।'

সবাই দেখছে। কমপরেলিয়ান কোট হাতে নিয়ে ঝাড়ল, যেন ওজন দেখেই বলতে পারবে অস্ত্র আছে কি না। তারপর পিছিয়ে গেল।

কমপরেলিয়ানদের একজন ইঙ্গিত করতেই বহির্বিশ্বের আগন্তুকরা তাকে অনুসরণ করল। বাকি দুজন রইল পেছনে। ফুটপাতে যে দু-একজন পথচারী রয়েছে তাদের কোনো বিকার নেই। সম্ভবত তারা ধরনের ঘটনা দেখে অভ্যস্ত অথবা দ্রুত উষ্ণ আরামদায়ক কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে চাইছে।

ট্র্যাভিজ এখন দেখতে পাচ্ছে যেটাতে চড়ে কমপরেলিয়ান তিন জন উঠে এসেছিল সেটা একটা চলমান র‍্যাম্প। এখন তারা নামছে, ছয় জন, চারপাশে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা প্রায় মহাকাশযানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতোই–অবশ্যই ভেতরটা গরম রাখার জন্য এবং বাতাসের ব্যবস্থার জন্য।

তারা এক সুবিশাল ভবনের ভেতরে প্রবেশ করল।

৫. মহাকাশযানের জন্য লড়াই

ট্র্যাভিজের মনে হলো যেন সে কোনো হাইপারড্রামার মঞ্চে এসে হাজির হয়েছে। বিশেষ করে যে গুলোতে ইম্পেরিয়াল যুগের রোমান্টিক দৃশ্য দেখানো হয়। সম্ভবত মাত্র একটাই মঞ্চ ছিল, প্রযোজকরা একটু অদলবদল করে সেটাকেই ব্যবহার করত গ্যালাক্সির অভিভাবক বিশ্বনগরী ট্র্যানটরের শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য।

সামনে বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পথচারীরা ছুটছে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, ছোট আকৃতির যানবাহনগুলো দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা পথে।

উপরে তাকালো ট্র্যাভিজ, নিরাপদ টানেল ধরে ছুটে চলা এয়ার ট্যাক্সি দেখার আশায়, কিন্তু সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বস্তুত প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যেতেই সে বুঝতে পারল ট্র্যানটরে যেমন ছিল তার থেকে এই ভবন অনেক অনেক ছোট। এটা ছোট একটা ভবন, চতুর্দিকে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত কোনো কমপ্লেক্সের অংশ না।

রঙের ব্যবহারেও পার্থক্য আছে। হাইপারড্রামায় ট্র্যানটরকে সবসময় চিত্রিত করা হতো অত্যধিক উজ্জ্বল রঙে এবং পোশাক ছিল অবাস্তব এবং পুরোপুরি অকার্যকর। তবে এই কৃত্রিমতার উদ্দেশ্য ছিল এম্পায়ার বিশেষ করে ট্র্যানটরের অধঃপতন তুলে ধরা।

কমপরেলন ঠিক তার বিপরীত। রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে পেলোরেট স্পেস পোর্টে যে কথাগুলো বলেছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এখানে।

দেয়ালগুলো ধূসর, ছাদ সাদা। পোশাকের রং কালো, ধূসর এবং সাদা। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ কালো পোশাক; তারচেয়েও কম চোখে পড়ছে সম্পূর্ণ ধূসর পোশাক; কিন্তু আপাদমস্তক সাদা পোশাক একটাও চোখে পড়ল না ট্র্যাভিজের। ধরনটা সবসময়ই আলাদা, যেন মানুষগুলো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে সচেষ্ট।

সবার মুখ ভাবলেশহীন। মেয়েদের চুল ছোট করে ছাঁটা, পুরুষদের লম্বা এবং পেছনে বেণী করা। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। মনে হয় যেন কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্য সবাই শ্বাস নিচ্ছে, যেন প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মন দেওয়ার সময় নেই। নারী পুরুষ সবার পোশাক একইরকম। শুধু লম্বা চুল, বুকের উচ্চতা এবং কোমরের প্রশস্ততা দেখে তাদের আলাদা করা যাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

তাদেরকে একটা এলিভেটরে করে পাঁচ লেভেল নিচে নিয়ে আসা হল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। দরজার মাঝখানে অনুজ্জ্বল বর্ণে লেখা, 'মিটজা লিজেলর, মিন ট্র্যান্স'।

সাথের কমপরেলিয়ান লেখাগুলো স্পর্শ করার কয়েক সেকেন্ড পরে সেগুলো জ্বলে উঠল। দরজা খুলল, ভিতরে ঢুকল তিন জন।

ঘরটা বিশাল কিন্তু প্রায় ফাঁকা। সামান্য আসবাবপত্রগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেন এই ঘরের বাসিন্দার ক্ষমতা দেখাতে চায়।

দূরের দেয়ালের কাছে দুজন গার্ড, তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে এইমাত্র যারা প্রবেশ করল তাদের উপর। ঘরের ঠিক কেন্দ্রের একটু পেছনে বিশাল এক টেবিল। তার পেছনে যে বসে আছে, সম্ভবত সেই মিটজা লিজেলর, বিশাল শরীর, মসৃণ মুখমণ্ডল, কালো চোখ। হাতদুটো শক্তিশালী, আঙুলগুলো লম্বা, অলসভাবে ফেলে রেখেছে টেবিলের উপর।

মিন ট্র্যান্স (মিনিস্টার অফ ট্র্যান্সপোর্টেশন, ট্র্যাভিজ ধারণা করল) ধূসর পোশাক পরেছে, কিন্তু কলারের রং উজ্জ্বল সাদা। পোশাকের সাদা অংশ দুদিক থেকে আড়াআড়িভাবে পোশাকটাকে ঠিক বুকের মাঝখানের উপর দিয়ে ছেদ করেছে। পোশাক এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন মেয়েদের বুকের স্ফীত ভাব গোপন করে রাখে, অন্যদিকে ট্র্যাভিজের ধারণা সাদা ক্রস সেদিকেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মিনিস্টার নিঃসন্দেহে একজন মহিলা। বুকের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, ছোট করে কাটা চুল দেখেই সেটা বলা যায়। কণ্ঠস্বর অবশ্যই মেয়েলি।

'গুড আফ্টারনুন। ফাউণ্ডেশন-এর অতিথি পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের সবসময় হয় না। যেখানে একজন নামপরিচয়হীন মহিলা রয়েছে।' পালাক্রমে সবার দিকে একবার তাকিয়ে ট্র্যাভিজের উপর দৃষ্টি স্থির হলো, 'একজন আবার কাউন্সিলের সদস্য।'

'ফাউণ্ডেশনের একজন কাউন্সিলম্যান।' ট্র্যাভিজ গুরুত্বের সাথে বলার চেষ্টা করল। 'কাউন্সিলম্যান গোলান ট্র্যাভিজ, বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত।'

'বিশেষ দায়িত্ব?' ভুরু উপরে তুলে বলল মিনিস্টার।

'বিশেষ দায়িত্ব,' পুনরাবৃত্তি করল ট্র্যাভিজ। 'কেন আমাদের সাথে দাগী আসামির মতো ব্যবহার করা হচ্ছে? সশস্ত্র রক্ষীরা আমাদেরকে এখানে বন্দি করে নিয়ে এসেছে কেন? ফাউণ্ডেশন-এর কাউন্সিল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা শুনে খুশি হবে না।'

'যাই হোক,' ব্লিস বলল, কণ্ঠস্বর রুক্ষ, 'আমরা সারাক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকব?'

মিনিস্টার অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ব্লিস এর দিকে, তারপর এক হাত তুলে নির্দেশ দিল, 'তিনটে চেয়ার! জলদি!'

কমপরেলিয়ান পোশাক পরিহিত তিন জন তিনটে চেয়ার নিয়ে সারিবদ্ধভাবে ভেতরে ঢুকল। বসল ওরা।

'এবার,' মিনিস্টার বলল, মুখে নিষ্প্রাণ হাসি,'আরামে কথা বলা যায়?

ট্র্যাভিজের সেরকম মনে হলো না। চেয়ারগুলো গদিহীন। শক্ত আর ঠাণ্ডা সমতল পৃষ্ঠ। তবে কোনো অনুযোগ না করে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখানে কেন?'

মিনিস্টার কাগজ পত্র দেখতে লাগল। 'কয়েকটা ব্যাপার জানা হয়ে গেলেই আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব। আপনার যানের নাম ফার স্টার। ঠিক, কাউন্সিলম্যান?'

'ঠিক।'

চোখ তুলল মিনিস্টার। 'আমি আপনার পদবী ব্যবহার করছি, কাউন্সিলম্যান। ভদ্রতা হিসেবে আপনিও আমার পদবী ব্যবহার করুন।'

'ম্যাডাম মিনিস্টার বললে হবে? নাকি অন্য কোনো বিশেষ সম্বোধন আছে?'

'বিশেষ কোনো সম্বোধন নেই, স্যার, আর দ্বিগুণ শব্দ বলারও কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু "ম্যাডাম" বা "মিনিস্টার" বললেই চলবে।'

'তা হলে আপনার প্রশ্নের জবাব জি, মিনিস্টার।'

'জাহাজের ক্যাপ্টেন গোলান ট্র্যাভিজ, ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক এবং টার্মিনাস কাউন্সিলের সদস্য। আমি ঠিক বলেছি, কাউন্সিলম্যান?'

'আপনি ঠিক বলেছেন, মিনিস্টার। এবং যেহেতু আমি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক–'

'আমার কথা শেষ হয়নি, কাউন্সিলম্যান। পরে আপত্তি জানাতে পারবেন। আপনার সঙ্গী জেনভ পেলোরেট, স্কলার, ইতিহাসবিদ এবং ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক। আপনিই ড. পেলোরেট,তাই না?'

মিনিস্টারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল পেলোরেট, 'হ্যাঁ, এবং আমি–' থেমে গেল মাঝপথে, তারপর শুধু বলল,'জি, মিনিস্টার।'

মিনিস্টার আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে সোজা হয়ে বসল। 'আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছে, সেখানে কোনো মহিলার কথা বলা নেই। সে-ও মহাকাশযানের সদস্য?'

'সে ও একজন সদস্য, মিনিস্টার।' ট্র্যাভিজ বলল।

'তা হলে আমি মহিলাকেই জিজ্ঞেস করছি, আপনার নাম?'

'আমি ব্লিস নামে পরিচিত,' ঋজু ভঙ্গিতে চেয়ারে বসেছে, কথা বলছে শান্ত এবং স্পষ্ট স্বরে, 'যদিও আমার পুরো নাম অনেক বড়, ম্যাডাম। আপনি শুনবেন?'

'শুধু ব্লিস নামেই চলবে। আপনি ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক, ব্লিস?'

'না, ম্যাডাম।'

'কোন গ্রহের নাগরিক, ব্লিস?'

কোনো নির্দিষ্ট গ্রহের নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কোনো কাগজপত্র আমার কাছে নেই, ম্যাডাম।'

'কোনো কাগজ পত্র নেই, ব্লিস?' সামনে রিপোর্ট দেখিয়ে সে বলল,' এখানে তার উল্লেখ আছে। আপনি এই জাহাজে কেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমি একজন যাত্রী, ম্যাডাম।'

'কাউন্সিলম্যান ট্র্যাভিজ অথবা ড. পেলোরেট জাহাজে উঠার সময় আপনার কাগজপত্র দেখতে চেয়েছিল?'

'না, ম্যাডাম।'

'কোনো পরিচয়পত্র নেই সেটা আপনি তাদের জানিয়েছিলেন, ব্লিস?'

'না, ম্যাডাম।'

'কী কাজ করেন আপনি? নামের সাথে কাজের কোনো মিল আছে?'

'আমি শুধুই যাত্রী। আর কিছু না।'

'আপনি কেন এই মহিলাকে বিব্রত করছেন, মিনিস্টার,' ট্র্যাভিজ বলল, 'কোন আইনটাকে সে অমান্য করেছে।'

মিনিস্টার লিজেলর এর দৃষ্টি ব্লিস এর উপর থেকে এসে পড়ল ট্র্যাভিজের উপর, 'আপনি বাইরের গ্রহের নাগরিক, কাউন্সিলম্যান, আমাদের আইনকানুন সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। সব জায়গায় আপনার নিজের আইন চলতে পারে না; গ্যালাকটিক আইনের সাধারণ একটা নিয়ম এটা।'

'বুঝতে পারলাম, মিনিস্টার, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। কোন আইন সে অমান্য করেছে।'

'গ্যালাক্সির সাধারণ নিয়ম হলো, কাউন্সিলম্যান, অন্য গ্রহের নাগরিক তার নিজস্ব ডমিনিয়নের বাইরে কোনো গ্রহ ভ্রমণ করতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সাথে রাখবে। পর্যটনকে আকৃষ্ট করার জন্য অনেক গ্রহই শিথিল নিয়ম পালন করে। আমরা খুব কঠোরভাবে আইন মেনে চলি। সে বিশ্বহীন এক উদ্বাস্তু। এখানে এসে আমাদের আইন ভঙ্গ করেছে।'

'আসলে মহাকাশ যানের নিয়ন্ত্রণ ছিল আমার হাতে। এখানে না এসে তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে তাকে মহাকাশে রেখে আশাই ঠিক হতো।'

'শুধু বলব যে আপনিও আমাদের আইন ভঙ্গ করেছেন, কাউন্সিলম্যান।'

'না, আপনার কথা ঠিক না, মিনিস্টার। আমি বাইরের কেউ না, ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক। আর কমপরেলন এবং তার অধীনস্ত বিশ্বগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশন এর এসোসিয়েটেড পাওয়ার। ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক হিসেবে এখানে আমি স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে পারি।'

'অবশ্যই, কাউন্সিলম্যান, যতক্ষণ আপনার দাবির স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারবেন।'

'আমি দেখিয়েছি, মিনিস্টার।'

'এমনকি, তারপরেও বিশ্বহীন কাউকে এখানে এনে আমাদের আইন অমান্য করতে পারেন না আপনি।'

ইতস্তত করছে ট্র্যাভিজ। অফিসার কিণ্ডে তার কথা রাখেনি, কাজেই তাকে রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই সে বলল, 'ইমিগ্রেশন স্টেশনে কেউ আমাদের

থামায়নি, তাই ধরে নিয়েছিলাম এই মহিলাকে সঙ্গে আনলে কোনো সমস্যা হবে না।'

'সত্যি কথা আপনাদের থামানো হয়নি, কাউন্সিলম্যান। সত্যি কথা এই মহিলার কথা রিপোর্ট করা হয়নি। আমার ধারণা এন্ট্রি স্টেশনের অফিসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঝামেলা না করে আপনার মহাকাশযান সারফেসে পাঠানো বেশি জরুরি। অবশ্যই ওরা যেটা করেছে তা নিয়মবহির্ভূত এবং সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে সে এই সিদ্ধান্তের পিছনে জোরালো কারণ দেখাতে পারবে। আমাদের আইন কড়া হলেও অন্যায্য কিছু করি না।'

'তা হলে এই মুহূর্তে আইনি মারপ্যাচ বন্ধ করার অনুরোধ করছি, মিনিস্টার। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে নিয়ে এসেছি এই রিপোর্ট যদি নাই পান, তা হলে আপনার জানার কোনো উপায় নেই যে আমরা কোনো আইন অমান্য করেছি কিনা। অথচ এখানে ল্যাণ্ড করার সাথে সাথে আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করার জন্য তৈরি হয়েই ছিলেন। কেন মিনিস্টার, আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি?'

মিনিস্টার হাসল,'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি, কাউন্সিলম্যান। আপনার সঙ্গিনীর সাথে আপনাদের গ্রেপ্তার করার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা কাজ করছি ফাউণ্ডেশন-এর পক্ষে, একটু আগে আপনিই বলেছেন আমরা ফাউণ্ডেশন-এর এসোসিয়েটেড পাওয়ার।'

'কিন্তু সেটা অসম্ভব, মিনিস্টার। বিদঘুটে। উদ্ভট।'

'আমার জানার আগ্রহ হচ্ছে কেন আপনি বিদঘুটে, উদ্ভট, অসম্ভব মনে করছেন।'

'কারণ আমি ফাউণ্ডেশন-এর পদস্থ কর্মকর্তা, বিশেষ দায়িত্ব পালন করছি। বিশ্বাস করা যায় না তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায় বা সেই ক্ষমতা তাদের আছে, কারণ আমি কাউন্সিলের সদস্য।'

'আহ, আপনি পদবী এড়িয়ে গেছেন, তবে আপনার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষমা করা যায়। যাই হোক আপনাকে গ্রেপ্তার করার কথা সরাসরি কেউ বলেনি। গ্রেপ্তার করেছি শুধুমাত্র যে কাজ করতে বলা হয়েছে সেটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য।'

'সেটা কি, মিনিস্টার?' ট্র্যাভিজ বলল, নিরুদ্বিগ্ন আত্মবিশ্বাসী মহিলার কাছ থেকে নিজের অস্থিরতা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

'সেটা হচ্ছে, কাউন্সিলম্যান, মহাকাশযান আপনার কাছ থেকে নিয়ে ফাউণ্ডেশনকে ফেরত দিতে হবে।'

'কী?'

'আবারও কোনো সম্বোধন নেই, এটা আপনার অভদ্রতা। এই জাহাজ আপনার না। আপনি এটা তৈরি করেছেন বা কিনেছেন?'

'অবশ্যই না, মিনিস্টার। ফাউণ্ডেশন আমাকে এটা দিয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা হলে এটা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই ফাউণ্ডেশন-এর আছে, কাউন্সিলম্যান। এই মহাকাশযান সম্ভবত অত্যন্ত দামি।'

ট্র্যাভিজ কোনো জবাব দিল না।

মিনিস্টার বলল, 'এটা গ্র্যাভিটিক শিপ, কাউন্সিলম্যান। অল্প কয়েকটা তৈরি করা হয়েছে। আপনাকে একটা দিয়ে ওরা নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছে এখন। আপনি কমদামি আরেকটা মহাকাশযান চেয়ে নিতে পারবেন, সেটা দিয়েও কাজ চলবে। -কিন্তু যে মহাকাশ যান নিয়ে এসেছেন সেটা ফেরত দিতেই হবে।'

'আমি ফেরত দেব না, মিনিস্টার। বিশ্বাস করি না ফাউণ্ডেশন আপনাকে এই অনুরোধ করেছে।'

'আমি একা না, কাউন্সিলম্যান। বিশেষ করে শুধু কমপরেলনকেই এই অনুরোধ করা হয়নি। আমার বিশ্বাস ফাউণ্ডেশন প্রভাব বলয়ের প্রতিটি গ্রহকেই একই অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ওরা জানে না আপনি কোথায়,তাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটাও পরিষ্কার যে ফাউণ্ডেশন-এর প্রতিনিধি হিসেবে কমপরেলনের সাথে আপনার বিশেষ কোনো কাজ নেই—সেক্ষেত্রে ওরা জানত আপনি কোথায় আছেন। সংক্ষেপে, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন, কাউন্সিলম্যান।'

'ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে আপনি যে অনুরোধ পেয়েছেন, সেটা আমি দেখতে চাই, মিনিস্টার,' ট্র্যাভিজ আমতা আমতা করে বলল। 'সেটা দেখার অধিকার আমার আছে নিশ্চয়ই।'

'অবশ্যই, যদি আইনের সাহায্য নিতে হয়। আইনি কাঠামোকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেই, কাউন্সিলম্যান, নিশ্চিত থাকতে পারেন নিজের কথা বলার অধিকার আপনি পাবেন। তবে ভালো হবে যদি আমরা বেশি হৈ চৈ না করে, আইনগত ঝামেলায় না গিয়ে সমঝোতায় আসতে পারি।'

ট্র্যাভিজ আবারও নিশ্চুপ।

মিনিস্টার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কথা শুরু করল,

'শুনুন, কাউন্সিলম্যান, সমঝোতা বা আইনের আশ্রয় যেভাবেই হোক মহাকাশ যান আমরা রাখবই। পরিচয়পত্র ছাড়া যাত্রী নিয়ে আসার শাস্তি নির্ভর করবে কোন পথ আমরা বেছে নেব। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলে ব্যাপারটা আপনার বিপক্ষে যাবে, এবং কথা দিচ্ছি শাস্তির মাত্রা হবে খুব কঠিন। বরং একটা চুক্তি করি, এবং আপনার যাত্রীকে কোনো কমার্শিয়াল ফ্লাইটে যেখানে যেতে চায় সেখানেই পাঠানো হবে। ইচ্ছে হলে আপনারাও তার সাথে যেতে পারবেন। অথবা যদি ফাউণ্ডেশন অনুরোধ করে তা হলে আমরা ভালো মহাকাশযান আপনাকে দেব, পরে ফাউণ্ডেশন-এর কাছ থেকে সমমানের আরেকটা চেয়ে নেব। আর যদি আপনি ফাউণ্ডেশন নিয়ন্ত্রিত টেরিটোরিতে ফিরতে না চান তা হলে আমরা আপনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় এমনকি কমপরেলনের নাগরিকত্বও দিতে পারি। বুঝতেই পারছেন, সমঝোতা করলে অনেক দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আইনের আশ্রয় নিলে কিছুই পাবেন না।'

'আপনি বেশ আগ্রহী, মিনিস্টার। এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা আপনি রাখতে পারবেন না। ফাউণ্ডেশন আমাকে ফিরিয়ে দিতে বললে কোনো অবস্থাতেই আপনি আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে পারবেন না।'

'কাউন্সিলম্যান, রাখতে পারব না এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিই না। ফাউণ্ডেশন-এর প্রধান এবং একমাত্র অনুরোধ হচ্ছে মহাকাশ যানের জন্য। আপনাদের ব্যাপারে তারা কিছুই বলেনি।'

ট্র্যাভিজ দ্রুত তাকালো ব্লিস এর দিকে, তারপর বলল, 'মিনিস্টার, ড. পেলোরেট এবং মিস ব্লিস-এর সাথে কিছুক্ষণ আলোচনা করা যাবে?'

'অবশ্যই, কাউন্সিলম্যান। আপনাকে পনের মিনিট সময় দেওয়া হলো।'

'একা কথা বলতে চাই, মিনিস্টার।'

'আপনাদের একটা আলাদা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে, পনের মিনিট পর আবার ফিরিয়ে আনা হবে এখানে, কাউন্সিলম্যান। কেউ আপনাদের আলোচনা শোনার চেষ্টা করবে না বা বাধা দেবে না। আমি কথা দিচ্ছি। যাই হোক আপনাদের কড়া পাহারা দেওয়া হবে, বোকার মতো পালানোর চেষ্টা করবেন না।'

'বুঝেছি, মিনিস্টার।'

'এবং যখন ফিরে আসবেন, আশা করি মহাকাশযান ফিরিয়ে দিতে আপনি স্বেচ্ছায় রাজি হবেন। অন্যথায় আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে, এবং আপনাদের কারো জন্যই সুখকর হবে না, কাউন্সিলম্যান। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝতে পেরেছি, মিনিস্টার।' ট্র্যাভিজ বলল, প্রচণ্ড রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না।

ছোট কক্ষ, কিন্তু যথেষ্ট আলোকিত, দুটো চেয়ার এবং একটা ছোট বিছানা রয়েছে, একটু কান পাতলেই ভ্যান্টিলেটিং ফ্যানের মৃদু গুঞ্জন শোনা যাবে।

মিনিস্টার এর বিশাল, শূন্য অফিসের তুলনায় এটা অনেক বেশি আরামদায়ক।

লম্বা গম্ভীরদর্শন গার্ড তাদেরকে নিয়ে এসেছে, এক মুহূর্তের জন্যও ব্লাস্টার এর উপর থেকে হাত সরায়নি সে। কক্ষে ঢোকার পর কর্কশ স্বরে বলল,'পনের মিনিট।' তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

'আশা করি আমাদের কথা কেউ শুনবে না।' ট্র্যাভিজ বলল।

পেলোরেট বলল, 'মিনিস্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, গোলান।'

'তুমি নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার কর, জেনভ। তার তথাকথিত "প্রতিশ্রুতি" যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হলে কোনো দ্বিধা না করে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে।'

'কোনো সমস্যা না,' বলল ব্লিস। 'এই জায়গার চারপাশে আমি শিল্ড তৈরি করতে পারব।'

'তোমার কাছে শিল্ডিং ডিভাইস আছে?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

হাসির সাথে ব্লিসের দুধ সাদা দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল, 'গায়ার মাইণ্ড একটা শিল্ডিং ডিভাইস, পেল। শক্তিশালী মাইণ্ড।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমাদের এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে,' ট্র্যাভিজ বলল, রাগত স্বরে, –'শক্তিশালী মাইণ্ডের সীমাবদ্ধতার কারণে।'

'কী বলতে চাও?' –বলল ব্লিস।

'ত্রিমুখী বিরোধ যখন শেষ হয়, তুমি মেয়র এবং দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন-এর জেনডিবল দুজনের মাইণ্ড থেকে আমার কথা মুছে দাও।'

'এ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।'

'হ্যাঁ, গোলান ট্র্যাভিজ, দ্য এভার রাইট। কিন্তু তুমি তাদের মন থেকে মহাকাশ যানের কথা মুছে দাওনি? মেয়র ব্র্যান্নো আমাকে চান না, চান মহাকাশযান। এটার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি।'

ব্লিস ভুরু কুঁচকাল।

'চিন্তা করে দেখ। গায়া স্বাভাবিকভাবে ধরে নিয়েছে আমি আর মহাকাশযান এক ইউনিট। যদি ব্র্যান্নো আমার কথা না ভাবে, মহাকাশযানের কথাও ভাববে না। সমস্যা হচ্ছে গায়া ইন্ডিভিজুয়ালিটি বোঝে না। সে মনে করেছে আমি আর মহাকাশযান সিঙ্গেল অর্গানিজম, এবং ভুল করেছে।'

ব্লিস বলল, নরম গলায়, 'এটা সম্ভব হতে পারে।'

'বেশ,' ট্র্যাভিজের গলা কঠিন, 'এই ভুল সংশোধনের দায়িত্ব তোমার। গ্র্যাভিটিক শিপ এবং কম্পিউটার আমার চাই। অন্য কিছু হলে চলবে না। কাজেই, ব্লিস, এগুলো যেন আমার হাতে থাকে তার ব্যবস্থা কর। তুমি মাইণ্ড কন্ট্রোল করতে পারো।'

'হ্যাঁ, ট্র্যাভিজ, কিন্তু আমরা হালকাভাবে তার প্রয়োগ করি না। ত্রিমুখী বিরোধের সময় আমরা এটা প্রয়োগ করেছিলাম, কিন্তু জানো,তার জন্য কত সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল? কত হিসাব-নিকাশ এবং বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছিল? বহু বছর। ইচ্ছে হলেই আমি কোনো মহিলার মাইণ্ডে প্রবেশ করে অন্য কারো ইচ্ছামতো তাকে পরিবর্তন করতে পারি না।'

'এখন এমন একটা সময়—'

জোর গলায় বাধা দিল ব্লিস। 'এভাবে শুরু করলে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে? এন্ট্রি স্টেশনের অফিসারের মাইণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে আমরা দ্রুত বের হয়ে আসতে পারতাম।'

'কেন করোনি?'

'কারণ আমরা জানি না এর পরিণতি কী হবে। হয়তো পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। মিনিস্টার এর মাইণ্ড পরিবর্তন করলে মানুষের সাথে তার আচরণের উপর প্রভাব পড়বে। যেহেতু সে তার সরকারের উঁচু পদে রয়েছে, আন্তমহাজাগতিক সম্পর্কের উপরও প্রভাব পড়তে পারে। নিশ্চিত না হয়ে কিছু করা ঠিক হবে না।'

'তা হলে তুমি আমাদের সাথে এসেছ কেন?'

কারণ যে-কোনো মুহূর্তে তোমার জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে। যে-কোনো মূল্যে তোমাকে আমার রক্ষা করতে হবে, পেল বা আমার জীবনের বিনিময়ে

হলেও। এন্ট্রি স্টেশনে তোমার কোনো বিপদ ছিল না। এখনও জীবনের উপর কোনো হামলা হচ্ছে না। তোমাকে নিজের চেষ্টায় এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে, করতে থাক যতক্ষণ না গায়া সঠিক পদক্ষেপ ঠিক করতে পারছে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ট্র্যাভিজ। তারপর বলল, 'সেক্ষেত্রে, অন্য চেষ্টা করতেই হবে। হয়তো কাজ হবে না।'

দরজা খুলে গেল। বিকট শব্দ করে বাড়ি খেল দেয়ালের সাথে। গার্ড কর্কশ সুরে বলল, 'বেরিয়ে আসুন।'

বেরনোর সময় পেলোরেট ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল 'কী করবে, গোলান?'

ট্র্যাভিজ একই রকম ফিসফিস করে জবাব দিল, 'জানি না। পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হবে।'

ওরা ঢুকতেই মিনিস্টার মুখ তুলে হাসল। 'আমার বিশ্বাস, কাউন্সিলম্যান, যে আপনি বলতে এসেছেন, মহাকাশযান আপনি ফিরিয়ে দেবেন।'

'আমি এসেছি, মিনিস্টার,' শান্ত সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে।'

'আলোচনা করার মতো কোনো শর্ত নেই,কাউন্সিলম্যান। চাইলে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা হবে, তারচেয়েও দ্রুত সেটা শেষ হবে। নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেনই। তারপর স্বাভাবিকভাবেই আপনার জাহাজ আমাদের হাতে চলে আসবে,আর আপনারা তিন জন কঠিন শাস্তি পাবেন। একদিন দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু শুধু কেন শাস্তি ভোগ করবেন।'

'যাই হোক, আলোচনা করতেই হবে, মিনিস্টার, কারণ বিচার যত দ্রুত শেষ হোক, আমাকে ছাড়া জোর করে মহাকাশযানের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই সাথে স্পেসপোর্ট এবং তার আশেপাশের সব বসতি ধ্বংস হয়ে যাবে। হুমকি দেওয়া বা বল প্রয়োগ আপনাদের আইনে নেই, নিজেই যদি আইন ভঙ্গ করেন, আমাদের নির্যাতন করেন বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দি করে রাখেন, ফাউণ্ডেশনে খবর পৌঁছবে। তারা এতে খুশি হবে না। মহাকাশযান ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের যতই আগ্রহ থাকুক নিজের নাগরিকের কোনো ক্ষতি তারা মেনে নেবে না। -শর্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি?'

'বোকার মতো কথা,' ভুরু কুচকে বলল মিনিস্টার। 'প্রয়োজন হলে আমরা ফাউণ্ডেশনকে ডেকে আনতে পারি। নিজেদের জাহাজ কীভাবে খুলতে হয় তারা জানে।'

'আপনি আমার পদবী ব্যবহার করেন নি, মিনিস্টার, কিন্তু আপনার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষমা করা যায়। ভালোভাবেই জানেন, ফাউণ্ডেশনকে আপনি ডেকে আনবেন না, কারণ মহাকাশযান তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই আপনার নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

মিনিস্টারের মুখের হাসি মুছে গেল। 'এটা কী ধরনের কথা হলো, কাউন্সিলম্যান।

'এমন ধরনের কথা, মিনিস্টার, যা হয়তো অন্য কারো শোনা উচিত না। আমার সঙ্গীরা কোনো হোটেলে চলে যাক, ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন। গার্ডদের দরজার বাইরে যেতে বলুন। একটা ব্লাস্টার রাখতে পারেন। আপনি তো আর ছোট্ট খুকি না, হাতে ব্লাস্টার থাকলে আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি, নিরস্ত্র।'

ডেস্কের ওপাশ থেকে ট্র্যাভিজের দিকে ঝুকে মিনিস্টার বলল, 'আপনাকে আমার ভয় পাবার কিছু নেই।'

পিছনে না তাকিয়ে ইশারা করতেই একজন গার্ড সামনে এসে মেঝেতে ঠকাস করে গোড়ালি ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মিনিস্টার বলল, 'এই দুজনকে ৫ নাম্বার স্যুইটে নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে আর ভালোভাবে পাহারা দেবে। ওদের কোনো সমস্যা হলে বা পালিয়ে গেলে দায়ী হবে তুমি।'

মিনিস্টার উঠে দাঁড়াতেই সংকুচিত হয়ে গেল ট্র্যাভিজ। মহিলা যথেষ্ট লম্বা, ট্র্যাভিজের চেয়ে একটু বেশিই হবে। চিকন কোমর। কাঠামোর মাঝে একটা বিশালত্ব আছে। সাবলীল চলাফেরা। তিক্ত মনে ভাবল ট্র্যাভিজ, যদি হাতাহাতি লড়াই হয়, তা হলে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে এই মহিলা।

'চলুন, কাউন্সিলম্যান। যদি বোকার মতো কথা বলতেই থাকেন, যত কম লোকে শুনবে, আপনার জন্য ততই মঙ্গল।'

বলেই হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে, পিছু নিল ট্র্যাভিজ। নিজেকে তার অনেক ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে, কোনো মেয়ের সামনে এমন অনুভূতি আগে হয়নি।

এলিভেটরে চড়ল ওরা, দরজা বন্ধ করে মিনিস্টার বলল, 'আমরা এখন একা, এবং যদি আপনি ভেবে থাকেন যে আমার উপর জোর খাটাতে পারবেন, তা হলে ভুলে যান।'তার সুরেলা কণ্ঠস্বর আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পরিষ্কার আমুদে গলা। 'আপনি বেশ শক্তিশালী, কিন্তু প্রয়োজন হলেই আপনার একটা হাত বা শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে পারব। অস্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না।'

ট্র্যাভিজ চিবুকে হাত ঘষতে ঘষতে মিনিস্টারের আপাদমস্তক দৃষ্টি বোলালো। 'মিনিস্টার, নিজের সমকক্ষ কারো সাথে লড়াই করতে আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার সাথে লড়াই না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি জানি কখন পিছিয়ে আসতে হয়।'

'চমৎকার।' সন্তুষ্টির সুরে বলল মিনিস্টার।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়, মিনিস্টার?'

'নিচে! অনেক নিচে। ভয়ের কিছু নেই। হাইপার ড্রামাগুলোতে এভাবেই নায়ককে পাতালঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু কমপরেলনে কোনো পাতালঘর নেই-অল্প কয়েকটা জেলখানা আছে। যাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্টে; পাতালঘরের মতো রোমান্টিক না হলেও বেশ আরামদায়ক।'

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে ট্র্যাভিজ অনুমান করল প্রায় পঞ্চাশ মিটার নিচে নেমে এসেছে।

চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ট্র্যাভিজ।

'আমার বাসস্থান আপনার পছন্দ হয়নি, কাউন্সিলম্যান?' জিজ্ঞেস করল মিনিস্টার।

'আমার পছন্দ না করার কোনো কারণ নেই, মিনিস্টার। শুধু অবাক হয়েছি। এরকম আশা করিনি। এখানে আসার পর যতটুকু দেখেছি বা শুনেছি তাতে ধারণা হয়েছে আপনারা যথেষ্ট মিতব্যয়ী—অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা এড়িয়ে চলেন।'

'ঠিক, কাউন্সিলম্যান। আমাদের সম্পদ সীমিত। আবহাওয়ার মতো জীবন যাত্রাও বেশ কঠিন।'

'কিন্তু, এটা, মিনিস্টার,' ট্র্যাভিজ আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দুহাত ছড়িয়ে বলল, কমপরেলনে আসার পর এই প্রথম রঙের ব্যবহার দেখছে সে। সোফাগুলো কুশন দিয়ে ঢাকা। দেয়াল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল নরম আলো। মেঝেতে নরম কার্পেট, হাঁটলে কোনো শব্দ হয় না। 'এটা অবশ্যই বিলাসিতা।'

'ঠিকই বলেছেন, কাউন্সিলম্যান, আমরা অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা, লোকদেখানো বিলাসিতা, ব্যয়বহুল বিলাসিতা এড়িয়ে চলি। কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিলাসিতার প্রয়োজন আছে। আমার দায়িত্ব অনেক, কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এমন একটা জায়গা দরকার যেখানে সব ভুলে থাকা যায়।'

'সব কমপরেলিয়ানরাই এভাবে গোপন বিলাসী জীবনযাপন করে?'

'নির্ভর করে কাজের পরিমাণ এবং দায়িত্বের উপর। অল্প কয়েকজনেরই বিলাসী জীবনযাপনের ক্ষমতা আছে, অধিকার আছে বা করতে চায়।'

'কিন্তু মিনিস্টার, আপনার ক্ষমতা আছে, অধিকার আছে এবং আপনি করতে চান?'

'পদাধিকারের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি কিছু সুবিধাও আছে। এবার বসুন কাউন্সিলম্যান, তারপর আপনার পাগলামির কথা শোনা যাবে।' নিজে একটা সোফায় বসে মুখোমুখি আরেকটা সোফায় ট্র্যাভিজকে বসতে বলল।

বসল ট্র্যাভিজ। 'পাগলামি, মিনিস্টার?'

একটা বালিশের উপর ডান হাত দিয়ে হেলান দিয়ে মিনিস্টার আয়েশ করে বসেছে। 'এখানে কথাবলার সময় ফর্মালিটি করার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে লিজেলর ডাকতে পারেন। আমি ট্র্যাভিজ ডাকব।'

পায়ের উপর পা তুলে হেলান দিয়ে বসল ট্র্যাভিজ। 'লিজেলর,আপনি আমার জন্য দুটো পথ খোলা রেখেছেন, হয় সমঝোতায় আসা অথবা বিচারের মুখোমুখি হওয়া। দুই ক্ষেত্রেই মহাকাশযান আপনার হাতে তুলে দিতে হবে। –তারপরেও আপনি মরিয়া হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে সমঝোতা করাই আমার জন্য ভালো হবে। বিনিময়ে আপনি অন্য একটা মহাকাশ যান দিতে চেয়েছেন, যেন আমি ও আমার বন্ধুরা পছন্দ মতো জায়গায় চলে যেতে পারি। এমনকি চাইলে কমপরেলনের নাগরিকত্বও পাব। অথচ বন্ধুদের সাথে আলোচনা করার জন্য মাত্র পনের মিনিট সময় দিলেন। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত কোয়ার্টারেও নিয়ে এলেন, এবং সম্ভবত আমার বন্ধুরাও এখন আরামদায়ক কোয়ার্টারে বিশ্রাম করছে। সংক্ষেপে আপনি আমাকে ঘুষ দিচ্ছেন, লিজেলর, যেন আপসে মহাকাশযান আপনাকে দিয়ে দেই।'

'কেন, ট্র্যাভিজ,আমার মানবিক আচরণের কোনো মূল্যই আপনি দেবেন না?'

'না।'

'একবারও ভাববেন না যে বিচারের মুখোমুখি না হয়ে সমঝোতা করলে অনেক ঝামেলা কমবে?'

'না! আমি অন্য একটা পরামর্শ দেব।'

'যেমন।'

'বিচার কার্যের একটা সমস্যা হচ্ছে যে এটা গোপন থাকে না। এই গ্রহের কঠোর আইনকানুনের কথা আপনি অনেকবার বলেছেন। আমার ধারণা, সবটুকু রেকর্ড না করে আপনি কোনো বিচার শেষ করতে পারবেন না। সেরকম হলে ফাউণ্ডেশন জানবে। বিচার শেষে মহাকাশযান ফিরিয়ে দিতে হবে তাদেরকে।'

'অবশ্যই,' ভাবলেশহীন গলায় বলল লিজেলর। 'তারাই তো এটার মালিক।'

'কিন্তু, গোপনে চুক্তি করলে কোনো রেকর্ড রাখতে হবে না। মহাকাশযান আপনারা রেখে দিতে পারবেন, যেহেতু ফাউণ্ডেশন কিছুই জানবে না, তারা জানবেও না যে আমরা এই গ্রহে এসেছিলাম—কমরেলন মহাকাশযান নিজের কাছে রাখতে পারবে। আমি নিশ্চিত আপনি এটাই করতে চান।'

'কেন সেটা করব?' এখনও সে ভাবলেশহীন। 'আমরা ফাউণ্ডেশন কনফেডারেশনের অংশ, তাই না?'

'পুরোপুরি না। আপনাদের অবস্থান হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড পাওয়ার হিসেবে।'

'তা হলেও অ্যাসোসিয়েটেড পাওয়ার হিসেবে আমরা ফাউণ্ডেশনকে সহযোগিতা করতে পারি।'

'করবেন কী? এমনকি হতে পারে না যে কমপরেলন স্বপ্ন দেখছে পুরোপুরি স্বাধীনতার; এমনকি নেতৃত্বেরও? আপনাদের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। সব গ্রহই এমন দাবি করলেও আপনারা আসলেই প্রাচীন বিশ্ব।'

মিনিস্টার পাতলা এক টুকরো ঠাণ্ডা হাসি দিয়ে বলল, 'প্রাচীনতম।'

'একটা সময় ছিল যখন কমপরেলন এই সিস্টেমের অন্তর্গত তুলনামূলকভাবে ছোট অনেকগুলো বিশ্ব শাসন করত। আবার হয়তো সেই হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।'

'আপনার মনে হয় এমন অসম্ভব স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি?'

'অসম্ভব হলেও, স্বপ্ন দেখতে তো দোষ নেই। টার্মিনাস গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে অবস্থিত। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় তার ইতিহাস একেবারে নতুন, মাত্র পাঁচ শতাব্দী পুরোনো। অথচ গ্যালাক্সি শাসন করছে। তা হলে কমপরেলন পারবে না কেন?' ট্র্যাভিজ হাসছে।

www.boiRboi.blogspot.com

মিনিস্টার গম্ভীর, 'আমাদের বোঝানো হয়েছে যে টার্মিনাস এই অবস্থানে পৌঁছেছে হ্যারী সেলডনের পরিকল্পনা অনুযায়ী।'

'নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য এটা এক ধরনের মানসিক অবলম্বন, মানুষ যতদিন বিশ্বাস করবে ততদিনই এর কার্যকারিতা থাকবে। হয়তো কমপরেলন সরকার এগুলো বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া ফাউণ্ডেশন কারিগরি দিকে অনেক বেশি উন্নত-গ্র্যাভিটিক শিপ যার অনন্য উদাহরণ। একারণেই সে গ্যালাক্সিতে ক্ষমতা বিস্তার করতে পেরেছে। যদি কমপরেলন একটা গ্র্যাভিটিক শিপ হাতে পায়, তা হলে তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে, এবং নিঃসন্দেহে কারিগরি ক্ষেত্রে একলাফে অনেকদূর এগিয়ে যাবে। আমার অবশ্য মনে হয় না যে এই দিয়েই তারা ফাউণ্ডেশন-এর নেতৃত্বকে পরাজিত করতে পারবে। কিন্তু কমপরেলন সরকার হয়তো সেরকমই মনে করে।'

'আপনার কথার কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না। কোন সরকার ফাউণ্ডেশন-এর তোপের মুখে পড়তে চায়। তাদের ক্রোধ কতখানি ভয়ংকর তার প্রমাণ তো ইতিহাসেই রয়েছে।'

'ফাউণ্ডেশন তখনই রাগবে যদি সে জানে যে রাগার মতো কিছু ঘটছে।'

'সেক্ষেত্রে, ট্র্যাভিজ-ধরা যাক আপনার কথাগুলো পাগলামি না, যুক্তি আছে, তা হলে কি উচিত হবে না দর কষাকষি করে মহাকাশ যান আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া? আপনার কথা অনুযায়ী নীরবে এটা পাওয়ার জন্য আমরা সবকিছু দিতে প্রস্তুত।'

'আপনি বিশ্বাস করেন আমি ফাউণ্ডেশনকে রিপোর্ট করব না?'

'অবশ্যই। সেক্ষেত্রে নিজের ভূমিকার কথাও বলতে হয় যে।'

'আমি বলতে পারি যে আমাকে জবরদস্তি করে বাধ্য করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তবে মেয়র সেটা বিশ্বাস করবে না। -সমঝোতা করে ফেলুন।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'না, ম্যাডাম লিজেলর। মহাকাশযান আমার এবং আমারই থাকবে। আগেই তো বলেছি জোর করে দরজা খোলার চেষ্টা করলে প্রচণ্ড শক্তিতে বিস্ফোরিত হবে। দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি ভাঁওতা দিচ্ছি না।'

'আপনি খুলতে পারেন,কম্পিউটারকে নতুন করে নির্দেশ দিতে পারেন।'

'নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমি তা করব না।'

লিজেলর লম্বা শ্বাস নিল। 'আমরা আপনার মত পাল্টানোর ব্যবস্থা করতে পারি- আপনাকে হয়তো কিছু করব না, কিন্তু ড. পেলোরেট বা ঐ মেয়েটার কিছু করতে কোনো সমস্যা নেই।'

'নির্যাতন, মিনিস্টার? এটাই আপনাদের আইন?'

'না,কাউন্সিলম্যান। নিষ্ঠুরতার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে সাইকিক প্রোব বলে একটা কথা আছে।'

এই প্রথম ভয়ের শীতল স্রোত ট্র্যাভিজের শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। 'সেটাও আপনি করতে পারবেন না। চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সাইকিক প্রোবের ব্যবহার বহু আগেই গ্যালাক্সিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু আমরা যদি মড়িয়া হয়ে-'

'আমি ঝুঁকি নেব।'ট্র্যাভিজ বলল। 'কারণ মহাকাশ যান নিজের কাছে রাখার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এবং সাইকিক প্রোব আমার মত পরিবর্তনে বাধ্য করার আগেই আমার মাইণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে।' (কথাটা মিথ্যে, ভয় আরও বেড়ে গেল।)'এমনকি আপনি যদি খুব দক্ষভাবে সাইকিক প্রোব ব্যবহার করে মহাকাশযান নিরাপদে আপনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজি করান, তাতেও লাভ হবে না। কারণ এর কম্পিউটার অনেক বেশি উন্নত। কীভাবে জানি না—তবে যেভাবেই হোক এটা তৈরি করা হয়েছে শুধু আমার সাথে কাজ করার জন্য। যাকে বলে ওয়ান-ম্যান-কম্পিউটার।'

'ধরুন মহাকাশযান আপনার কাছেই থাকল, আপনিই এটা চালাবেন, তখন আমাদের জন্য চালাবেন—কমপরেলনের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে? প্রচুর বেতন। সীমাহীন বিলাসিতা। আপনার বন্ধুদেরও অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।'

'না।'

'তা হলে আপনার পরামর্শ কি? চলে যেতে দেব। জ্বি না, যেতে দেওয়ার আগে ফাউণ্ডেশনকে জানিয়ে দেব আপনি এখানে এসেছিলেন। তারপর তারাই সামলাবে।'

'মহাকাশ হারানোর ঝুঁকি নেবেন?'

'আমরা না পেলে ফাউণ্ডেশনই পাক। অন্য কোনো বর্বর গ্রহের হাতে না পড়লেই হলো।'

'মীমাংসার জন্য আমার নিজের একটা পরামর্শ আছে।'

'বেশ বলুন শুনি।'

সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করে বলতে লাগল ট্র্যাভিজ। 'আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে বেরিয়েছি। শুরু হয়েছিল ফাউণ্ডেশন-এর সহায়তায়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা আর পাওয়া যাবে না, অথচ গুরুত্বপূর্ণ মিশন। আমি এখন কমপরেলনের সহায়তা চাই, সফলভাবে মিশন শেষ হলে কমপরেলনও লাভবান হবে।'

লিজেলর এর মুখে সন্দেহের ছায়া, 'এবং মহাকাশযান ফাউণ্ডেশন-এর কাছে ফেরত দেবেন না?'

'ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা কখনোই ছিল না। থাকলে ওরা আমাকে খুঁজে বেড়াতো না পাগলের মতো।'

'এই কথায় প্রমাণ হয় না যে মহাকাশযান আমাদের দেবেন।'

'মিশন শেষ হলে এই মহাকাশযান হয়তো আমার আর কোনো প্রয়োজন হবে না। তখন কমপরেলন সেটা পেলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'আপনি বলছেন "হয়তো"। তার কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই।'

'অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিলে কি মূল্য থাকবে? আসলে আমি সতর্ক হিসাব-নিকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যেন বুঝতে পারেন আমি আন্তরিক।'

'চালাক,' লিজেলর মাথা নেড়ে বলল। 'আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ, বলুন কী আপনার মিশন এবং কমপরেলন কীভাবে লাভবান হবে?'

'না, এবার আপনার পালা। যদি প্রমাণ করতে পারি যে আমার মিশন কমপরেলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হলে আমাকে সাহায্য করবেন?'

মিনিস্টার লিজেলর উঠে দাঁড়াল। 'আমি ক্ষুধার্ত, কাউন্সিলম্যান। খালি পেটে আর কোনো কথা নয়। চলুন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর আলোচনা শেষ করা যাবে।'

ট্র্যাভিজের মনে হলো মিনিস্টারের চেহারায় কেমন যেন আগ্রহী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তার অস্বস্তি শুরু হলো।

'খাবার সুস্বাদু হলেও পুষ্টিকর ঝাঁজালো সস মেশানো মাংস, সেই সাথে কটু স্বাদযুক্ত পাতাজাতীয় সবজি ট্র্যাভিজ ঠিক চিনতে পারল না। এ ছাড়া রয়েছে আপেলের মতো দেখতে এক প্রকার ফল, খুব একটা বিস্বাদ না। তবে গাঢ় রঙের যে গরম পানীয় দেওয়া হলো সেটা ট্র্যাভিজ মুখেই দিতে পারল না, এত বেশি তিতা।

কোনো চাকরবাকর চোখে পড়ছে না। মিনিস্টার নিজেই খাবার গরম করে পরিবেশন করল। আবার খাওয়া শেষে থালাবাসন তুলল নিজেই।

'আশা করি খাবার আপনার ভালো লেগেছে,' ডাইনিং রুম থেকে বের হওয়ার পথে লিজেলর জিজ্ঞেস করল।

'চমৎকার হয়েছে,' বলল ট্র্যাভিজ, বেশি আগ্রহ দেখাল না।

মিনিস্টার বসল আগের সোফাতেই। 'ঠিক আছে আলোচনা শুরু করা যাক। আপনি বলেছিলেন যে কমপরেলন হয়তো প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাউণ্ডেশন-এর প্রভুত্ব ঠেকাতে চায়। কথাটা অল্প হলেও সত্যি, কিন্তু যারা আন্তমহাজাগতিক রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহী শুধুমাত্র তারাই মাথা ঘামাবে, এবং এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুব কম। তা ছাড়া সাধারণ কমপরেলিয়ানদের অধিকাংশই ফাউণ্ডেশন-এর অনৈতিকতার ব্যাপারে আতঙ্কিত। সব গ্রহেই নৈতিক অধঃপতন ঘটছে, তবে টার্মিনাসে মনে হয় সবচেয়ে বেশি। এই গ্রহের যারা টার্মিনাস বিরোধী, আমার মনে হয় তাদের বিরোধিতার মূল কারণ হচ্ছে এটাই।'

'অনৈতিকতা?' ট্র্যাভিজ অবাক। 'ফাউণ্ডেশন গ্যালাক্সিতে তার নিয়ন্ত্রিত অংশ বেশ ভালোভাবেই শাসন করছে। অর্থনৈতিক,সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই সমতা রয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার রয়েছে সমান সুযোগ।'

'কাউন্সিলম্যান, আমি বলছি আপনাদের সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে যে অনৈতিকতা রয়েছে, সেটার কথা।'

'আমি আসলেই বুঝতে পারছি না। আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি নৈতিক।'

'কাউন্সিলম্যান, ভালোভাবেই বুঝছেন আমি কি বলতে চাই। বিবাহকে আপনাদের সমাজে সংস্কার হিসেবে মানা হয় নাকি হয় না?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সংস্কার বলতে কি বোঝাতে চান?'

'নারী-পুরুষ একসাথে থাকার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে?'

'নিশ্চয়ই। কেউ চাইলে অবশ্যই করতে পারে, এতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।'

'কিন্তু, বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটতে পারে।'

'অবশ্যই, দুটো মানুষকে একসাথে থাকতে বাধ্য করা অনুচিত হবে, যদি-'

'কোনো ধর্মীয় বিধিনিষেধ নেই?'

'ধর্ম? কিছু লোক প্রাচীন ধর্মীয় প্রার্থনাগুলো বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে বিয়ের কি সম্পর্ক?'

'কাউন্সিলম্যান, এখানে 'কমপরেলনে' যৌনতা ব্যাপারটা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। বিয়ে ছাড়া এটা ঘটতে পারবে না। এমনকি বিবাহিত জীবনেও তা খুব সীমিত থাকবে। অনেক বিশ্ব বিশেষ করে টার্মিনাসে অবাধ যৌনতা লক্ষ করে আমরা প্রচণ্ড মর্মাহত। ধর্মীয় বিধিনিষেধ না মেনে, কখন কীভাবে কার সাথে ঘটছে এসব বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যাপারটাকে তারা সামাজিক আনন্দের বিষয়ে পরিণত করেছে।'

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু গ্যালাক্সি বা এমনকি টার্মিনাসকে ভালো করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না—এবং আমার মহাকাশযানের সাথে এর কি সম্পর্ক?'

'আমি সাধারণ মানুষের মনোভাব এবং কীভাবে এটা আমার ক্ষমতাকে সীমিত করে তুলেছে, তার কথাই বলছি। কমপরেলনের জনগণ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যদি জানতে পারে যে আপনি সুন্দরী, আকর্ষণীয় এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য। আপনাদের তিন জনের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমি জনসমক্ষে বিচারের বদলে গোপনে সমঝোতা করার পরামর্শ দিয়েছিলাম।'

'বুঝতে পারছি, খাবার সময় আপনি ভয় দেখানোর এই নতুন পথ ভেবে তৈরি করেছেন। এখন কি আমাকে গণ আক্রমণের আশঙ্কায় থাকতে হবে?'

'আমি শুধু কোথায় বিপদ সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। অস্বীকার করতে পারবেন যে সঙ্গের মহিলা শুধুই একটা যৌন উপকরণ?'

'অবশ্যই অস্বীকার করব। ব্লিস আমার বন্ধু ড. পেলোরেটের সঙ্গী। হয়তো তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস মনে মনে দুজনেরই বিয়ে হয়েছে।'

'বলতে চান আপনি কিছুই করেন নি?'

'অবশ্যই না। আমাকে কি মনে করেন?'

'বলতে পারব না। আমি তো জানি না, কী আপনার নীতি।'

'বলছি, আমার নীতি কী। আমি বন্ধুত্বকে সম্মান করি।'

'এমনকি আপনাকে প্রলুব্ধ করা হয়নি?'

'কেউ আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, তা ছাড়া তেমন সুযোগও ছিল না।'

'সুযোগ ছিল না? হয়তো মেয়েদের প্রতি আপনার কোনো আগ্রহ নেই।'

'বিশ্বাস করবেন না, আমার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।'

'শেষ কবে কোন মেয়ের সাথে মেলামেশা করেছেন?'

'বেশ অনেক মাস। টার্মিনাস ছাড়ার পর তো একজনের সাথেও না।'

'নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

'অবশ্যই,' ট্র্যাভিজ অন্তর থেকে বলল। 'কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে আমার কিছু করার নেই।'

'ড. পেলোরেট নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট লক্ষ করেছে। নিজের মেয়েমানুষকে আপনার সাথে শেয়ার করবে সে?'

'আমার কষ্ট তাকে বুঝতে দেইনি, বুঝতে পারলেও শেয়ার করতো না সে। আর ব্লিসেরও কোনো আগ্রহ নেই। আমাকে সে পছন্দ করে না।'

'কারণ আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাই বলতে পারছেন।'

'পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, বোঝা যায়। যাই হোক আমিও তাকে পছন্দ করি না।'

'অবাক ব্যাপার! মেয়েটা যথেষ্ট আকর্ষণীয়।'

'শারীরিকভাবে, সে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। যাই হোক আমাকে আগ্রহী করার কোনো চেষ্টাই সে করেনি। একটা কারণ, তার বয়স অনেক কম, প্রায় বাচ্চা মেয়ে।'

'তা হলে প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের আপনি পছন্দ করেন?'

ট্র্যাভিজ নিশ্চুপ। এটা কি একটা ফাঁদ? সতর্কতার সাথে বলল, 'প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বোঝার মতো যথেষ্ট বয়স আমার হয়েছে। এর সাথে আমার মহাকাশযানের সম্পর্ক কী?'

'কিছুক্ষণের জন্য মহাকাশযানের কথা ভুলে যান। -আমার বয়স ছেচল্লিশ, এবং অবিবাহিত। কাজের চাপে বিয়ে করার সময় পাইনি।'

'সেক্ষেত্রে,কমপরেলনের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে সারা জীবন সংযত থাকতে হবে। এজন্যই জিজ্ঞেস করেছিলেন শেষ কবে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করেছি। আপনি এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ চান?—যদি তাই হয়, আমি বলব যে এটা কোনো খাদ্য বা পানীয় নয়। সংযত জীবনযাপন কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।'

মিনিস্টারের হাসির সাথে আবারও চেহারায় একটা আগ্রহী ভাব ফুটে উঠল।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, ট্র্যাভিজ। পদাধিকারের অনেক সুবিধা আছে, কৌশল ব্যবহার করা যায়, আর আমিও খুব একটা সংযমী না। তবে, কমপরেলনের পুরুষরা বেশ বিরক্তিকর। নৈতিকতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি এটা এখানকার পুরুষদের পাপ পুণ্যের বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন করে রেখেছে। ফলে তারা ঝুঁকি নিতে সাহস করে না। এবং সর্বোপরি অদক্ষ।'

ট্র্যাভিজ আরও সতর্ক হয়ে বলল,'এক্ষেত্রেও আমার কিছু করার নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বলতে চান, দোষ আমার। আমিই ঠিকমতো উৎসাহ দিতে পারি না।'

হাত তুলল ট্র্যাভিজ। 'সে কথা বলছি না।'

'সেক্ষেত্রে, আপনি সুযোগ পেলে কি করবেন। আপনি নৈতিকতাহীন বিশ্বের পুরুষ, যার সবধরনের যৌন অভিজ্ঞতা রয়েছে। সাথে অল্প বয়স্ক, আকর্ষণীয় মেয়েমানুষ থাকার পরেও যাকে সংযত জীবনযাপন করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। আমার উপস্থিতিতে আপনি কি করবেন। আমি যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক।'

'আপনার পদাধিকার অনুযায়ী যথার্থ ব্যবহার করব।'

'বোকামি করবেন না।' মিনিস্টার বলল। ডানহাত কোমরের কাছে নিয়ে পোশাক খুলছে।

বরফের মতো জমে গেছে ট্র্যাভিজ। এই ছিল তার মনে—কখন? নাকি হুমকিতে কাজ হয়নি বলে এটা নতুন ধরনের ঘুষ?

খুলে পড়ল অন্তর্বাস। মিনিস্টার বসে আছে, কোমর থেকে উপরে সম্পূর্ণ নগ্ন। শরীরের সাথে মানানসই স্তন-বিশাল, দৃঢ়।

'বেশ?' বলল সে।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলল ট্র্যাভিজ, 'অপূর্ব!'

'তুমি কী করবে?'

'কমপরেলনের নৈতিকতা কী বলে, ম্যাডাম লিজেলর?'

'টার্মিনাসের নৈতিকতা কী বলে? তোমার নৈতিকতা কী বলে? এসো-আমার ঠাণ্ডা বুক একটু উষ্ণতা চায়।'

দাঁড়িয়ে কাপড় খুলতে লাগল ট্র্যাভিজ।

৬. বৈচিত্র্যময় পৃথিবী

নিজেকে ট্র্যাভিজের মনে হচ্ছে নেশাচ্ছন্ন, সময় কত পার হয়েছে তার কোনো ধারণা নেই।

মিটজা লিজেলর, মিনিস্টার অব ট্রান্সপোর্টেশন, শুয়ে আছে পাশে। মুখ খোলা, নাক ডাকছে মৃদু।

চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করেছে ট্র্যাভিজ। লিজেলর এর শরীর বিশাল, (সে বলেছিল তার বয়স ছেচল্লিশ, কিন্তু বিশ বছরের কোনো অ্যাথলেটও তার কাছে হার মানবে।) এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

নাক ডাকার শব্দ হঠাৎ থেমে গেল, চোখ মেলল সে। কনুইতে ভর দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে তার এক কাঁধে হাত বোলাতে লাগল ট্র্যাভিজ।

'ঘুমাও, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।' সে বলল।

ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে হাসল লিজেলর। হালকা কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তির সুরে বলল, 'তোমার সম্পর্কে আমার ধারনা মোটেও ভুল ছিল না।'

'তুমি কি এখনো সাইকিক প্রোবের কথা ভাবছ?'

হাসল লিজেলর। 'মাথা খারাপ। তোমাকে এখন হারাতে চাই না।'

'তারপরেও সাময়িকভাবে বিদায় জানানো দরকার।'

'কী?' ভ্রূ কোঁচকালো সে।

'এখানে যদি স্থায়ীভাবে থাকি তা হলে কানাঘুষা শুরু হতে বেশিদিন লাগবে না। বরং আমি আমার কাজে যাই, মাঝে মাঝে রিপোর্ট করার জন্য ফিরে আসব, তখন কিছুটা সময় একসাথে কাটালে সমস্যা হবে না।'

ভাবছে লিজেলর, আলতোভাবে হাত বোলাচ্ছে ডান কোমরে। তারপর বলল, 'মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। আমার পছন্দ হচ্ছে না—কিন্তু তোমার কথাই ঠিক।'

'ভেবো না যে, আমি ফিরে আসব না,' ট্র্যাভিজ বলল, 'আমি এত বোকা নই যে এখানে আমার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে সেটা ভুলে যাব।'

ট্র্যাভিজের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, চিবুকে হালকা স্পর্শ করে বলল, 'তোমার ভালো লেগেছে?'

'ভালো লাগার চেয়েও বেশি।'

'তবুও তুমি তরুণ ফাউণ্ডেশনার, অনেক ধরনের মেয়ের সাথে মিশেছ-'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু তারা কেউ তোমার মতো ছিল না।' জোর দিয়ে কথাটা বলতে ট্র্যাভিজের কোনো সমস্যা হলো না,কারণ সে সত্যি কথা বলছে।

লিজেলর খুশি হয়ে বলল, 'তারপরেও, পুরোনো অভ্যাস সহজে যায় না, এবং আমি পুরুষের কথা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারি না। তুমি আর পেলোরেট যেতে পারো, কিন্তু মেয়েটাকে আমি রেখে দেব, আরামেই থাকবে সে। আমার ধারণা পেলোরেট তাকে চায়, সে-ই তোমাকে বাধ্য করবে ঘন ঘন এখানে ফিরে আসতে।'

'কিন্তু লিজেলর, সেটা অসম্ভব।'

'তাই?' দৃষ্টিতে সন্দেহ। 'কেন অসম্ভব? মেয়েটাকে তোমার প্রয়োজন কেন?'

'শারীরিক কারণে না। তার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। এবং আমার ধারণা সেরকম চেষ্টা করলে তুমি তাকে দু টুকরো করে ফেলবে।'

হাসতে গিয়েও হাসল না লিজেলর, 'তা হলে সে কমপরেলনে থাকলে তোমার কি?'

'কারণ আমাদের মিশনে তার গুরুত্ব আছে। সে কারণেই তাকে দরকার।'

'বেশ, কী তোমার মিশন? এবার সময় হয়েছে বলার।'

একটু দ্বিধা করল ট্র্যাভিজ। বলতে হবে সত্যি কথা। মিথ্যে বলে কোনো লাভ হবে না।

'শোন, কমপরেলন হয়তো প্রাচীন বিশ্ব, এমনকি প্রাচীনতম বিশ্বগুলোর একটা। কিন্তু এটা সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ব হতে পারে না। এখানে মানবজীবনের উৎপত্তি হয়নি। অন্য কোনো গ্রহ থেকে মানুষ এখানে এসেছিল, এবং সম্ভবত সেখানেও মানবজীবনের উৎপত্তি হয়নি, বরং আরও প্রাচীন অন্য কোনো বিশ্ব থেকে এসেছিল। স্বভাবতই অতীত সময়ের ইতিহাস খুঁড়তে থাকলে, একসময় থামতে হবে, আমরা প্রথম বিশ্বে পৌঁছব, সেটাই হবে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হিউম্যান অরিজিনস। সংক্ষেপে আমি পৃথিবী খুঁজছি।'

মিটজা লিজেলর এর আকস্মিক পরিবর্তনে সে হতবাক হয়ে গেল।

বিস্ফারিত দৃষ্টি, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত, শরীরের প্রতিটি পেশি শক্ত হয়ে গেছে। ঝট করে দুই বাহু সোজা উপরে তুলল, এবং দুই হাতের প্রথম দুটো আঙুল দিয়ে ক্রস তৈরি করল।

'তুমি এই নাম বললে,' ফিসফিস করে কর্কশ সুরে বলল সে।

আর কিছুই বলল না; তাকালো না কোনো দিকে। শোয়া থেকে উঠে পা ঝুলিয়ে পিছন ফিরে বসল। ট্র্যাভিজ শুয়ে আছে, জমাট বরফের মতো।

সেশেল এর ট্যুরিস্ট সেন্টারে মান্-লী-কমপর তার পিতৃপুরুষের গ্রহ সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছিলো এখনো তার কানে বাজছে। বলেছিল–'তারা এ ব্যাপারে খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যতবারই নামটা শুনবে, ততবারই দুহাত উপরে তুলে প্রথম দুই আঙুল দিয়ে ক্রস তৈরি করবে, যেন দুর্ভাগ্য তাদের ছুঁতে না পারে।'

এখন আর ভেবে কি হবে।

'কী করেছি আমি, মিটজা?' ফিসফিস করে বলল সে।

মাথা ঝাঁকালো লিজেলর, উঠে ধীর পায়ে হেঁটে একটা দরজা দিয়ে অন্যপাশে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর পানি পড়ার শব্দ পেল ট্র্যাভিজ।

অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই তার। লিজেলর অল্প সময় পরে বেরিয়ে এসে কাপড় পড়তে লাগল।

ট্র্যাভিজ বলল, 'আমি যদি-'

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল ট্র্যাভিজ। পুরুষালি ভঙ্গিতে হাঁটার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ছোটবেলার মতো অস্বস্তি হচ্ছে, সেই সময় সে কোনো অপরাধ করলে তার মা কোনো শাস্তি না দিয়ে স্রেফ কথা বলা বন্ধ করে দিত।

গোসলখানার দেয়াল মসৃণ, ভালোভাবে খেয়াল করেও সে কিছু দেখল না। দরজা খুলে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, 'শোন, শাওয়ার ছাড়তে হয় কীভাবে?'

লিজেলর হাতের চিরুনি নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল, তার দিকে না তাকিয়ে দেখিয়ে দিল। আঙুল অনুসরণ করে মসৃণ সাদা দেয়ালে হালকা গোলাপি একটা দাগ দেখল ট্র্যাভিজ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেয়ালের দিকে ঝুকে দাগটা স্পর্শ করল সে। সাথে সাথে চারপাশ থেকে শুরু হলো হিমশীতল পানির স্রোত। খাবি খেতে খেতে পানি বন্ধ করল।

দরজা খুলল, জানে অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সে জিজ্ঞেস করল, 'গরম পানি কীভাবে পাব?'

লিজেলর এবার তাকালো সরাসরি। অবস্থা দেখে রাগ, বা ভয় বা অন্য যা কিছুই থাক দূর হয়ে গেল সেটা। হেসে উঠল জোরে। বলল, 'কিসের গরম পানি? তোমার ধারণা পানি গরম করার জন্য জ্বালানি খরচ করব আমরা। ঠাণ্ডা পানির পর হালকা গরম পানি পাবে। আর কী চাও? ননীর পুতুল টার্মিনিয়াস! –যাও গোসল সেরে এস!'

কিছু করার নেই ট্যাভিজের। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোলাপি দাগ স্পর্শ করল, হিমশীতল পানির ধাক্কা সামলানোর জন্য শক্ত করে রেখেছে শরীর। টের পেল ফেনা তৈরি হচ্ছে শরীরে। ঘষামাজা শুরু করল। তারপরের পানির প্রবাহ খুব বেশি ঠাণ্ডা না, আবার গরমও না। তবে বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীরে সেটা উষ্ণ বলেই মনে হল। শরীর শুকোবে কীভাবে সে জানে না, কারণ, তোয়ালে বা সে ধরনের কিছু নেই।

পানি বন্ধ করতেই শুরু হলো গরম বাতাসের জোরালো ঝাপটা। সব দিক থেকে সমান না হলে এই ঝাপটায় সে পড়ে যেত। বেশ গরম বাতাস। পানি গরম করার চেয়ে বাতাস গরম করতে জ্বালানি কম খরচ করতে হয়। কয়েক মিনিট পর সে বেরিয়ে এল শুকনো শরীরে, যেন জীবনে কোনোদিন গায়ে পানি ঢালেনি।

লিজেলর মনে হয় সামলে নিয়েছে পুরোপুরি, জিজ্ঞেস করল, 'ভালো লাগছে?'

'চমৎকার।' ট্র্যাভিজ বলল। 'আমাকে শুধু তৈরি থাকতে হবে। তুমি আগে বলনি—'

www.boiRboi.blogspot.com

'ননীর পুতুল,' হালকা রসিকতা করল লিজেলর। কাপড় পড়তে পড়তে ট্র্যাভিজ জিজ্ঞেস করল, 'ঐ গ্রহকে আমি কী নামে ডাকব?'

'আমরা সেটাকে বলি ওলডেস্ট।'

'আমি কীভাবে জানব, যে নাম বলেছি সেটা এখানে অভিশপ্ত। তুমি বলনি।'

'তুমি জিজ্ঞেস করনি।'

'জানব কীভাবে যে জিজ্ঞেস করতে হবে?'

'এখন জানলে।'

'ভুলে যেতে পারি।'

'না ভুললেই ভালো করবে।'

'ক্ষতি কি?' রাগ বাড়ছে ট্র্যাভিজের। 'এটা শুধুই একটা শব্দ, একটা ধ্বনি।'

লিজেলর মুখ কালো করে বলল, 'কিছু শব্দ আছে যা কেউ বলতে চায় না। তুমি যত শব্দ জানো তার সবগুলো সব পরিস্থিতিতে ব্যবহার করো?'

'কিছু শব্দ অমার্জিত, কিছু শব্দ অপ্রযোজ্য, কিছু শব্দ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিকর। আমার বলা শব্দ কোন শ্রেণীতে পড়ে?'

'এটা বিষণ্ন শব্দ, গম্ভীর শব্দ' লিজেলর বলল। 'শব্দটা এমন এক গ্রহের প্রতিনিধি যা ছিল আমাদের পিতৃপুরুষের বাসস্থান, কিন্তু এখন নেই। মর্মান্তিক, এবং খুব বেশি অনুভব করি কারণ সেটা আমাদের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা এই গ্রহ নিয়ে কথা বলতে চাই না, বললেও আসল নাম ব্যবহার করি না।'

'আর আঙুল ক্রস করার ব্যাপারটা? এটা কীভাবে দুঃখ কষ্ট দূর করে?'

লজ্জা পেল লিজেলর। 'ওটা স্বাভাবিক আচরণ। অনেকের ধারণা শুধু শব্দটা ভাবলেই দুর্ভাগ্য শুরু হবে—আর এভাবেই সেটা দূর করার চেষ্টা করে।'

'তোমারও ধারণা এভাবে দুর্ভাগ্য দূর করা যায়?'

'না। –বেশ, কিছুটা হলেও করি। এরকম না করলে আমার অস্বস্তি হয়।' ট্র্যাভিজের দিকে তাকাতে পারছে না সে। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য দ্রুত বলল, ' তুমি যে গ্রহের কথা বললে-সেটা খুঁজে বের করার সাথে কালো চুলের মেয়েটার সম্পর্ক কী?'

'বল "ওলডেস্ট"। নাকি সেটাও বলতে চাও না?'

'কিছু না বলতে পারলেই ভালো হতো, কিন্তু আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি।'

'ব্লিস যে গ্রহে বাস করে সেখানে তার পূর্বপুরুষরা এসেছিল সরাসরি ওলডেস্ট থেকে।'

'আমাদের মতো।' লিজেলর বলল, অহংকারী সুরে।

'তার গ্রহের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো ওলডেস্টকে বোঝার মূল চাবি, কিন্তু সেজন্য সেখানে পৌঁছতে হবে, রেকর্ডগুলো দেখতে হবে।'

'মিথ্যে কথা বলেছে।'

'হয়তো, কিন্তু না দেখে বলা যাবে না।'

'ঐ মেয়েটার বিষাক্ত জ্ঞান যদি তোমার কাছে থাকে, আর ওলডেস্ট খুঁজে বের করতে চাও, তা হলে কমপরেলনে এলে কেন?'

'ওলডেস্ট এর অবস্থান জানার জন্য। আমার বন্ধু ছিল ফাউণ্ডেশনার। তার পূর্বপুরুষরা কমপরেলনে বাস করত। সে বলেছিল ওলডেস্ট এর অধিকাংশ ইতিহাস কমপরেলন জানে।'

'তাই? আর কিছু বলেছিল?'

'হ্যাঁ। বলেছিল,ওলডেস্ট মৃত গ্রহ, পুরোপুরি রেডিওঅ্যাকটিভ। কেন হয়েছে জানে না, তবে তার মতে কারণটা বোধহয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ। সম্ভবত কোনো যুদ্ধ।'

'না!' রাগে বিস্ফোরিত হলো লিজেলর।

'না! কোনো যুদ্ধ হয়নি, নাকি ওলডেস্ট রেডিওঅ্যাকটিভ নয়, কোনটা?'

'রেডিওঅ্যাকটিভ ঠিক আছে, কিন্তু কোনো যুদ্ধ হয়নি।'

'তা হলে কীভাবে হলো। ওলডেস্ট এর বুকে যখন প্রথম মানুষের জন্ম হয় তখন সেটা রেডিওঅ্যাকটিভ ছিল না। হলে প্রাণের বিকাশ ঘটত না।'

ইতস্তত করছে লিজেলর। দাঁড়িয়ে আছে জমাট পাথরের মতো। 'এটা ছিল একটা শাস্তি। ঐ গ্রহ রোবট ব্যবহার করত। তুমি জানো রোবট কি?'

'হ্যাঁ।'

'তাদের রোবট ছিল এবং সেজন্য শাস্তি দেওয়া হয়। যতগুলো গ্রহের রোবট ছিল, সবাইকে শাস্তি দেওয়া হয়, কেউ আর টিকতে পারে নি।'

'কে তাদের শাস্তি দিয়েছিল, লিজেলর?'

'যিনি শাস্তিদাতা। ইতিহাসের শক্তি। আমি জানি না।' দৃষ্টি সরিয়ে নিল, অস্বস্তি বোধ করছে। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'অন্যদের জিজ্ঞেস কর।'

'করব, কিন্তু কাকে? কমপরেলনে এমন কেউ আছে, যে প্রাচীন ইতিহাস জানে?'

'আছে, কেউ তাদের পছন্দ করে না–মানে সাধারণ কমপরেলিয়ানরা। কিন্তু ফাউণ্ডেশন ইন্টেল্যাকচুয়াল ফ্রিডমের জন্য চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে।'

'খারাপ প্রভাব না, আমার মতে।'

'চাপিয়ে দেওয়া সবকিছুই খারাপ।'

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'তর্ক করে লাভ নেই। কমপরেলিয়ান সহকর্মীদের সাথে দেখা করতে তারা আগ্রহী হবে। তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে, লিজেলর?'

মাথা ঝাঁকালো সে। 'ভাসিল ড্যানিডা নামের এক ইতিহাসবিদ আছে, এই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করে। কোনো ক্লাস নেয় না, তবে যা জানতে চাও সব বলতে পারবে।'

'কেন ক্লাস নেয় না?'

'এমন না যে সে অভিশপ্ত; শুধু শিক্ষার্থীরা তার বিষয় নির্বাচন করে না।'

'আমার ধারণা,' ট্র্যাভিজ বলল, চেষ্টা করছে যেন কৌতুককর না শোনায়, 'শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়।'

'কেন শিক্ষার্থীরা শিখবে? এই লোকগুলো দুষ্টক্ষত। সব জায়গাতেই সবসময় কিছু ব্যক্তি থাকে যারা প্রচলিত মতের বিরোধী এবং পাগলের মতো বিশ্বাস করে তারাই ঠিক, অন্যরা ভুল।'

'অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ধারণা ঠিক হতে পারে।'

'না!' মুখ ঝামটে বলল লিজেলর, এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলতে আগ্রহী নয়। 'সাধারণ কমপরেলিয়ানরা যা বলতে পারবে না ড্যানিডা তোমাদের সেটা বলতে পারবে।'

'যেমন?'

'তুমি কোনোদিনই ওলডেস্ট খুঁজে পাবে না।'

নিজেদের জন্য বরাদ্দ করা কামরায় বসে ট্র্যাভিজের কথা শুনল পেলোরেট, লম্বা, গম্ভীর মুখ, ভাবলেশহীন। চিন্তিত সুরে বলল, 'ভাসিল ড্যানিডা? নামটা শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না,তবে আমার লাইব্রেরিতে খুঁজলে হয়তো তার কোনো লেখা পাবো, সেজন্য মহাকাশযানে ফিরতে হবে।'

'কোনো সন্দেহ নেই তো? চিন্তা করে দেখ।' বলল ট্র্যাভিজ।

'এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। কিন্তু প্রিয়বন্ধু, শত শত স্কলার আছে যাদের নাম আমি শুনিনি; বা শুনলেও মনে নেই।'

'তারপরেও এই লোক নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর কেউ, না হলে তুমি জানতে।'

'পৃথিবী নিয়ে গবেষণা—'

'ওলডেস্ট বলার অনুশীলন করো, জেনভ। নইলে ঝামেলা বাড়বে।'

'ওলডেস্ট নিয়ে গবেষণা জ্ঞানার্জনের জনপ্রিয় কোনো শাখা নয়। তাই প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ, এমনকি প্রাচীন ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরাও এক্ষেত্রে তেমন নাম করতে পারে না। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যারা এরই মধ্যে এই বিষয়ে গবেষণা করছে তারা প্রথম শ্রেণীর গবেষক হলেও কেউ স্বীকৃতি দেবে না। –কোনো সন্দেহ নেই যে, কারো বিবেচনাতেই আমি প্রথম শ্রেণীর কোনো গবেষক নই।'

'আমার বিচারে, পেল,' মোলায়েম গলায় বলল ব্লিস।

'হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার বিচারেও, মাই ডিয়ার,' পেলোরেট হেসে বলল, 'কিন্তু স্কলার হিসেবে আমার দক্ষতার ভিত্তিতে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই মূল্যায়ন করো না।'

ঘড়ির কাটা অনুযায়ী এখন প্রায় রাত। ট্র্যাভিজ বুঝতে পারছে তার অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। ব্লিস আর পেলোরেট যখনই আন্তরিক কথাবার্তা বলে তার এমন হয়।

'আগামী কাল এই ড্যানিডার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু সেও যদি মিনিস্টারের মতো কম জানে তা হলে আমাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'সে হয়তো বিস্তারিত জানে এমন কারো কাছে পাঠাতে পারবে।' পেলোরেট বলল।

'সন্দেহ আছে। পৃথিবীর প্রতি এই গ্রহের আচরণ—আমারও অনুশীলন করা উচিত–ওলডেস্ট নিয়ে এই গ্রহের আচরণ পুরোপুরি নির্বুদ্ধিতা আর কুসংস্কার। যাই হোক, দিনটা পরিশ্রমের উপর দিয়ে গেছে, এবার খাওয়াদাওয়া করা দরকার–তারপর ঘুমানোর কথা ভাবা যাবে। তোমরা শাওয়ার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় দেখেছ?'

'বন্ধু, আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করা হয়েছে। কীভাবে কী করতে হবে সব দেখিয়ে দিয়েছে, বেশিরভাগেরই কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

'শোন, ট্র্যাভিজ, মহাকাশযানের কী হবে?' ব্লিস জিজ্ঞেস করল।

'কী হবে?'

'কমপরেলিয়ান সরকার এটা রেখে দেবে?'

'না, মনে হয় না।'

'আহ। চমৎকার। কিন্তু কেন?'

'কারণ আমি মিনিস্টারকে মত পাল্টাতে বাধ্য করেছি।'

'অদ্ভুত।'পেলোরেট বলল। 'তাকে আমার মত পাল্টানোর মতো মহিলা মনে হয়নি।'

'আমিও বুঝতে পারছি না। তবে, মাইণ্ডের গঠন বিন্যাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সে ট্র্যাভিজের প্রতি আকৃষ্ট।'

ট্র্যাভিজ হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে ব্লিসের দিকে ঘুরল। 'তুমি এটা ঘটিয়েছ, ব্লিস?'

'কী বলতে চাও, ট্র্যাভিজ?'

'মানে তাকে চালনা করে–'

'আমি তাকে চালনা করিনি। তোমার প্রতি সে আকৃষ্ট এটা খেয়াল করেই তার অনুভূতি বাড়িয়ে তুলি, কোনো চিহ্ন থাকবে না পরে। আমার মনে হয়েছিল তোমার প্রতি তাকে সদয় করে তোলা গুরুত্বপূর্ণ।'

'সদয়? তারচেয়েও বেশি কিছু! সে একেবারে গলে গেছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছ না–'

'কেন নয়? হয়তো তার প্রথম যৌবন পার হয়ে গেছে, কিন্তু সকল কলাই সে জানে। এটা তার জীবনে প্রথমবার নয়, আমিও ভদ্রলোকের মতো আচরণ করিনি। ব্লিসকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। –শোন, জেনভ, ওখানে দাঁড়িয়ে কঠোর নীতিবাগীশের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না।'

'বিশ্বাস কর, গোলান,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল পেলোরেট, 'আমার আচরণ নীতিবাগীশের মতো মনে হলে, তুমি ভুল করছ। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু মিনিস্টার নীতিবাগীশ।' ব্লিস বলল। 'আমি চেয়েছিলাম তোমার প্রতি একটু নরম হয়ে পড়ুক; এমন শারীরিক সম্পর্ক আমি আশা করিনি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ঠিক তাই ঘটেছে ব্লিস। জনগণের সামনে তাকে নীতিবাগীশ থাকতে হয়। ভিতরে জ্বালা আরও বেড়েছে।'

'আর তুমি সেই জ্বালা কমাতে সাহায্য করলে, তাই সে ফাউণ্ডেশন-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—'

'যেভাবেই হোক বিশ্বাসঘাতকতা করতই। মহাকাশযান সে চায়—' থেমে গেল ট্র্যাভিজ, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কেউ শুনবে না তো?'

'না!' ব্লিস বলল।

'তুমি নিশ্চিত।'

'পুরোপুরি। গায়ার মাইণ্ডে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।'

'বেশ, কমপরেলন মহাকাশযান নিজের জন্য চায়—তাদের বহরের নতুন সংযোজন।'

'নিশ্চয়ই ফাউণ্ডেশন সেটা ঘটতে দেবে না।'

'কমপরেলন ফাউণ্ডেশনকে জানাতে চায় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্লিস, 'এটাই আইসোলেটদের বৈশিষ্ট্য। মিনিস্টার কমপরেলনের জন্য ফাউণ্ডেশন-এর সাথে বেঈমানী করত, আর এখন সামান্য শারীরিক সুখের বিনিময়ে কমপরেলনের সাথে বেঈমানী করবে। –আর ট্র্যাভিজ বিশ্বাসঘাতকতা করানোর জন্য খুশি মনে নিজের শরীর বিক্রি করে দিল। কী বিশৃঙ্খল আর অরাজক তোমাদের গ্যালাক্সি।'

ঠাণ্ডা সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'তুমি ভুল করছ, ইয়ং ওমেন।'

'আমাকে ইয়ং ওমেন বলবে না। আমি গায়া। সমগ্র গায়া।'

'তুমি ভুল করছ গায়া। আমি শরীর বিক্রয় করিনি, খুশি হয়ে দিয়েছি। আমি উপভোগ করেছি এবং কোনো ক্ষতি হয়নি কারো। মহাকাশযান কমপরেলন চাইলে তার ঠিক বেঠিক কে বলতে পারবে। এটা ফাউণ্ডেশন-এর মহাকাশযান, কিন্তু দেওয়া হয়েছে আমাকে পৃথিবী অনুসন্ধান করার জন্য, সেই অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা আমারই থাকবে। আমার মতে ফাউণ্ডেশন চুক্তি ভঙ্গ করে ঠিক করেনি। আর কমপরেলন ফাউণ্ডেশন-এর শাসনাধীন নয়, স্বাধীনতার স্বপ্ন তারা দেখতেই পারে। কমপরেলনের দৃষ্টিতে ফাউণ্ডেশন-এর সাথে প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা নয়, দেশপ্রেম।'

'ঠিক। কে বলতে পারে? অরাজক গ্যালাক্সিতে যৌক্তিকতা খুঁজে বের করা সম্ভব? কীভাবে ঠিক বেঠিক, ভালোমন্দ, বিচার-অপরাধ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন চিহ্নিত করা যাবে? নিজের লোকদের সাথে মিনিস্টারের বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে, যখন সে মহাকাশ যান তোমার কাছে রাখতে দেবে? সে কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চায়? সে বিশ্বাসঘাতক না স্বার্থপর?'

'নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারছি না, আমি তাকে আনন্দ দিয়েছি বলেই মহাকাশ যান ফেরত দেবে। আমার বিশ্বাস এই সিদ্ধান্ত সে তখনই নিয়েছে যখন তাকে

বলেছি যে আমি ওলডেস্ট খুঁজছি। এই গ্রহ তার কাছে অশুভ। সেটা অনুসন্ধান করে আমরাও অশুভ হয়ে পড়েছি। তার অনুভূতি বলছে, মহাকাশযান রাখতে চেয়ে সে নিজের জন্য এবং এই বিশ্বের জন্য দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। এখন আমাদেরকে ছেড়ে দিলে কমপরেলনের সম্ভাব্য দুর্ভোগ দূর করতে পারবে। এদিক থেকে সে দেশপ্রেমিকের কাজ করছে।'

'আমার সন্দেহ আছে।যদি তাই হয়, ট্র্যাভিজ, কুসংস্কারই আচরণের পরিচালক। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

'স্বীকার অস্বীকার কিছুই করব না। জ্ঞানের অভাবে কুসংস্কার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফাউণ্ডেশন সেলডন প্ল্যান বিশ্বাস করে, কিন্তু আমরা কেউ সেটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না, বা এর সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলতে পারব না। আমরা না জেনেই অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছি। এটা কুসংস্কার নয় কি?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'আর গায়া। তোমরা বিশ্বাস কর আমি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছি। কিন্তু তোমরা জানো না কেন সঠিক, বা কতটুকু নিরাপদ। তোমরা শুধু না জেনে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে চাও। আমি অজ্ঞতা দূর করতে চাই বলে তোমরা বিরক্ত। এটা কি কুসংস্কার নয়?'

'মনে হয় এবার তোমাকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, ব্লিস।' বলল পেলোরেট।

'না, পেল। এই অনুসন্ধানে সে হয় কিছুই পাবে না, অথবা এমন কিছু পাবে যা তার সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করবে।'

'এবং এই বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে,' ট্র্যাভিজ বলল, 'অজ্ঞতা এবং অবিশ্বাস। অন্য কথায় কুসংস্কার।'

ভাসিল ড্যানিডা ছোটখাটো মানুষ। খর্বাকৃতি কাঠামো। মাথা না তুলেই চোখ তুলে তাকানোর অভ্যাস। মাঝে মাঝে এক ধরনের মুচকি হাসি তার চেহারা আলোকিত করে তুলে। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন সে নীরবে এই গ্রহের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

তার অফিস লম্বা এবং সরু। ঘর ভর্তি প্রচুর টেপ এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। একটাও জায়গামতো নেই, শেলফগুলোকে তাই দাঁত বের করা কঙ্কালের মতো মনে হয়। অতিথিদের যে তিনটা আসনে বসতে দিল সেগুলো ঝাড় পোছ করা হলেও পরিষ্কার হয়নি।

'জেনভ পেলোরেট, গোলান ট্র্যাভিজ, এবং ব্লিস,' সে বলল। '—আমি আপনার পুরো নাম জানি না ম্যাডাম।'

'আমি শুধু ব্লিস নামেই পরিচিত।' বসতে বসতে ব্লিস বলল।

'এতেই চলবে।' ড্যানিডা বলল হাসিমুখে। 'আপনি এত আকর্ষণীয় যে নাম না হলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

সবাই বসেছে। 'আমি আপনার নাম শুনেছি, ড. পেলোরেট, যদিও কখনো যোগাযোগ হয়নি। আপনি ফাউণ্ডেশনার, তাই না? টার্মিনাস থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ড. ড্যানিডা।'

'আপনি কাউন্সিলম্যান, ট্র্যাভিজ। বোধহয় শুনেছিলাম আপনাকে কাউন্সিল থেকে বরখাস্ত করে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। যদিও জানি না কেন।'

'বরখাস্ত করা হয়নি, স্যার। আমি এখনও কাউন্সিলের সদস্য, অবশ্য জানি না আবার কবে কাজে যোগ দিতে পারব। নির্বাসনও দেওয়া হয়নি। একটা বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা নিয়েই আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।'

'সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। আর ফুলের মতো এই ভদ্রমহিলা? তিনিও টার্মিনাস থেকে এসেছেন।'

'সে অন্য গ্রহ থেকে এসেছে।' দ্রুত বলল ট্র্যাভিজ।

'আহ, বড় অদ্ভুত জায়গা এই অন্য গ্রহ। অনেক মানবসন্তানই এই গ্রহের বাসিন্দা। –কিন্তু আপনারা দুজন ফাউণ্ডেশন-এর নাগরিক, এই সুন্দরী তরুণী অন্য গ্রহের বাসিন্দা, আর এই দুই শ্রেণীর কারো উপরে মিটজা লিজেলের এর দয়া আছে এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি। অথচ বেশ আন্তরিকভাবে আপনাদের সে আমার কাছে পাঠালো কি মনে করে?'

'বোধহয় আমাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আপনি যত তাড়াতাড়ি সাহায্য করবেন, আমরা তত তাড়াতাড়ি কমপরেলন ছেড়ে চলে যাবো।'

ড্যানিডা আগ্রহ নিয়ে ট্র্যাভিজের দিকে তাকালো। 'অবশ্যই, আপনার মতো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তরুণ যেখান থেকেই আসুক তাকে আকৃষ্ট করতে পারবে। অভিনয় সে ভালোই করে কিন্তু নিখুঁত হয় না।'

'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।' কঠিন গলায় বলল ট্র্যাভিজ।

'না জানাই ভালো। অন্তত মানুষের সামনে। কিন্তু আমি একজন সংশয়বাদী এবং সহজে কোনোকিছু বিশ্বাস করি না। তো, কাউন্সিলম্যান, আপনার বিশেষ কাজটা কী বলুন। দেখি সাহায্য করা যায় কিনা।'

'এ ব্যাপারে ড. পেলোরেট কথা বলবেন।'

'কোনো আপত্তি নেই, ড. পেলোরেট?'

'সহজ ভাবে বলতে গেলে, ডকটর,' পেলোরেট শুরু করল, 'আমার সারাটা জীবন কাটিয়েছি যে গ্রহে মৌলিকভাবে প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল সেই গ্রহ নিয়ে গবেষণা করে এবং ট্র্যাভিজের সাথে পাঠানো হয়েছে যদি সম্ভব হয় সেটা খুঁজে বের করতে হবে— ওলডেস্ট, সম্ভবত আপনারা এই নামেই ডাকেন।'

'ওলডেস্ট? অর্থাৎ পৃথিবী।'

পেলোরেটের চোয়াল বুকে গিয়ে ঠেকল। কথা জড়িয়ে যেতে লাগল।'

'আমার ধারণা ছিল–যে, আমাকে বোঝানো হয়েছিল–কমপরেলনে কেউ–' তারপর অসহায়ের মতো তাকালো ট্র্যাভিজের দিকে।

'মিনিস্টার লিজেলর বলেছিলেন, কমপরেলনে কেউ এই শব্দ ব্যবহার করে না।' ট্রাভিজ বলল।

'অর্থাৎ তিনি এমন করেছিলেন?' ড্যানিডা মুখ নিচু করল, হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে প্রতিহাতের প্রথম দুই আঙুল দিয়ে ক্রস তৈরি করল।

'হ্যাঁ, এমনই করেছিলেন।'

হাসল ড্যানিডা। 'বোকামি। এরকম করাটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, অথচ কোনো প্রয়োজন নেই। এমন কোনো কমপরেলিয়ান নেই যে রেগে গেলে বা বিরক্ত হলে "পৃথিবী" শব্দটা বলে না। এটা আমাদের এখানে একটা সাধারণ অমার্জিত শব্দ।'

'অমার্জিত?' দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'অথবা, বিস্ময় প্রকাশক, যাই বলেন।'

'যাই হোক,' ট্রাভিজ বলল, 'আমার মনে হয় শব্দটা শুনে মিনিস্টার বেশ ভয় পেয়েছিলেন।'

'ওহ্, তিনি তো পাহাড়ি মেয়ে।'

'তার অর্থ, স্যার?'

'যা বলা হয়েছে, তাই। মিটজা লিজেলর এর জন্ম হয়েছে পার্বত্য এলাকায়। সেখানে শিশুদের কিছুটা প্রাচীন পদ্ধতিতে বড় করা হয়। তার অর্থ, যত ভালো শিক্ষাই তারা পাক, দুই আঙুলে ক্রস তৈরি করা থেকে তাদের কখনোই বিরত করা যাবে না।'

'তা হলে পৃথিবী শব্দটা শুনে আপনি ভয় পাচ্ছেন না, ডকটর?' ব্লিস জিজ্ঞেস করল।

মোটেই না, ডিয়ার লেডি। আমি একজন সংশয়বাদী।'

'গ্যালাকটিক অনুযায়ী সংশয়বাদী শব্দের অর্থ আমি জানি, আপনারা কোন অর্থে ব্যবহার করেন?' ট্রাভিজ বলল।

'ঠিক আপনি যে অর্থে ব্যবহার করেন। আমি তখনই বিশ্বাস করব যখন উপযুক্ত, বিশ্বাসযোগ্য এবং যৌক্তিক তথ্য প্রমাণ আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে এবং নতুন তথ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করব। একারণেই আমরা জনপ্রিয় না।'

'কেন?'

'আমরা আসলে কোথাও জনপ্রিয় হতে পারব না। কোনো গ্রহের মানুষ একটা স্বস্তিকর, আশ্রয়দায়ক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চায় না। ভেবে দেখুন কোনো প্রমাণ ছাড়াই আপনারা সেলডন প্ল্যান কীভাবে বিশ্বাস করেন।'

'হ্যাঁ,' আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে ট্রাভিজ বলল। 'উদাহরণ হিসেবে আমি গতকাল কথাটা বলেছিলাম।'

'প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি?' বলল পেলোরেট। 'পৃথিবী সম্পর্কে এমনকি জানা যায় যা একজন সংশয়বাদীকে সন্তুষ্ট করতে পারে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'খুবই কম। অনুমান করা যায়, কোনো একটা গ্রহে মানবপ্রজাতির বিকাশ ঘটেছিল, কারণ একাধিক গ্রহে বা দুটো ভিন্ন গ্রহে স্বাধীনভাবে একই রকম প্রজাতির বিকাশ ঘটতে পারে না। সেই গ্রহকেই আমরা পৃথিবী বলি। এখানের প্রত্যেকেই গভীরভাবে বিশ্বাস করে পৃথিবী গ্যালাক্সির এই কোণে অবস্থিত, কারণ এই সেক্টরের বিশ্বগুলো সুপ্রাচীন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম বসতি স্থাপনকৃত বিশ্বগুলো পৃথিবীর কাছাকাছি হবে, দূরে হবে না।'

'প্ল্যানেট অব অরিজিন হওয়া ছাড়াও পৃথিবীর আর কোনো অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে?' পেলোরেট আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল।

'আপনি কিছু জানেন?' ড্যানিডা বলল, মুখে স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি।

'উপগ্রহ, অনেকেই যার নাম দিয়েছে চাঁদ। অস্বাভাবিক, তাই না?'

'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ড. পেলোরেট। আপনি হয়তো চিন্তাভাবনা করার খোরাক দিচ্ছেন।'

'এখনো কিন্তু বলিনি কেন অস্বাভাবিক।'

'অবশ্যই এর আয়তন, তাই না? পৃথিবীর সব কিংবদন্তিতে বহুবিচিত্র প্রাণের বিকাশ এবং ৩০০০-৩৫০০ ব্যাসের বিশাল উপগ্রহের কথা বলা হয়েছে। প্রাণের বিকাশ মেনে নেওয়া যায়, কারণ এটা এক ধরনের জৈবিক বিবর্তন। কিন্তু বিশাল উপগ্রহের কথা বিশ্বাস করা কঠিন। গ্যালাক্সির অন্য কোনো বাসযোগ্য গ্রহের উপগ্রহ নেই, শুধু বাসঅযোগ্য বা গ্যাস জায়ান্টগুলোর উপগ্রহ আছে। চাঁদের ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি না।'

'লক্ষ লক্ষ প্রজাতির প্রাণের বিকাশ যেমন পৃথিবীর একক বৈশিষ্ট্য, বিশাল উপগ্রহও তার একক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। একটা আরেকটার পরিপূরক।'

'বুঝতে পারছি না পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির প্রাণের বিকাশ কীভাবে শূন্য থেকে একটা বিশাল উপগ্রহ সৃষ্টি করবে।'

'অন্যরকমও ঘটতে পারে—সম্ভবত এই বিশাল উপগ্রহই লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিকাশে সাহায্য করেছে।'

'বুঝতে পারছি না কীভাবে এটাও সম্ভব হবে।'

'রেডিওঅ্যাকটিভিটির ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

'নিশ্চয়ই যে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর তার বুকে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল তখন এমন ছিল না। কীভাবে হলো। পারমাণবিক যুদ্ধ?'

'এটাই সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা, কাউন্সিলম্যান ট্রাভিজ।'

'কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে বিশ্বাস করেন না আপনি।'

'যুদ্ধের কোনো প্রমাণ নেই। গ্যালাক্সির সবার বিশ্বাস করাটাই উপযুক্ত প্রমাণ নয়।'

'কী ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা।'

'কিছু ঘটেছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। হতে পারে উপগ্রহের মতো রেডিওঅ্যাকটিভিটিও কাল্পনিক কাহিনী।'

'পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনী কী?' বলল পেলোরেট। 'আমার পেশাগত জীবনে প্রচুর অরিজিন লিজেণ্ড সংগ্রহ করেছি। কিন্তু কমপরেলনের কোনো কাহিনী জানি না। তবে শুনেছি কমপরেলনের কিংবদন্তিগুলোতে বেনহলী নামে একজন মানুষের কথা আছে, সে কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানে না।'

'আমরা সাধারণত এগুলো বাইরে প্রচার করি না। আপনার মুখে বেনহলীর কথা শুনে সত্যি অবাক হয়েছি। সবই কুসংস্কার।'

'কিন্তু আপনার কোনো কুসংস্কার নেই এবং কথা বলতেও কোনো সমস্যা নেই, তাই না?'

'ঠিক।' ছোটখাটো ইতিহাসবিদ বলল, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পেলোরেটের দিকে তাকিয়েছে। 'এতে আমার জনপ্রিয়তা আরও কমবে। অবশ্য আপনারা তিন জন শিগগির চলে যাচ্ছেন, আশা করি সোর্স হিসেবে আমার কথা বলবেন না।'

'আমরা কথা দিচ্ছি।' দ্রুত বলল পেলোরেট।

'বেশ কী ঘটেছিল সেই সম্পর্কে আমার ধারণা সংক্ষেপে বলছি। পৃথিবী অনির্দিষ্ট সময়কাল ধরে ছিল মানুষের একক বাসভূমি। বিশ থেকে পচিশ হাজার বছর আগে মানুষ হাইপারস্পেস জাম্প আবিষ্কার করে ইন্টারস্টেলার ট্রাভেল শুরু করে এবং অল্পকয়েকটা গ্রহে কলোনি তৈরি করে।

'এইসব গ্রহে বসতি স্থাপনকারীরা পৃথিবীর তৈরি রোবটের সাহায্য নেয়-রোবট কি আপনারা জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি,' জবাব দিল ট্র্যাভিজ, 'এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের বেশ কয়েকবার। রোবট কি আমরা জানি।'

'বসতি স্থাপনকারীদের সমাজ হয় পুরোপুরি রোবট নির্ভর, কারিগরি দিক দিয়ে অনেক বেশি উন্নত হয় এবং নিজেদের পিতৃগ্রহকে অস্বীকার করে বসে।

'স্বভাবতই, পৃথিবী নতুন একদল বসতি স্থাপনকারী পাঠায় রোবট ছাড়া। নতুন বিশ্বগুলোর মধ্যে কমপরেলন প্রথম, আমরা তাই বিশ্বাস করি, যদিও কোনো প্রমাণ নেই। বসতি স্থাপনকারীদের প্রথম দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং—'

'কেন বিলুপ্ত হয়ে যায়, ড. ড্যানিডা?' ট্র্যাভিজের প্রশ্ন।

'কেন? কল্পনাবিলাসীদের ধারণা যিনি শাস্তিদাতা তিনি তাদের শাস্তি দিয়েছেন, অবশ্য কেউ বলে না যে তিনি এতদিন অপেক্ষা করলেন কেন। যাই হোক রূপকথা থেকে যুক্তি খোঁজার প্রয়োজন নেই। সহজভাবে বলা যায়, যে সমাজ পুরোপুরি রোবট নির্ভর হয়ে পড়ে, পরে সেই সমাজ ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। সঠিক করে বলতে গেলে তাদের বাঁচার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়।

'রোবট ছাড়াই বসতি স্থাপনকারীদের দ্বিতীয় স্রোত গ্যালাক্সি জয় করে নেয়। কিন্তু এরই মধ্যে পৃথিবী হয়ে পড়ে রেডিওঅ্যাকটিভ, আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে যায় তার কথা। সাধারণত কারণ দেখানো হয় যে পৃথিবীতে এখনও রোবট আছে।'

এতক্ষণ অধৈর্য হয়ে শুনছিল ব্লিস। এবার কথা বলল, 'ড. ড্যানিডা, রেডিওঅ্যাকটিভ হোক বা না হোক, বসতি স্থাপনকারীদের যতগুলো দল থাকুক

www.boiRboi.blogspot.com

কোনো ব্যাপার না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খুবই সহজ। পৃথিবী ঠিক কোনখানে অবস্থিত? কো-অর্ডিনেটস কী?'

'এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : আমি জানি না। –যাই হোক এখন লাঞ্চের সময়। এখানেই ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর আলোচনা করা যাবে যতক্ষণ ইচ্ছা।'

'আপনি জানেন না?' চড়াসুরে জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'আসলে আমি যতদূর জানি, কেউই তা জানে না।'

'কিন্তু সেটা অসম্ভব।'

'কাউন্সিলম্যান,' হালকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ড্যানিডা, 'প্রকৃত সত্যকে যদি আপনি অসম্ভব বলেন, সেটা আপনার ব্যাপার। কিন্তু কোনো লাভ হবে না।'

৭. বিদায় কমপরেলন

খাবার হিসেবে দেওয়া হলো বিভিন্ন রঙের এবং বিভিন্ন স্বাদের কিছু গোলাকার বস্তু। সবগুলো স্বচ্ছ আবরণে মোড়ানো। ড্যানিডা দেখিয়ে দিল কীভাবে মোড়ক খুলতে হয়। এবং কোন রঙের গোলাকার বস্তুর ভিতর কোন খাদ্য আছে। কোনোটায় মাছ, কোনটায় সবজি বা পনির।

ট্র্যাভিজ একটা বল তুলে মুখে দিয়ে মাছের স্বাদ পেল। মুখে খাবার নিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'লাঞ্চ করার সময় কাজের কথা বলা কি অভদ্রতা হবে?'

'কমপরেলিয়ান নিয়ম অনুযায়ী, কাউন্সিলম্যান, হবে। কিন্তু যেহেতু আপনারা আমার অতিথি, তাই আপনাদের নিয়ম মেনে চলব। যদি কথা বলতে চান, এবং যদি মনে করেন যে এতে খাবারের স্বাদ নষ্ট হবে না, তা হলে আলোচনা করতে আমার কোনো সমস্যা নেই।'

'ধন্যবাদ।' ট্র্যাভিজ বলল। 'মিনিস্টার লিজেলর বলছিলেন, আপনাদের কোনো জনপ্রিয়তা নেই। সত্যি?'

'অবশ্যই। আসলে কমপরেলন হতাশায় পরিপূর্ণ গ্রহ। কোনো একসময় যখন অল্প কয়েকটা গ্রহে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে, সেই সময় কমপরেলন ছিল নেতৃস্থানীয় বিশ্ব। কথাটা আমরা ভুলিনি। সম্রাটের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, এখন ফাউণ্ডেশন-এর অনুগত সহকারী। কমপরেলিয়ানরা আর কি করতে পারে। নিজেদের রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলার জন্য বেছে নিয়েছে আমাদের, কারণ আমরা পুরোনো কিংবদন্তিগুলো বিশ্বাস করি না এবং কুসংস্কার মানি না।

'যদিও অন্য কোনো মারাত্মক বিপদ থেকে আমরা নিরাপদ,কারণ প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে না দিলে গ্যালাক্সিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্বীকৃতি থাকবে না। তা ছাড়া ফাউণ্ডেশন আমাদের সমর্থন দিচ্ছে।'

'একারণেই আপনি বলছেন না পৃথিবী কোথায়? ভয় পাচ্ছেন বলে দিলে, যত সুবিধাই থাকুক, আপনি বিপদ থেকে বাঁচতে পারবেন না?'

ড্যানিডা মাথা নাড়ল। 'না, পৃথিবীর অবস্থান কেউ জানে না। ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে আমি কিছুই লুকোচ্ছি না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু,' তাগাদার সুরে বলল ট্র্যাভিজ 'গ্যালাক্সির এই অংশে বাসযোগ্য গ্রহের সংখ্যা খুব কম এবং সবগুলোতেই বসতি স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো আপনি ভালোভাবেই চেনেন। তা হলে যে গ্রহ রেডিওঅ্যাকটিভ না হলে মানুষ বাস করতে পারত, এমন একটা গ্রহ খুঁজে বের করা কি কঠিন? তা ছাড়া আপনি এমন একটা গ্রহ খুঁজবেন যার রয়েছে বিশাল উপগ্রহ। এই দুটি বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবী চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। হয়তো সময় একটু বেশি লাগবে, তবে ওটাই একমাত্র সমস্যা।'

'সংশয়বাদীদের মতে পৃথিবীর রেডিওঅ্যাকটিভিটি এবং বিশাল উপগ্রহ দুটোই কাল্পনিক। সেগুলো খোঁজার মানে হচ্ছে চড়ুই পাখির দুধ আর খরগোশের গায়ে পালক খোঁজা।'

'হয়তো, কিন্তু কমপরেলন চেষ্টা করে দেখতে পারত একবার। সঠিক গ্রহটা খুঁজে পেলে তাদের কিংবদন্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেত বহুগুণ।'

হাসল ড্যানিডা, 'হয়তো সেজন্যই অনুসন্ধান করা হয়নি। যদি আমরা ব্যর্থ হতাম বা হয়তো এমন একটা পৃথিবী খুঁজে পেলাম যার সাথে প্রচলিত বর্ণনার কোনো মিল নেই। তখন কমপরেলনের কিংবদন্তিগুলো সবার কাছে হাসির খোরাক হয়ে যেত।'

ট্র্যাভিজ চুপ, তারপর আন্তরিক সুরে বলল, 'এই দুটো বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কিংবদন্তি অনুযায়ী তৃতীয় আরেকটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পৃথিবীর বুকে জানা-অজানা সকল ধরনের জীব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল। যদি গ্রহটা রেডিওঅ্যাকটিভ না হয় তা হলে এখনও নিশ্চয়ই সেখানে বিচিত্র প্রজাতির জীব বা কোনো একটা প্রজাতি বা অন্তত কোনো জীবাশ্ম পাওয়া যাবে।'

'কাউন্সিলম্যান, কমপরেলন কখনো কোনো অনুসন্ধান দল পাঠায়নি। তবে মাঝে মাঝে আমাদের মহাকাশযানগুলো কোনো কারণে নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে সরে যেত। তারা যেসকল রিপোর্ট পাঠাত তাতে কখনোই এতসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তেমন কোনো গ্রহের কথা বলেনি। আর জনশূন্য কোনো গ্রহে তারা অবতরণ করত না। কাজেই জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। গত এক হাজার বছরে এমন কোনো রিপোর্ট আসেনি, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি পৃথিবী খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, কারণ এর কোনো অস্তিত্ব নেই।'

ট্র্যাভিজের কণ্ঠে হতাশা, 'কিন্তু কোথাও না কোথাও পৃথিবী আছে। কোথাও এমন একটা গ্রহ আছে যার বুকে মানুষসহ পরিচিত সব ধরনের জীবনের বিকাশ ঘটেছে। পৃথিবী গ্যালাক্সির এই অংশে না থাকলে আছে অন্য কোনো অংশে।'

'হয়তো,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ড্যানিডা, 'কিন্তু এত বছরেও কারো চোখে পড়ল না।'

'ভালোভাবে কেউ খোঁজেনি।'

'বেশ, আপনি খুঁজছেন। আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। তবে সফলতা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

'সরাসরি অনুসন্ধান ছাড়া পৃথিবীর অবস্থান নির্ণয়ের অন্য কোনো চেষ্টা করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ,' দুটো গলা একসাথে বলল। একটা গলার মালিক ড্যানিডা পেলোরেটকে বলল, 'আপনি ইয়েরিফ প্রজেক্টের কথা বলছেন?'

'তাই বলছি।' বলল পেলোরেট।

'তা হলে আপনিই কাউন্সিলম্যানকে বোঝান। আপনার কথা সে বিশ্বাস করবে।'

পেলোরেট বলল, 'শোন, গোলান, এম্পায়ারের শেষ যুগে পৃথিবীকে ওরা বলত অরিজিন। এম্পায়ারের কাঠামো তখন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। কঠোর বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য অরিজিন এর অনুসন্ধান ছিল জনপ্রিয় বিষয়।

'হামবল ইয়েরিফ নামের এক লিভিয়ান ইতিহাসবিদ ধারণা করেন যে প্ল্যানেট অফ অরিজিন যাই হোক, গ্যালাক্সি জয়ের প্রথম দিকে সে তার কাছাকাছি অবস্থানের গ্রহগুলোতে বসতি স্থাপন করে, দূরের গ্রহগুলোতে বসবাস শুরু করে পরে। অর্থাৎ যে গ্রহ যত দূরে সেই গ্রহে বসবাস শুরু হয় তত দেরিতে।

'এখন গ্যালাক্সির সবগুলো গ্রহের তালিকা নিয়ে যদি সেগুলোকে বসবাস শুরুর তারিখ অনুযায়ী নেটওয়ার্ক—যেমন দশ হাজার বছর, বারো হাজার, পনের হাজার বছর পুরোনো–এভাবে প্রতিটা গ্রহের বয়স অনুযায়ী নেটওয়ার্ক তৈরি করলে সেই নেটওয়ার্ক হবে গোলাকার এবং সমকেন্দ্রিক। পুরোনো গ্রহগুলোর নেটওয়ার্ক হবে নতুন গ্রহগুলোর নেটওয়ার্কের তুলনায় ছোট। প্রতিটা বৃত্তের পরিসীমা নির্ণয় করলে সবচেয়ে ছোট বৃত্তের পরিসীমা হবে মহাকাশের তুলনামূলক ক্ষুদ্র একটি অঞ্চল—ধরে নেওয়া যায় সেই অংশেই রয়েছে প্ল্যানেট অফ অরিজিন—পৃথিবী।'

একই সাথে পেলোরেট হাত দিয়ে বৃত্ত একে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, 'বুঝতে পেরেছ, গোলান?'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় কোনো লাভ হয়নি।'

তাত্ত্বিকভাবে হতে পারত কিন্তু একটা সমস্যা ছিল। গ্রহগুলো নিজেদের বয়সের ব্যাপারে বাড়িয়ে বলেছিল। সবাই নিজেদের অন্যের তুলনায় বেশি প্রাচীন দেখানোর জন্য মিথ্যা কথা বলেছিল, তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। এম্পায়ারও চায়নি গুরুত্বহীন বিষয়ে মাথা ঘামাতে।

'কাজেই ইয়েরিফ মাত্র দু হাজার বছর পুরোনো গ্রহ যেগুলোর বিশ্বাসযোগ্য রেকর্ড ছিল সেগুলোর নেটওয়ার্ক তৈরি করে। এই নেটওয়ার্কের কেন্দ্র ছিল ট্র্যানটরের কাছাকাছি। কারণ ঐ গ্রহগুলোতে বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল ট্র্যানটর থেকে।

'এটা ছিল আরেক সমস্যা। কারণ সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন গ্রহে বসতি-স্থাপন শুধু পৃথিবীকেন্দ্রীক ছিল না। পুরোনো বিশ্বগুলোও নিজেদের মানুষ পাঠিয়ে বিভিন্ন গ্রহে বসতি শুরু করে। বেচারা ইয়েরিফ, তার প্রচেষ্টা সবার কাছে হাস্যকর হয়ে পড়ে। শেষ হয়ে যায় তার পেশাগত জীবন।'

www.boiRboi.blogspot.com

৩৬০৭৫৫

'বুঝতে পেরেছি, জেনভ। –ড. ড্যানিডা, আশা জাগানোর মতো কিছু বলতে পারেন? এমন কোনো গ্রহ আছে যেখানে গেলে কিছু তথ্য পাব?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ড্যানিডা। অনেকক্ষণ পর আমতা আমতা করে বলল, 'বে-এ-এ-শ, পৃথিবী আছে বা কখনো ছিল এটা আমি বিশ্বাস করি না। যাই হোক–তারপর আবার চুপ।

'আমার মনে হয় আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চান, ডক্টর।' ব্লিস বলল।

'গুরুত্বপূর্ণ কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। মনে হয় কিছুটা হাস্যকর। যাই হোক, শুধু পৃথিবীর অবস্থান নিয়েই রহস্য তৈরি হয়নি। সেটলারদের প্রথম দলের দ্বারা বসতি স্থাপন কৃত গ্রহগুলো রয়েছে। আমাদের কিংবদন্তিতে তাদের বলা হয় স্পেসার। ওদের গ্রহগুলোকে কেউ বলে "স্পেসার বিশ্ব", কেউ বলে "নিষিদ্ধ বিশ্ব"। পরের নামটাই বর্তমানে বেশি প্রচলিত।

'কিংবদন্তিতে বলা হয়, এই স্পেসাররা দীর্ঘজীবন–একশ বা দেড়শ বছর বেঁচে থাকার কৌশল আবিষ্কার করে। অহংকারী হয়ে তারা স্বল্পজীবী পিতৃপুরুষদের নিজেদের গ্রহে আসতে দিত না। যখন আমরা তাদের পরাজিত করি, তখন পরিস্থিতি উল্টে যায়। আমরাই তাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেই। মহাকাশযান এবং বণিকদের তাদের সাথে কোনো প্রকার লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়। তাই এগুলোকে বলা হয় নিষিদ্ধ গ্রহ। আমরা নিশ্চিত–কিংবদন্তিতে যা বলা হয়েছে–আমরা কিছু না করলেও যিনি শাস্তিদাতা তিনি তাদের ধ্বংস করবেন, করেছেনও। আমার মতে বহু হাজার বছর ধরে গ্যালাক্সিতে কোনো স্পেসারকে দেখা যায়নি।'

'আপনার ধারণা স্পেসাররা পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে?' ট্র্যাভিজ বলল।

'হয়তো, যেহেতু তাদের গ্রহগুলো আমাদের যে-কারো গ্রহের তুলনায় বেশ প্রাচীন। অর্থাৎ যদি কোনো স্পেসার বেঁচে থকে, সেটা একেবারেই অসম্ভব।'

'বেঁচে না থাকলেও গ্রহগুলোতে নিশ্চয়ই অনেক রেকর্ড পাওয়া যাবে।'

'যদি আপনি সেখানে পৌঁছতে পারেন।'

বিরক্ত হলো ট্র্যাভিজ। 'আপনি বলতে চান, পৃথিবীর অবস্থান অজানা, হয়তো স্পেসারদের গ্রহে গেলে জানা যাবে, কিন্তু সেগুলোর অবস্থানও কেউ জানে না?'

'বিশ হাজার বছর তাদের সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। –হয়তো পৃথিবীর মতো তারাও হারিয়ে গেছে।'

'স্পেসাররা কতগুলো গ্রহে বাস করত?'

'পঞ্চাশটা। তবে মনে হয় আরো কম হবে।'

'পঞ্চাশটা গ্রহের একটারও অবস্থান আপনি জানেন?'

'এখন মনে হচ্ছে–'

'কী মনে হচ্ছে?'

'প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য আমি মাঝে মাঝেই পুরোনো রেকর্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। গতবছর একটা মহাকাশযানের রেকর্ড পাই আমি, দুর্বোধ্য ভাষা। ঠিক সেই

সময়ের প্রাচীন যখন কমপরেলনকে বলা হত "বেলিওয়ার্ল্ড", সম্ভবত কিংবদন্তিতে আমাদের গ্রহের পুরোনো যে নাম "বেনবেলী ওয়ার্ল্ড" বলা হয়েছে তারও প্রাচীন নাম এটা।'

'আপনি প্রকাশ করেছিলেন?' উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'না। সুইমিং পুলে পানি আছে কিনা সেটা না দেখে আমি ডাইভ দেই না, পুরোনো প্রবাদ। যাই হোক, রেকর্ডে বলা হয়েছে মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন স্পেসারদের একটা গ্রহে গিয়েছিল এবং একজন স্পেসার মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসে।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন স্পেসাররা নিজেদের গ্রহে কাউকে নামতে দিত না।' ব্লিস বলল।

'ঠিক। সেকারণেই আমি এটা প্রকাশ করিনি। আমাদের পিতৃপুরুষদের সাথে স্পেসারদের দ্বন্দ্বের কথা অনেক গ্রহেই বিভিন্নভাবে প্রচলিত। তবে একজায়গায় সবার মিল রয়েছে। স্পেসার এবং সেটলাররা কখনোই এক হতে পারেনি। সামাজিকভাবে তাদের সাথে কোনো মেলামেশা ছিল না। তাই এই কাহিনী আমার মনে হয়েছিল কোনো ঐতিহাসিক রোমান্টিক গল্প।'

হতাশ হলো ট্র্যাভিজ। 'আর কিছু নেই?'

'আছে, কাউন্সিলম্যান। মহাকাশযানের লগবুকে আমি বেশ কিছু সংখ্যা পাই। এগুলোর ব্যাপারে আমার ধারণা সঠিক হতেও পারে, নাও হতে পারে। আমার ধারণা এই সংখ্যাগুলো স্পেসারদের তিনটা গ্রহের কো-অর্ডিনেটস।'

'এমনও তো হতে পারে গল্পটা মিথ্যা হলেও কো-অর্ডিনেটসগুলো সত্যি।'

'হতে পারে। সংখ্যাগুলো আপনাকে দেব। যেভাবে খুশি ব্যবহার করবেন, কিন্তু কোনো লাভ হবে না। তারপরেও একটা কথা ভেবে মজা পাচ্ছি,' স্বভাবসুলভ মুচকি হাসল ড্যানিডা।

'কী?' বলল ট্র্যাভিজ।

'হয়তো এই কো-অর্ডিনেটসগুলোর যে-কোনো একটা পৃথিবীর কো-অর্ডিনেট।'

কমপরেলনের সূর্য গাঢ় কমলা রঙের, টার্মিনাসের সূর্যের তুলনায় অনেক বড় দেখায়। আকাশের অনেক নিচে অবস্থান করলেও খুব কম তাপ বিকীরণ করে। সৌভাগ্যক্রমে বাতাস যথেষ্ট হালকা, ট্র্যাভিজের চিবুকে হিমশীতল পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রিফায়েড পোশাকের ভিতর কেঁপে উঠে পাশে দাঁড়ানো মিটজা লিজেলরকে বলল, 'এক সময় নিশ্চয়ই গরম পড়ে, মিটজা।'

ট্র্যাভিজের তুলনায় অনেক হালকা পোশাক পড়েছে মিটজা। ঠাণ্ডায় তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আকাশের দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে বলল, 'আমাদের গ্রীষ্মকাল খুব চমৎকার, যদিও খুব অল্পসময়ের। ঐ সময়েই শস্য উৎপাদন করা হয়। গৃহপালিত পশুগুলো সব পশমওয়ালা। গ্যালাক্সিতে আমাদের তৈরি পশম ও উল

www.boiRboi.blogspot.com

সবার সেরা। তা ছাড়া কক্ষপথে অনেক ফার্ম আছে যেগুলোতে বিভিন্নজাতের ফল উৎপাদন করা হয়।'

'আমাদের সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।' বলল ট্র্যাভিজ। 'কিন্তু দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে তোমার যদি কোনো সমস্যা হয়।'

'না!' গর্বিতভাবে মাথা নাড়ল লিজেলর। 'কোনো সমস্যা হবে না। প্রথমত কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না আমাকে। এই স্পেস পোর্ট, এন্ট্রি স্টেশন, মহাকাশযানের আসা যাওয়া, বা ট্র্যান্সপোর্টেশনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল নিয়মকানুন আমি তৈরি করি। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করেন। আর যদি কেউ প্রশ্ন করে সত্যি কথা বলতে হবে।'

'তোমাদের সরকার মহাকাশযান নিজের জন্য চেয়েছিল, আমাকে ফিরিয়ে দিতে চায়নি।'

'তুমি খুব জটিল মানুষ, ট্র্যাভিজ। মহাকাশযান নিজের কাছে রাখার জন্য তুমি জানপ্রাণ দিয়ে লড়লে, আর এখন আমাদের ভালো চিন্তা করে হয়রান হচ্ছ।' মনে হলো সে ট্র্যাভিজকে জড়িয়ে ধরবে, কিন্তু আবেগ সামলে নিল। রুক্ষ সুরে বলল, 'কেউ প্রশ্ন তুললে বলব, তুমি ওলডেস্ট খুঁজছ। সব সমস্যার সমাধান হবে। তোমাকে এখানে নামার অনুমতি দেওয়া হবে না।'

'আমি আসায় তুমি কি সত্যি দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা করছ?'

'অবশ্যই,' কঠিন গলায় বলল লিজেলর। তারপর নরম সুরে বলল, 'এরই মধ্যে তুমি আমার জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছ। তোমাকে জানার পর আর কোনো কমপরেলিয়ান পুরুষকে ভালো লাগবে না। যন্ত্রণাময় একাকীত্ব বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন। যিনি শাস্তিদাতা তিনি এরই মধ্যে আমার শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'

ট্র্যাভিজ ইতস্তত করে বলল, 'আমি চাই না তুমি কষ্ট পাও। কিন্তু বিশ্বাস কর আমার কারণে দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এটা কুসংস্কার।'

'ড্যানিডা বলেছে, তাই না?'

'সে না বললেও আমি জানি।'

'আমি জানি অনেকেই এটাকে কুসংস্কার মনে করে। কিন্তু তারা হাজার চেষ্টা করেও সত্যকে দূর করতে পারেনি।'

তারপর হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে বলল, 'বিদায়, গোলান। জাহাজে ওঠো, তোমার নাজুক টার্মিনিয়ান দেহ বরফ হয়ে যাওয়ার আগেই।'

'বিদায়, মিটজা, আশা করি ফিরে এসে তোমার দেখা পাব।'

'হ্যাঁ, কথা দিয়েছ তুমি ফিরে আসবে, আমিও সেটা বিশ্বাস করার চেষ্টা করছি। এমনকি ঠিক করেছি মহাশূন্যে গিয়ে জাহাজেই তোমার সাথে দেখা করব। ক্ষতি আমার হবে, আমার বিশ্বের যেন কিছু না হয়। –কিন্তু তুমি ফিরবে না।'

'আমি অবশ্যই ফিরে আসব।'

'আমি তোমাকে সন্দেহ করছি না, প্রিয় ফাউণ্ডেশনার,কিন্তু যারা ওলডেস্ট এর খোঁজে বেরোয়, তারা আর কখনো ফিরে আসে না।'

কেঁপে উঠল ট্র্যাভিজ, ঠাণ্ডায় না ভয়ে বোঝা গেল না, 'এটাও কুসংস্কার।'

'এবং তারপরেও,' লিজেলর বলল, 'কথাটা সত্যি।'

ফার স্টারে ফিরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ট্র্যাভিজ। হতে পারে কামরাগুলো ছোট। হতে পারে অসীম মহাশূন্যে বিন্দুর মতো বন্দিশালা, কিন্তু এটা পরিচিত, আরামদায়ক এবং উষ্ণ।

'শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছ দেখে খুশি হলাম। অনেকক্ষণ মিনিস্টারের সাথে ছিলে।' বলল ব্লিস।

'বেশিক্ষণ না।' ট্র্যাভিজ বলল। 'খুব ঠাণ্ডা।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, পৃথিবীর অনুসন্ধান বাদ দিয়ে মিনিস্টারের কাছে থেকে যাবে। আমি হালকাভাবেও তোমার মাইণ্ড চালিত করতে চাই না, তবে দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল এবং মনে হলো যেন নিজের প্রবল ইচ্ছাকে জোরালোভাবে দমন করেছ।'

'ঠিকই বলেছো। একবার মনে হয়েছিল থেকেই যাই। মিনিস্টার চমৎকার মহিলা। –তুমি আমার প্রতিরোধ বাড়িয়ে তুলেছো, ব্লিস?'

'কতবার বলেছি, আমি তোমার মাইণ্ড কোনো অবস্থাতেই চালিত করিনি এবং করবো না। নিজের চেষ্টাতেই তুমি এই প্রবল অগ্রহ দমন করেছ, সম্ভবত শক্তিশালী দায়িত্ববোধের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।'

'মনে হয় না।' ক্লান্তভাবে হাসল ট্র্যাভিজ। 'এত নাটকীয় কিছু নেই। আমার প্রতিরোধ বাড়ার একটা কারণ হচ্ছে ঠাণ্ডা। দ্বিতীয় কারণটা দুঃখজনক। আমাকে মেরে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না। মিনিস্টারের গতির সাথে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব।'

'যাই হোক, তুমি নিরাপদে ফিরে এসেছ। এবার কী করবে?' বলল পেলোরেট।

'নিরাপদ জাম্প করতে হলে কমপরেলনের সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে সরতে হবে। না সরা পর্যন্ত প্ল্যানেটরি সিস্টেমের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোব।'

'কেউ আমাদের থামাবে না বা অনুসরণ করবে না?'

'না, আমার বিশ্বাস মিনিস্টার এখন চায় যত দ্রুত সম্ভব আমরা চলে যাই এবং আর কখনো ফিরে না আসি, যেন যিনি শাস্তিদাতা তার প্রতিহিংসা এই গ্রহের উপর না পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি–'

'হ্যাঁ।'

'তার মতে এই প্রতিহিংসা আমাদের উপর পড়বেই। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আমরা ফিরে আসতে পারব না। কারণ পৃথিবী এত ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের বাহন, যেই এটা খুঁজবে সেই মারা যাবে।'

'কতজন কমপরেলিয়ান এ পর্যন্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার সন্দেহ আছে একজনও বেরিয়েছিল কি না। তাই তো মিনিস্টারকে বলেছি এগুলো কুসংস্কার।'

'তুমি নিজে বিশ্বাস কর?'

'যেভাবে ভয় পেয়েছে তাতে কুসংস্কার ছাড়া কিছু মনে হয়নি, কিন্তু এর শিকড় অনেক গভীরে।'

'অর্থাৎ পৃথিবীতে অবতরণ করলে রেডিওঅ্যাকটিভিটির জন্য আমরা মারা যাব।'

'বিশ্বাস করি না পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ। আমার বিশ্বাস সে নিজেকে রক্ষা করছে। ট্র্যানটরের লাইব্রেরিতে পৃথিবীর কোনো রেকর্ড নেই। গায়ার শক্তিশালী স্মৃতিতে পৃথিবীর কোনো কথা নেই।

'এই কাজগুলো করার ক্ষমতা যদি পৃথিবীর থাকে তাহলে মাইণ্ড অ্যাডজাস্ট করে সহজেই রেডিওঅ্যাকটিভিটির বিশ্বাস তৈরি করতে পারবে। ফলে কেউ আর অনুসন্ধান করবে না। আর যেহেতু কমপরেলন কাছাকাছি রয়েছে তাই আরেকটু সতর্কতার প্রয়োজন। সেজন্যই ড্যানিভার মতো লোকেরা বিশ্বাস করে না যে পৃথিবী আছে। পৃথিবী যদি এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় তা হলে আমরা অনুসন্ধান করলে মেরে ফেলবে বা অন্য কোনোভাবে আমাদের বাধা দেবে।'

ভুরু কুঁচকে বলল ব্লিস, 'গায়া–'

ট্র্যাভিজ দ্রুত বলল, 'গায়া আমাদের রক্ষা করবে একথা বলো না। পৃথিবী যদি গায়ার প্রথম স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে পারে, তা হলে কোনো সন্দেহ নেই যদি দুটোর ভেতর সংঘর্ষ হয় তা হলে পৃথিবী জিতবে।'

'তুমি কীভাবে জানো স্মৃতিগুলো মুছে ফেলা হয়েছে।' ঠাণ্ডা সুরে বলল ব্লিস। প্ল্যানেটরি মেমোরি তৈরি করতে গায়ার সময় লেগেছে অনেক। তাই হয়তো সেই সময়ের আগের কিছু মনে করতে পারি না। আর যদি মুছে ফেলাই হয় কেন ভাবছ কাজটা পৃথিবীর।'

'আমি জানি না, শুধু একটু হিসাব-নিকাশ করছি।'

বিরক্ত সুরে বাধা দিল পেলোরেট, 'যদি পৃথিবী এত শক্তিশালী হয় আর লুকিয়ে থাকতে চায়, তা হলে অনুসন্ধান করে কি লাভ? তোমার মতে সফল হওয়ার আগেই সে আমাদের মেরে ফেলবে। তা হলে বাদ দেওয়া উচিত না?'

'মনে হয় বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবী আছে এবং আমি অবশ্যই খুঁজে বের করব। আর গায়ার মতে যখন আমার ভেতরে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয় সেক্ষেত্রে আমার কোনো ভুল হয় না।'

'কিন্তু আমরা কি বাঁচতে পারব, ওল্ডচ্যাপ?'

'হয়তো,' হালকা সুরে বলার চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ, 'পৃথিবী আমার এই বিশেষ গুণের মূল্য দেবে এবং আমাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু নিশ্চিত নই তোমাদের ছাড়বে কিনা। এই দুশ্চিন্তা আগেও ছিল, এখন আরো বাড়ছে, তাই মনে হয় তোমাদের গায়াতে রেখে আসা উচিত। আমিই বলেছি পৃথিবীর গুরুত্ব আছে এবং সেটা খুঁজতে

বেরিয়েছি। তোমরা কেন বিপদে পড়বে। ঝুঁকি নিতে হলে আমি নেব। আমাকে একা যেতে দাও-জেনভ।'

চিবুক বুকের কাছে নেমে আসায় পেলোরেটের মুখ আরো লম্বা মনে হলো। 'ভয় পেয়েছি এটা অস্বীকার করব না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে গেলে লজ্জায় নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবো।'

'ব্লিস?'

'তুমি যাই করো, গায়া তোমাকে একা ফেলে যাবে না, ট্র্যাভিজ। পৃথিবীতে বিপদ হলে গায়া যত দূর সম্ভব তোমাকে রক্ষা করবে। আর ব্লিস হিসেবে আমি কখনো পেলকে ছেড়ে যাবো না। সে যদি তোমার সাথে থাকে, আমাকেও তার সাথে থাকতে হবে।'

'বেশ ভালো কথা।' হাসিমুখে বলল ট্র্যাভিজ। 'তোমাদের সুযোগ দিয়েছিলাম। আমরা একসাথেই যাবো।'

'একসাথে।' ব্লিস বলল।

পেলোরেট হাত রাখল ট্র্যাভিজের কাধে, 'একসাথে। সবসময়।'

'এদিকে দেখ, পেল।' ব্লিস বলল।

পেলোরেটের লাইব্রেরিতে বসে থেকে সে বিরক্ত। তাই একঘেয়েমি কাটানোর জন্য মহাকাশযানের টেলিস্কোপ নাড়াচাড়া করছে।

এগিয়ে এল পেলোরেট, ব্লিস এর কাঁধে একটা হাত রেখে ভিউস্ক্রিনের দিকে তাকালো। কমপরেলিয়ান প্ল্যানেটরি সিস্টেমের গ্যাসীয় দানবগুলোর একটার ম্যাগনিফাইড ছবি দেখা যাচ্ছে, মনে হয় যেন আসল আয়তনের চেয়েও বড়।

রং হালকা কমলা, তারচেয়েও হালকা কিছু দাগ রয়েছে, এবং মহাকাশযান সূর্য থেকে যত দূরে রয়েছে তার থেকেও বেশি দূরে, আলোর পরিপূর্ণ গোলক।

'চমৎকার,' বলল পেলোরেট।

'মাঝখানের দাগ পুরো গ্রহকে ঘিরে রেখেছে। এটা কি দৃষ্টি বিভ্রম?'

'জানি না, ব্লিস। তোমার মতো আমিও নবিশ। -গোলান?'

নিস্তেজ কণ্ঠে জবাব দিল ট্র্যাভিজ 'কী ব্যাপার?' বলতে বলতে পাইলট রুমে ঢুকল। ঘুমিয়েছিল বলে কাপড়ের অনেক জায়গায় ভাঁজ পড়েছে। ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'যন্ত্রপাতিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করো না।'

'শুধু টেলিস্কোপ ধরেছি,' বলল পেলোরেট। 'তাকাও এদিকে।'

তাকালো ট্র্যাভিজ। 'একটা গ্যাস জায়ান্ট। যতদূর জানি এটা গ্যালিয়া।'

'দেখেই কীভাবে বললে?'

'প্রথম কারণ, আমি যে কোর্স তৈরি করেছি, গ্রহের আকৃতি এবং কক্ষপথের যে অবস্থান এবং সূর্য থেকে আমাদের বর্তমান দূরত্বে এই মুহূর্তে শুধু এই একটাই এতদূর ম্যাগনিফাই করা যাবে। দ্বিতীয় কারণ বলয়।

www.boiRboi.blogspot.com

'বলয়?' ব্লিস এর বিস্মিত প্রশ্ন।

'এখানে শুধু দেখা যাচ্ছে হালকা ঝাপসা রেখা, কারণ অনেক দূর থেকে দেখছি। কাছে গেলে আরো ভালোভাবে দেখা যাবে। দেখবে?'

'নতুন করে কোর্স হিসাব করার ঝামেলায় ফেলতে চাই না, গোলান।' বলল পেলোরেট।

'কোনো সমস্যা নেই। কম্পিউটারই সব কাজ করবে।' বলতে বলতে সে নির্দিষ্ট জায়গায় হাত রাখল।

পেলোরেট আর ব্লিস দেখলো গ্যালিয়া গ্রহ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। উপরের মেরু এখন পরিষ্কার দৃশ্যমান, বিশাল গোলাকার অঞ্চল। নিচের মেরু হারিয়ে গেছে বৃত্তের স্ফীত অংশের আড়ালে।

উপরের অংশে গ্রহের অন্ধকার অংশ কমলা আলোর বৃত্তকে গ্রাস করে ফেলেছে, এবং চমৎকার বৃত্তটাকে মনে হয় ভারসাম্যহীন। মাঝখানের হালকা দাগ এখন আর সোজা নেই, উত্তর দক্ষিণে বাঁকা হয়ে ঘিরে রেখেছে পুরো গ্রহকে। অথচ কোথাও গ্রহটাকে স্পর্শ করেনি। আর বলয় শুধু একটা না, অনেকগুলো বলয় একসাথে মিশে আছে।

'এমন কিছু থাকতে পারে কল্পনাও করিনি।' পেলোরেট বলল। 'এটা কীভাবে মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থানে থাকছে।'

'যেভাবে একটা উপগ্রহ থাকে।' বলল ট্র্যাভিজ। 'বলয়গুলো তৈরি হয়েছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা দিয়ে। প্রতিটি কণা এত কাছ থেকে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে যার ফলে কোনো প্রভাবই তাদেরকে আলাদা করতে পারছে না।

'ভাবতেই অবাক লাগে, স্কলার হিসেবে জীবন কাটালাম অথচ মহাকাশ বিদ্যার কিছুই জানি না।'

'আমিও মানব ইতিহাসের কিছুই জানি না। একজনের পক্ষে সব জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। মূল কথা হচ্ছে কোনো গ্রহের বলয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতিটি গ্যাস জায়ান্টেরই যত হালকাই হোক একটা বলয় থাকে। টার্মিনাসের সৌর পরিবারে কোনো গ্যাস জায়ান্ট নেই, তাই কোনো টার্মিনিয়ান মহাকাশ ভ্রমণ না করলে বা প্রশিক্ষণ না পেলে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবে না। তবে অস্বাভাবিক হচ্ছে এই বলয়টা অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং বিশাল। সম্ভবত কয়েক শ কিলোমিটার প্রশস্ত।'

এই পর্যায়ে পেলোরেট তুড়ি বাজালো। 'ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে।'

কেঁপে উঠল ব্লিস। 'কী ব্যাপার, পেল?'

'সুপ্রাচীন গ্যালাকটিকে লেখা একটা কবিতার কিছু অংশ পড়েছিলাম অনেক আগে। এত প্রাচীন গ্যালাকটিক যে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তর্গত সেই সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহকে ঘিরে রেখেছে বিশাল তিনটা আংটি। আমি গুরুত্ব দেইনি, কোনো রেকর্ডও রাখিনি।'

'রেকর্ড না রেখে ঠিকই করেছ, জেনভ।'

'কিন্তু এটার কথাই বোঝানো হয়েছে,' স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করে পেলোরেট বলল। 'তিনটা প্রশস্ত আংটি, ঘন এবং গ্রহের নিজের আয়তনের চেয়েও বড়।'

'এমন কথা কখনো শুনিনি।' বলল ট্র্যাভিজ। 'আমার মনে হয় না কোনো বলয় প্রদক্ষিণরত গ্রহের আয়তনের তুলনায় বড় হতে পারে।'

'কোনো বিশাল উপগ্রহের কথাও শুনিনি। শুনিনি কোনো রেডিওঅ্যাকটিভ গ্রহের কথা। এটা হলো বৈশিষ্ট্য নাম্বার তিন। যদি আমরা এমন কোনো গ্রহ খুঁজে পাই যা রেডিওঅ্যাকটিভ না হলে জীবন ধারণ সম্ভব হতো, যে গ্রহের বিশাল উপগ্রহ রয়েছে এবং সেই সৌরজগতের অন্য একটা গ্রহের বিশাল বলয় রয়েছে, তা হলে কোনো সন্দেহ নেই আমরা পৃথিবীর সৌরজগতে প্রবেশ করেছি।'

ট্র্যাভিজ হাসল। 'আমি একমত, জেনভ। যদি এই তিনটা জিনিস খুঁজে পাই তা হলে আমরা অবশ্যই পৃথিবী খুঁজে পাবো।'

'যদি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ব্লিস।

মূল গ্রহগুলোকে পিছনে ফেলে এসেছে তারা। এখন এগোচ্ছে শেষ প্রান্তের দুটো গ্রহের মাঝখান দিয়ে, ফলে ১.৫ বিলিয়ন কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বিশাল ভরযুক্ত বস্তু নেই। সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে ধূমকেতুর মতো মেঘ, গ্র্যাভিটেশনালি গুরুত্বহীন।

ফার স্টার ০.১ সি গতিতে এগোচ্ছে। ট্র্যাভিজ জানে মহাকাশযান তাত্ত্বিকভাবে ছুটতে পারে প্রায় আলোর গতিতে , আবার এও জানে ০.১ সি হচ্ছে যথার্থ মাত্রা।

এই গতিতে সঠিক ভরের যে-কোনো বস্তুকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু অতিক্ষুদ্র বস্তু কণা বা স্বাধীন অণু পরমাণুগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। গতি খুব বেশি হলে এই ধরনের ক্ষুদ্র কণাগুলোও মহাকাশযানের হাল বাঁকা বা ফুটো করে ফেলতে পারে। আলোর গতিতে চললে অণুগুলো যে মহাজাগতিক উপাদান নিয়ে মহাকাশযানের হাল এ আঘাত করে, সেই মহাজাগতিক বিকিরণে ভেতরের আরোহীরা বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না।

মহাকাশযান এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ হাজার কিলোমিটার, ফলে দূরবর্তী নক্ষত্র এবং যাই চোখে পড়ছে মনে হয় যেন এক জায়গায় স্থির।

কম্পিউটার অনেক দূরের মহাকাশ স্ক্যান করে খুঁজে দেখছে গতিপথে কোনো বাধাদানকারী বস্তু এগিয়ে আসছে কি না। সেরকম কিছু থাকলে নিজে নিজেই আস্তে করে যানের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

ট্র্যাভিজ এগুলো নিয়ে ভাবছে না মোটেই, গভীর মনযোগে সে ড্যানিডার কাছ থেকে পাওয়া কনফিগারেশনগুলো দেখছে।

'কোনো সমস্যা?' উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করল পেলোরেট।

'এখনই বলতে পারছি না।' ট্র্যাভিজ বলল। 'এই কো-অর্ডিনেটসগুলোর আলাদাভাবে কোনো গুরুত্ব নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না জিরো পয়েন্ট বের করা যাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

তা ছাড়া এগুলো কোন নিয়মে তৈরি করা হয়েছে—অর্থাৎ দূরত্বের মাপক, প্রধান সংযোজক রেখাগুলোও জানতে হবে।'

'কীভাবে জানবে?'

'কমপরেলনের ভিত্তিতে টার্মিনাস এবং আরো কয়েকটি পরিচিত স্থানের কো-অর্ডিনেটস কম্পিউটারকে দিয়েছি। কম্পিউটার হিসাব করে বের করবে টার্মিনাস এবং অন্যান্য স্থানগুলোর অবস্থান কোন নিয়মে চিহ্নিত করা যাবে। নিয়ম তৈরি হলে এই সংখ্যাগুলোর একটা অর্থ পাওয়া যাবে সম্ভবত।'

'সম্ভবত?' ব্লিসের প্রশ্ন।

'এই সংখ্যাগুলো অনেক পুরোনো-সম্ভবত কমপরেলিয়ান, নিশ্চিত নই। হয়তো এগুলো অন্য কোনো নিয়মে বের করা হয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে?'

'সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুলো হবে অর্থহীন। তবে—সত্য মিথ্যা যাচাই করে নিতে হবে আমাদের।'

দ্রুত কম্পিউটারে তথ্য ঢোকালো ট্র্যাভিজ। তারপর ডেস্কের উপর চিহ্নিত স্থানে হাত রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। জানা কো-অর্ডিনেটসগুলোর সাহায্যে দ্রুত হিসাব-নিকাশ করল কম্পিউটার। তারপর সবচেয়ে কাছের নিষিদ্ধ গ্রহের অর্ডিনেটস এর সাথে ফলাফল মিলিয়ে মেমোরি ব্যাংকের গ্যালাকটিক ম্যাপে চিহ্নিত করল।

একটা স্টার ফিল্ড তৈরি হলো স্ক্রিনে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয়ের জন্য দ্রুত ঘুরতে লাগলো। নক্ষত্রগুলো স্ক্রিনের চতুর্দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল বিদ্যুৎ গতিতে। শুধু রইল আনুমানিক দশ পারসেক (স্ক্রিনের নিচের সূচক অনুযায়ী) মহাকাশের মাঝে ছয়টা নক্ষত্রের অনুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। আর কোনো পরিবর্তন নেই।

'কোনটা নিষিদ্ধ গ্রহ?' মৃদু স্বরে বলল পেলোরেট।

'কোনোটাই না। চারটা রেড ডোয়ার্ফ, একটা প্রায় রেড ডোয়ার্ফ, আরেকটা হোয়াইট ডোয়ার্ফ। এগুলোর কোনোটার কক্ষপথেই বাসযোগ্য গ্রহ নেই।'

'দেখেই কীভাবে বললে?'

'আমরা আসল নক্ষত্র দেখছি না; দেখছি কম্পিউটারের স্মৃতিতে রক্ষিত গ্যালাকটিক মানচিত্রের কিছু অংশ। প্রতিটা গ্রহ নক্ষত্রের তালিকা রয়েছে, যদিও চোখে পড়ছে না। কিন্তু আমার হাত যতক্ষণ ওখানে যুক্ত আছে ততক্ষণ সব তথ্যই দিতে পারব।'

হতাশ সুরে বলল পেলোরেট, 'কো-অর্ডিনেটসগুলো কোনো কাজে লাগল না।'

চোখ তুলল ট্র্যাভিজ। 'না, জেনভ। এখনও শেষ হয়নি। সময়ের ব্যাপার আছে। কো-অর্ডিনেটসগুলো বিশ হাজার বছর পুরোনো। কমপরেলন এবং নিষিদ্ধ গ্রহগুলো সবসময়ই বিভিন্ন গতিতে এবং বিভিন্ন কক্ষপথে গ্যালাকটিক সেন্টারকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। ফলে গ্রহগুলো সময়ের সাথে সাথে আরো কাছাকাছি হয়েছে বা সরে গেছে দূরে। নিষিদ্ধ গ্রহগুলো সম্ভবত নির্দিষ্ট স্থান থেকে আধা পারসেক হতে

পাঁচ পারসেক সরে গেছে। অবশ্যই স্ক্রিনের নির্দেশিত দশ পারসেক বর্গক্ষেত্রের ভেতরে নেই।'

'এখন কী করব, তা হলে?'

'কমপরেলনের অবস্থানের ভিত্তিতে কম্পিউটার গ্যালাক্সিকে বিশ হাজার বছর পেছনে নিয়ে যাবে।'

'করতে পারবে?' অবাক সুরে বলল ব্লিস।

'বেশ, আসল গ্যালাক্সিকে পিছনে নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু মেমোরি ব্যাংকে রক্ষিত মানচিত্র বিশ হাজার বছর পিছিয়ে নিতে পারবে।'

'আমরা দেখতে পারব?'

'দেখ।' বলল ট্র্যাভিজ।

ধীরে ধীরে আধডজন নক্ষত্র সরে গেল স্ক্রিন থেকে। ডান দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন আরেকটা নক্ষত্র উদয় হলো। উত্তেজিত গলায় বলল পেলোরেট,' ঐ যে! ঐ যে!'

'দুঃখিত।' বলল ট্র্যাভিজ। 'আরেকটা রেড ডোয়ার্ফ। খুবই সাধারণ ব্যাপার। অন্তত গ্যালাক্সির চার ভাগের তিন ভাগ নক্ষত্রই রেড ডোয়ার্ফ।'

স্ক্রিনে আর কোনো পরিবর্তন নেই।

'বেশ?' ব্লিস বলল।

'এটাই। বিশ হাজার বছর আগে গ্যালাক্সির এই অংশ দেখতে এমনই ছিল। স্ক্রিনের ঠিক মাঝখানের বিন্দুতেই নিষিদ্ধ গ্রহটা থাকার কথা।'

'থাকার কথা, কিন্তু নেই।' ধারালো গলায় বলল ব্লিস।

'নেই।' নিরুত্তাপ গলা ট্র্যাভিজের।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেলোরেট। 'ওহ্, খুব খারাপ, গোলান।'

'দাঁড়াও। হতাশ হয়ো না। আমি আশা করিনি নক্ষত্রটা এখানে থাকবে।'

'তুমি আশা করোনি?' পেলোরেট অবাক।

'না। বলেছি তো, এটা গ্যালাক্সির মানচিত্র। নক্ষত্র মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত না হলে আমরা সেটা দেখতে পারব না। আর এই গ্রহগুলো নিষিদ্ধ বলেই মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাই দেখছি না।'

'আমরা দেখছি না তার কারণ হয়তো এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। কমপরেলিয়ান কিংবদন্তিগুলো মিথ্যা, অথবা কো-অর্ডিনেটসগুলো ভুল।' বলল ব্লিস।

'সত্যি কথা। যাই হোক কম্পিউটার যেহেতু বিশ হাজার বছরের অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছে এখন বর্তমান সময়ের কো-অর্ডিনেটস কি হতে পারে সেটা হিসাব করবে। মানচিত্রের কো-অর্ডিনেটসগুলো সংশোধন করে নিয়ে আসল গ্যালাক্সির দিকে নজর দেব।'

'কিন্তু তুমি নিষিদ্ধ গ্রহগুলোর গড় বেগ অনুমান করেছ। যদি গড় বেগ না হয়? তা হলে আর সংশোধন হবে না।'

'আরো সত্যি কথা। তবে সংশোধন একেবারে না করার চেয়ে আমার মনে হয় গড় বেগের ভিত্তিতে সংশোধন আমাদের প্রকৃত অবস্থানের কাছে নিয়ে যাবে।'

'তুমি আশাবাদী!' সন্দেহের গলায় বলল ব্লিস।

'ঠিক, আমি আশাবাদী। –এবার আসল গ্যালাক্সি দেখা যাক।'

দুই দর্শক উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখছে, আর নিজের অস্থিরতা কমানোর জন্য মৃদু স্বরে কথা শুরু করল ট্র্যাভিজ।

'বাস্তব গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ একটু কঠিন। মানচিত্র দেখার সময় দৃষ্টিপথে কোনো বাধা থাকলে সেটা অপসারণ সম্ভব, বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা সম্ভব। কিন্তু বাস্তব গ্যালাক্সি বিভিন্ন কোণ থেকে দেখতে হলে আমাকেই অবস্থান পাল্টাতে হবে।'

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল স্ক্রিনে। ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্র পাউডারের মতো এখানে সেখানে ছিটিয়ে আছে।

'মিলকিওয়ের বিশাল অংশের প্রতিচ্ছবি।' ট্র্যাভিজ বলল। 'যেহেতু কো-অর্ডিনেটসগুলো কমপরেলনের কাছাকাছি, তাই আমাকে সেই অংশের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে।'

কম্পিউটারকে নির্দেশ দিতেই দৃশ্যের পরিবর্তন শুরু হলো। প্রসারিত হলো স্টার ফিল্ড। হাজার হাজার নক্ষত্র বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে যেতে লাগল স্ক্রিনের চার কোণা দিয়ে। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ প্রায় অসম্ভব। নিজের অজান্তেই তিন জন সম্মুখ গতির ধাক্কা সামলানোর জন্য শক্ত হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বসল।

পুরোনো দৃশ্য ফিরে এল আবার মানচিত্রে, যত অন্ধকার মনে হয়েছিল তত অন্ধকার নয়, বরং আধা ডজন নক্ষত্রের প্রতিচ্ছবি প্রায় আসল নক্ষত্রের মতোই জ্বল জ্বল করছে। কেন্দ্রের কাছাকাছি নতুন একটা নক্ষত্র অন্যগুলোর তুলনায় বেশি উজ্জ্বল।

'এটা,' ভয় পাওয়া গলায় ফিসফিস করল পেলোরেট।

'হতে পারে' বলল ট্র্যাভিজ। তারপর বর্ণালী বিশ্লেষণে মনযোগ দিল। দীর্ঘসময় নীরবতার পর বলল, 'স্পেকট্রাল শ্রেণীর জি-৪ নক্ষত্র, সে কারণে টার্মিনাসের সূর্যের তুলনায় অনেক ছোট এবং অনুজ্জ্বল, কিন্তু কমপরেলনের সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। জি-ক্লাস কোনো নক্ষত্রই কম্পিউটারের গ্যালাকটিক ম্যাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু যেহেতু এটা বাদ পড়েছে, নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে নিষিদ্ধ গ্রহ এই সূর্যের সৌরজগতে রয়েছে।'

'এমনও তো হতে পারে এই নক্ষত্র প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলোর মাঝে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ নেই।' ব্লিস বলল।

'হতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য দুটো নিষিদ্ধ গ্রহ খুঁজে বের করব।'

'সেগুলোও যদি ফলস্ এলার্ম হয়?'

'তখন অন্য কিছু চেষ্টা করা যাবে।'

'যেমন?'

'যদি জানতাম,' হাসিমুখে বলল, ট্র্যাভিজ

www.boiRboi.blogspot.com

তৃতীয় পর্ব

অরোরা

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

৮. নিষিদ্ধ গ্রহ

'আমি এখানে থাকলে সমস্যা হবে, গোলান?'

'মোটেই না, জেনভ?'

'যদি কিছু জিজ্ঞেস করি?'

'বল।'

'কী করছ তুমি?'

ভিউস্ক্রিন থেকে চোখ তুলল ট্র্যাভিজ। 'যে নক্ষত্রগুলো নিষিদ্ধ গ্রহের কাছাকাছি মনে হচ্ছে সেগুলোর দূরত্ব মাপার চেষ্টা করছি। জানতে হবে ওগুলো প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কাছাকাছি আছে। ওগুলোর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র জানার জন্য ভর এবং দূরত্ব জানাটা জরুরি। তা নইলে নিরাপদে জাম্প করা যাবে না।'

'কীভাবে করবে?'

'বেশ, এই তিন নক্ষত্রের কো-অর্ডিনেটস কম্পিউটারের মেমোরি ব্যাংকে আছে, সেগুলো কমপরেলিয়ান সিস্টেমে রূপান্তর করা যাবে। তারপর কমপরেলিয়ান সূর্যের ভিত্তিতে ফার স্টারের প্রকৃত অবস্থান বের করলেই ওগুলোর দূরত্ব জানতে পারব। স্ক্রিনে রেড ডোয়ার্ফগুলো অনেক কাছে মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনোটা অনেক দূরেও হতে পারে। আমাদের দরকার ত্রি-মাত্রিক অবস্থান।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট, 'আর তোমার কাছে নিষিদ্ধ গ্রহের কো-অর্ডিনেটসগুলো তো আছেই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট নয়। অন্য নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব আমার দরকার। শতকরা এক ভাগ এদিক সেদিক হলে ক্ষতি নেই। কারণ ওগুলোর মাধ্যাকর্ষণ ঘনত্ব অনেক কম। কিন্তু নিষিদ্ধ গ্রহ যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তার মাধ্যাকর্ষণ ঘনত্ব অনেক অনেক বেশি, আর তাই সেটার দূরত্ব আমাকে জানতে হবে অন্তত এক হাজার গুণ নিখুঁতভাবে। শুধু কো-অর্ডিনেটস দিয়ে কাজ হবে না।'

'কী করবে, তা হলে?'

'কাছাকাছি আরো তিনটা নক্ষত্র আছে, দেখেছ? এত বেশি অনুজ্জ্বল যে দেখার জন্য অনেক বেশি ম্যাগনিফিকেশন করতে হয়েছে। ঐ তিনটা নক্ষত্র থেকে নিষিদ্ধ গ্রহ বা তার নক্ষত্র–কত দূরে, আমি প্রথমে সেটা হিসাব করব। ধরে নেওয়া যায় ঐ নক্ষত্রগুলো। প্রকৃতপক্ষেই অনেক দূরে। তারপর তিনটা নক্ষত্রের একটাকে স্ক্রিনের

ঠিক মাঝখানে রেখে নিষিদ্ধ গ্রহের লাইন অফ ভিশন বরাবর সোজা দশ পারসেক এর মতো জাম্প করব। ওগুলোর মাঝখানের দূরত্ব না জেনেইম নিরাপদেই কাজটা করা যাবে।

'স্ক্রিনের মাঝখানে যে নক্ষত্র থাকবে জাম্পের পরেও সেটার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হবে না। যদি তিন নক্ষত্রের মাঝখানের দূরত্ব আসলেই বেশি হয় তা হলে বাকি দুটো অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের অবস্থানেরও চোখে পরার মতো কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু নিষিদ্ধ গ্রহ সমান্তরালভাবে অবস্থান পাল্টাবে। কী হারে অবস্থান পরিবর্তন করে সেটা দেখেই আমি প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করতে পারব। দ্বিগুণ নিশ্চয়তার জন্য বাকি দুটো নক্ষত্র নিয়েও হিসাব করে দেখতে পারি।'

কিন্তু সমান্তরালভাবে নিষিদ্ধ গ্রহের অবস্থান পাল্টাবে। তখনই আমি দূরত্ব বুঝতে পারব। নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাকি দুটো নক্ষত্রকে কেন্দ্র করেও হিসাব করতে পারি।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ না। ভারী কাজগুলো করবে কম্পিউটার। সময় লাগবে আসলে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছি কিনা এবং প্রাপ্ত ফলাফল সঠিক কিনা সেটা নিশ্চিত করতে। নিজের উপর এবং কম্পিউটারের উপর যাদের অতিরিক্ত বিশ্বাস আছে তাদের মতো হলে অল্প কয়েক মিনিটেই হয়ে যেত।'

'বিস্ময়কর। ভেবে দেখ কম্পিউটার আমাদের জন্য কত কিছু করছে।'

'আমি সবসময়ই ভাবি।'

'এটা না থাকলে তুমি কী করতে?'

'গ্র্যাভিটিকশিপ না থাকলে কী করতাম? মহাকাশ ভ্রমণের প্রশিক্ষণ না থাকলে কী করতাম? কী করতাম বিশ হাজার বছরের হাইপারস্পেসাল প্রযুক্তি না থাকলে? আসল কথা হচ্ছে আমি নিজে এখানে—এই মুহূর্তে। আরো বিশ হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ কল্পনা করো। প্রযুক্তি কল্পনা করো। প্রযুক্তি উন্নত হতে হতে কোন পর্যায়ে পৌঁছবে? নাকি তখন মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না?'

'প্রায় সেরকমই। প্রায় কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। গ্যালাক্সিয়া তৈরি না হলেও পথ প্রদর্শনের জন্য সাইকোহিস্টোরি থাকবে।'

কম্পিউটার ছেড়ে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল ট্র্যাভিজ। 'দূরত্ব বের করে যতবার খুশি পরীক্ষা করে দেখুক। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

তারপর আড়চোখে পেলোরেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাইকোহিস্টোরি! ফাউণ্ডেশন এর কুসংস্কার ছাড়া আর কী বলা যায় এটাকে। যুক্তি প্রমাণহীন অন্ধবিশ্বাস। তোমার কী ধারণা জেনভ? এ বিষয়ে তুমি বিশেষজ্ঞ।'

'প্রমাণ নেই একথা বলছ কেন, গোলান? টাইম ভল্টে হ্যারি সেলডনের প্রতিকৃতি এক ডজনেরও বেশি বার এসেছে, যা ঘটেছে তার সঠিক বর্ণনা দিয়েছে। বেঁচে থাকতে কী ঘটবে সেটা জানতেন না। তার মানে সাইকোহিস্টোরিক্যালি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।'

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'বেশ আকর্ষণীয়। মিউলের ব্যাপারে ভুল করেছিলেন, তারপরেও আকর্ষণীয়। কোনো জাদুর মতো মনে হয়। জাদুকররা অনেক কৌশল দেখাতে পারে।'

'কোনো জাদুকরই ভবিষ্যৎ পাঁচ শতাব্দীতে কী ঘটবে, সেটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে না।'

'জাদুকররা তোমাকে যা বিশ্বাস করাবে তার কিছুই করতে পারে না।'

'গোলান, এমন কোনো কৌশল আমার জানা নেই যার সাহায্যে পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীর ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।'

'এমন কৌশলও নিশ্চয়ই দেখোনি যার সাহায্যে জাদুকর কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহে লুকোনো কোনো মেসেজ পড়ে শোনাচ্ছে। আমি একবার ঠিক এরকমই জাদুর খেলা দেখেছিলাম। তোমার কখনো মনে হয়নি টাইম ভল্ট, এবং হ্যারি সেলডনের প্রতিকৃতি সরকারের কৌশল?'

মনে হল পেলোরেটের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, 'না মনে হয়নি। সরকার এধরনের কিছু করলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত।'

'আমি নিশ্চিত নই। আসল কথা হচ্ছে সাইকোহিস্টোরি কীভাবে কাজ করে আমরা জানি না।'

'এই কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে আমি জানি না, কিন্তু জানি কাজ করে।'

'কারণ এটা কীভাবে কাজ করে সেটা অন্য কেউ জানে। যদি কেউ না জানত তখন কি হতো? নষ্ট হয়ে গেলে বা কাজ করা বন্ধ করে দিলে আমাদের কিছুই করার থাকত না। এবং যদি সাইকোহিস্টোরি হঠাৎ কাজ করা বন্ধ করে দেয়—'

'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন জানে সাইকোহিস্টোরি কীভাবে কাজ করে।'

'তুমি জানলে কীভাবে?'

'সবাই বলে।'

'অনেক কিছুই বলা যায়। —আহ্, নিষিদ্ধ গ্রহের দূরত্ব পাওয়া গেছে, আশা করি নির্ভুল।'

ফলাফল দেখতে লাগল ট্র্যাভিজ, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে, হিসাব করছে মনে মনে। চোখ না তুলেই একবার জিজ্ঞেস করল, 'ব্লিস কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।' বলল পেলোরেট। 'ওর ঘুম প্রয়োজন, ওল্ড চ্যাপ। হাইপারস্পেস দূরত্বে গায়ার সাথে যুক্ত থাকতে অনেক শক্তি ক্ষয় হয়।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল ট্র্যাভিজ, কম্পিউটারকে নতুন নির্দেশ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। কাজ শেষ করে বলল, 'আমি সিরিয়াস, জেনভ। সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে কি জানো তুমি?'

'কিছুই না। আমি একজন ইতিহাসবিদ। সাইকোহিস্টোরিয়ানের জগৎ থেকে আমার জগৎ আলাদা। অবশ্য মৌলিক অনুসিদ্ধান্ত দুটো জানি, সেটা সবাই জানে।'

'এমনকি আমিও জানি। প্রথম অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, জনগোষ্ঠী হতে হবে বিশাল, কিন্তু কতখানি বিশাল হলে সেটা পর্যাপ্ত হবে।'

'গ্যালাক্সির বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক দশ কোয়াড্রিলিয়নের উপরে। অবশ্যই এটা পর্যাপ্ত।'

'কীভাবে জানো?'

'কারণ, তুমি যতই যুক্তি দেখাও, গোলান, সাইকোহিস্টোরি ঠিক মতোই কাজ করছে।'

'এবং দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, সাইকোহিস্টোরির কথা মানুষ জানবে না, অথচ তারা জানে।'

'শুধু এর অস্তিত্বের কথা, ওল্ড চ্যাপ। দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে সাইকোহিস্টোরির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মানুষকে জানানো যাবে না, এবং মানুষ সেটা জানেও না।'

'আর শুধু এ দুটোর উপর ভিত্তি করেই সাইকোহিস্টোরি গড়ে উঠেছে। বিশ্বাস করা কঠিন।'

'শুধু এ দুটোই নয়,উন্নত গণিত আর বিস্তারিত পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে হ্যারী সেলডন গ্যাসের কাইনেটিক থিওরি অনুযায়ী সাইকোহিস্টোরি তৈরি করেছেন। গ্যাসীয় পদার্থের অণুপরমাণুগুলো এত দ্রুত চলাচল করে যে পরিসংখ্যান ছাড়া সেগুলোর বেগ এবং অবস্থান বলা যাবে না। ঠিক সেভাবেই হ্যারি সেলডন মানব সমাজের আচরণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন, যদিও এই সমাধান একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

'হয়তো, কিন্তু মানুষ তো পরমাণু না।'

'ঠিক। মানুষের সচেতনতা আছে, তার আচরণ অনেক বেশি জটিল। সেলডন কীভাবে সামলেছেন আমি জানি না, কিন্তু তিনি সামলেছেন।'

'আর পুরো ব্যাপারটিই মানুষের সাথে সম্পর্কিত। মনে হয় বালির বাঁধের উপর ভিত্তি করে বিশাল গাণিতিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। অনুমিতিগুলো পূর্ণ না হলে সবশেষ।'

'কিন্তু সেলডন প্ল্যান শেষ হয়নি...'

'অথবা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে শেষ হয়ে যাবে। অথবা, যদি তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত থাকে?'

'কী রকম তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'আমি জানি না সেটা সম্ভবত অনেক বেশি যৌক্তিক। হয়তো তৃতীয় অনুমিতি এতো বেশি স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষ যে সবাই স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। মুখে বলা বা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। যাইহোক আমরা নিষিদ্ধ গ্রহের সৌরজগতের সীমানায় পৌঁছে গেছি।'

স্ক্রিনে মাত্র একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে–ঠিক মাঝখানে। এতই উজ্জ্বল যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলো ফিল্টার হয়ে গেলো।

www.boiRboi.blogspot.com

ফার স্টারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার সুযোগ-সুবিধা খুব সীমিত। রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিজ এর উপর কম চাপ ফেলার জন্য একান্ত বাধ্য না হলে পানি ব্যবহার করা হয় না। ট্র্যাভিজ ঘন ঘন ব্লিস এবং পেলোরেটকে একথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

তারপরেও সবসময় একটা তরতাজা ভাব বজায় রাখে ব্লিস। তার চুল কাচের মতো স্বচ্ছ, আঙুলের নোখে সবসময় আলোর ঝলকানি।

পাইলটরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'তোমরা এখানে!'

চোখ তুলে বলল ট্র্যাভিজ, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। জাহাজের বাইরে যেহেতু যাইনি, আমাদের খুঁজে বের করতে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড লাগবে। সেজন্য মেন্টালি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই।'

'ধরে নিচ্ছি এটা কোনো ধরনের সম্ভাষন,' ব্লিস বলল, 'আমরা কোথায়? –পাইলট রুমে একথা বলার প্রয়োজন নেই।'

'ব্লিস ডিয়ার,' বলল পেলোরেট, 'আমরা তিনটা নিষিদ্ধ গ্রহের একটা গ্রহের প্ল্যানেটরি সিস্টেমের বহির্সীমানায় পৌঁছেছি।'

পেলোরেটের কাঁধে হাত রাখল ব্লিস, আর পেলোরেট ব্লিসের কোমর জড়িয়ে ধরল।

'খুব বেশি অভিশপ্ত নয় নিশ্চয়। কোনো কিছুই আমাদের থামাতে পারবে না।'

ট্র্যাভিজ বলল, 'দ্বিতীয় পর্যায়ের বসতি স্থাপনকারী বা সেটলাররা এই স্পেসার-বা প্রথম পর্যায়ের বসতি স্থাপনকারীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার নিয়ম তৈরি করেছে। আমরা সেই নিয়ম না মানলে কোনো সমস্যা নেই।'

'স্পেসাররা যদি বেঁচে থাকে, তারাও নিশ্চয়ই সেটলারদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা নিয়ম না মানলেও ওরা মানতে পারে।'

'ঠিক,' ট্র্যাভিজ বলল, 'যদি আজো বেঁচে থাকে। কিন্তু আমরা জানি না আজো কোনো গ্রহে স্পেসাররা বেঁচে আছে কিনা। যত দূর দেখছি সবগুলো গ্যাস জায়ান্ট। দুটো, এবং বেশ ছোট।'

'কিন্তু তার মানে এই না যে স্পেসারদের গ্রহের কোনো অস্তিত্ব নেই। যে-কোনো বাসযোগ্য গ্রহ সূর্যের আরো কাছে হবে এবং অনেক ছোট হবে। এত দূর থেকে কোনো চিহ্ন ধরা পড়বে না। মাইক্রো জাম্প দিয়ে আমাদেরকে আরো ভেতরে যেতে হবে।' বুড়ো স্পেস ট্র্যাভেলারদের মতো কথাগুলো বলে বেশ গর্ব হলো পেলোরেটের।

'তা হলে আমরা যাচ্ছি না কেন?' ব্লিস বলল।

'এখনই না। সতর্ক হয়ে ধাপে ধাপে এগোব। গায়াতে যেমন ফাঁদে পড়েছিলাম, সেরকম আর ফাঁদে পড়তে চাই না।'

'ওরকম ফাঁদে প্রতিদিনই পড়তে পারি আমরা। আর গায়াতে আমি ব্লিসকে পেয়েছি।'

হাসল ট্র্যাভিজ। 'তুমি কি প্রতিদিনই একজন নতুন ব্লিস পাওয়ার আশা কর?'

আহত হলো পেলোরেট, বিরক্ত সুরে ব্লিস বলল, 'আরো দ্রুত এগোতে পারো। যতক্ষণ আমি আছি, তুমি কোনো ফাঁদে পড়বে না।'

'নিজের শক্তি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তো, ব্লিস। এত দূর থেকে গায়ার মূল অংশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে সেটা পূরণ করার জন্য তোমাকে প্রচুর বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। উৎস থেকে দূরে সড়ে আসার পর তোমার সীমিত ক্ষমতার উপর আমি কীভাবে ভরসা করি।'

রেগে উঠল ব্লিস, 'এই সামান্য যোগাযোগে যে শক্তি পাই সেটা যথেষ্ট।'

'রাগ করো না। শুধু জিজ্ঞেস করছি। –বুঝতে পারছ না এটা গায়ার একটা অসুবিধা? আমি গায়া নই। সম্পূর্ণ স্বাধীন ইণ্ডিভিজুয়াল একজন ব্যক্তি। অর্থাৎ নিজের গ্রহ এবং লোকজনদের ছেড়ে আমি যতদূর খুশি চলে যেতে পারি। আমার শক্তি সামর্থ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি গোলান ট্র্যাভিজই থাকব। মহাকাশে যদি একা থাকি, যদি কোনো নক্ষত্র দেখার ক্ষমতা আমার না থাকে, নিজের মানুষদের কাছ থেকে যদি কোনো সাহায্য না আনতে পারি, তবুও আমি গোলান ট্র্যাভিজই থাকব। যদি মৃত্যু হয়, গোলান ট্র্যাভিজ হিসেবে মৃত্যু হবে।'

'মহাকাশে একা এবং সবার কাছ থেকে দূরে থাকলে তুমি অন্যদের বুদ্ধি এবং শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে না। একটা সমাজের অংশ হয়েও তুমি মর্মান্তিক ভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুমি নিঃশেষ হবে অন্যভাবে। আমার সমাজের সাথে যে বন্ধন, গায়ার সাথে তোমার ভিন্ন রকম বন্ধন। আর হাইপারস্পেস দূরত্বে সেই বন্ধন রক্ষা করার জন্য প্রচুর শক্তি ক্ষয় করতে হচ্ছে। সে কারণেই নিজেকে তোমার আমার চেয়ে বেশী নিঃশেষ মনে হবে।'

ব্লিস এর তরুণ মুখে কাঠিন্য, হঠাৎ করে তাকে মনে হল বয়সহীন, ব্লিস নয় গায়া, 'তোমার সব কথা ঠিক হলেও গোলান ট্র্যাভিজ, যে সুবিধা পাবে তার জন্য কোনো মূল্য দেবে না? ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী যেমন মাছ না হয়ে তোমার মতো উষ্ণ রক্তের প্রাণী হওয়া ভালো নয় কি?'

'কচ্ছপ ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী।' পেলোরেট বলল। 'অন্যান্য গ্রহে আছে, টার্মিনাসে নেই। শরীরে শক্ত আবরণ আছে, চলাফেরায় ধীরস্থির। কিন্তু দীর্ঘজীবী।'

'বেশ, কচ্ছপ না হয়ে মানুষ হলে উষ্ণ রক্তের জন্য মূল্য দিতে হবে, তোমার চারপাশে উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য শক্তির অপব্যয় করতে হয়। শরীরের শক্তি পূরণ করার জন্য ঘন ঘন খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। এখন তুমি কচ্ছপ হবে, ধীরস্থির কিন্তু দীর্ঘজীবী? নাকি দ্রুত চলনশীল, দ্রুত অনুভূতিপ্রবণ এবং দ্রুত চিন্তাশীল কোনো সত্তার জন্য মূল্য দেবে?'

'এটা কি সঠিক বিশ্লেষণ হলো, ব্লিস?'

'না ট্র্যাভিজ, গায়ার পরিস্থিতি আরো উন্নত। যখন একসাথে থাকি তখন অপ্রয়োজনে শক্তি ব্যয় করি না। শুধুমাত্র যখন গায়ার কোনো অংশ হাইপার স্পেস দূরত্বে থাকে তখনই শক্তি ব্যয়ের প্রশ্ন উঠে। তা ছাড়া তুমি বৃহৎ গায়ার পক্ষে ভোট

www.boiRboi.blogspot.com

দাওনি, সিদ্ধান্ত নিয়েছ গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে, গ্রহগুলোর আরো জটিল বন্ধন। গ্যালাক্সির যে-কোনো স্থানে তুমি গ্যালাক্সিয়ার অংশ। তখন সমগ্রকের সাথে যুক্ত থাকার জন্য বেশি শক্তি ব্যয় করতে হবে না। কোনো অংশই অন্য অংশের থেকে বেশি দূরে যেতে পারবে না। সবই তোমার সিদ্ধান্ত, ট্র্যাভিজ। নিজের নির্বাচন নিয়ে এত সন্দেহ হচ্ছে কেন?'

চিন্তার ভারে নুয়ে পড়ল ট্র্যাভিজের মাথা। অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বলল, 'আমার এই সিদ্ধান্ত সম্ভবত মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। শুধু ভালো শোনালেই চলবে না, আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা আসলেই ভালো।'

'আমি যা বলেছি তার বেশি আর কি প্রয়োজন তোমার?'

'জানি না। কিন্তু পৃথিবী খুঁজে বের করবই।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী গলা।

'গোলান, নক্ষত্রকে এখন চাকতির মতো দেখাচ্ছে।' বলল পেলোরেট।

কম্পিউটার নিজের কাজ করে চলেছে, চারপাশে যে আলোচনার ঝড় কোনো মাথা ব্যথা নেই সেটা নিয়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে নক্ষত্রের দিকে। এরই মধ্যে পার হয়ে এসেছে ট্র্যাভিজের নির্ধারণ করে দেওয়া দূরত্ব।

প্ল্যানেটরি প্লেন ধরে ভালোভাবেই এগোচ্ছে। কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেতরের গ্রহের সবগুলোকে ফুটিয়ে তুলল।

সবচেয়ে ভেতরের গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তরল পানীয় তাপমাত্রা বিকিরণ হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন রয়েছে। কক্ষপথের হিসাব জানার জন্য অপেক্ষা করছে ট্র্যাভিজ। প্রাথমিক খসড়া হিসাব সঠিক বলে মনে হলো। শান্ত স্বরে বলল, 'এই গ্রহ বেশ ভালো রকম বাসযোগ্য।'

'আহ,' বিষণ্ণ মুখে যতটুকু সম্ভব খুশির আমেজ ফুটিয়ে তুলে বলল পেলোরেট।

'অবশ্য কোনো উপগ্রহ নেই। কাজেই এটা পৃথিবী নয়।'

'ওটা নিয়ে চিন্তা করো না, গোলান। যখনই দেখেছি ঐ গ্যাস জায়ান্টগুলোর কোনো বলয় নেই তখনই বুঝেছি পৃথিবী পাইনি এখনও।'

'বেশ ভালো কথা। এখন দেখতে হবে ওখানে কী ধরনের জীবন আছে। অক্সিজেন যেহেতু আছে উদ্ভিদ থাকবে অবশ্যই। কিন্তু–'

'এবং পশুজাতীয় প্রাণী।' ব্লিস বলল।

ঝট করে ঘুরল ট্র্যাভিজ, 'কী?'

'আমার অনুভূতিতে ধরা পড়েছে। হালকাভাবে, দূরত্বের জন্য। কিন্তু এই গ্রহ নিঃসন্দেহে শুধু বাসযোগ্যই নয়, অবশ্যই বসতি করা হয়েছে।'

ফার স্টার রয়েছে নিষিদ্ধ গ্রহের মেরু কক্ষপথে, এত দূরে রয়েছে যে প্রদক্ষিণ সময় লাগবে ছয় দিনের কিছু বেশি। কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো তাড়া নেই ট্র্যাভিজের।

'যেহেতু এই গ্রহ বাসযোগ্য', ব্যাখ্যা করল সে, 'এবং ড্যানিডার মতে একসময় এখানে কারিগরিতে যথেষ্ট অগ্রসর মানুষ–তথাকথিত স্পেসার–বাস করত, তারা

এখনও উন্নত হতে পারে। হয়তো আমাদের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই। আমি চাই ওরাই আগে চেহারা দেখায়। যেন অবতরণ করার আগে কিছু জেনে নিতে পারি।'

'ওরা হয়তো জানে না আমরা এসেছি।'

'সেটা অসম্ভব। আমার ধারণা ওরা যোগাযোগের চেষ্টা করবে। এমনকি বেরিয়ে এসে আমাদের ধরার চেষ্টা করতে পারে।'

'কিন্তু ওরা যদি অনেক উন্নত হয় আর আমাদের পেছনে লাগে, তা হলে আমরা অসহায়ের–'

'বিশ্বাস করি না। এমন কোনো যুক্তিই নেই যে কারিগরি অগ্রগতি সবসময় একদিকে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারা আমাদের পিছনে থাকতে বাধ্য। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আন্তগ্রহ যোগাযোগে স্পেসাররা অনেক পিছনে পড়ে আছে। ওরা নয় আমরাই গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপন করেছি। নিজেদের গ্রহ ছেড়ে স্পেসাররা কখনো বেড়িয়েছে এমন কোনো নিদর্শন এম্পায়ারের ইতিহাসে নেই। আর যদি মহাকাশ ভ্রমণের প্রযুক্তি না থাকে তা হলে মহাকাশ বিদ্যায় কীভাবে অগ্রসর হবে। গ্র্যাভিটিক শিপের মতো কোনোকিছু ওদের নেই। আমরা হয়তো নিরস্ত্র, কিন্তু কোনো যুদ্ধযান নিয়ে এগিয়ে এলে আমাদের ধরতে পারবে না, অসহায়ের মতো ধরা পড়বো না।'

'ওরা হয়তো মেন্টালিক্স এ অগ্রসর। হয়তো মিউল ছিল একজন স্পেসার–'

স্পষ্ট বিরক্ত হলো ট্র্যাভিজ। 'মিউল সবকিছু হতে পারে না, গায়ানরা তাকে নিজেদের গোষ্ঠীর বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেছে। তাকে একজন মিউট্যান্ট হিসেবেও ধরা হয়।'

'আরেকটা বিষয় বিবেচনা করা যায়–যদিও গুরুত্বহীন–মিউল একটা কৃত্রিম যন্ত্র বা রোবট।'

'যদি মেন্টালি বিপজ্জনক কোনো কিছুর সামনে পড়ি আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে ব্লিস এর উপর। ভালো কথা, সে কি ঘুমাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু যখন বেরিয়ে আসি তখন তাকিয়েছিল।'

'তাকিয়েছিল, তাই? বেশ, কিছু ঘটলে দ্রুত জাগাতে হবে। এদিকে তুমি লক্ষ্য রাখবে জেনভ।'

'রাখব, গোলান,' শান্ত গলায় বলল পেলোরেট।

কম্পিউটারের উপর মনযোগ ফিরিয়ে আনল ট্র্যাভিজ। 'আমাকে ভাবাচ্ছে এস্ট্রি স্টেশনগুলো। সাধারণত এগুলো মানুষ বাসের এবং উন্নত প্রযুক্তির নিদর্শন। কিন্তু এগুলো–'

'কোনো সমস্যা?'

'অনেক। প্রথমত এগুলো বেশ প্রাচীন, মনে হয় হাজার বছরের পুরোনো। দ্বিতীয়ত থারমাল রেডিয়েশন ছাড়া আর কোনো ধরনের রেডিয়েশনের চিহ্ন নেই।'

'থারমাল কী?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সাধারণত কোনো বস্তু যদি আশপাশের অন্যান্য বস্তু থেকে বেশি উত্তপ্ত হয় তা হলে থারমাল রেডিয়েশন ছড়ায়। এস্ট্রি স্টেশনগুলোতে মানুষ থাকলে অন্য ধরনের রেডিয়েশন পাওয়া যেত। যেহেতু নেই ধরে নেওয়া যায় যে সম্ভবত কয়েক হাজার বছর ওগুলোতে মানুষের পা পড়েনি। অথবা যদি মানুষ থাকে, তারা এত বেশি উন্নত যে রেডিয়েশন গোপন রাখতে পারে।'

'সম্ভবত এই গ্রহের সভ্যতা অনেক উন্নত, কিন্তু এস্ট্রি স্টেশনগুলো খালি, কারণ এতো দীর্ঘ সময় আমরা ওদেরকে একা ফেলে রেখেছি যে আমাদের আগমন নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছে।'

'হয় তো। –অথবা কোনো ধরনের প্রলোভন।'

আড়চোখে ব্লিসের আগমন দেখতে পেয়ে ট্র্যাভিজ বলল হাসিমুখে, হ্যাঁ, আমরা পৌছে গেছি।'

'তাই তো দেখছি,' বলল ব্লিস। 'এটা বুঝতে পারছি কক্ষপথের পরিবর্তন হয়নি।'

দ্বিধান্বিত স্বরে পেলোরেট বলল, 'ট্র্যাভিজ একটু সাবধানতা অবলম্বন করছে। এস্ট্রি স্টেশনগুলো খালি, বুঝতে পারছি না কেন?'

'ওটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।' একই সুরে বলল ব্লিস। 'এই গ্রহে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই।'

অবাক হয়ে তাকালো ট্র্যাভিজ, 'কী বলছ? তুমি বলেছিলে–'

'আমি বলেছিলাম, গ্রহে পশুশ্রেণীর প্রাণের অস্তিত্ব আছে। গ্যালাক্সির কোথায় শিখেছ পশুশ্রেণীর প্রাণ বলতে মানুষকে বোঝাবে।'

'তখন বলোনি কেন?'

'দূরত্বের কারণে। অত দূর থেকে শুধু পশুশ্রেণীর মস্তিষ্কের নিউরাল প্রবাহ ধরতে পেরেছি, কিন্তু মানুষ না প্রজাপতি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিল না।'

'এখন?'

'এখন অনেক কাছে চলে এসেছি। আসলে আমি ঘুমাইনি। অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু আমি আসলে জটিল মেন্টালিটি শোনার চেষ্টা করছিলাম, যা দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্ব বোঝা যাবে।'

'কিন্তু নেই।'

'আমার ধারণা,' সতর্কতার সাথে বলল ব্লিস, 'এই দূরত্ব থেকে যেহেতু কিছু ধরতে পারছি না, তা হলে কয়েক হাজারের বেশি মানুষ নেই। আরো কাছে গেলে পরিষ্কার বোঝা যাবে।'

'বেশ, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।' দ্বিধান্বিত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ।

ব্লিস কিছুটা বিরক্ত। 'আমারও তাই মনে হয়। আর এই রেডিয়েশন বা আরো কী সব বিশ্লেষণ করছ সেগুলো বাদ দাও। আমার গায়ান অনুভূতি কাজগুলো আরো দক্ষ এবং নিখুঁতভাবে করতে পারবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আইসোলেট মানুষ না হয়ে গায়ান হওয়া অনেক ভালো।'

জবাব দেওয়ার আগে সময় নিল ট্র্যাভিজ, কারণ প্রচণ্ড রাগ দমন করার জন্য কঠিন চেষ্টা করতে হচ্ছে তাকে। যখন কথা বলল কণ্ঠস্বর পুরোপুরি শান্ত এবং স্বাভাবিক। 'কথাটা জানানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে-উদাহরণ দিয়ে বলি-শুধুমাত্র ঘ্রাণশক্তি বাড়ানোর জন্য নিজের মানবসত্তা বাদ দিয়ে ব্লাডহাউণ্ডে পরিণত হব না।'

নিষিদ্ধ গ্রহ এখন খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে, কারণ মেঘের স্তর পেরিয়ে এসে ভেসে বেড়াচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে উপর থেকে নিচের গ্রহটাকে মনে হলো পোকার আক্রমণের শিকার।

যেমন আশা করা গিয়েছিল পোলার রিজিওনগুলো সেরকমই বরফ আচ্ছাদিত, কিন্তু আয়তনে ছোট। পাহাড়ি অঞ্চলগুলো রুক্ষ, নিষ্ফলা, দু-একটা গ্লেসিয়ার, কিন্তু সেগুলোও আয়তনে বড় নয়। অনেক দূরে দূরে ছড়ানো ছোট কয়েকটা মরুভূমি দেখা গেল।

এসব কিছু বাদ দিলে, পুরো গ্রহটা আসলেই বেশ চমৎকার। বিশাল মহাদেশীয় অঞ্চল, কিন্তু সর্পিল, ফলে তৈরি হয়েছে সুদীর্ঘ বেলাভূমি এবং বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী সমভূমি। মৌসুমি এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয়-দুধরনের বনাঞ্চলই রয়েছে, যে বনাঞ্চলগুলোকে ঘিরে রেখেছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি।

কিন্তু একটা বৈসাদৃশ্য। সবুজের সমারোহের মাঝে কোনো কোনো স্থানের উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে উন্মুক্ত মাটি। যেন ঐ স্থানগুলোতে কোনো বিষাক্ত পোকার আক্রমণে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

'উদ্ভিদের কোন ধরনের রোগ?' অবাক হয়ে বলল পেলোরেট।

'না', ধীর গলায় জবাব দিল ব্লিস, 'তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং অনেক বেশি স্থায়ী।'

'আমি অনেক গ্রহে গিয়েছি', বলল ট্র্যাভিজ, 'কিন্তু এরকম কখনো দেখিনি।'

'আমি অল্প কয়েকটা গ্রহ দেখেছি, কিন্তু গায়ার মতে মানুষ যে গ্রহ পরিত্যাগ করে চলে গেছে সেটার অবস্থা এমনই হবে।'

'কেন?'

'চিন্তা করে দেখ', কাঠখোট্টা গলায় বলল ব্লিস। 'বাসযোগ্য গ্রহের কোনোটারই ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স নেই। হয়তো পৃথিবীতে একটা সত্যিকার ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স ছিল, কারণ সেখানেই মানুষের উদ্ভব ঘটে, নিশ্চয়ই দীর্ঘ যুগ আগেই সেখান থেকে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কারিগরি নির্ভর সমাজ গড়ে তুলে প্রকৃতিকে অনুকূলে আনার মতো অন্য কোনো দক্ষ প্রজাতি না থাকায় একটা স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য-অবশ্যই সর্বদা পরিবর্তনশীল-তৈরি হতে বাধ্য। অন্যান্য সকল বাসযোগ্য গ্রহে পরিবেশ মানুষ নিজের সুবিধা অনুযায়ী তৈরি করে নিয়েছে এবং পছন্দমতে প্ল্যান্ট ও অ্যানিমেল লাইফ বজায় রেখেছে। কিন্তু সেখানে সঠিক ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স তৈরি হয়নি, কারণ প্রজাতির সংখ্যা কম। শুধু যেগুলো মানুষের জন্য আরামদায়ক এবং যেগুলো না থাকলেই নয়-'

www.boiRboi.blogspot.com

'একটা কথা মনে পড়েছে আমার', বলল পেলোরেট, 'বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত, ব্লিস। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমার বক্তব্য এত বেশি সঙ্গতিপূর্ণ যেন না বলে পারছি না। অনেকদিন আগে একটা প্রাচীন ক্রিয়েশন মিথ পেয়েছিলাম: যেখানে বলা হয়েছে যে-কোনো একটা গ্রহে অল্প কয়েকটা প্রজাতির প্রাণের বিকাশ ঘটে, শুধুমাত্র মানুষের জন্য যেগুলো আরামদায়ক। তারপর প্রথম মানুষ খুব খারাপ কিছু একটা করে-কী করে সেটার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তার ফলে সেই গ্রহের মাটিতে অভিশাপ নেমে আসে। "তীক্ষ্ণ কন্টক আর বিষাক্ত আগাছা নেমে আসে ভূমিতে", ঠিক এই কথাগুলোই বলা হয়েছিল। যদিও যে সুপ্রাচীন গ্যালাকটিকে এটা লিখা হয়েছে সেই ভাষায় শুনলে আরো সুন্দর লাগত। আসল কথা হচ্ছে, এটা কি সত্যিই কোনো অভিশাপ? মানুষ যেগুলো চায় না বা পছন্দ করে না, যেমন কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ, আগাছা হয়তো সেগুলোও ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের জন্য প্রয়োজন।'

ব্লিস হাসল। 'সত্যিই বিস্ময়কর, পেল, তুমি কীভাবে প্রতিটা আলোচনায় প্রাচীন কিংবদন্তির যোগসাজস খুঁজে পাও, সত্যিই চমৎকার। মানুষ নতুন গ্রহে বসতি স্থাপনের সময় সেই গ্রহের পরিবেশ নিজের অনুকূলে আনার জন্য কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ বা আগাছা যাই হোক সেগুলো বাদ দেয়, তারপর সেই গ্রহটাকে নিজের চেষ্টায় সক্রিয় রাখে। এটা গায়ার মতো কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্গানিজম নয়। বরং বিভিন্ন ধরনের আইসোলেটে প্রজাতির সংগ্রহ, যে সংগ্রহ সঠিক ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। যদি মানবসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরিবেশ রক্ষার জন্য কেউ না থাকে তখন গ্রহের লাইফ প্যাটার্ন ভেঙে পড়ে। গ্রহ নিজেই নিজেকে ডিজেনারেট করতে থাকে।'

সংশয়ের সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'সেরকম কিছু ঘটলেও সেটা নিশ্চয়ই খুব দ্রুত ঘটে না, হয়তো বিশ হাজার বছর এই গ্রহে কোনো মানুষ বাস করে না, কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলই বেশ ভালো অবস্থায় আছে।'

'সেটা প্রথমত নির্ভর করে,' বলল ব্লিস, 'ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স কতখানি নিখুঁত ছিল। যদি শুরুতেই একটা ভালো ভারসাম্য থাকে তা হলে মানুষ ছাড়াই সেটা অনেকদিন টিকবে। মানুষের জন্য বিশ হাজার বছর হয়তো অনেক সময়, কিন্তু একটা গ্রহের জন্য সেটা মাত্র এক রাতের ব্যাপার।'

'আমার ধারণা', গ্রহের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে পেলোরেট বলল, 'যেহেতু এই গ্রহের ভারসাম্য ভেঙে পড়ছে, কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে মানুষ নেই।'

ব্লিস বলল, 'মানুষের সমপর্যায়ের কোনো মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি ধরা পড়েনি আমার কাছে। শুধু নিচু শ্রেণীর মেন্টালিটির কলগুঞ্জন। সম্ভবত পাখি এবং কিছু স্তণ্যপায়ী প্রাণী। কিন্তু তারপরেও এই ভারসাম্যহীনতা থেকে নিশ্চিত বলা যাবে না যে এখানে মানুষ নেই। কারণ মানুষ থাকার পরেও এধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই এধরনের সমাজ খুব দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়। আমার মনে হয় না যে উপাদানগুলো তাদের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য সেগুলোর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা মানুষ বুঝতে পারবে না।'

'পেল, তোমার মতো মানুষের উপর আমার এতখানি বিশ্বাস নেই। এটা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয় যে, শুধুমাত্র আইসোলেটদের নিয়ে তৈরি করা সমাজে আঞ্চলিক এমনকি ব্যক্তিস্বার্থ পর্যন্ত প্ল্যানেটারি স্বার্থের উর্ধ্বে থাকে।'

'মোটেই স্বাভাবিক নয়', বলল ট্র্যাভিজ। 'আইসোলেটদের নিয়েই লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ে উঠেছে। সেগুলোর কোনোটাই এধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েনি। কাজেই তোমার ভয় অমূলক, ব্লিস।'

দিনের অংশ ত্যাগ করে মহাকাশযান প্রবেশ করল রাতের অংশে। প্রথমে মনে হল দিন শেষে সন্ধ্যা নামছে। তারপরেই চট্ করে বিকর্ষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল সবকিছু। আকাশে কয়েকটা তারা মিট্ মিট্ করছে।

বায়ুমণ্ডল এবং মাধ্যাকর্ষণের ঘনত্ব হিসাব করে মহাকাশযান যথার্থ উচ্চতা বজায় রেখেছে, যেন কোনো পাহাড়চূড়ার সাথে সংঘর্ষ না ঘটে। যদিও ভূ-তাত্ত্বিকভাবে নতুন কোনো পাহাড়শ্রেণী তৈরির পর্যায় এই গ্রহ পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই। কিন্তু কম্পিউটার ধরে নিয়েছে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

মখমলের মতো কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতস্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'প্রাণহীন গ্রহের সবচেয়ে উপযুক্ত প্রমাণ হল তার রাতের অংশে দৃশ্যমান আলোর অনুপস্থিতি। সব উন্নত সমাজই কৃত্রিম উপায়ে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করে। -দিনের অংশে পৌছলেই আরো নিচে নামব।'

'কী লাভ?' বলল পেলোরেট। 'ওখানে কিছু নেই।'

'কে বলল নেই?'

'তুমি, ব্লিস, দুজনেই বলেছ।'

'আমি বলেছি উন্নত প্রযুক্তির কোনো রেডিয়েশন নেই, ব্লিস বলেছে মানুষের মেন্টাল তরঙ্গ নেই। তার অর্থ এই না যে ওখানে কিছু নেই। মানুষ না থাকলেও ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে। আমার তথ্য প্রয়োজন, জেনভ। এই গ্রহের প্রযুক্তির অবশিষ্ট অংশ থেকে নিশ্চয় কিছু পাবো।'

'বিশ হাজার বছর পরে তুমি কী পাবে? ফিল্ম, পেপার প্রিন্ট, কিছু না। ধাতু ক্ষয় হয়ে যাবে, প্লাস্টিক গলে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি পাথরও ক্ষয় হবে।'

'হয়তো বিশ হাজার বছর কারণ কমপরেলিয়ান কিংবদন্তি অনুযায়ী এই গ্রহগুলো এত দীর্ঘ সময় ধরে মনুষ্যবিহীন। কিন্তু এমনও তো হতে পারে এই গ্রহের শেষ জীবিত ব্যক্তি মারা গেছে বা অন্য কোথাও চলে গেছে মাত্র এক হাজার বছর আগে।'

রাতের অংশের অপর প্রান্তে পৌছে গেল তারা। মনে হল যেন ভোর হয়েই সাথে সাথে তীব্র দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল।

নিচে নামছে ফার স্টার, ভূ-পৃষ্ঠ দৃশ্যমান না হওয়া পর্যন্ত নিচে নামতেই লাগল। মহাদেশীয় উপকূলের দ্বীপগুলোকে মনে হল ছোট বিন্দু। অধিকাংশই সবুজ।

'ক্ষতিগ্রস্থ স্থানগুলো আগে দেখা দরকার,' ট্র্যাভিজ বলল। 'যেখানে মানুষের ঘনবসতি ছিল সেখানে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স বেশি নষ্ট হয়েছে সম্ভবত। তোমার কী মনে হয়, ব্লিস?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সম্ভবত। যাই হোক, কিছুই যখন জানা নেই তখন যেদিক দিয়ে সহজ হবে সেদিক দিয়েই দেখা উচিত। বনাঞ্চল এবং তৃণভূমির ঘাস মনুষ্য বসতির সব চিহ্ন ঢেকে দিয়েছে। সুতরাং ওদিকে চোখ বোলানো মানে সময় নষ্ট করা।'

'আমার মাথায় একটা ধারণা এসেছে,' পেলোরেট বলল, 'যা থাকবে সেগুলো নিয়েই একটা গ্রহ ভারসাম্য তৈরি করবে; অর্থাৎ নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হতে পারে; এবং ক্ষতিগ্রস্থ অংশে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে বসতি হতে পারে।'

'হতে পারে, পেল। নির্ভর করছে কত খারাপভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো গ্রহে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ হাজার বছর যথেষ্ট নয়। কয়েক মিলিয়ন বছর লাগবে।'

ফার স্টার এখন গ্রহের চারপাশে ঘুরছে না। পাঁচ শ কিলোমিটারের এক বন্ধ্যা ভূমি পাড়ি দিচ্ছে। ছড়ানো ছিটানো হলুদ এবং গাঢ় লাল ফুলবিশিষ্ট ঝোপঝাড়, হঠাৎ দু'একটা বড় গাছ চোখে পড়ে।

'ওগুলো কী মনে হয়?' হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ। মহাকাশযান বাতাসে ভেসে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যাকর্ষণের কারণে কানে বাজছে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন।

ট্র্যাভিজের নির্দেশিত দিকে বেশি কিছু দেখার নেই। এলোমেলো মাটির ঢিবি আর লম্বা লম্বা ঘাস।

'আমার কাছে তো কিছুই মনে হচ্ছে না।' বলল পেলোরেট।

'আবর্জনার ভেতর দিয়ে একটা সোজা লাইন দেখা যাচ্ছে। সমান্তরাল লাইন, ডানদিক থেকেও কিছু লাইন যুক্ত হয়েছে। দেখেছ? দেখেছ? প্রকৃতির তৈরি নয়, মানুষের তৈরি কাঠামো। ভিত আর দেয়াল। যেন আমাদের চোখে পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।'

'কী হলো তাতে। সবই তো ধ্বংসাবশেষ। সঠিকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালাতে বিশেষজ্ঞদেরই বহু বছর লাগবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অতো সময় নেই। এটা কোনো প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ হতে পারে।'

শেষ মাথায় গাছ পালার বিস্তার কিছুটা হাল্কা, সেখানে ফাঁকা স্থানে এখনও কিছু দেয়ালের আংশিক দাঁড়িয়ে আছে।

'শুরু হিসেবে যথেষ্ট ভালো। আমরা ল্যান্ড করছি।' বলল ট্র্যাভিজ।

৯. মুখোমুখি

ফার স্টার অবতরণ করল একটা টিলার মাথায়। কিছু না ভেবেই ট্র্যাভিজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে চারদিকে কয়েক মাইল দূর থেকে মহাকাশযান চোখে না পড়লে ভালো হয়।'

সে বলল, 'বাইরে তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সে. বায়ুর গতি পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১১ কিলোমিটার, এবং কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন। স্বাভাবিক বায়ু প্রবাহ সম্পর্কে কম্পিউটারের কোনো ধারণা নেই বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারছে না। যাই হোক আর্দ্রতা যেহেতু ৪০ পারসেন্ট, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আমরা বোধহয় আরামদায়ক অক্ষাংশ বা ঋতু বেছে নিয়েছি।'

'আমার মনে হয়,' পেলোরেট বলল, 'যেহেতু এই গ্রহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিস্থিতি অনেক খারাপ হবে।'

'কোনো সন্দেহ নেই,' বলল ব্লিস।

'যাই হোক,' ট্র্যাভিজ বলল, 'এখনও কয়েক হাজার বছর লাগবে। এই মুহূর্তে গ্রহটা আরামদায়ক, আমার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন এরকম থাকবে।'

কোমরে চওড়া বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে কথা বলছে সে। তীক্ষ্ণস্বরে ব্লিস জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কী, ট্র্যাভিজ।'

'নেভির প্রশিক্ষণের কথা মনে পড়েছে। নিরস্ত্র অবস্থায় আমি কোনো অপরিচিত গ্রহে নামব না।'

'তুমি সত্যি সত্যি অস্ত্র নেবে?'

'অবশ্যই। এই যে আমার ডান হাতে,' হোলস্টার তুলে বড় নলের একটা অস্ত্র দেখালো, 'আমার ব্লাস্টার, এবং বা হাতে,' (সরু নলের ছোট অস্ত্র), 'নিউরোনিক হুইপ।'

'খুন করার দুধরনের অস্ত্র,' ঘৃণার সাথে বলল ব্লিস।

'মাত্র একটা। ব্লাস্টার দিয়ে খুন করা যায়। নিউরোনিক হুইপ ব্যথাদায়ক স্নায়ু গুলোকে জাগিয়ে তুলে, এমনভাবে ব্যথা দেয়, তোমার মনে হবে যেন মরে যাওয়াই ভালো ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার কখনো অভিজ্ঞতা হয় নি।'

'এগুলো সাথে নিচ্ছ কেন?'

'বলেছি তো। এই গ্রহে বিপদ হতে পারে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ট্র্যাভিজ, এটা প্রাণহীন গ্রহ।'

'তাই? প্রযুক্তিতে অগ্রসর কোনো সমাজ নেই। কিন্তু যদি আদিম বুনো সমাজ থাকে। তাদের হাতে হয়তো লাঠি বা পাথর ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না, কিন্তু সেগুলোর আঘাতেও মানুষ মারা যায়।'

বিরক্ত হলো ব্লিস। বোঝানোর জন্য নিচু স্বরে বলল, 'মানব নিউরনের কোনো চিহ্নই আমি পাইনি। তার মানে উন্নত বা অনুন্নত কোনো ধরনের মানুষ এখানে নেই।'

'তা হলে অস্ত্রগুলো আর ব্যবহার করতে হবে না। কিন্তু বহন করতে সমস্যা কোথায়? একটু ওজন বাড়বে, এ ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। আমার পরামর্শ তোমরা দুজনও–'

'না,' সাথে সাথে বলল ব্লিস। 'হত্যা বা আঘাত করার মতো কোনো কাজ আমি করব না।'

'খুন করা নয়, নিজেকে খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো।'

'আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেকে রক্ষা করতে পারব।'

'জেনভ?'

দ্বিধা করছে পেলোরেট, 'কমপরেলনে আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না।'

'শোন, জেনভ, কমপরেলন পরিচিত, ফাউণ্ডেশন-এর সহকারী। তা ছাড়া আমাদেরকে সাথে সাথে গ্রেপ্তার করা হয়। সাথে অস্ত্র থাকলে সেগুলো নিয়ে যেত। তুমি একটা ব্লাস্টার রাখবে?'

মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'আমি কখনো নেভিতে যাইনি, ওল্ড চ্যাপ। কীভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় জানি না। প্রয়োজনের সময় দেখা যাবে–আমি কিছু না ভেবেই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করব আর মারা পড়ব।'

'তুমি খুন হবে না, পেল,' স্বতঃস্ফূর্ত স্বরে বলল ব্লিস। 'গায়া তোমাকে আমার/তার নিরাপদ হেফাজতে রেখেছে। এই অহংকারী নাবিককেও রেখেছে।'

'ভালো। নিরাপদ হেফাজতে থাকতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমি অহংকারী নই। শুধু দ্বিগুণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি। বিশ্বাস করো এগুলো না করতে হলেই খুশি হতাম, কিন্তু আমি নিরুপায়।'

অসীম মমতায় অস্ত্র গুলোর উপর হাত বোলাতে লাগল ট্র্যাভিজ। 'এবার চল নামা যাক। হয়তো এই গ্রহের বুকে অনেক হাজার বছর কোনো মানুষের পা পড়েনি।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, 'বলল পেলোরেট, 'দিন প্রায় শেষ। কিন্তু সূর্যের অবস্থান দেখে বোঝা যায় এখন প্রায় দুপুর।'

'সম্ভবত সূর্যের ফ্যাকাশে কমলা রঙের আলোর জন্য।' বলল ট্র্যাভিজ। 'মনে হয় যেন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমার ধারণা সূর্যাস্তের সময় গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে।'

ধীরে ধীরে ঘুরল সে, চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। অদ্ভুত আলো ছাড়া ও গ্রহের কেমন একটা মেটে গন্ধ রয়েছে। খুব একটা খারাপ না।

উদ্ভিদগুলোর উচ্চতা মাঝারি এবং বয়স্ক কর্কশ বাকল। কাণ্ড পুরোপুরি সোজা নয়, একটু হেলানো বাতাস না মাটির কারণে ঠিক বলতে পারবে না। গাছগুলোর কারণেই কি গ্রহের পরিবেশ ভীতিজনক মনে হচ্ছে, নাকি অন্য কোনো ব্যাপার আছে–অবাস্তব কিছু।

'কী করতে চাও, ট্র্যাভিজ?' বলল ব্লিস। 'শুধু দৃশ্য দেখার জন্য নিশ্চয়ই এত দূর ছুটে আসিনি?'

'আমি আসলে সেটাই করব। ধ্বংসস্তূপটা ঐদিকে। বিশেষজ্ঞ হিসেবে পেলোরেট অনুসন্ধান চালাবে, কারণ প্রাচীন কোনো নিদর্শনের গুরুত্ব আমাদের মধ্যে একমাত্র সেই বুঝতে পারবে। পেলোরেটের নিরাপত্তার জন্য তুমি সাথে যাবে। আর আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি।'

'পাহারা কিসের বিরুদ্ধে? পাথর বা লাঠি হাতে কোনো আদিম মানুষের বিরুদ্ধে?'

'হয়তো,' তারপর একটু মলিন হলো মুখের হাসি, 'অদ্ভুত ব্যাপার, ব্লিস। আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, জানি না কেন।'

'এসো, ব্লিস।' বলল পেলোরেট। 'আর অপেক্ষা করতে পারছি না। প্রাচীন নিদর্শন আমাকে জাদুর মতো টানে। যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাই–'

দূরে সরতে সরতে একসময় বাতাসে মিলিয়ে গেল পেলোরেটের গলা। আবার চারপাশের দৃশ্য দেখায় মন দিল ট্র্যাভিজ। কেন তার সন্দেহ বাড়ছে?

মানববসতিহীন কোনো গ্রহে এর আগে সে পদার্পণ করেনি। মহাকাশ থেকে অনেকগুলো দেখেছে। কিন্তু সেগুলো ছিল ছোট আর পানি এবং বায়ুহীন। দু'একবার অনুশীলন বা জাহাজ মেরামতের জন্য ঐ ধরনের গ্রহে অবতরণ করলেও তার মাটিতে নামার সুযোগ হয়নি।

ঐসব গ্রহে নামলেও কি এমন অনুভূতি হতো। নিঃসন্দেহে হতো না। কারণ সে থাকত স্পেস স্যুটের ভেতরে। সবকিছুই মনে হতো স্বাভাবিক।

এখন সে স্পেস স্যুট পরেনি, কারণ দাঁড়িয়ে আছে একটা বাসযোগ্য গ্রহে। প্রায় টার্মিনাসের মতো আরামদায়ক, কমপরেলন থেকে উষ্ণ। চিবুকে বাতাসের স্পর্শ উপভোগ করছে। পিঠে এসে লাগছে মিঠে রোদের উষ্ণতা, কানে বাজছে গাছের শাখার ফিসফিসানি। সবকিছু পরিচিত, স্বাভাবিক, শুধু এখানে কোনো মানুষ নেই–অন্তত এখন আর মানুষ এখানে বাস করে না।'

এটাই কি কারণ? সেকারণেই কি এই গ্রহকে এত রহস্যময় মনে হচ্ছে? কারণ এক সময় এখানে মানুষ বাস করত, আর এখন এটা পরিত্যক্ত।

এর আগে কোনো পরিত্যক্ত গ্রহে পা ফেলেনি বা নাম শোনেনি; কোনো গ্রহ পরিত্যক্ত হতে পারে এই ধারণাই তার নেই। যতগুলোতে মানুষ বসবাস শুরু করেছে তার সবগুলোতে আজও বসবাস করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

আকাশের দিকে তাকালো। সবকিছুই এই গ্রহ ছেড়ে চলে যায়নি। হঠাৎ হঠাৎ একটা-দুইটা পাখি উড়তে দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিক, অন্তত স্লেটের মতো নীল আকাশ, কমলারঙের মেঘের তুলনায়।

অনেক গাছেই সে শুনতে পারছে পাখির ডাক, কানে ভেসে আসছে পোকা মাকড়ের মৃদু গুঞ্জন। ব্লিস প্রজাপতির কথা বলেছিল। সেগুলোর সংখ্যার প্রাচুর্য এবং রঙের প্রাচুর্য অবাক করার মতো।

মাঝে মাঝেই ঘাসঝাড়ের ভেতর খসখসে শব্দ হচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কিসের শব্দ

তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে কোনো ভয়ংকর জন্তু নেই। ব্লিসের মতে মানবস্পর্শ ছাড়া যে গ্রহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবর্তিত হয় সেখান থেকে প্রথমেই ভয়ংকর বন্য প্রাণীগুলো বিলুপ্ত হয়। ছোট বেলায় সে যত রূপকথা বা কল্পকাহিনী পড়েছে সব নিশ্চয়ই পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। হাইপারড্রামায় সিংহ, ইউনিকর্ন ড্রাগন, ভালুক, তিমি আরও কত ধরনের প্রাণী দেখাতো, সবই বোধহয় পৌরাণিক বা কাল্পনিক। শুনেছিল মৌমাছি নাকি হুল ফুটাতে পারত, বাস্তবে নিশ্চয়ই মৌমাছি এত ক্ষতিকারক নয়।

পাহাড়ের পাদদেশ ধরে ডানদিকে হাঁটতে লাগল ধীরে ধীরে। ঘাসগুলো লম্বা এবং সারিবদ্ধ কিন্তু ছড়ানো ছিটানো। গাছপালার ভেতর দিয়ে সে পথ তৈরি করে নিল। ঘাস বা গাছ যেখানেই জন্মেছে সেখানেই গুচ্ছবদ্ধ হয়ে জন্মেছে।

বিরক্তিসূচক শব্দ করল সে,কিছুই ঘটবে না। বরং জাহাজে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়াই ভালো হবে। না, পাহারা দিতে হবে।

'হয়তো সেন্ট্রির দায়িত্ব পালন করা উচিত–মার্চ করবে এক দুই, এক দুই। দক্ষভাবে প্যারেড ইলেকট্রো রড পরিচালনা করবে। (এক ধরনের অস্ত্র—তিন শতাব্দী পূর্বে এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেলেও প্যারেড ড্রিলের সময় এখনও এটা অপরিহার্য।)

আপন মনে হাসল সে, তারপর মনে হলো পেলোরেট আর ব্লিস এর সাথে যোগ দেওয়া উচিত। কেন? সে কী করবে?'

ধরা যাক কোনো কিছু পেলোরেটের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে তার চোখে পড়তে পারে। –বেশ তার জন্য পেলোরেট ফিরে আসার পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কারের কৃতিত্ব সে পেলোরেটকে দিতে চায়।

ওরা দুজন বিপদে পড়তে পারে? বোকা! কী ধরনের বিপদ? বিপদে পড়লে ওরা নিশ্চয়ই চিৎকার করবে।

দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল, কোনো শব্দ নেই।

তারপরই খেয়াল হলো সে মার্চ করছে। দৃঢ় ভঙ্গিতে মার্চ করে একদিকে কিছুদূর এগিয়ে চমৎকারভাবে অ্যাবাউট টার্ন করল। আনমনাভাবে তাকালো দূরে মহাকাশযানের দিকে। তাকিয়েই সত্যি সত্যিই সে জমাট বরফ হয়ে গেল।

সে একা নয়।

এতক্ষণ কীটপতঙ্গ আর পাখি ছাড়া অন্য কোনো জীবিত প্রাণী চোখে পড়েনি। কোনো শব্দ শোনেনি, কিছু দেখেনি–কিন্ত তার আর মহাকাশ যানের মাঝে একটা বন্য প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে।

অপ্রত্যাশিত চমকে কী দেখছে সেটা বুঝতে তার অনেক সময় লাগল।

একটা কুকুর।

কুকুরের প্রতি ট্র্যাভিজের কখনো আকর্ষণ ছিল না। গ্যালাক্সির সব গ্রহের মানুষই কুকুর পোষে। কত প্রজাতির কুকুর আছে তার কোনো হিসাব নেই। তার মতে শুধুমাত্র প্রভুভক্তি এবং ঘ্রাণ শক্তির কারণেই কুকুরের গুরুত্ব।

প্রাথমিক ধাক্কা কাটতেই একটু মনোযোগী হল ট্র্যাভিজ। বিশাল কুকুর, কৃশকায় লম্বা পা। চোখে প্রভুভক্তির কোনো চিহ্নই নেই। হাঁ করা মুখ দেখে মনে হবে যেন সম্ভাষণ জানাচ্ছে, কিন্তু ভয়ানক দাঁতগুলো দেখলে ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগবে না।

ট্র্যাভিজের মনে হলো এই কুকুর কখনো মানুষ দেখেনি, এবং তার পূর্বের অসংখ্য কুকুরপ্রজন্মও মানুষ দেখেনি। আর তাই এটা মানুষ দেখে ঠিক ট্র্যাভিজের মতোই অবাক। ট্র্যাভিজ যদিও দ্রুত প্রাণীটিকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু কুকুরটা পারেনি। আর তাই এখনও অবাক এবং সম্ভবত সতর্ক।

এধরনের একটা প্রাণীকে এভাবে ছেড়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। ট্র্যাভিজের ধারণা হলো কুকুরটার সাথে দ্রুত ভাব করা জরুরি।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সে। একটা হাত সামনে বাড়ালো, শান্ত, নরম সুরে কথা বলছে। কুকুরের দৃষ্টি ট্র্যাভিজের উপর, এক পা দু পা করে পিছু হটছে আর গড়গড় শব্দ করছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্র্যাভিজ। একদিকে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়তে ঘুরল সেদিকে, আরও দুটো কুকুর এগিয়ে আসছে সেদিক থেকে। ঠিক প্রথমটার মতোই ভয়ংকর।

হৃৎপিণ্ড টেনিস বলের মতো লাফাচ্ছে। মহাকাশযানে যাবার পথ বন্ধ। দৌড়ে লাভ নেই, কারণ কয়েকগজ যাবার আগেই কুকুরগুলো তাকে ধরে ফেলবে। ব্লাস্টার দিয়ে হয়তো একটাকে মারতে পারবে, বাকি দুটো ঝাঁপিয়ে পড়বে চোখের পলকে। দেখতে পারছে দূর থেকে আরো কুকুর এগিয়ে আসছে। নিজেদের ভেতর যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা আছে? এরা দলবেঁধে শিকার করে?'

বাঁদিক ফাঁকা, তাড়াহুড়ো না করে ট্র্যাভিজ সেদিকে একটু সরল, কুকুরগুলোও তার সাথে জায়গা বদলালো।

কোনো সন্দেহ নেই এখনও আক্রান্ত হয়নি কারণ মানুষ এবং মানুষের গায়ের গন্ধ এই প্রাণীগুলোর কাছে অপরিচিত। কেমন আচরণ করতে হবে বুঝতে পারছে না। সে দৌড়ালে, সেই দৃশ্য কুকুরগুলোর পরিচিত মনে হবে এবং সেক্ষেত্রে কী করতে হয় সেটা প্রাণীগুলো ভালোভাবেই জানে।

www.boiRboi.blogspot.com

ট্র্যাভিজ তার একপেশে হাঁটা অব্যাহত রাখল। কুকুরগুলোও এগোচ্ছে, কাছাকাছি হচ্ছে। তিনটা কুকুরের দৃষ্টি তার উপর। আরও দুটো যোগ দিল। দূরে আরো অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে। সময় নেই, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

এবার!

যে গাছটার দিকে দৌড়ালো সেটা খুব বেশি দূরে ছিল না, কিন্তু মনে হয় দৌড়ে সে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। টের পেল ঠিক গোড়ালি ঘেষে একটা হাঁ করা চোয়াল সরে গেল।

গাছে উঠার অভ্যাস নেই, যদ্দুর মনে পড়ে দশ বছর বয়সের পরে আর কখনো গাছে চড়েনি। কিন্তু এখানে কাণ্ডগুলো একটু হেলানো, গাছের বাকল এবড়োখেবড়ো, ধরার সুবিধা আছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, জান বাঁচানো প্রয়োজন। আর প্রয়োজন হলে মানুষ কি না করতে পারে।

প্রায় দশ মিটার উঁচু একটা ডালে চড়ল ট্র্যাভিজ। একটা হাত কেটে রক্ত পড়ছে সেদিকে লক্ষ নেই। গাছের গোড়ায় হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে পাঁচটা কুকুর, তাকিয়ে আছে উপরে। জিভ ঝোলানো, অপেক্ষা করছে ধৈর্যের সাথে।

এখন কী করবে?

ট্র্যাভিজের যুক্তি কাজ করছে না, এলোমেলো লাগছে সব।

ব্লিস বলেছিল গ্রহগুলো রূপান্তরের সময় মানুষ এমন ভারসাম্য হীন ইকোলজি তৈরি করে যা মানুষ ছাড়া অন্য কেউ টিকিয়ে রাখতে পারে না। যেমন বসতি স্থাপনকারী কখনোই নিজের থেকে বড় কোনো শিকারি প্রাণী সাথে আনে নি। পৌরাণিক জীবজন্তু–বাঘ, ভালুক, কুমীর–কে চায় গ্যালাক্সির সব জায়গায় এগুলো বয়ে বেড়াতে?

অর্থাৎ মানুষই একমাত্র বড় শিকারি প্রাণী এবং তারাই নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী উদ্ভিদ আর প্রাণী নির্বাচন করেছে।

এখন কোনো কারণে মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলে, অন্য কোনো প্রাণী তার স্থলাভিষিক্ত হবে। কিন্তু কোনগুলো? সবচেয়ে বড় যে প্রাণীগুলো মানুষ কাছাকাছি রেখেছিল কুকুর এবং বিড়াল। এগুলো পোষাপ্রাণী হিসেবে মানুষের কাছে থাকত।

যদি এগুলোর ভরণপোষণের জন্য কোনো মানুষ না থাকে? তখন নিজেদের এবং যে শিকারের উপর এই প্রাণীগুলো নির্ভরশীল সেগুলোর টিকে থাকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেবে।

কাজেই কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বড় আকৃতির কুকুরগুলো বড় শিকারের পিছনে ছুটবে, ছোট আকৃতিরগুলো পাখি বা অন্য কোনো ছোট প্রাণী শিকার করবে। বিড়াল শিকার করে রাতে, একা। কুকুর শিকার করে দিনে দলবেঁধে।

এবং সম্ভবত বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হবে। হয়তো কোনো প্রজাতির কুকুর সমুদ্রের নিচ থেকে শিকার ধরার সামর্থ্য তৈরি করবে। কোনো

কোনো প্রজাতির বিড়াল হয়তো আকাশে উড়ে উড়ে শিকার ধরার ক্ষমতা অর্জন করবে।

যখন ট্র্যাভিজ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার চেষ্টা করছে কী করা যায়, তখনই এতগুলো ভাবনা মুহূর্তের মধ্যে তার মাথায় খেলে গেল।

কুকুরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গুনে দেখল গাছের নিচে আছে তেইশটা, আরো আসছে। কত বড় দল? লাভ কি জেনে? নিচে যে কয়টা আছে সেই কয়টাই যথেষ্ট।

হোলস্টার থেকে ব্লাস্টার বের করল। কিন্তু শক্ত বাটে হাত বুলিয়েও নিরাপদ বোধ করল না। কয়টা চার্জ ফায়ার করতে পারবে সে? তেইশটা নিশ্চয়ই পারবে না।

ব্লিস আর পেলোরেটের কী হবে? বেরিয়ে এলে যদি কুকুরগুলো ওদের হামলা করে? না বেরোলেও একই কথা। যদি টের পায় যে ধ্বংসস্তূপের ভেতর আরো দুজন মানুষ আছে তা হলে আর ঠেকানো যাবে না।

ব্লিস এগুলোকে থামাতে পারবে বা তাড়াতে পারবে? সে পারবে হাইপার স্পেস দূরত্ব থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে?

কী করবে সে, সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে? চিৎকার শুনে ওরা বেরিয়ে এলে ব্লিসের দৃষ্টির সামনে কুকুরগুলো নতজানু হবে, (দৃষ্টি নাকি অন্য কোনো অবোধ্য মেন্টাল অ্যাকটিভিটি) নাকি কুকুরের আক্রমণে ওরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। ট্র্যাভিজ বসে বসে দেখবে।

না, তখন ব্লাস্টার দিয়ে একটা বা দুটো কুকুর মেরে ফেলবে। বাকিগুলো কিছু সময়ের জন্য ভয় পাবে। গাছ থেকে নেমে ব্লিস আর পেলোরেটকে নিয়ে তখন আশা করা যায় জান বাজি রেখে জাহাজের দিকে দৌড়ানো যাবে।

ব্লাস্টারের মাইক্রোওয়েভ বিম সে তিন-চতুর্থাংশ মার্কে সেট করল। একটা কুকুর মারার জন্য যথেষ্ট, এতে বাকিগুলোও ভয় পাবে। আর শক্তি সঞ্চয় করে রাখা দরকার।

যত্নের সাথে লক্ষ্য স্থির করল ঠিক মাঝখানের কুকরটার উপর, আচরণ দেখে এটাকেই দলনেতা মনে হয়েছে, কারণ এটা অনেক বেশি ধীর স্থির এবং ভয়ংকর। সরাসরি তাকিয়ে আছে ব্লাস্টারের মাজলের দিকে। যেন ট্র্যাভিজের ক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করছে।

আগে কখনো কোনো মানুষের দিকে ব্লাস্টার ফায়ার করেনি, বা করতে দেখেনি। প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহার করত ডামি। আর যুদ্ধ ছাড়া মানুষকে ফায়ার করবে কেন? কোন মানুষটা জোর করে ব্লাস্টার ব্যবহার করবে? শুধু এখানে মানুষের অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতির কারণে–

পরিষ্কার কোনোকিছু ভাবতে না পারলেও এটা বুঝতে পারল যে একখণ্ড মেঘ সূর্য ঢেকে দিয়েছে, –আর ঠিক ওই মুহূর্তেই সে ফায়ার করল।

ব্লাস্টারের নল থেকে লক্ষ্য স্থির করা কুকুর পর্যন্ত একটা চকচকে সরল রেখা তৈরি হলো; সূর্যের আলো থাকলে হয়তো দেখা যেত না। আঘাত পেয়ে মনে হলো

www.boiRboi.blogspot.com

যেন প্রাণীটা হাঁটু গেড়ে বসবে, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। শরীরের এক অংশের রক্ত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বাষ্প হয়ে গেছে।

শব্দ হয়েছে খুব হালকা, ডামিতে প্র্যাকটিস করার সময় যেমন হতো নিহত কুকুরের ক্ষেত্রে সেরকম হয়নি, যদিও হাড় মাংস এক হয়ে গেছে। ট্র্যাভিজের মনে হলো যেন নাড়িভুঁড়ি সব পেট থেকে বেরিয়ে আসবে।

বাকি কুকুরগুলো ফিরে তাকালো, কোনো কোনোটার গায়ে নিহত কুকুরের রক্ত মাংস ছিটকে এসে পড়েছে। মাত্র এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপর সবগুলো একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিহত কুকুরের মাংস খাওয়ার জন্য। আরও অসুস্থ বোধ করল ট্র্যাভিজ। প্রাণীগুলোকে সে ভয় দেখাতে পারেনি; বরং উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তা ছাড়া তাজা রক্ত মাংসের গন্ধে আরও কুকুর বা অন্যান্য শিকারি প্রাণীগুলো ছুটে আসবে।

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ট্র্যাভিজ কি–'

ব্লিস আর পেলোরেট বেরিয়ে এসেছে ধ্বংসস্তূপ থেকে। দাঁড়িয়ে পড়ল ব্লিস, এক হাত দিয়ে পেলোরেটের পথ আটকে দিল। সাথে সাথেই পরিস্থিতি বুঝে গেছে, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই।

চিৎকার করল ট্র্যাভিজ, 'তোমরা আসার আগেই তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। ব্লিস, তুমি সামলাতে পারবে?'

'সামান্য,' ব্লিস বলল, চিৎকার না করে, শুনতে কষ্ট হলো ট্র্যাভিজের যদিও কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন আর নেই, যেন ওগুলোর উপর শান্ত নিঃশব্দতার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।

'সংখ্যায় অনেক,' ব্লিস বলল, 'এবং ওগুলোর নিউরোনিক প্যাটার্ন আমার অপরিচিত। গায়াতে এমন হিংস্র প্রাণী নেই।'

'টার্মিনাসেও নেই,' চিৎকার করল ট্র্যাভিজ, 'কোনো সভ্য গ্রহেই নেই। যতগুলোকে সম্ভব আমি গুলি করছি, বাকিগুলোকে তুমি সামলাও। সংখ্যায় কমলে তোমার জন্য সুবিধা হবে।'

'না, ট্র্যাভিজ। গুলি করলে অন্যগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। পিছনে সরে দাঁড়াও পেল। তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। –ট্র্যাভিজ, তোমার অন্য অস্ত্রটা বের কর।'

'নিউরোনিক হুইপ?'

'হ্যাঁ, যেটা দিয়ে ব্যথা দেওয়া যায়। লো পাওয়ার। লো পাওয়ার!'

'তুমি–এরা ব্যথা পাবে?' রাগের সাথে বলল ট্র্যাভিজ। 'এখন কি এসব ভাবার সময়?'

'যা বলছি তাই করো। লো-পাওয়ার, এবং যে কোনো একটা কুকুরকে আঘাত করো। আমি আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না।'

গাছের গোড়া থেকে সরে গিয়ে কুকুরগুলো এখন ব্লিস আর পেলোরেটকে ঘিরে ফেলেছে। ওরা দুজন আবার দাঁড়িয়েছে একটা ভাঙা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

সবচেয়ে কাছের কুকুরটা দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে আরো কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল। বোঝার চেষ্টা করছে যেখানে শিকার সহজেই আয়ত্তে আনা যায় সেখানে তারা অপেক্ষা করছে কেন? দুই-একটা আবার চেষ্টা করল দেয়ালের ওপারে গিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করার।

নিউরোনিক হুইপের পাওয়ার ঠিক করার সময় হাত কাঁপতে লাগল ট্র্যাভিজের। এই অস্ত্র ব্লাস্টারের তুলনায় কম এনার্জি খরচ করে। লক্ষ্য স্থির করারও প্রয়োজন হয় না। কুকুর দলের উপর ঘুরিয়ে মারলেই হলো। সাধারণত এভাবেই উত্তেজিত জনতাকে থামানো হয়।

তবে ব্লিসের পরামর্শ মানল সে। একটা কুকুরকে লক্ষ্য করে ফায়ার করল। চিৎ হয়ে শুয়ে পরল কুকুরটা, যন্ত্রণায় পা ছুঁড়ছে। গলা চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘ প্রলম্বিত চিৎকার।

বাকি কুকুরগুলো ছিটকে সরে এল, তারপর নিজেরাও শুরু করল তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার। ডান দিকে ঘুরে পালাতে শুরু করল, প্রথমে ধীর গতিতে তারপর দ্রুত এবং সবশেষে প্রাণপণে। আহত কুকুরটা যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ছুটছে সবার পিছনে।

কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল দূরের বাতাসে, ব্লিস বলল 'মহাকাশযানে ফেরা উচিত। এগুলো আবার আসতে পারে। অথবা, অন্য কোনো প্রাণী।'

ট্র্যাভিজ ধারণা করল মহাকাশযানের প্রবেশ মুখ আগে কখনো এত দ্রুত খোলেনি, ভবিষ্যতেও খুলবে না।

ট্র্যাভিজের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক রাত নেমে আসছে। হাতের ক্ষতের উপর সিনথো স্কিন লাগানোর কারণে শারীরিক কোনো ব্যথা নেই, কিন্তু মনের ভেতর যে ক্ষত তৈরি হয়েছে সেটা সারবে না সহজে।

বিপদকে সে ভয় পায়নি। এরকম মুহূর্তে একজন সাধারণ সাহসী মানুষ যা করত ঠিক তাই করেছে সে। সে চমকে গেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে বিপদ আসায়। কেমন হাস্যকর। কুকুরের ভয়ে সে গাছে উঠে বসেছিল, মানুষ শুনলে বলবে কি। একঝাঁক ক্রোধান্বিত ক্যানারি পাখির আক্রমণের মুখে পড়লে, সেই ঘটনাও এতখানি হাস্যকর শোনাবে না।

গত একঘণ্টা ধরে সে বাইরে কুকুরদের নতুন করে আক্রমণের শব্দ শুনছে। জোরালো গর্জন, মহাকাশযানের ইস্পাত কাঠামোতে নোখ দিয়ে আঁচড়ের শব্দ।

তুলনামূলকভাবে পেলোরেটকে অনেক ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। 'কোনো সন্দেহ নেই ব্লিস সামলাতে পারবে, ওল্ড চ্যাপ, তবে বলতেই হবে যে তুমি বেশ ভালোই অস্ত্র চালিয়েছ।'

কাঁধ ঝাঁকালো ট্র্যাভিজ। এসব কথা বলতে ভালো লাগছে না।

পেলোরেটের হাতে তার লাইব্রেরি–সেই কমপ্যাক্ট ডিস্ক, যার ভেতরে তার সারা জীবনের গবেষণা এবং সংগ্রহ স্টোর করা। এটা নিয়ে ঢুকল বেডরুমে যেখানে তার

www.boiRboi.blogspot.com

ছোট রিডার রয়েছে। বেশ খুশি মনে হচ্ছে তাকে, ট্র্যাভিজ কারণটা বুঝতে পারছে না। যাই হোক কুকুরের চিন্তা দূর হলে এটা নিয়ে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

একা হওয়ার পর নিরাসক্ত গলায় ব্লিস বলল, 'আমার মনে হয় তুমি কিছুটা অবাক হয়েছিলে।'

'অনেকখানি,' হাসিমুখে বলল ট্র্যাভিজ। 'কে ভেবেছিল যে একটা কুকুরের ভয়ে আমাকে পালাতে হবে।'

'বিশ হাজার বছর মানুষ ছাড়া থাকার কারণে কুকুরগুলো আর কুকুর নেই। সম্ভবত এগুলোই এখন গ্রহের প্রধান শিকারি প্রাণী।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'গাছের মগডালে বসে ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছি। ইকোলজির ভারসাম্যহীনতার ব্যাপারে তোমার বক্তব্য পুরোপুরি নির্ভুল।'

'মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই নির্ভুল-কিন্তু চিন্তা করে দেখ কুকুরগুলো কেমন সংগঠিত হয়ে কাজ করেছে। পেল বলেছিল, যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে ফাঁকা জায়গা পূরণ করবে এবং প্রকৃতিতে স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য তৈরি হবে, কথাগুলো সত্যি হলে আমি একটুও অবাক হবো না।'

'বেশ অদ্ভুত। ঠিক একই ধারণা আমার মাথায়ও এসেছে।'

'নিশ্চয়ই ভারসাম্যহীনতা খুব বেশি ছিল না, নইলে সংশোধন করতে অনেক সময় লাগতো। তার আগেই হয়তো এই গ্রহ ধ্বংস হয়ে যেত।'

একমত হলো ট্র্যাভিজ।

ব্লিস চিন্তিতস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সাথে অস্ত্র নেওয়ার কথা মনে হলো কেন তোমার?'

'কোনো লাভ হয়নি। তোমার শক্তির কারণেই–'

'পুরোপুরি নয়। তোমার অস্ত্র আমার কাজে লাগাতে হয়। বাকি গায়ার সাথে আমার হাইপারস্পেসাল যোগাযোগ এবং আচমকা অনেকগুলো অপরিচিত বৈশিষ্ট্যের আইসোলেট মাইণ্ডের মুখোমুখি হই, তোমার নিউরোনিক হুইপ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না।'

'ব্লাস্টার কোনো কাজেই আসেনি। চেষ্টা করে দেখেছি।'

'ব্লাস্টার দিয়ে একটা কুকুরকে মেরে ফেলা যায়। বাকিগুলো অবাক হলেও ভয় পাবে না।'

'তারচেয়েও খারাপ। মৃত কুকুরের দেহাবশেষ জীবিত কুকুরগুলো খেয়ে ফেলে। আমি ওদের বসে থাকার জন্য পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। নিউরোনিক হুইপ ভিন্ন। এটা দিয়ে ব্যথা তৈরি করা যায়, এবং ব্যথা পেয়ে একটা কুকুর চিৎকার করলে বাকি কুকুরগুলো সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারবে, এবং সেগুলোও ভয় পেতে শুরু করবে। তুমি আঘাত করার পর আমি শুধু ওগুলোর মাইণ্ডে হালকা ধাক্কা দিয়ে ভয়টা বাড়িয়ে তুলি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি বুঝতে পেরেছিলে এই পরিস্থিতিতে হুইপ কাজে দেবে। আমি বুঝতে পারিনি।'

'আমার মাইণ্ড সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে, তোমার নেই। সেজন্যই লো-পাওয়ারের কথা বলেছিলাম। আমি চাইনি কুকুরটা মরে যাক। চেয়েছিলাম একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে তীব্র ব্যথা তৈরি করতে।'

'চমৎকার বুদ্ধি করেছিলে। আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'তোমার অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না।' চিন্তিত স্বরে বলল ব্লিস, 'অবাক লাগছে, যেখানে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম এই গ্রহে কোনো মানুষ নেই, তারপরেও আমার কথা না শুনে তুমি সাথে অস্ত্র নিলে কেন? তুমি দিব্যচোখে কুকুরগুলো দেখেছিলে?'

'না,অবশ্যই না, অস্ত্র সাথে রাখার অভ্যাস আমার নেই। কমপরেলনে একবারও অস্ত্রের কথা মনে হয়নি। আমার ধারণা ইকোলজির ভারসাম্যহীনতা নিয়ে যখন আলোচনা করছিলাম তখনই মনের গভীরে কেন যেন মনে হয়েছে মানুষের অনুপস্থিতিতে জন্তু জানোয়ারগুলো হিংস্র হয়ে উঠবে। অবচেতন মনের প্রভাবেই হয়তো অস্ত্র নিয়েছি, আর কিছু না।'

'এত হালকাভাবে উড়িয়ে দিও না। আলোচনায় আমিও ছিলাম, কিন্তু আমার তো সেরকম কিছু মনে হয়নি। এটাই তোমার সেই বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা গায়া যার মূল্য দেয়। বুঝতে পারছি এধরনের সুপ্ত অন্তর্দৃষ্টি তোমার কাছে বিরক্তিকর, কারণ কোনো যুক্তি ছাড়াই তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছ।'

'টার্মিনাসে সাধারণত এটাকে বলা হয় "যা মন চায় তাই করা"।'

'গায়াতে বলা হয় "চিন্তা না করেই জানা"। তুমি চিন্তা না করে কোনো কিছু জানা পছন্দ করো না, তাই না?'

'আমাকে খোঁচায়, হ্যাঁ। শুধু মনের আবেগ দিয়ে পরিচালিত হতে চাই না। আমার ধারণা মনের প্রতিটা আবেগের পিছনে যুক্তি আছে। কিন্তু যুক্তিগুলো না জানলে মনে হয় নিজের মাইণ্ডের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—এক ধরনের উন্মাদনা।'

'এবং গায়া ও গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে রায় দেওয়ার সময় মনের নির্দেশ পালন করেছ, এখন পিছনের যুক্তিগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছ।'

'এক ডজনেরও বেশিবার কথাগুলো বলেছি।'

'তখন বিশ্বাস করিনি, সেজন্য দুঃখিত। এ-ব্যাপারে আর কখনো বাধা দেব না, তবে আশা করি গায়ার পক্ষে কোনো যুক্তি বলতে চাইলে তুমি শুনবে।'

'সবসময়ই, শুধু মনে রাখতে হবে যে সেই যুক্তিগুলো অমি নাও মানতে পারি।'

'কখনো মনে হয়েছে এই গ্রহটা আবার আদিম পর্যায়ে ফিরে যাচ্ছে এবং তার কারণ সম্ভবত যে বুদ্ধিমান জীব রক্ষকের ভূমিকা পালন করত তাদের অনুপস্থিতি। যদি এই গ্রহ গায়া হতো বা গ্যালাক্সিয়ার অংশ হতো, তা হলে কখনোই এমন ঘটত না। রক্ষক বুদ্ধিমান প্রজাতি সামগ্রিক গ্যালাক্সির রূপে সবস্থানেই বিদ্যমান থাকত। এবং পরিবেশে যদি কোনো ভারসাম্যহীনতা দেখা দিত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা ভারসাম্যে ফিরে আসত।'

'তুমি বলতে চাও কুকুর প্রজাতি আর কখনো খাদ্য গ্রহণ করবে না?'

www.boiRboi.blogspot.com

'অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করবে,তবে শুধু খাওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এবং স্বনির্ধারিত পথে ইকোলজির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য।'

'ইণ্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম কুকুরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মানুষের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। –যদি মানুষের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, একটা-দুইটা গ্রহ না সব জায়গা থেকেই? যদি গ্যালাক্সিয়া তৈরি হয় কিন্তু কোনো মানুষ না থাকে? তখন কি অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রজাতি রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে? অন্য সকল লাইফ ফর্ম এবং বস্তুর একত্রিত কনশাসনেস এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে।'

ইতঃস্তত করছে ব্লিস। 'এ ধরনের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়নি, এবং মনে হয় না ভবিষ্যতে এরকম পরিস্থিতি হবে।'

'কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের মাইণ্ড অন্য সবকিছু থেকে আলাদা, এবং এর অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো কনশাসনেস তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে মানুষকে। একজন মানুষই আরেকজন মানুষের পরিপূরক হতে পারে না, অন্য প্রাণী তো দূরের কথা।'

'তথাপি তুমি গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছ।'

'তার পেছনের যুক্তিটা আমার অজানা।'

'পেছনের যুক্তি হতে পারে ভারসাম্যহীন ইকোলজির প্রভাব? গ্যালাক্সির প্রতিটা গ্রহই ছুরির ধারালো প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বা বলা যায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় গ্যালাক্সিয়া। এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কি হতে পারে? মানুষের অমানবিক যুদ্ধ আর প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা বাদই দিলাম।'

'না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই বিষয়গুলো আমার মাথায় আসেনি।'

'তুমি নিশ্চিত হবে কীভাবে?'

'পরে কেউ কথাগুলো আমার সামনে বললে পরিষ্কার বুঝতে পারতাম। আমার অন্তর্জ্ঞান কি ছিল। –মনে হয় যেন এই গ্রহে আমি হিংস্র প্রাণী দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তুমি বলার আগে জানতাম না কি দেখছি।'

'বেশ, আমাদের দুজনের ক্ষমতা, তোমার দিব্যদৃষ্টি এবং আমার মেন্টালিজম এ দুটোকে একত্রিত করতে না পারলে আজকে আমরা মারা যেতাম। চল আমরা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে বন্ধু হই।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'যদি তুমি চাও।'

কণ্ঠস্বরের শীতলতা লক্ষ করে ভুরু উঁচু করল ব্লিস, কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে পেলোরেট ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল, এমনভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে, যে-কোনো মুহূর্তে ঘাড় থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে।

'মনে হয়,'বলল সে, 'আমরা পেয়েছি।'

ট্র্যাভিজের ধারণা সহজ উপায়ে কোনো বিজয় পাওয়া যায় না, আবার মানুষই নিজের বিচার বুদ্ধির উপর সবচেয়ে কম ভরসা করে। টের পেল তার বুকের পেশী

এবং গলা শক্ত হয়ে গেছে, তবে কথা বলতে পারল, 'পৃথিবীর অবস্থান? তুমি পেয়েছ, জেনভ?'

ট্র্যাভিজের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল পেলোরেট। লজ্জিত স্বরে বলল, 'না, গোলান। ওই কথা মনেই ছিল না। ধ্বংসস্তূপে অন্য একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি। বোধহয় খুব একটা গুরুত্ব নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্র্যাভিজ, 'ঠিক আছে জেনভ। সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। বল কী বলতে এসেছ?'

'আসলে প্রায় কোনোকিছুই রক্ষা পায়নি। বিশ হাজার বছরের ঝড়ো বাতাস কোনো কিছু রক্ষা পেতে দেয়নি। তা ছাড়া উদ্ভিদ এবং প্রাণীগুলো আগ্রাসী-যাই হোক বাদ দাও। আসল কথা হচ্ছে "প্রায় কিছুই না" এবং "কিছুই না" দুটোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

'ধ্বংসস্তূপটা ছিল সম্ভবত কোনো পাবলিক বিল্ডিঙের কারণ কংক্রিটের কিছু স্তম্ভ আছে যেগুলোতে কিছু বর্ণমালা খোদাই করা। একেবারেই ঝাপসা হয়ে গেছে, তবে আমি ছবি তুলে এনেছি। আমাদের কাছে বিল্ট-ইন কম্পিউটারসহ যে ক্যামেরাগুলো আছে সেগুলোর একটা দিয়ে—তোমাকে জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি—'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'বলে যাও।'

'লেখাগুলো এত বেশি প্রাচীন যে আমার সমস্ত জ্ঞান এবং কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুধু একটা শব্দ বুঝতে পেরেছি। শব্দটা বেশি গভীর করে খোদাই করা ছিল, কারণ সম্ভবত এটা গ্রহের পরিচয় বহন করে। শব্দটা হচ্ছে"প্ল্যানেট অরোরা" তাই আমি অনুমান করছি যে গ্রহে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই গ্রহের নাম অরোরা।'

'নাম তো একটা থাকতেই হবে।' বলল ট্র্যাভিজ।

'হ্যাঁ, কিন্তু নাম নির্বাচনের গুরুত্ব আছে। আমার লাইব্রেরিতে খুঁজে অনেক পুরোনো দুটো কিংবদন্তি পেয়েছি। দুটোই এসেছে পরস্পরের কাছ থেকে সীমাহীন দূরত্বে অবস্থিত দুটো পৃথক গ্রহ থেকে। দুই কিংবদন্তিতেই অরোরা শব্দের অর্থ হচ্ছে ভোর।'

'ভোর বা উষালগ্ন নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় সাধারণত স্পেস স্টেশন বা কোনো নির্দিষ্ট প্রকৃতির স্থাপনার মধ্যে যেগুলো প্রথম স্থাপিত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে। এই গ্রহের নাম অরোরা হলে, এটা সম্ভবত এই ধরনের বসতি স্থাপনকারী গ্রহগুলোর ভেতর প্রথম।'

'তুমি বলতে চাও এটাই পৃথিবী এবং যেহেতু এখানেই মানব জাতির উষালগ্ন শুরু হয়েছিল তাই এর আরেক নাম অরোরা?'

'এতদূর বলার সামর্থ্য আমার নেই।'

তিক্ত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'এখানে রেডিওঅ্যাকটিভিটি নেই, বিশাল উপগ্রহ নেই, কোনো গ্রহের সুবিশাল বলয় নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ঠিক। কিন্তু ড্যানিডার ধারণা এই গ্রহ প্রথম পর্যায়ের বসতি স্থাপনকারী বা স্পেসার বিশ্বগুলোর একটা। অরোরা নামের কারণে ধরে নেওয়া যায় এটাই হচ্ছে সর্ব প্রথম স্পেসার বিশ্ব। তার মানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর পরেই মানব জাতির সর্বাধিক প্রাচীন বাসভূমিতে। খুব এক্সাইটিং,তাই না?'

'চমৎকার, জেনভ। কিন্তু শুধু নাম থেকেই কি এতকিছু অনুমান করা যায়?'

'আরো আছে। আমি রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখেছি, বর্তমানে গ্যালাক্সিতে "অরোরা" নামের কোনো গ্রহ নেই, আমি নিশ্চিত তোমার কম্পিউটারেও নেই। অনেক গ্রহই "ভোর" শব্দের অন্য প্রতিশব্দগুলো ব্যবহার করে কিন্তু কেউই "অরোরা" শব্দটা ব্যবহার করে না।'

'কেন করবে? প্রি-গ্যালাকটিক শব্দ হলে ব্যবহার না করাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু নাম টিকে থাকে, অর্থহীন হলেও। এই গ্রহে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করা হলে নিশ্চয়ই এটা একসময় বিখ্যাত ছিল; হয়তো গ্যালাক্সির নেতৃস্থানীয় বিশ্ব ছিল। পরবর্তীতে অনেক গ্রহ নিশ্চয়ই "নিউ অরোরা" বা "অরোরা মাইনর" বা এধরনের অন্য কোনো নাম গ্রহণ করেছিল। এবং তারপরে অন্যগুলো-'

বাধা দিল ট্র্যাভিজ, 'হয়তো এই গ্রহে প্রথম বসতি স্থাপন করা হয়নি। হয়তো এটার কোনো গুরুত্বই নেই।'

'আমার বক্তব্যের পেছনে জোরালো যুক্তি আছে।'

'কী যুক্তি, জেনভ?'

'প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বসতিস্থাপনকারীদের ভেতর বিদ্বেষ ছিল। সে কারণেই দ্বিতীয় পর্যায়ের বসতি স্থাপনকারীদের প্রথম পর্যায়ের কোনো গ্রহের নাম ব্যবহার করেনি। অনুমান করে নেওয়া যায় যে "অরোরা" নাম আর পুনরাবৃত্তি হয়নি।'

হাসল ট্র্যাভিজ। 'তোমরা মিথলজিস্টরা কীভাবে কাজ করো তার সামান্য ধারণা পেলাম। তুমি সুন্দর একটা কাঠামো তৈরি করেছ, তবে সেটা হয়তো তৈরি করেছ বাতাসের উপর। কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে প্রথম পর্যায়ের বসতি স্থাপনকারীরা রোবটের সাহায্য নিয়েছিল এবং এটাই ছিল তাদের দোষ। এখন এই গ্রহে যদি একটা রোবট পাওয়া যায়, তা হলে তোমার বক্তব্য মেনে নিতে পারি।'

'গোলান, তোমাকে বলিনি আমি? -না, বলিনি নিশ্চয়। এত উত্তেজিত হয়ে আছি যে গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। আমরা একটা রোবট দেখেছি।'

কেউ ব্যথা পেলে যেভাবে হাত দিয়ে মালিশ করে, প্রায় সেভাবে কপালে হাত ঘষল ট্র্যাভিজ। 'রোবট? তোমরা রোবট দেখেছ?'

'হ্যাঁ।' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল পেলোরেট।

'কীভাবে বুঝলে?'

'কেন, ঐটা রোবট ছিল। দেখে বুঝতে পারব না?'

'এর আগে কখনো রোবট দেখেছ?'

'না, কিন্তু এটা ছিল ধাতুর তৈরি, দেখতে পুরোপুরি মানুষের মতো। মাথা, হাত পা, গোড়ালি সবই আছে। অবশ্য জং পড়া ধাতু, এবং ওটার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় ভাইব্রেশনের কারণে নিশ্চয়ই আরো ক্ষতি হয়। তাই যখন ধরার জন্য হাত বাড়াই–'

'ধরতে গেলে কেন?'

'আসলে নিজের চোখেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাত বাড়াই। ধরার সাথে সাথে জিনিসটা ভেঙে পড়ে যায়। কিন্তু–'

'হাঁ।'

'পড়ে যাওয়ার আগে চোখের আলো হালকাভাবে জ্বলে উঠেছিল এবং এমন একটা শব্দ করল যেন কিছু বলতে চায়।'

'তুমি বলতে চাও ওটা এখনও কার্যকর?'

'সামান্য কার্যক্ষমতা ছিল, গোলান। তারপর বন্ধ হয়ে যায়।'

ট্র্যাভিজ ঘুরল ব্লিসের দিকে। 'তুমিও একই কথা বলবে, ব্লিস।'

'আমরা একটা রোবট দেখেছি।' ব্লিস বলল।

'এবং এখনও কার্যক্ষম?'

'ভেঙে পড়ার সময় হালকা নিউরোনিক প্রবাহ ধরতে পারি আমি।'

'নিউরোনিক প্রবাহ আসবে কোত্থেকে? কোষ দিয়ে তৈরি জৈবিক মস্তিষ্ক থাকে না রোবটের।'

'আমার ধারণা সমমানের কম্পিউটার থাকে, এবং আমি সেটা চিহ্নিত করতে পারি।'

'সেটা রোবটিক না মানবিক মেন্টালিটি, নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে।'

'এত হালকা ছিল যে নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়, তবে ছিল।'

ট্র্যাভিজ প্রথমে ব্লিস তারপর পেলোরেটের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে গেল।'

www.boiRboi.blogspot.com

চতুর্থ পর্ব

সোলারিয়া

www.boiRboi.blogspot.com

১০. রোবটস

ডিনারের সময় গভীর চিন্তায় ডুবে রইল ট্র্যাভিজ, ব্লিস পূর্ণ মনযোগ দিল খাওয়ার দিকে।

একমাত্র পেলোরেট কথা বলার চেষ্টা করল। বোঝানোর চেষ্টা করল এটা যদি অরোরা গ্রহ হয় এবং এখানেই প্রথম বসতি স্থাপন করা হলে এই গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি হবে।

'কাছাকাছি সৌরজগৎগুলো খুঁজে দেখা দরকার,' সে বলল, 'মাত্র কয়েকশ নক্ষত্রের আশপাশে অনুসন্ধান চালাতে হবে।'

নিচু গলায় বোঝানোর চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ। হিট-অ্যাণ্ড-মিস পদ্ধতি হচ্ছে শেষ পদক্ষেপ। পৃথিবী খুঁজে পেলেও সেখানে পৌঁছানোর আগে যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে নিতে চায় সে। এর বেশি কিছু বলল না, বিরক্ত হয়ে পেলোরেট মুখ বন্ধ করল।

খাওয়া শেষেও যখন নিজে থেকে কিছু বলল না ট্র্যাভিজ, পেলোরেট তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি এখানেই থাকব, গোলান?'

'অন্তত আজকের রাত। একটু চিন্তা করা দরকার।'

'বিপদ হবে না?'

'কুকুর থেকে যদি ভয়ংকর কিছু না থাকে তা হলে মহাকাশযানের ভেতর আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'যদি সেরকম বিপদ দেখা দেয় তা হলে কত দ্রুত উপরে উঠতে পারব?'

'কম্পিউটারকে সতর্ক করে রেখেছি। মনে হয় দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই টেক অফ করতে পারব। কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদ হলে এটা আমাদের সতর্ক করে দেবে, কাজেই সবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত। আগামী কাল সকালে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

বলা সহজ, কম্পিউটার রুমের মেঝেতে হাত পা ভাঁজ করে শুয়ে ভাবল ট্র্যাভিজ। বিছানায় যায়নি কারণ ঘুম আসবে না। এখানে অন্তত জরুরি মুহূর্তে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে।

তারপর একটা পদশব্দ শুনে উঠে বসল। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'জেনভ?'

'না, আমি ব্লিস।'

হাত বাড়িয়ে ডেস্কের কোণার সংযোগ স্পর্শ করল ট্র্যাভিজ, হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। ব্লিসের গায়ে হালকা রঙের রাতের পোশাক।

'কী ব্যাপার।'

'তোমার ঘরে তোমাকে দেখলাম না। তারপর নিউরোনিক তরঙ্গ অনুসরণ করে বুঝলাম এখানে আছো, ঘুমাওনি। তাই এসেছি।'

'বুঝলাম, কিন্তু কী চাও?'

'ভয় পেয়ো না। তোমার কুমারত্ব নষ্ট করবো না।'

'আমারও মনে হয় না করবে,' ট্র্যাভিজ পাল্টা রসিকতা করল। 'ঘুমাওনি কেন? আমাদের চেয়ে তোমারই বেশি প্রয়োজন।'

'বিশ্বাস কর,' করুণ স্বরে বলল ব্লিস, 'ওই প্রাণীগুলোর সাথে লড়াই আমাকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছে।'

'আমি জানি।'

'কিন্তু তোমার সাথে কথা বলা প্রয়োজন। সেসময় পেল না থাকলেই ভালো হয়।'

'কী ব্যাপার?'

'পেল এর মুখে রোবট এর কথা শুনে তুমি বললে পুরো পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। তার মানে কী?'

'বুঝতে পারছ না? আমাদের কাছে তিনটা নিষিদ্ধ গ্রহের তিনসেট কো-অর্ডিনেটস আছে। আমি তিন গ্রহেই যাবো যেন পৃথিবীতে পৌছানোর আগে যতদূর সম্ভব সে সম্বন্ধে জেনে নিতে পারি।'

আরেকটু কাছে এগিয়ে গেল ট্র্যাভিজ যেন নিচু গলায় কথা বলা যায়, তারপর পিছিয়ে এল ঝট করে। 'দেখ আমি চাই না পেলোরেট আমাদেরকে দেখে ফেলে। সে কিছু মনে করে বসতে পারে।'

'ভয় নেই। ও ঘুমাচ্ছে, জেগে উঠলে আমি বুঝতে পারব। –বলে যাও। তুমি তিনটা গ্রহেই যেতে চাও। পরিবর্তন কি হলো।'

'কোনো গ্রহেই বেশি সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আমার ছিল না। যদি আরোরা গ্রহে বিশ হাজার বছর কোনো মানুষ বাস না করে তা হলে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্যই এখানে থাকবে না। ধুলো, বালি বা ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে সামান্য একটুকরা তথ্যের আশায় এখানে বসে বসে কুকুর, বিড়াল, ষাড় বা অন্য কোনো প্রাণী যদি হিংস্র হয়ে উঠে সেগুলোর মোকাবিলা করার কোনো প্রয়োজন নেই। হয়তো অন্য দুটো গ্রহতে এখনও মানুষ বাস করে। –তাই আমার ইচ্ছা ছিল যত দ্রুত সম্ভব রওয়ানা দেওয়া। হয়তো এখন মহাকাশে থাকতাম।'

'কিন্তু?'

'কিন্তু যদি এই গ্রহে রোবট থাকে যেগুলো এখনও কাজ করতে সক্ষম তা হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। মানুষের চেয়ে রোবট সামলানো অনেক সহজ। কারণ আমি যতদূর জানি ওগুলো শুধু আদেশ পালন করে এবং মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।'

'তাই রোবট খোজার জন্য তুমি এই গ্রহে কিছুদিন সময় নষ্ট করবে।'

'করতে তো চাই না, ব্লিস। আমার মতে রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া বিশ হাজার বছর কোনো রোবট কাজ করতে পারবে না। –তারপরেও তুমি যেহেতু একটা রোবটের ভেতর এক ঝলক সক্রিয়তা দেখেছ পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমার ধারণা ভুল। হয়তো যন্ত্রগুলো অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী, অথবা রক্ষণাবেক্ষণের উন্নত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।'

'আমার কথা শোন ট্র্যাভিজ, এবং দয়া করে কথাগুলো গোপন রাখবে।'

'গোপন রাখতে হবে!' অবাক হয়ে বলল ট্র্যাভিজ। 'কার কাছ থেকে।'

'পেল এর কাছ থেকে। শোন, পরিকল্পনা পাল্টাতে হবে না। তোমার কথাই ঠিক। এখনো কাজ করতে সক্ষম কোনো রোবট এই গ্রহে নেই। আমি কিছু পাইনি।'

'যেটার কথা বললে?'

'বহুদিন আগেই ওটার কলকবজা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'তুমি বলেছিলে–'

'বলেছিলাম। পেল এর ধারণা সে ওটাকে নড়তে দেখেছে, শব্দ শুনেছে। আসলে পুরো জীবন সে কাটিয়েছে শুধু তথ্য সংগ্রহ করে। ওভাবে স্কলারদের দুনিয়ায় জায়গা করে নেওয়া খুব কঠিন। চেয়েছিল নিজে কিছু আবিষ্কার করবে। "অরোরা" শব্দটা বের করে কী প্রচণ্ড খুশি হয়েছিল তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করার।'

'অর্থাৎ জেনভ নিজেকে বুঝিয়েছে যে সে সক্রিয় রোবট দেখেছে যদিও আসলে ব্যাপারটা তা নয়।'

'সে যা দেখেছে সেটা হচ্ছে এক তাল ধাতু, যে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আছে সেটার মতো কনশাসনেসও নেই।'

'কিন্তু তুমি তো তাকে সমর্থন করেছ।'

'উপায় ছিল না। ওর খুশি আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার।'

পুরো একমিনিট ব্লিস এর দিকে তাকিয়ে থাকল ট্র্যাভিজ, 'দয়া করে ব্যাখ্যা করে বলবে কেন ওর খুশি তোমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার? জেনভ বুড়ো মানুষ, আইসোলেট। তোমার বয়স কম, সুন্দরী আর আইসোলেটদের পছন্দ করো না। গায়ার অন্য কোনো অংশে নিশ্চয়ই সুদর্শন স্বাস্থ্যবান তরুণরা আছে। তাদের সাথে সম্পর্ক করতে পারতে। জেনভের ভেতর কী দেখলে?'

'তুমি তাকে ভালবাসো না?' গম্ভীর গলায় বলল ব্লিস।

'আমি তাকে পছন্দ করি।'

'তোমাদের পরিচয় খুব অল্পদিনের। তারপরেও কেন পছন্দ করো?'

www.boiRboi.blogspot.com

নিজের অজান্তেই ট্রাভিজের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'মানুষটা বেশ অদ্ভুত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সারা জীবন কখনোই সে নিজেকে নিয়ে ভাবেনি। বিনা আপত্তিতে আমার সাথে এসেছে। আশা করেছিল আমি তাকে ট্র্যানটর নিয়ে যাবো, কিন্তু যখন বললাম আমরা গায়া যাবো, একটুও তর্ক করল না। এখন এই অনুসন্ধানে এসেছে, যদিও জানে কাজটা বিপজ্জনক। কোনো সন্দেহ নেই যদি আমার জন্য বা অন্য কারো জন্য তাকে জীবন দান করতে হয় কোনো দ্বিধা না করেই সে তা করবে।'

'তুমি ওর জন্য জীবন দিতে পারবে, ট্রাভিজ?'

'হয়তো, যদি চিন্তা করার সময় না পাই। কিন্তু চিন্তা করার অবকাশ পেলে হয়তো আমি পিছিয়ে যাবো। আমি ওর মতো ভালো মানুষ না। সেকারণেই বেশি করে তাকে রক্ষা করতে চাই। বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে, যেন তুমি কখনো প্রতারণা করে আমার বন্ধুকে কষ্ট না দাও।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি এমনই ভাববে। কেন বুঝতে পারছ না, তুমি ওর ভেতরে যা দেখেছ আমিও তাই দেখেছি—এবং বড় কথা হচ্ছে আমি সরাসরি ওর মাইণ্ড-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো আচরণ আমি করেছি? রোবট নিয়ে ওর কল্পনা কেন সমর্থন করেছি, দুঃখ দেওয়ার জন্য? ট্রাভিজ তুমি যাকে ভালোমানুষী বল আমরা তাতে অভ্যস্ত। কারণ গায়ার প্রতিটি অংশ সমগ্রকের কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজ আমরা জানি না। এর ফলে আসলে আমাদের কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না, কারণ গায়ার সকল অংশই সমগ্রক, তুমি বুঝবে না। পেল এর ব্যাপার ভিন্ন।'

এখন আর ট্রাভিজের দিকে তাকাচ্ছে না ব্লিস, আপন মনে কথা বলছে, 'পেল এর পাওয়ার কিছুই নেই, হারাবার আছে অনেক কিছু। সেখানেই আমার লজ্জা, কারণ আমার তো হারানোর কোনো ভয় নেই। তুমি জানো ওকে আমি তোমার চেয়েও কত ভালোভাবে চিনি? এবং তুমি মনে করো ওকে আমি দুঃখ দেব?'

'ব্লিস, আজকেই তুমি আমাকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলে। আমি আগ্রহ দেখাইনি। কারণ সন্দেহ ছিল। এবার আমার পালা। এসো আমরা বন্ধু হই। তুমি হয়তো গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাতেই থাকবে। আমিও হয়তো প্রত্যাখ্যান করতেই থাকব, তা সত্ত্বেও আমরা বন্ধু হই।' হাত বাড়ালো ট্রাভিজ।

'অবশ্যই, ট্রাভিজ।' শক্ত করে ট্রাভিজের হাত জড়িয়ে ধরল ব্লিস।

নিজের মনেই হাসল ট্রাভিজ। কোনো নক্ষত্রের অবস্থান বের করার সময় সে যখন কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে, ব্লিস আর পেলোরেট উপস্থিত থেকে আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করত। এখন দুজনেই নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছে বা বিশ্রাম নিচ্ছে। সম্ভবত ওরা ধরে নিয়েছে কী করতে হবে ট্রাভিজ সেটা ভালোভাবেই জানে। আরেকটা নক্ষত্র-উজ্জ্বল এবং গ্যালাকটিক ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত হয়নি—দেখা যাচ্ছে। এটা অরোরার নক্ষত্রের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রাচীন যুগের নিয়ম কানুন বা প্রথার অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাস মুছে যায়। বিশাল বিশাল সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ভুলে যাওয়া শতাব্দী বা সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে এমন কিছু নিয়ম বা প্রথা বেরিয়ে আসে যেগুলো পরবর্তী হাজার হাজার বছর অবিকৃত অবস্থায় প্রচলিত থাকে—যেমন এই কো-অর্ডিনেটসগুলো।

কথাগুলো পেলোরেটকে বলেছিল কিছুক্ষণ আগে, জবাবে পেলোরেট বলেছিল যে এই কারণেই পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তি নিয়ে গবেষণা এত আকর্ষণীয়।

যাই হোক, ড্যানিডার দেওয়া কো-অর্ডিনেটস থেকে সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী নক্ষত্র যেখানে থাকার কথা ঠিক সেখানেই রয়েছে। ট্রাভিজের কোনো সন্দেহ নেই যে তৃতীয় নক্ষত্রও পাওয়া যাবে। যদি তাই হয় পঞ্চাশটা নিষিদ্ধ গ্রহের যে গল্প শুনেছে সেটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, শুধু ভাবনার বিষয় হচ্ছে বাকি সাতচল্লিশটা গ্রহ কোথায়।

নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত একটা বাসযোগ্য গ্রহ পেয়ে মোটেই অবাক হলো না ট্রাভিজ। তার মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। ফার স্টারকে কক্ষপথে এমনভাবে স্থাপন করল যেন ধীর গতিতে গ্রহটাকে প্রদক্ষিণ করে।

মেঘস্তর অনেকখানি ছড়ানো বলে ভূ-পৃষ্ঠ মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। অন্যসব বাসযোগ্য গ্রহের মতোই এখানে প্রচুর পানি আছে। উষ্ণ অঞ্চলে একটা এবং মেরু অঞ্চলে দুটো বিশাল মহাসমুদ্র রয়েছে। মধ্য অক্ষাংশের এক অংশে সর্পিল আঁকাবাঁকা ভূ-ভাগ, অনেকগুলো উপসাগর এবং দু-একটা সংযোজক স্থলভাগ পুরো গ্রহকে ঘিরে রেখেছে। অন্যদিকের ভূ-ভাগ তিনটি অংশে বিভক্ত যার প্রতিটি উত্তর-দক্ষিণে চাপা।

আবহাওয়া বিদ্যা জানা থাকলে ট্রাভিজ তাপমাত্রা, ঋতুভেদে পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বলতে পারত। একবার ভাবল কম্পিউটার দিয়ে জেনে নেবে, তারপর দূর করে দিল চিন্তাটা। আবহাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না।

বরং এখানেও উন্নত প্রযুক্তির তৈরি কোনো রেডিয়েশন নেই। যত দূর দেখা যায় তাতে মনে হয় না এই গ্রহে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। সারফেসে সবুজের ছড়াছড়ি কিন্তু দিনের অংশে নেই কোনো শহর বন্দর, রাতের অংশে নেই কোনো কৃত্রিম আলো।

এটাও কি আরেকটা গ্রহ যেখানে সব প্রাণী আছে শুধু মানুষ নেই?

অন্য শোবার ঘরের দরজায় শব্দ করল ট্রাভিজ।

'ব্লিস?' একবার ডেকে আবার শব্দ করল।

নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল ভেতরে, তারপর ব্লিসের গলা, 'হ্যাঁ?'

'আসতে পারবে? তোমার সাহায্য দরকার।'

'দাঁড়াও একটু। ঠিকঠাক হয়ে আসছি।'

বেরিয়ে আসার পর তাকে মনে হলো বরাবরের মতোই তরতাজা আর সুন্দর। অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য বিরক্ত হলেও কিছু বলল না ট্র্যাভিজ। কারণ এখন তারা বন্ধু।

হেসে আমুদে গলায় বলল ব্লিস, 'তোমার জন্য কী করতে পারি, ট্র্যাভিজ?'

ভিউস্ক্রিন দেখাল ট্র্যাভিজ, 'দেখতেই পারছো এটা পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবান একটা গ্রহ। প্রচুর উদ্ভিদ আছে। রাতের অংশে কোনো আলো দেখছি না, এবং প্রযুক্তিগত কোনো রেডিয়েশন নেই। তুমি মনঃসংযোগ করে বলো পশুপাখি বা জীবজন্তু আছে কিনা। একবার মনে হয়েছিল মাঠে গবাদি পশু চরছে, নিশ্চিত নই।'

মনঃসংযোগ করল ব্লিস, 'হ্যাঁ–প্রচুর জীবজন্তু।'

'স্তন্যপায়ী?'

'তাই হবে।'

আরো গভীরভাবে মনঃসংযোগ করল ব্লিস। এক, দুই করে পার হয়ে গেল অনেকগুলো মিনিট। তারপর দেহ শিথিল হলো, 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎ এমন কিছু তরঙ্গ ধরা পড়ছে যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছাকাছি। অনেক বেশি হালকা আর অনিয়মিত।' মনঃসংযোগের পরিমাণ আরো বাড়াল সে। চিন্তিত স্বরে বলল, 'বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন ধরনের, আমার অপরিচিত। এগুলো–কথা থামালো সে।

'বেশ?' তাড়া লাগাল ট্র্যাভিজ।

'এগুলো রোবট ছাড়া আর কিছুই না।'

'রোবট!'

'হ্যাঁ, এবং রোবট থাকলে মানুষও থাকবে। কিন্তু আমি ধরতে পারছি না।'

'রোবট!' আবার বলল ট্র্যাভিজ, ভুরু কুঁচকে গেছে।

'হ্যাঁ,' ব্লিস বলল, 'এবং প্রচুর।'

'রোবট!' বলল পেলোরেট, ট্র্যাভিজের মতো একই সুরে। তারপর হাসল। 'তোমার কথাই ঠিক, গোলান, আর আমি তোমাকে সন্দেহ করে ভুল করেছিলাম।'

'মনে পড়ছে না আমাকে কখন সন্দেহ করলে, জেনভ।'

'তোমাকে বলিনি। আমার মনে হয়েছিল অরোরাতে কয়েকটা রোবটকে প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল। তাই সেখান থেকে চলে আসার সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। কিন্তু তুমি জানতে এখানে আরো বেশি রোবট আছে।'

'মোটেই না, জেনভ। আমি একটা জুয়া খেলেছি। ব্লিস বলেছিল মেন্টাল ফিল্ড দেখে মনে হয় অরোরার কিছু রোবট এখনও কার্যক্ষম। কিন্তু আমার ধারণা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া কোনো রোবট দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকতে পারবে না। যাই হোক, ব্লিস অবশ্য মানুষের কোনো চিহ্ন পায়নি।'

পেলোরেট চিন্তিতভাবে ভিউস্ক্রিন দেখছে, 'সবটাই বনাঞ্চল মনে হচ্ছে, তাই না?'

'বেশিরভাগ বনাঞ্চল।'

'মানুষ নেই।'

'এখনও পাইনি। ব্লিস গ্যালিতে বসে মনঃসংযোগের চেষ্টা করছে। ওর কাছে একটা ছোট্ট যন্ত্র দিয়েছি, কম্পিউটারের সাথে যুক্ত। কিছু পেলে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটার আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে।'

অস্বস্তি নিয়ে পেলোরেট বলল, 'এই কাজটা কম্পিউটারকে দিয়ে করানো কি ঠিক হচ্ছে?'

'কেন জেনভ? এটা বুদ্ধিমান কম্পিউটার। আর আমাদের হাতে যখন কোনো তথ্য নেই তখন এর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অসুবিধা কি।'

উজ্জ্বলভাবে হাসল পেলোরেট, 'পুরোনো অনেক কিংবদন্তিতে আছে প্রাচীন যুগের মানুষ কিউব মাটিতে ফেলে সিদ্ধান্ত নিত।'

'তাই। কীভাবে?'

'কিউবের প্রতিটি তলে একটা করে সিদ্ধান্ত লেখা থাকত–হ্যাঁ-না-সম্ভাব্য-বাতিল–এবং আরও অনেক কিছু। ছুঁড়ে দেওয়ার পর যে তল উপরে থাকত সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করত। অথবা একটা স্লটে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লিখে বল গড়িয়ে দিত। বলটা যে সিদ্ধান্তের উপর গিয়ে থামত সেটাই অনুসরণ করা হত। অনেক মিথলজিস্ট এটাকে লটারি না বলে বলে জুয়া খেলা, কিন্তু আমার মতে দুটো একই জিনিস।'

'আমরাও একধরনের জুয়া খেলছি।'

এমন সময় গ্যালি থেকে ফিরে এল ব্লিস। ট্র্যাভিজের শেষ মন্তব্য শুনতে পেয়েছে। 'না, জুয়া খেলা না।' বলল সে। 'কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'তুমি নিশ্চিত?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'আমি মানুষের চিন্তা তরঙ্গ ধরতে পেরেছি। কোনো সন্দেহ নেই।'

বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, পায়ের নিচে ঘাস ভেজা। ঝড়ো বাতাস মেঘ তাড়িয়ে দিচ্ছে।

গাছপালার আড়ালে সুবিধামতো স্থানে অবতরণ করল ফার স্টার। চারদিকে বিস্তীর্ণ চারণভূমি, ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, দূরে বাগান আর শস্যের মাঠ–এবং এখন আর কোনো সন্দেহ নেই–প্রচুর গবাদিপশু মাঠে চড়ছে।

তবে কোনো কাঠামো চোখে পড়ছে না। গাছগুলোর মাঝখানে নিয়মিত দূরত্ব এবং যে দেয়ালগুলো শস্যক্ষেত্রগুলোকে পৃথক করেছে সেগুলো ছাড়া আর কোনো চোখে পড়ার মতো কৃত্রিমতা নেই।

এই কৃত্রিমতা কি রোবটের তৈরি? মানুষের সাহায্য ছাড়া?

হোলস্টারে হাত বোলালো ট্র্যাভিজ। অস্ত্রগুলো পুরোপুরি চার্জ করা। ব্লিসের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল সে।

www.boiRboi.blogspot.com

'অসুবিধা নেই,' বলল ব্লিস। 'মনে হয় না অস্ত্রগুলো তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। তবে এই কথা অগেও বলেছিলাম, তাই না?'

'অস্ত্র নেবে, জেনভ?'

মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'তুমি এবং ব্লিস থাকতে আমার বিপদের কোনো ভয় নেই। জানি, এটা কাপুরুষতা। কিন্তু আমাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে না। এতেই আমি খুশি।'

'বুঝেছি। শুধু একা একা কোথাও যাবে না। আমি বা ব্লিস আলাদা হয়ে গেলে তুমি আমাদের দুজনের একজনের সাথে থাকবে।'

'চিন্তা করো না ট্র্যাভিজ।' ব্লিস বলল, 'আমি লক্ষ্য রাখব।'

ট্র্যাভিজ প্রথমে মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এল। বৃষ্টির কারণে বাতাস একটু ঠাণ্ডা, ভালো লাগছে। বৃষ্টির আগে নিশ্চয়ই গুমোট গরম ছিল। নিশ্বাস নিয়ে অবাক হলো সে। প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গন্ধ থাকে। সেগুলো হয় অদ্ভুত আর বিরক্তিকর। কিন্তু এই গ্রহের গন্ধটা বেশ চমৎকার।

সঙ্গী দুজনকে ডাকল সে। 'বেরিয়ে এস। বাইরে চমৎকার আবহাওয়া।'

পেলোরেট বেরিয়ে এল। 'এই পরিবেশ বর্ণনা করার জন্য চমৎকার-ই একমাত্র শব্দ। গন্ধটা সবসময় এরকম থাকবে?'

'এটা কোনো ব্যাপার না। এক ঘণ্টার ভেতরেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাব। তখন আর নাকে কোনো গন্ধ লাগবে না।'

'ভেজা ঘাস।' বিরক্ত সুরে বলল ব্লিস।

'অসুবিধা কী? গায়ায় বৃষ্টি হয়, তাই না?' ট্র্যাভিজ বলল, সেই সময়ই এক চিলতে রোদ বেরিয়ে এল মেঘের ফাঁক দিয়ে।

'হ্যাঁ, কিন্তু বৃষ্টি হবে সেটা জানি বলেই আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি।'

'খুব খারাপ কথা। অপ্রত্যাশিত আনন্দ থেকে তোমরা বঞ্চিত।'

'ঠিকই বলেছ। আমি মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।'

চারপাশে তাকিয়ে হতাশ সুরে পেলোরেট বলল, 'কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ওই উঁচু জায়গাটার পেছন থেকে ওরা এগিয়ে আসছে।' বলল ব্লিস। ট্র্যাভিজকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা সামনে এগিয়ে ওদের সাথে দেখা করব?'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'না এখানেই অপেক্ষা করব। হাজার পারসেক পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এসেছি। বাকি পথটুকু ওদেরকে আসতে দাও।'

একমাত্র ব্লিস ওদের এগিয়ে আসা অনুভব করছে। বাকি দুজন দেখল যখন জায়গাটার পিছন থেকে একে একে তিনটা শারীরিক কাঠামো বেরিয়ে এল।

'আপাতত এই কজনই।' বলল ব্লিস।

কৌতূহল নিয়ে দেখছে ট্র্যাভিজ। জীবনে কখনো না দেখলেও তার কোনো সন্দেহ নেই যে ওগুলো রোবট। নিখুঁত চকচকে মানব শরীরের কাঠামো, অথচ বোঝা যায় না ধাতুর তৈরি। শারীরিক কাঠামো এত বেশি মসৃণ, স্পঞ্জের মতো নরম বলে ভ্রম হয়, যেন মখমল দিয়ে আবৃত। প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে একবার ছুঁয়ে দেখার।

সত্যি কথা, যদি এটা নিষিদ্ধ গ্রহ হয় তা হলে বহু শতাব্দী এই গ্রহে কোনো মহাকাশযান বা বাইরের বিশ্বের আগন্তুক পা ফেলেনি। সেক্ষেত্রে ফার স্টার এবং এর আরোহীরা রোবটদের কাছে অপ্রত্যাশিত। অথচ এমন আচরণ করছে যেন নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে।

নিচু স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'এখানে হয়তো এমন তথ্য পাবো যা গ্যালাক্সির অন্য কোথাও পাবো না। কে বলতে পারে রোবটগুলো কত বহু শতাব্দী কাজ করছে। পৃথিবীর অবস্থান জানতে পারে।'

'অন্য দিকে,' ব্লিস বলল, ' এগুলো হয়তো কাছাকাছি সময়ে তৈরি করা হয়েছে এবং কিছুই জানে না।'

'অথবা,' বলল পেলোরেট, 'জানে কিন্তু আমাদের বলবে না।'

ট্র্যাভিজ বলল, 'আমার ধারণা কেউ যদি না বলার আদেশ দেয় তা হলেই রোবটরা কিছু বলবে না। কিন্তু আমাদের আগমন অপ্রত্যাশিত, তা হলে কেউ এমন আদেশ কেন দেবে।'

প্রায় তিন মিটার দূরে রোবটগুলো থেমে দাঁড়ালো, কিছু বলল না।

সেগুলোর উপর থেকে চোখ না সরিয়ে, ব্লাস্টারের উপর হাত রেখে ব্লিসকে জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ, 'বলতে পারবে ওগুলো হিংস্র কিনা?'

'রোবটিক মাইণ্ডের সাথে আমার পরিচয় নেই, ট্র্যাভিজ। তবে অনুভূতিতে কোনো হিংস্রতা ধরা পড়ছে না।'

অস্ত্রের উপর থেকে হাত সরিয়ে আনল ট্র্যাভিজ, তবে কাছাকাছি রাখল। ডান হাত উপরে তুলল। হাতের তালু রোবটদের দিকে, ধীর গলায় বলল, ' অভিনন্দন। আমরা বন্ধুত্ব করতে এসেছি।'

মাঝখানের রোবট মাথা নোয়ালো কুর্নিশের ভঙ্গিতে, অথবা এটা হয়তো তাদের দিক থেকে বন্ধুত্বের প্রকাশ, তারপর উত্তর দিল।

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ট্র্যাভিজের। কারণ রোবটদের ভাষা গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ডের ধারে কাছেও নেই। একটা বর্ণও বুঝতে পারেনি সে।'

পেলোরেট ঠিক ট্র্যাভিজের মতোই অবাক, তবে তার চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপও রয়েছে।

'অদ্ভুত ব্যাপার।' সে বলল।

'অদ্ভুত না। জঘন্য।' রুক্ষ স্বরে বলল ট্র্যাভিজ।

'মোটেই জঘন্য না। এটাও গ্যালাকটিক, তবে অনেক প্রাচীন। আমি কয়েকটা শব্দ বুঝেছি। লিখে দিলে হয়তো পুরোটাই বুঝতে পারব। উচ্চারণটাই হচ্ছে আসল সমস্যা।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বেশ, কী বলছে এটা?'

'সম্ভবত বলছে যে তোমার কথা সে কিছুই বুঝতে পারেনি।'

'আমিও বলতে পারব না এটা কি বলছে,' ব্লিস বলল, 'তবে আমার অনুভূতি বলছে যে এটা হতবাক, স্বাভাবিক। অর্থাৎ যদি আমি সঠিকভাবে রোবটিক আবেগ বিশ্লেষণ করে থাকি অথবা যদি রোবোটিক আবেগ বলে আদৌ কিছু থাকে।'

ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ধীরে ধীরে কিছু একটা বলল পেলোরেট এবং তিন রোবট একসাথে মাথা নোয়ালো।

'কী বললে?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

পেলোরেট বলল, 'একটু সময় চেয়েছি। বেশ মজার ব্যাপার।'

'বিশ্রী ব্যাপার।'

'আসলে, গোলান, প্রতিটি বাসযোগ্য গ্রহের নিজস্ব গ্যালাকটিক রয়েছে, যার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না। সেগুলো আবার স্ট্যান্ডার্ড গ্যালাকটিকের সাথে মিলিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু এই গ্রহ বিশ হাজার বছর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন তাই ভাষাটা পুরোপুরি অন্যরকম মনে হচ্ছে। কারণটা শুধু রোবটের উপর নির্ভরশীলতা নয় বরং মনে হয় রোবটগুলোকে যে ভাষা বোঝার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে তারা শুধু সেটাই বুঝবে। রি-প্রোগ্রাম না হলে ভাষার কোনো পরিবর্তন হবে না, এবং আমরা যা শুনছি সেটা গ্যালাকটিকের অনেক প্রাচীন রূপ।'

'একটা রোবটাইজ সমাজ কীভাবে ধ্বংস হয়, এটা তার একটা উদাহরণ।' বলল ট্র্যাভিজ।

'কিন্তু প্রিয় বন্ধু,' আপত্তি জানালো পেলোরেট, 'ভাষা অপরিবর্তনীয় রাখলেই কোনো সমাজ ধ্বংস হয়ে যায় না। এতে অনেক সুবিধেও পাওয়া যায়। হাজার বছরের পুরোনো রেকর্ডের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সহজে বোঝা যায়। বাকি গ্যালাক্সি থেকে হ্যারি সেলডনের সময়ের ইম্পেরিয়াল বাচনভঙ্গি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'

'তুমি এই প্রাচীন গ্যালাকটিক জানো?'

'জানি বলাটা ঠিক হবে না। আসলে প্রাচীন উপকথা, কিংবদন্তি নিয়ে কাজ করতে করতে কৌশলটা ধরতে পেরেছি। শব্দার্থ আলাদা না হলেও শব্দরূপ একেবারেই ভিন্ন, এবং অনেক বাগধারা বর্তমানে মোটেই ব্যবহৃত হয় না আর উচ্চারণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দোভাষী হিসেবে কাজ করতে পারি, তবে ভালোভাবে পারব না।'

লম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল ট্র্যাভিজ। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। যদ্দুর পারো করো, জেনভ।'

রোবটদের দিকে ঘুরল পেলোরেট, একটু অপেক্ষা করল, তারপর ফিরে তাকালো ট্র্যাভিজের দিকে। 'কী বলব?'

'জিজ্ঞেস কর পৃথিবী কোথায়।'

প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে উচ্চারণ করল পেলোরেট, সেই সাথে হাত নাড়ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

রোবটগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। উত্তর দিল মাঝখানের রোবট। সেও থেমে থেমে কথা বলছে, ইলাস্টিক টানার মতো করে হাত নাড়ছে।

পেলোরেট বুঝিয়ে বলল ট্র্যাভিজকে, 'সম্ভবত "পৃথিবী" শব্দটা ওদেরকে ঠিকমতো বোঝাতে পারিনি। আমার ধারণা ওরা ধরে নিয়েছে আমি এই গ্রহের কোনো অঞ্চলের কথা বলছি এবং বলছে যে এমন কোনো অঞ্চলের কথা ওরা জানে না।'

'এই গ্রহের কোনো নাম আছে?'

'কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে গ্রহের নাম "সোলারিয়া"।'

'কখনো শুনেছো?'

'না।'

'বেশ, জানতে চাও মহাকাশের হাজার হাজার নক্ষত্রের মাঝে এমন কোনো জায়গা আছে কি যার নাম পৃথিবী। উপরে দেখিয়ে জিজ্ঞেস কর।'

আবার কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময়,তারপর পেলোরেট মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যত দূর বুঝতে পারছি ওরা বলছে মহাকাশে কিছুই নেই।'

'জিজ্ঞেস কর ওদের বয়স কত; অথবা কতদিন থেকে কাজ করছে।'

'আমি জানি না "কাজ করছে" কথাটা কীভাবে বলতে হয়।' মাথা নেড়ে বলল পেলোরেট। 'সত্যিকথা বলতে কি "বয়স কত" জিজ্ঞেস করার কায়দাও জানি না। দোভাষী হিসেবে আমি যাচ্ছেতাই।'

'চেষ্টা করো, পেল ডিয়ার।'

অনেকগুলো বাক্য বিনিময়ের পর পেলোরেট বলল, 'ওরা ছাব্বিশ বছর ধরে কাজ করছে।'

'ছাব্বিশ বছর,' হতাশ সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'তোমার চেয়েও বয়স কম, ব্লিস।'

অহংকারী ভঙ্গিতে কথা শুরু করল ব্লিস, 'আমি–'

'জানি। তুমি গায়া। হাজার বছরের প্রাচীন। –যাই হোক, এই রোবটগুলো নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথিবীর কথা বলতে পারবে না। কাজের বাইরে অপ্রয়োজনীয় কোনো তথ্য এদের মেমোরি ব্যাংকে নেই।'

'গ্রহের অন্য কোথাও আরো প্রাচীন রোবট থাকতে পারে।' বলল পেলোরেট।

'আমার সন্দেহ নেই। তবে জিজ্ঞেস করে দেখো, জেনভ, অবশ্য যদি সঠিক শব্দগুলো তোমার জানা থাকে।'

এবারের আলোচনা হলো দীর্ঘ এবং হঠাৎ করেই পেলোরেট হতভম্বভাবে আলোচনা থামিয়ে দিল। 'গোলান, ঠিক বুঝতে পারছি না। এদের ভাষ্যমতে বয়স্ক রোবটরা ছোটখাটো কাজ করে। এগুলো মানুষ হলে বলা যেত যে আচরণে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটা হচ্ছে গৃহস্থালি রোবট, এবং এই ধরনের রোবটরাই কিছু জানে, আমার কথা না, ওদের কথা।'

'ওরা কিছুই জানে না। অন্তত আমি যা জানতে চাই।'

'তাড়াহুড়ো করে অরোরা ছেড়ে আসার জন্য আমার এখন দুঃখ হচ্ছে।'

'প্রয়োজন হলে ওখানে যে কোনো মুহূর্তে ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু এই রোবটগুলো কয়েক দশকের পুরোনো হলে এদের প্রস্তুতকারীরাও এখানে আছে, এবং তারা অবশ্যই মানুষ।' তারপর ঘুরল ব্লিসের দিকে, 'আসলেই কি তোমার অনুভূতি–'

কিন্তু বারণ করার ভঙ্গিতে এক হাত তুলেই থেমে গেল ব্লিস। চেহারায় ফুটে উঠেছে সীমাহীন একাগ্রতা, নিচু স্বরে বলল, 'আসছে।'

মুখ ফেরালো ট্র্যাভিজ। উঁচু জায়গাটার পিছন থেকে বেরিয়ে যে কাঠামো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে সেটা নিঃসন্দেহে একজন মানুষ। গায়ের রং ফ্যাকাশে, পাতলা কিন্তু লম্বা চুল। চেহারায় গাম্ভীর্য থাকলেও মনে হয় বয়সে তরুণ। হাত পাগুলো পেশীবহুল নয়।

রোবটগুলো একপাশে সরে দাঁড়ালো। পরিষ্কার মিষ্টি বাচনভঙ্গিতে কথা বলল সে, ব্যবহৃত শব্দগুলো প্রাচীন গ্যালাকটিক হলেও বোধগম্য।

'স্বাগতম, মহাকাশের আগন্তুকগণ,' সে বলল, 'আমার রোবটের কাছে তোমরা কী জানতে চাও?'

বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করল না ট্র্যাভিজ। বরং বোকার মতো প্রশ্ন করল, 'আপনি গ্যালাকটিক জানেন।'

একটু হেসে সোলারিয়ান বলল, 'কেন জানব না।'

'কিন্তু এগুলো?' রোবটগুলোকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'এগুলো রোবট? শুধু আমাদের ভাষা জানে। কিন্তু একজন সোলারিয়ান হিসেবে আমি আমার পূর্বপুরুষদের মতো নিয়মিত অন্যান্য গ্রহের হাইপারস্পেসাল কমিউনিকেশন শুনি, যেন তোমাদের বাচনভঙ্গি শিখতে পারি। আমার পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন ভাষার বর্ণনা তৈরি করে রেখে গেছেন। তোমাদের ভাষা বুঝতে পারছি, তাতে অবাক হচ্ছ কেন?'

'উচিত হয়নি। ক্ষমা চাইছি। আসলে রোবটদের কথা শুনে চিন্তাই করিনি এই গ্রহে কারো মুখে গ্যালাকটিক শোনা যাবে।'

সোলারিয়ানের পরনে বড় হাতার পাতলা সাদা রোব। কাঁধের কাছে আবৃত, বুকের কাছে অনাবৃত। নেংটির মতো অন্তর্বাস এবং পায়ে একজোড়া চপ্পল ছাড়া অন্য কিছু নেই।

ট্র্যাভিজ বুঝতে পারছে না সোলারিয়ান পুরুষ না মহিলা। বুকের গঠন নিঃসন্দেহে পুরুষালী, কিন্তু কোনো পশম নেই। অন্তর্বাসের কাছে কোনো স্ফীতভাব দেখা যাচ্ছে না।

ব্লিসকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'এটাও রোবট হতে পারে–।'

ঠোঁট না নেড়ে জবাব দিল ব্লিস, 'মাইণ্ড মানুষের, কোনো সন্দেহ নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমরা এখনও আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দাওনি।' সোলারিয়ান বলল। আবার জিজ্ঞেস করছি, এবার উত্তর দিতে দেরি করবে না। আমার রোবটদের কাছে তোমরা কী জানতে চাও?'

'আমরা পথিক।' বলল ট্র্যাভিজ। 'গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পথের হদিস চাই। আপনার রোবটের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা জানে না।'

'কী তথ্য প্রয়োজন? আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি।'

'আমরা পৃথিবীর অবস্থান জানতে চাই। আপনি বলতে পারবেন?'

ভুরু কুঁচকালো সোলারিয়ান। 'ভেবেছিলাম তোমাদের আগ্রহের প্রথম কেন্দ্র বিন্দু হব আমি। যাই হোক জানতে না চাইলেও বলছি, আমি সাটন ব্যাণ্ডার এবং তোমরা দাঁড়িয়ে আছো ব্যাণ্ডার এস্টেটে যার পরিধি চারপাশে যত দূর দৃষ্টি যায় তার বাইরে আরো বহু দূর বিস্তৃত। বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমরা অনাহূত এবং এখানে এসে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ। হাজার বছরের মধ্যে তোমরাই প্রথম সেটলার। আগের দিন হলে, দেখা মাত্রই তোমাদের মহাকাশযানসহ ধ্বংস করে দেওয়া হত।'

'যাদের ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছা নেই তাদের প্রতি এটা হতো অমানবিক আচরণ।' সতর্ক গলায় বলল ট্র্যাভিজ।

'আমি একমত। কিন্তু যখন কোনো বর্ধনশীল সমাজের সদস্যরা একটা অরক্ষিত অনড় সমাজে পা ফেলে, তখন তাদের স্পর্শই অনেক ক্ষতিকর। যতদিন এই ভয় ছিল ততদিন আমরা যে কোনো আগন্তুককে দেখা মাত্র ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যেহেতু এখন আর সেই ভয় নেই, আমরা কথা বলতে পারি।'

'স্বেচ্ছায় এত কিছু জানানোর জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দেননি। আবার জিজ্ঞেস করছি। আপনি আমাদের পৃথিবীর অবস্থান জানাতে পারবেন।'

'আমার ধারণা পৃথিবী বলতে তুমি বোঝাচ্ছ যেখানে মানব প্রজাতি এবং উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল।'

'ঠিক তাই, স্যার।'

সোলারিয়ানের চেহারায় অদ্ভুত বিরক্তির ছাপ পড়ল। 'আমাকে শুধু ব্যান্ডার ডাকবে। এমন কোনো সম্বোধন করবে না যাতে লিঙ্গ প্রকাশ পায়। আমি পুরুষও নই, নারীও নই। একসাথে দুটোই।

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, তার ধারণাই ঠিক। 'আপনি যা বলেন, ব্যাণ্ডার। বলুন তা হলে আমাদের সবার উদ্ভব হয়েছে যেখানে, সেই পৃথিবী গ্রহের অবস্থান আপনি জানেন?'

'জানি না। জানার ইচ্ছাও নেই। –আহ্'। দুই বাহু দুইপাশে ছড়িয়ে দিল ব্যাণ্ডার। 'সূর্যের আলো বেশ ভালো লাগছে। আমি সারফেসে কম আসি। সূর্য থাকলে একেবারেই আসি না। রোবটগুলোকে আগে পাঠিয়েছি সূর্য মেঘে ঢাকা বলে। আমি এসেছি মেঘ সরে যাওয়ার পর।'

'গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর আর অস্তিত্ব নেই কেন?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ, রেডিওঅ্যাকটিভিটির কথা বলল না।

এড়িয়ে গেল ব্যাণ্ডার। 'অনেক বড় গল্প। তুমি বলেছো ক্ষতি করার কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

'ঠিক।'

'তা হলে সাথে অস্ত্র এনেছো কেন?'

'একটু সতর্কতা। এখানে কী পরিস্থিতিতে পড়ব জানা ছিল না।'

'কোনো ব্যাপার না। ঐ ছোট অস্ত্রগুলো দিয়ে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমার। তবে আমি কৌতূহলী। তোমাদের অস্ত্রের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু কখনো নিজের চোখে দেখিনি। তোমার গুলো দেখতে পারি?'

একপা পিছিয়ে গেল ট্র্যাভিজ। 'না, ব্যাণ্ডার।'

ব্যান্ডার অবাক হলো। 'আমি ভদ্রভাবে বলছি। না বললেও চলত।'

হাত বাড়ালো সে, এবং ট্র্যাভিজের ডান হোলস্টার থেকে ব্লাস্টার, বাম হোলস্টার থেকে নিউরোনিক হুইপ বেরিয়ে এল আপসে। থাবা দিয়ে ধরার চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ, কিন্তু তার মনে হলো যেন শক্ত ইলাস্টিক তাকে টেনে ধরে রেখেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ব্লিস আর পেলোরেটকেও আটকে রাখা হয়েছে। কারণ ওরাও সামনে এগোতে পারছে না।

'বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো না। পারবে না।' ব্যাণ্ডার বলল। অস্ত্রগুলো বাতাসে ভেসে চলে গেলো তার হাতে। মনযোগ দিয়ে দেখে ব্লাস্টার উঁচিয়ে বলল, 'এটা সম্ভবত মাইক্রোওয়েভ বীমার তাপ সৃষ্টি করে। অন্যটা অনেক সূক্ষ্ম, কী কাজ করে বুঝতে পারছি না। যাই হোক, কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যেহেতু আসনি, তোমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। আমি এগুলো নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছি।'

অস্ত্রগুলো ছেড়ে দিল সোলারিয়ান, আর সেগুলো পিছন দিকে ভেসে এসে নিখুঁতভাবে হোলস্টারে ঢুকে পড়ল।

বাঁধন খুলে গেছে বুঝতে পারল ট্র্যাভিজ। দ্রুত ব্লাস্টার বের করল। কিন্তু ব্যবহার করার কোনো উপায় নেই। কন্ট্যাক্ট ভাঙা, এনার্জি ইউনিট একবারে শুষ্ক।

চোখ তুলে ব্যাণ্ডারের দিকে তাকালো সে। হাসিমুখে ব্যাণ্ডার বলল, 'তুমি পুরোপুরি অসহায়, আউটওয়ার্ল্ডার। ইচ্ছে করলেই আমি মহাকাশযানসহ তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারি।'

www.boiRboi.blogspot.com

১১. আণ্ডার গ্রাউণ্ড

জায়গাতেই জমে গেছে ট্র্যাভিজ। চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার। তাকাল ব্লিসের দিকে।

ব্লিস পুরোপুরি শান্ত। রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে একহাতে পেলোরেটের কোমর জড়িয়ে রেখেছে। হালকাভাবে হাসল, তারচেয়েও হালকাভাবে মাথা নাড়ল।

ব্যাণ্ডারের দিকে ঘুরল ট্র্যাভিজ। ব্লিসের আচরণকে আত্মবিশ্বাস হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং আশা করছে যেন ভুল না হয়, হাসিমুখে বলল, 'কীভাবে করলেন, ব্যাণ্ডার?'

ব্যান্ডারের মুখে কৌতুকের হাসি, 'বল, নগণ্য আউটওয়ার্ল্ডার, তুমি জাদু বা ইন্দ্রজাল বিশ্বাস করো।'

'না, নগণ্য সোলারিয়ান, আমরা বিশ্বাস করি না।' পাল্টা জবাব দিল ট্র্যাভিজ।

জামার হাতায় টান দিয়ে বাধা দিল ব্লিস। ফিসফিস করে বলল, 'ক্ষেপিও না, বিপজ্জনক।'

'তাই তো দেখছি। কিছু একটা করো তুমি।'

'এখনই না। নিজেকে সে যত নিরাপদ মনে করবে, বিপদের মাত্রা তত কমবে।'

ব্যাণ্ডার এসব কথায় মনযোগ না দিয়ে অন্যমনস্ক পায়ে তাদের কাছ থেকে সরে গেল দূরে। রোবটগুলো তার যাওয়ার পথ করে দেওয়ার জন্য সরে দাঁড়াল একপাশে। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আঙুল তুলে নির্দেশের সুরে বলল, 'আমার সাথে এস। তিনজনই। একটা গল্প শোনাবো। তোমাদের ভালো না লাগলেও আমার ভালো লাগবে।' বলেই আবার দ্রুত পায়ে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল।

কী করা উচিত বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই থাকল ট্র্যাভিজ। ব্লিস এগোল সামনে, তার হাতের টানে পেলোরেট এগোতে বাধ্য হলো। অগত্যা ট্র্যাভিজকেও নড়তে হলো। নইলে রোবটদের সাথে একা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ব্লিস হালকা চালে বলল, 'ব্যাণ্ডার যখন নিজে থেকেই তথ্য দিচ্ছে–'

ব্যাণ্ডার মুখ ঘুরিয়ে আগ্রহের সাথে ব্লিসের দিকে তাকালো যেন এই প্রথম তাকে দেখছে। 'তুমি স্ত্রী হাফ হিউম্যান। তাই না? গুরুত্বহীন অর্ধেক?'

'ছোট অংশ, ব্যাণ্ডার। হ্যাঁ।'

'এই দুজন তা হলে পুরুষ হাফ হিউম্যান।'

'ঠিক।'

'তুমি শিশু জন্ম দিয়েছ, নারী?'

'ব্যাণ্ডার, আমার নাম ব্লিস। আমার এখনও সন্তান হয়নি। ও ট্র্যাভিজ আর এ হচ্ছে পেল।'

'যখন সময় হবে তখন কে তোমাকে সহায়তা করবে? দুজনেই? নাকি কেউ না?'

'পেল আমাকে সহায়তা করবে, ব্যাণ্ডার।'

ব্যাণ্ডারের আগ্রহ পেলোরেটের উপর স্থানান্তরিত হলো। 'তোমার চুলগুলো সাদা।'

'হ্যা।'

'সবসময়ই এই রং ছিল?'

'না, ব্যাণ্ডার। বয়সের কারণে এমন হয়েছে।'

'তোমার বয়স কত?'

'বায়ান্ন বছর।' একটু দ্বিধার সাথে যোগ করল, 'গ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী।'

ব্যাণ্ডার এখনও হাঁটছে (সম্ভবত কোনো আবাসস্থল লক্ষ্য করে, ট্র্যাভিজের ধারণা), তবে ধীর গতিতে। বলল, 'গ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড বছর কীভাবে গণনা করা হয় জানি না, তবে আমাদের বাৎসরিক গণনা থেকে খুব বেশি পৃথক হবে না। মৃত্যুর সময় তোমার বয়স কত হবে?'

'জানি না, ব্যাণ্ডার। হয়তো আরো ত্রিশ বছর বাঁচব।'

'তার মানে বিরাশি বছর। স্বল্পজীবন এবং অর্ধেক। আমার সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষরা ছিল তোমার মতো, বাস করতো পৃথিবীতে। -কিন্তু সেখান থেকে তারা বেরিয়ে এসে অন্য নক্ষত্রে প্রদক্ষিণরত গ্রহগুলোতে বসতি স্থাপন করে। চমৎকার, সুসংগঠিত নতুন বিশ্ব, এবং অনেকগুলো।'

জোরালো গলায় বলল ট্র্যাভিজ 'অনেকগুলো নয়। মাত্র পঞ্চাশটা।'

ঝট করে তাকালো ব্যাণ্ডার, আমুদে আচরণ পাল্টে গেছে। 'ট্র্যাভিজ। ওটাই তোমার নাম।'

'পুরো নাম গোলান ট্র্যাভিজ। আমি বলছি স্পেসার ওয়ার্ল্ড মাত্র পঞ্চাশটা, আমাদের রয়েছে কয়েক মিলিয়ন বিশ্ব।'

'তার মানে আমি যে গল্পটা বলতে চাই সেটা তুমি জানো?'

'যদি গল্পটা হয়-একদা পঞ্চাশটি স্পেসার ওয়ার্ল্ড ছিল—তা হলে আমি জানি।'

'আমরা শুধু সংখ্যা দিয়েই বিচার করি না, হাফ-হিউম্যান, গুণগত মানও বিচার করি। আমাদের পঞ্চাশটা বিশ্ব যা করতে পেরেছে, তোমাদের লাখ লাখ বিশ্বের একটাও তা করতে পারেনি। সোলারিয়া পঞ্চাশতম বিশ্ব এবং সবার সেরা। অন্য স্পেসার ওয়ার্ল্ড থেকে সোলারিয়া অনেক দূরে অবস্থিত।

'কীভাবে বাঁচতে হয় সেটা একমাত্র আমরা সোলারিয়ানরাই শিখতে পেরেছি। পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ বা অন্যান্য স্পেসার ওয়ার্ল্ডের বাসিন্দারা যেভাবে পশুপাখির মতো সংখ্যা বৃদ্ধি করে, আমরা তা করি না। আমরা প্রত্যেকেই একা বাস করি, ইলেকট্রনিক্যালি মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু কখনো কেউই কারো স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমায় আসি না। বহু বছর পর এই প্রথম আমি কোনো মানুষের দিকে সরাসরি তাকিয়েছি, কিন্তু তোমরা অর্ধেক মানুষ এবং তোমাদের উপস্থিতি আমার স্বাধীনতা বিঘ্নিত করছে না, অন্তত গবাদিপশু বা রোবটগুলোর চেয়ে বেশি না।

'একসময় আমরাও ছিলাম অর্ধেক মানুষ। কোনো ব্যাপার না আমরা কীভাবে নিজেদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছি, কীভাবে অসংখ্য রোবটের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছি সেটাও কোনো ব্যাপার না; পুরোপুরি স্বাধীনতা ছিল না। সন্তান তৈরির জন্য আলাদা দুজনকে একত্রিত হতে হতো। অবশ্য কৃত্রিমভাবে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিশ্রণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে রোবটের সাহায্যে লালনপালন সম্ভব ছিল। সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছিল, কিন্তু অর্ধেক মানুষরা শারীরিক সংস্পর্শের আনন্দ ছাড়তে পারল না। বিকৃত আবেগের কারণে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা। বুঝতে পারছ যে এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।'

'না, ব্যাণ্ডার,' ট্র্যাভিজ বলল, 'কারণ আমরা আপনাদের মতো করে স্বাধীনতার বিচার করি না।'

'কারণ তোমরা জান না প্রকৃত স্বাধীনতা আসলে কী? সবসময় তোমরা বাস করেছ দল বেঁধে। অন্য কোনো উপায় তোমাদের জানা নেই। প্রতিনিয়ত অন্যের ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে পদানত করা বা নিজের ইচ্ছার কাছে অন্যের ইচ্ছাকে পদানত করার চেষ্টা করতে করতেই তোমাদের দিন কেটে যায়। এখানে স্বাধীনতা কোথায়। স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের ইচ্ছামতো বাস করার অধিকার। ঠিক নিজের ইচ্ছেমতো।

'তারপর পৃথিবীর বাসিন্দারা আবার বিভিন্ন গ্রহে বসতি স্থাপনের জন্য দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। অন্য স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো চেষ্টা করল বাধা দেওয়ার। আমরা সোলারিয়ানরা কোনো চেষ্টা করলাম না। দল বেঁধে বাস করার বিপদ আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই মাটির নিচে বসবাস শুরু করি এবং গ্যালাক্সির সাথে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিই। আপাতদৃষ্টিতে শূন্য সারফেস রক্ষার জন্য উপযুক্ত রোবট এবং অস্ত্র তৈরি করি। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আগন্তুকের আসা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই ধরে নেয় এটা বিরান গ্রহ। ঠিক আমরা যা চেয়েছিলাম।

'সেই সাথে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নিজেদের সমস্যা সমাধানের নিরলস প্রচেষ্টা চলতে লাগল। সতর্কতার সাথে এবং সূক্ষ্মভাবে নিজেদের জিনস্ পরিবর্তন করলাম। সাফল্যের পরিমাণ ছিল খুব সামান্য। কিন্তু সেটা নিয়েই এগিয়ে চললাম। বহু শতাব্দীর প্রচেষ্টার ফলে সফল হলাম নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে, একই শরীরের ভেতর পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্য, ফলে ইচ্ছানুযায়ী উপভোগ এবং যখন চাই তখন সন্তান উৎপাদনের জন্য ডিম্বাণু নিষিক্ত করতে পারি।'

'হারমাফ্রোডাইটস*' বলল পেলোরেট।

'হারমাফ্রোডিটিজম বিবর্তন প্রক্রিয়া থামিয়ে দেয়।' বলল ট্র্যাভিজ। 'কারণ প্রতিটি শিশুই তার পিতামাতার জেনেটিক প্রতিরূপ।'

* হারমাফ্রোডাইটস–একাধারে স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ–কিংবা বৈশিষ্ট্য-সংবলিত প্রাণী। অনুবাদক

www.boiRboi.blogspot.com

'বিবর্তন প্রক্রিয়াকে তুমি ধর তক্তা মারো পেরেক জাতীয় কিছু মনে করছ। জিনস্ পরিবর্তন করে আমাদের শিশুদের আমরা ইচ্ছেমতো তৈরি করে নিতে পারি। -পৌঁছে গেছি, ভেতরে ঢোকা যাক। দিন প্রায় শেষের পথে, সূর্য আর পর্যাপ্ত আলো দিতে পারছে না। ভেতরে আরামদায়ক হবে।'

যে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সেটার কোনো লক্ নেই কিন্তু সামনে যেতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল, ঢোকার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। কোনো জানালা নেই কিন্তু গুহার মতো ঘরটাতে প্রবেশ করার সাথে সাথে দেয়ালগুলো আলোকিত হয়ে গেল যেন সেগুলোর প্রাণ আছে। মেঝে খালি। প্রথম পা ফেলার পর মনে হয় নরম আর স্প্রিং এর মতো স্থিতিস্থাপক। চার কোণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারটা রোবট।

'ওই দেয়ালটা,' দরজার বিপরীত দিকের দেয়াল দেখিয়ে বলল ব্যাণ্ডার-বাকি তিন দেয়ালের সাথে কোনো পার্থক্য নেই-'আমার ভিশনস্ক্রিন। এটার সাহায্যে পুরো গ্রহ দেখতে পারি কিন্তু তাতে আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না কারণ আমি এটা ব্যবহার করতে বাধ্য নই।'

আপনি নিশ্চয়ই অন্যকেও বাধ্য করতে পারেন না।' ট্র্যাভিজ বলল।

'বাধ্য করব?' অবজ্ঞার সাথে বলল ব্যাণ্ডার। 'ওদের যা খুশি তাই করতে পারে, যতক্ষণ না আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। আর মনে রাখবে নিজেদের বোঝানোর জন্য আমরা কোনো লিঙ্গ ব্যবহার করি না।'

ভিশনস্ক্রিনের সামনে একটা চেয়ার। ব্যাণ্ডার বসল ওটাতে। চারপাশে তাকাল ট্র্যাভিজ। আশা করছে তাদের জন্যও চেয়ার থাকবে, নেই। 'বসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ইচ্ছে হলে বস।'

হাসিমুখে মেঝেতে বসল ব্লিস, পেলোরেট বসল তার পাশে। ট্র্যাভিজ দাঁড়িয়েই থাকল।

'এই গ্রহে কতজন মানুষ বাস করে, ব্যাণ্ডার?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'সোলারিয়ান বলবে, হাফ-হিউম্যান ব্লিস। "হিউম্যান বিয়িং" শব্দটা আমরা বাতিল করে দিয়েছি কারণ হাফ-হিউম্যানরা নিজেদের এই নামে আখ্যায়িত করে। নিজেদের আমরা বলতে পারি হোল হিউম্যান, কিন্তু সেটা হাস্যকর শোনায়। সোলারিয়ান সঠিক শব্দ।'

'এই গ্রহে কতজন সোলারিয়ান বাস করে?'

'সঠিক জানি না। আমরা কখনো গণনা করিনি। সম্ভবত বারশ।'

'পুরো গ্রহে মাত্র বার শ জন?'

'তুমি আবারও সংখ্যার উপর গুরুত্ব দিচ্ছ। আমরা গুণগত মানের গুরুত্ব দিই। -তা ছাড়া স্বাধীনতার অর্থও তোমরা জান না। একজন সোলারিয়ান বৃদ্ধি মানেই

www.boiRboi.blogspot.com

আমার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা। সেটা দূর করার জন্য আমাদের এমনভাবে বাস করতে হবে যেন মনে হয় আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই পরিস্থিতিতে সোলারিয়ায় মাত্র বার শ বাসিন্দা বাস করতে পারবে।'

'তার মানে হিসাব করে জন্ম এবং মৃত্যু হয়।' পেলোরেট বলল।

'নিশ্চয়ই। যে কোনো গ্রহের জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য তাই করা হয়-এমনকি তোমাদের গ্রহেও।'

'যেহেতু মৃত্যুর পরিমাণ কম তাই শিশু জন্মের পরিমাণও কম।'

'অবশ্যই।'

ট্র্যাভিজ বলল, 'আমি জানতে চাই কীভাবে আপনি আমার অস্ত্রগুলো বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন? এখনও বলেননি।'

'আমি জাদু বা ইন্দ্রজালের কথা বলেছি। বিশ্বাস হয়নি তোমার?'

'অবশ্যই না। আমাকে কী মনে করেন?'

'তুমি শক্তি সংরক্ষণের কথা বিশ্বাস করো?'

'করি, কিন্তু বিশ হাজার বছরে আপনারা এই সূত্রগুলো পরিবর্তন বা সামান্য উন্নত করতে পেরেছেন সেটা বিশ্বাস করি না।'

'আমরাও করি না, হাফ-পারসন। বোঝার চেষ্টা করো। বাইরে রোদ আছে, ছায়া আছে। ছায়ার তুলনায় রোদের তাপ বেশি, এবং রৌদ্রালোকিত স্থান থেকে তাপ ক্রমাগত ছায়াময় স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে।

'আমি এগুলো জানি।'

'হয়তো এত বেশি জানো যে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করোনি। যাই হোক, রাতে সোলারিয়ার ভূ-পৃষ্ঠ বায়ুমণ্ডলের বাইরের বস্তুগুলো অপেক্ষা বেশি উত্তপ্ত থাকে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আউটার স্পেসের দিকে তাপ প্রবাহিত হয়।'

'এটাও জানি।'

'এবং দিনে রাতে সর্বদা গ্রহের ভূ-অভ্যন্তর ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা বেশি উত্তপ্ত থাকে এবং ভূ-অভ্যন্তর থেকে তাপ ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। বোধহয় এগুলোও জানো।'

'এত কথা বলে কী বোঝাতে চাইছেন, ব্যাণ্ডার?'

'থার্মোডাইনামিক্সের* দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী উষ্ণ স্থান থেকে তাপ শীতল স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেটা কাজে লাগানো যায়।'

'তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব, কিন্তু সূর্যের আলো অনেক হালকা, তারচেয়ে হালকা ভূ-পৃষ্ঠের তাপ এবং সবচেয়ে হালকা ভূ-অভ্যন্তর থেকে প্রবাহিত তাপ। যে পরিমাণ তাপ প্রবাহ ধরা পড়বে তা দিয়ে একটা ফুটোও করা যাবে না।'

'নির্ভর করবে কোন যন্ত্র তুমি ব্যবহার করবে। হাজার বছরের গবেষণার দ্বারা আমাদের যন্ত্র উন্নত করা হয়েছে এবং সেটা আমাদের মস্তিষ্কেরই একটা অংশ।'

* থার্মোডাইনামিক্স-তাপগতিবিদ্যা। অনুবাদক

কানের পেছনে মাথার খুলি প্রদর্শনের জন্য দুপাশের চুল সরালো ব্যাণ্ডার। এপাশেওপাশে মাথা ঘোরালো, এবং কানের ঠিক পেছনেই মুরগির ডিমের ভোতা অংশের মতো স্ফীত হয়ে আছে।

'আমার মস্তিষ্কের এই অংশটাই একজন সোলারিয়ান এবং তোমাদের মাঝে পার্থক্য তৈরি করেছে।'

ঘনঘন ব্লিসের দিকে তাকাচ্ছে ট্র্যাভিজ, ব্লিসের মনযোগ পুরোপুরি ব্যাণ্ডারের উপর। ট্র্যাভিজের মনে হলো কি ঘটছে সেটা সে জানে।

অহংকারী ব্যাণ্ডার সম্ভবত এই সুযোগ হারাতে চায় না। রোবটের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই, আর পশুপাখি তো কথা বলতে পারে না। অন্য সোলারিয়ানদের সাথে কথা বলার কোনো আগ্রহ তার নেই।

ব্যাণ্ডারের কাছে ট্র্যাভিজ, ব্লিস আর পেলোরেট হাফ-হিউম্যান, এবং সে হয়তো মনে করছে যে একটা রোবট বা ছাগল তার স্বাধীনতা যতটুকু নষ্ট করছে এই তিনজন তার বেশি কিছু করছে না–কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় তার সমকক্ষ (অথবা প্রায় সমকক্ষ) এবং ট্র্যাভিজদের সাথে কথা বলে যে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে সেটা আগে কখনো পায়নি।

আসলে এভাবে ব্যাণ্ডার নিজেকে খুশি করার চেষ্টা করছে, ভাবল ট্র্যাভিজ। এবং ব্লিস তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে, ব্যাণ্ডারের মাইণ্ডকে হালকা নরম ধাক্কা দিয়ে তার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সম্ভবত ব্লিস মনে করছে যে যদি ব্যাণ্ডার বেশি কথা বলে তা হলে পৃথিবীর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে পারে। তাই আগ্রহ না থাকলেও বর্তমান আলোচনা ট্র্যাভিজের চালিয়ে যেতে হবে।

'এই ব্রেইন লোবগুলো কী করে?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'এগুলো ট্র্যান্সডিউসারস।' ব্যাণ্ডার বলল, 'তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তন করে।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না। যথেষ্ট তাপ প্রবাহ নেই।'

'হাফ হিউম্যান, তুমি কিছুই জান না। যদি সোলারিয়ানদের সংখ্যা বেশি হত, যদি সবাই তাপ প্রবাহকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করত, তা হলে বলা যেত যে পরিমাণ অপর্যাপ্ত। কিন্তু আমার রয়েছে চল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা, আমার একার, সেখান থেকে পর্যাপ্ত তাপ সংগ্রহ করতে পারি। বুঝতে পেরেছ।'

'বিশাল এলাকা থেকে তাপ প্রবাহ সংগ্রহ করা এতই সহজ? শুধু সংগ্রহ করতেই প্রচুর শক্তি খরচ হবে।'

'হয়তো, কিন্তু কখনো মাথা ঘামাইনি। আমার ট্র্যান্সডিউসারস-লোব যখন যেভাবে প্রয়োজন সেভাবেই কাজ করছে। তোমার অস্ত্রগুলো নেওয়ার সময় সূর্যালোকিত বায়ুমণ্ডলের ছায়া ঢাকা অংশে তাপ প্রবাহিত হতে না দিয়ে আমি কাজে

www.boiRboi.blogspot.com

লাগাই। অর্থাৎ সূর্যের তাপশক্তিকে কাজে লাগালাম এবং সেজন্য কোনো যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার না করে নিউরোনিক ডিভাইস ব্যবহার করলাম।' হালকাভাবে একটা ট্র্যান্সডিউসার লোব স্পর্শ করল সে। 'এটা কাজ করে অবিরত, দ্রুত, দক্ষভাবে–এবং অল্প আয়াসে।'

'অবিশ্বাস্য,' ফিসফিস করল পেলোরেট।

'কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। চোখ কানের কথা চিন্তা করো। অতি সামান্য আলোক কণা বা বায়ুকম্পন থেকে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে। এই অঙ্গগুলোর সাথে পরিচয় না থাকলে অবিশ্বাস্য মনে হবেই। ট্র্যান্সডিউসার লোব এর সাথে পরিচয় নেই বলেই তোমাদের অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'অবিরত ক্রিয়াশীল ট্র্যান্সডিউসার-লোব দিয়ে আপনারা কি করেন?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'পুরো গ্রহ পরিচালনা করি। এই বিশাল এস্টেটের প্রতিটা রোবট আমার কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে; অথবা বলা যায় স্বাভাবিক তাপ এর মাধ্যমে শক্তি পায়।'

'আপনি যখন ঘুমিয়ে থাকেন?'

'ঘুমিয়ে থাকি বা জেগে থাকি ট্র্যান্সডাকশন প্রক্রিয়া সবসময় চলতে থকে। যখন তুমি ঘুমাও তখন কি শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দাও? হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়? আমার রোবট রাতেও কাজ করে। কিন্তু আমরা মাত্র বার শ সোলারিয়ান। সবাই মিলে যে শক্তি ব্যবহার করি তাতে আমাদের সূর্যের জীবনকাল কমবে না বা অভ্যন্তরীণ তাপ হ্রাস পাবে না।'

'কখনো মনে হয়েছে, এটাকে আপনারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ট্র্যাভিজের দিকে তাকাল ব্যাণ্ডার। 'বলতে চাও ট্র্যান্সডাকশন নির্ভর অস্ত্রের সাহায্যে অন্য গ্রহগুলো দখল করতে। নিজেদেরই যেখানে আদর্শ বাসস্থান আছে সেখানে অন্য গ্রহ দিয়ে কী করব? হাফ-হিউম্যানদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করব? কাজের জন্য আমাদের রোবট হাফ-হিউম্যানদের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। আমাদের সব আছে, আর কিছু চাই না–শুধু নিজের মতো থাকতে চাই। আরেকটা গল্প বলছি।'

'চালিয়ে যান।' বলল ট্র্যাভিজ।

'বিশ হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীর হাফ-ক্রিয়েচাররা বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, আমরা সোলারিয়ানরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে মাটির নিচে চলে যাই, অন্য স্পেসার-ওয়ার্ল্ডগুলো পৃথিবীর নতুন সেটলারদের বাধা দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই তারা পৃথিবীতে আক্রমণ করে।'

'পৃথিবীতে,' ট্র্যাভিজ বলল। শেষ পর্যন্ত আলোচনা শুরু হওয়ায় সে সন্তুষ্ট।

'হ্যাঁ, একেবারে কেন্দ্রে। চমৎকার পদক্ষেপ বলতেই হবে। কাউকে হত্যা করতে চাইলে তুমি নিশ্চয়ই আঙুলে বা পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করবে না, আঘাত করবে বুকে। এবং আমাদের স্পেসার বন্ধুরা যারা মানুষ থেকে খুব বেশি পৃথক ছিল

না, যেভাবেই হোক পৃথিবীর সারফেস রেডিওঅ্যাকটিভ করে ফেলল, ফলে পুরো গ্রহ হয়ে গেল বসবাসের অযোগ্য।'

'আহ, এভাবে ঘটেছে,' বলল পেলোরেট, দৃঢ়ভাবে হাতের মুঠি খুলছে আর বন্ধ করছে। 'জানতাম স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে না। কীভাবে করল?'

'কীভাবে করেছে জানি না, তবে এতে স্পেসারদের কোনো লাভ হয়নি। এটাই গল্পের আসল কথা। সেটলারদের বাধা দিতে গিয়ে স্পেসাররা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আমরা সোলারিয়ানরা প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালাম, তাই এখনও বেঁচে আছি।'

'সেটলাররাও আছে।' হাসিমুখে বলল ট্র্যাভিজ।

'হ্যাঁ, চিরদিনের জন্য নয়। তোমরা নিজেরা লড়াই করে স্বাভাবিকভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। হয়তো তার জন্য দশ হাজার বছর লাগবে, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতে পারব। তারপর পুরো গ্যালাক্সিতে আমরা সোলারিয়ানরা হব একা স্বাধীন। তখন ইচ্ছে হলে অন্য কোনো গ্রহ আমরা ব্যবহার করতেও পারি নাও পারি।'

'কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল পেলোরেট, 'সবই ইতিহাসের কিংবদন্তি।'

'পার্থক্যটা কোথায় সেটা কে বলবে,হাফ-পেলোরেট? ইতিহাসের পুরোটাই কমবেশি কিংবদন্তি।'

'আপনাদের রেকর্ডে কি আছে? সেগুলো আমি দেখতে পারি, ব্যাণ্ডার? দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তি প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস আমার কর্মক্ষেত্র। এই বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে পৃথিবীর ব্যাপারে।'

'যা শুনেছি শুধু তাই বলতে পারি। এই বিষয়ের কোনো রেকর্ড নেই। আমাদের রেকর্ড রয়েছে শুধু সোলারিয়ান ইতিহাসের, আর শুধুমাত্র যে গ্রহগুলো আমাদের আক্রমণ করেছিল তাদের নাম।'

'নিশ্চয়ই, পৃথিবী আপনাদের আক্রমণ করেছিল।' বলল পেলোরেট।

'করলেও বহু বহু বহু শতাব্দী আগে, এবং সব গ্রহের মধ্যে পৃথিবী আমাদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। এই বিষয়ে কোনো রেকর্ড থাকলে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।'

রাগে দাঁত ঘষল ট্র্যাভিজ। 'আপনি নিজে করেছেন?'

ট্র্যাভিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ব্যান্ডার, 'আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।'

পেলোরেট চাইল না আলোচনা থেমে যাক। 'পৃথিবী সম্বন্ধে কী শুনেছেন?'

একটু ভাবল ব্যাণ্ডার। 'ছোট বেলায় একটা রোবটের কাছে একজন আর্থম্যানের গল্প শুনেছিলাম যে সোলারিয়ায় এসেছিল; এবং একজন সোলারিয়ান মহিলা যে তার সাথে চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে গ্যালাক্সির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তবে আমার মনে হয় গল্পটা আসলেই বানোয়াট।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল পেলোরেট। 'আপনি নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত হব কীভাবে? তবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে পৃথিবীর কোনো মানুষ সোলারিয়ায় আসার সাহস দেখাবে এবং সোলারিয়া তাকে অনুমতি দেবে; একজন সোলারিয়ান–যদিও আমরা তখন ছিলাম হাফ-হিউম্যান–নিজের গ্রহ ত্যাগ করবে। –যাই হোক, এসো, তোমাদের আমার বাড়ি দেখাই।'

'আপনার বাড়ি?' চারপাশে তাকিয়ে বলল ব্লিস। 'আমরা আপনার বাড়িতে আসিনি?'

'মোটেই না। এটা একটা এ্যান্টিরুম, ভিউয়িং রুম। এখানে বসে আমি অন্য সোলারিয়ানদের দেখতে পারি। ওই দেয়ালে বা দেয়ালের সামনের স্থানে তাদের ছবি বা ত্রিমাত্রিক ইমেজ ফুটে উঠে। এটা একটা সম্মেলন কক্ষ এবং আমার বাড়ির অংশ নয়। এসো আমার সাথে।'

কথা শেষ করে হাঁটা শুরু করল ব্যাণ্ডার, কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখার প্রয়োজন মনে করল না, কিন্তু রোবট চারটা তাদের কোণা ছেড়ে বেরিয়ে এল। ট্র্যাভিজ জানে যেতে না চাইলেও রোবটগুলো তাদের বাধ্য করবে।

বাকি দুজন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। ফিসফিস সুরে ব্লিসকে বলল ট্র্যাভিজ, 'তুমি ওটাকে কথা বলায় ব্যস্ত রেখেছ?'

মাথা নাড়ল ব্লিস। চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'চেষ্টা করছি, ওটার মনে কী আছে যদি জানতাম।'

ব্যাণ্ডারকে অনুসরণ করল তারা। রোবটগুলো নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখলেও তাদের উপস্থিতি হুমকির মতো।

একটা করিডোরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। নিচু গলায় বলল ট্র্যাভিজ, 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা যাবে না এখানে। আমি নিশ্চিত। শুধু রেডিওঅ্যাকটিভিটি গল্পের একটু অন্যরকম রূপান্তর। তৃতীয় কো-অর্ডিনেটস ধরে যেতে হবে।'

সামনের দরজা দিয়ে ছোট একটা ঘরে প্রবেশ করে ব্যাণ্ডার বলল, 'এসো, হাফ-হিউম্যান। আমরা কীভাবে বাস করি তোমাদের দেখাই।'

'দেখিয়ে খুব মজা পাচ্ছে,' ফিস ফিস করল ট্র্যাভিজ। 'দাঁত ভেঙে দিতে পারলে ভালো লাগত।'

'বোকার মতো কিছু করো না।' ব্লিস বলল।

শুধু একটা রোবট তাদের সাথে ঘরে প্রবেশ করল। দরজা বন্ধ হওয়ার পর নতুন কিছু আবিষ্কারের সুরে পেলোরেট বলল, 'এটা একটা এলিভেটর।'

'ঠিক,' ব্যাণ্ডার বলল। 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাওয়ার পর আমরা খুব বেশি বের হই না, আগ্রহ নেই, যদিও মাঝে মাঝে রোদের উষ্ণতা উপভোগ করতে ভালোই লাগে আমার। মেঘ বৃষ্টি বা খোলা জায়গায় রাত কাটাতে আমার ভালো লাগে না।'

'পৃথিবী ও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বাসস্থান তৈরি করেছিল,' বলল পেলোরেট। 'শহরগুলোকে ওরা বলত ইস্পাতের গুহা। ইম্পেরিয়াল যুগে ট্র্যান্টরের আণ্ডারগ্রাউণ্ড

www.boiRboi.blogspot.com

ছিল সুবিশাল। কমপরেলনেও আণ্ডারগ্রাউণ্ড তৈরি হচ্ছে। সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে এটা।'

'হাফ-হিউম্যানদের দল বেঁধে বসবাস এবং আমাদের একা বসবাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য।'

'টার্মিনাসের বাসস্থান তৈরি হয় মাটির উপরে।' ট্র্যাভিজ বলল।

'যে-কোনো ধরনের আবহাওয়ার কাছে অসহায়। খুবই প্রাচীন।'

পেলোরেট কোনো গতি টের পাচ্ছে না। আর ট্র্যাভিজ মনে মনে ভাবছে তারা কত নিচে নামল, ঠিক সেই সময় থেমে দাঁড়ালো এলিভেটর। দরজা খুলল।

তাদের সামনে সুসজ্জিত এবং সুবিশাল এক কামরা। হালকা আলোকিত, যদিও আলোর উৎস ঠিক ধরা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ঘরের বাতাসই কোনোভাবে আলোকিত হয়ে পড়েছে।

ব্যাণ্ডার একটা আঙুল তুলতেই নির্দিষ্ট একটা অংশের আলো উজ্জ্বল হলো। যেদিকে আঙুল ঘোরালো একই ব্যাপার ঘটল সেদিকেই। বা হাত দিয়ে দরজার পাশে একটা মোটা রড স্পর্শ করে ডান হাত বৃত্তাকারে চারপাশে ঘোরাল। পুরো কামরা আলোকিত হয়ে গেল, যেন সূর্যের আলো, অথচ কোনো উত্তাপ নেই।

মুখ বাঁকা করে শুনিয়ে শুনিয়ে ট্র্যাভিজ বলল, 'ব্যাটা ভান করে।'

ধারালো গলায় ব্যাণ্ডার বলল, '"ব্যাটা" বলবে না, "সোলারিয়ান" বলবে। ভান শব্দটার অর্থ আমি জানি না, তবে বলার ভঙ্গিতে মনে হয় তুমি আমাকে অসম্মান করছ।'

'এর অর্থ যে ব্যক্তি আসল নয়। অবাস্তব বিষয়কে বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলে।'

'স্বীকার করছি নাটকীয়তা আমার পছন্দ তবে তোমাদের যা দেখাচ্ছি তার কিছুই অবাস্তব নয়, পুরোপুরি বাস্তব।'

বা হাতে ধরে রাখা রডের উপর আলতো চাপড় মারল সে। 'এই তাপ পরিচালনা দণ্ডের কার্যক্ষমতা মাটির নিচে বহু কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এস্টেটের বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে আরো অনেক দণ্ড স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য এস্টেটেও এগুলো ব্যবহার করা হয়। এই দণ্ডগুলো মাটির নিচ থেকে তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি করে তাকে কাজে পরিণত করে। হাতের নির্দেশে আলো জ্বালানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এতে একটু নাটকীয়তা আছে বা তোমার কথা মতো কৃত্রিমতা। আমি এতে আনন্দ পাচ্ছি।'

'আপনি কি সবসময় নাটকীয়তা করেন?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'না, আমার রোবট বা প্রতিবেশী সোলারিয়ানরা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তোমাদের মতো হাফ-হিউম্যানদের অবাক করে দেওয়ার এই দৈবাৎ সুযোগ–সত্যিই আনন্দের।'

'যখন আমরা কামরায় ঢুকলাম, আলো কম ছিল। সবসময়ই এমন থাকে।' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ। এস্টেটে সবসময়ই কাজ চলছে। যে অংশে কাজ চলে না সেটা অলস পড়ে থাকে।'

'এই বিশাল এস্টেটের জন্য আপনি অবিরত শক্তি সরবরাহ করে যাচ্ছেন।'

'সূর্য এবং গ্রহের কেন্দ্র শক্তি সরবরাহ করছে, আমি শুধু মাধ্যম। তা ছাড়া এস্টেটের সব অংশই উৎপাদনশীল নয়। অধিকাংশই বুনো জীবজন্তুতে ভরা। প্রথম কারণ, তাতে আমার সীমান্তের নিরাপত্তা থাকে, এবং দ্বিতীয় কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় থাকে। আমার শস্য ক্ষেত্র এবং কারখানাগুলো ছোট। শুধু আমার চাহিদা পূরণ করে, আর বিনিময়ের জন্য কিছু বিশেষ দ্রব্য। যেমন আমার রোবটদের তৈরি তাপ-পরিচালনা দণ্ডের উপর পুরো গ্রহ নির্ভর করে।'

'আপনার বাড়িটা কত বড়?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

সঠিক প্রশ্ন, কারণ আনন্দে ঝকমক করে উঠল ব্যাণ্ডারের চেহারা। 'অনেক বড়। সম্ভবত গ্রহের সবচেয়ে বড়গুলোর একটা। চারপাশেই কয়েক কিলোমিটার করে বিস্তৃত। সমতলের হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যতগুলো রোবট আছে মাটির নিচে এই বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ততগুলো রোবট আছে।'

'নিশ্চয়ই পুরো বাড়িতেই আপনি থাকেন না।' বলল পেলোরেট।

'অনেক কামরাতেই আমি জীবনে কোনোদিন ঢুকিনি। কিন্তু তাতে কি? রোবটরা প্রতিটি কামরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহারের যোগ্য করে রাখে। যাই হোক এখানে এসে দাঁড়াও।'

অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে তারা আরেকটা করিডোরে পৌঁছল। রেলপথের মতো সমান্তরাল ট্র্যাক এর উপর একটা ছাদ খোলা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে উঠতে বলল ব্যাণ্ডার। চারজন এবং একটা রোবটের জায়গা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ব্লিস আর পেলোরেট এমনভাবে চাপাচাপি করে বসল যেন ট্র্যাভিজ আরামে বসতে পারে। ব্যাণ্ডার আয়েশি ভঙ্গিতে সামনে বসল, তার পাশে রোবট। কোনো রকম ঝাঁকুনি ছাড়াই চলতে শুরু করল গাড়ি।

'এটা আসলে গাড়ি আকৃতির রোবট।' হেলাফেলা করে বলল ব্যাণ্ডার।

গাড়ি চলছে দ্রুত গতিতে। কোনো দরজার সামনে পৌঁছলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলো খুলে যাচ্ছে আবার অতিক্রম করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা দরজার সাজসজ্জা আলাদা।

সামনে পিছনে করিডোর আলোকোজ্জ্বল, সেই আলো ঠাণ্ডা সূর্যালোকের মতো। দরজা খোলার সাথে সাথে কামড়াগুলোতেও আলো জ্বলে উঠছে, কারণ জমিদারের মতো অভিজাত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে ব্যাণ্ডার।

এই যাত্রার যেন কোনো শেষ নেই, ঘন ঘন বাঁক নিতে হচ্ছে। ট্র্যাভিজ ধারণা করল এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড ম্যানসন দুই স্তরের। যেদিকেই যাচ্ছে চোখে পড়ছে শয়ে শয়ে রোবট, ধীরে সুস্থে কি কাজ করছে বোঝাই যাচ্ছে না।

একটা ঘরে দেখল অনেকগুলো রোবট ডেস্কে বসে সারি বেঁধে কাজ করছে।

'কী বলছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'হিসাব রাখছে,' বলল ব্যাণ্ডার। 'পরিসংখ্যান, আর্থিক হিসাব, এই ধরনের আরো অনেক কিছু যেগুলো নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় না। প্রচুর কাজ আছে এখানে। এক-চতুর্থাংশ অংশে রয়েছে বিশাল বাগান, কিছু অংশে শস্য ক্ষেত। তবে ফলের বাগানটাই হচ্ছে আমার গর্বের ধন। এখানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদিত হয়। ব্যাণ্ডার পিচ গ্রহের সেরা পিচ। সাতাশ প্রকারের আপেল, আরো অনেককিছু, কোনো রোবটকে জিজ্ঞেস করলে বিস্তারিত বলতে পারবে।'

'এত ফল দিয়ে কী করেন?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ। 'আপনি একা নিশ্চয়ই সব খেতে পারবেন না।'

'না, আমি আসলে ফলের ভক্ত। তবে বেশিরভাগ অংশই বিনিময় বাণিজ্যে ব্যবহার করা হয়।'

'ফলের বিনিময়ে কী সংগ্রহ করেন।'

'খনিজ পদার্থ। আমার এস্টেটে কোনো খনি নেই। এ ছাড়াও সঠিক প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যা প্রয়োজন সেগুলোও সংগ্রহ করি। এখানে প্রচুর গাছ পালা এবং প্রাণী রয়েছে।'

'রোবট সবকিছুর দেখাশোনা করে।'

'হ্যাঁ, এবং বেশ ভালোভাবে করে।'

'সবকিছুই মাত্র একজন সোলারিয়ানের জন্য।'

'সবকিছু এই এস্টেট এবং এর প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য। ঘটনাচক্রে আমি একমাত্র সোলারিয়ান যে এস্টেটের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করে—যখন ইচ্ছা হয়—অবশ্য সেটা আমার প্রকৃত স্বাধীনতার অংশ।'

'নিশ্চয়ই অন্য সোলারিয়ানদের নিজস্ব প্রাকৃতিক ভারসাম্য রয়েছে। তাদের থাকতে পারে জলাভূমি, পাহাড়ি অঞ্চল বা উপকূলবর্তী অঞ্চল।' বলল পেলোরেট।

'হয়তো। এই বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মেলনে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।'

'কতদিন পর পর আপনারা সম্মেলন করেন?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'বেশ ঘন ঘন। শুধু এই মাসেই আমি কোনো সম্মেলনে যোগ দেইনি। তবে আমার জলাভূমি বা পাহাড়ি অঞ্চল না থাকলেও আমার বাগান, মাছের পুকুর, উদ্যান এই গ্রহে সবার সেরা।'

'মাই ডিয়ার ফেলো, মানে ব্যান্ডার,' পেলোরেট বলল, 'আপনি কখনো অন্য এস্টেটগুলো দেখতে যান নি।'

'অবশ্যই না।' রেগে গেল ব্যাণ্ডার।

'আপনারটাই যে সেরা কীভাবে বললেন?'

'কারণ ইন্টার-এস্টেট বাণিজ্যে আমার পণ্যের চাহিদা অনেক বেশি।'

'ম্যানুফাকচারিং-এর ব্যাপারে?' ট্র্যাভিজ জিজ্ঞেস করল।

www.boiRboi.blogspot.com

'অনেক এস্টেট যন্ত্রপাতি তৈরি করে। যেমন আমি তাপ পরিচালনা দণ্ড তৈরি করি। তবে সেটা অনেক সহজ।'

'আর রোবট?'

'রোবট তো যেখানে সেখানে তৈরি হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সূক্ষ্ম ও উন্নত রোবটিক ডিজাইন তৈরিতে সোলারিয়া গ্যালাক্সিতে অগ্রগামী।'

'নিশ্চয়ই বর্তমান কালেও,' বলল ট্র্যাভিজ, এমনভাবে যেন প্রশ্নের মতো না শুনিয়ে মন্তব্যের মতো শোনায়।

'বর্তমানে। বর্তমানে কার সাথে প্রতিযোগিতা করব। সোলারিয়া ছাড়া আর কেউ রোবট তৈরি করে না।'

'অন্য স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো?'

'আমি বলেছি সেগুলোর আর কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'একটাও নেই।'

'আমার মনে হয় না সোলারিয়া ছাড়া আর কোথাও কোনো স্পেসার বেঁচে আছে।'

'তা হলে এমন কেউ নেই যে পৃথিবীর অবস্থান জানে?'

'পৃথিবীর অবস্থান কেউ মনে রাখবে কেন?'

'আমি জানতে চাই। এটাই আমার কাজ।' পেলোরেট বলল।

'তা হলে,' ব্যাণ্ডার বলল, 'তোমাকে অন্য বিষয় জানতে হবে। পৃথিবীর অবস্থান আমি জানি না, কেউ জানে বলেও শুনিনি।'

গাড়ি থেমে দাঁড়াল। পাশের একটা ছোট করিডোরে ওদেরকে নিয়ে এল ব্যাণ্ডার। করিডোরের দুপাশে ছোট ছোট অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ, সেগুলোতে রয়েছে অলংকৃত ফুলদানির মতো পাত্র। স্বল্প আলোতে হঠাৎ ঝিকমিক করছে কোনো বস্তু, সম্ভবত ফিল্ম প্রজেক্টর।

'এসব কী, ব্যাণ্ডার?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'আমার পূর্ব পুরুষদের ডেথ চেম্বার।'

উৎসুক হয়ে চারপাশে তাকালো পেলোরেট। 'আমার ধারণা আপনার পূর্ব পুরুষদের দেহভস্ম এখানে সমাধিস্থ।'

'যদি বুঝিয়ে থাকো "সমাধিস্থ" অর্থ মাটিতে কবর দেওয়া, তা হলে ঠিকই ধরেছ।' বলল ব্যাণ্ডার। 'আমরা হয়তো মাটির নিচে আছি, কিন্তু এটা আমার ম্যানসন। দেহভস্মগুলোও ঠিক আমাদের মতো এখানে আছে। সোলারিয়াতে আমরা বলি "ইনহাউজ"। "হাউজ" একটা প্রাগৈতিহাসিক শব্দ যার অর্থ "ম্যানসন"।'

'সবাই আপনার পূর্বপুরুষ? কতজন?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'প্রায় এক শ,' গর্বের সাথে বলল ব্যাণ্ডার। 'সঠিক সংখ্যা হচ্ছে চুরানব্বই। অবশ্য প্রথমদিকের পূর্বপুরুষরা সত্যিকার সোলারিয়ান ছিল না, মানে এখনকার

মতো ছিল না। তারা ছিল হাফ-হিউম্যান, পুরুষ এবং নারী। সেসকল পূর্বপুরুষদের দেহভস্ম একসাথে অন্য কক্ষে রাখা হয়েছে। আমি সেখানে কখনো যাই না। ঐ কক্ষগুলো আমাদের জন্য লজ্জাকর।'

'আর ফিল্মগুলো,' ব্লিস বলল। 'আমার ধারণা ওগুলো ফিল্ম প্রজেক্টর।'

'ডায়রি, ছবি ইত্যাদি। তার মানে সত্যিকার অর্থে মৃত নয়। কিছু অংশ এখনও বেঁচে আছে। এবং আমি পুরোপুরি স্বাধীন বলেই যখন খুশি তাদের সাথে যোগ দিতে পারি।'

'কিন্তু লজ্জাকর ঘরগুলোতে কখনো যান না।'

দৃষ্টি সরিয়ে নিল ব্যান্ডার। 'না,' কিন্তু আমরা সবাই উত্তরাধিকারী হিসেবে এগুলো পেয়েছি। এটা আমাদের সাধারণ দুর্ভাগ্য।'

'সাধারণ? তারমানে অন্য সোলারিয়ানদেরও এরকম ডেথ চেম্বার আছে?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই। কিন্তু আমারটাই সেরা। সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত।'

'আপনি নিজের ডেথ চেম্বার তৈরি করেছেন?'

'নিশ্চয়ই। এস্টেটের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই কাজটা করেছি। এবং যখন আমার দেহ ভস্মে পরিণত হবে তখন আমার বংশধর তার প্রথম দায়িত্ব হিসেবে নিজের ডেথ চেম্বার তৈরি করবে।'

'আপনার বংশধর আছে?'

'সময় হলেই হবে। জীবনের এখনও অনেকটাই বাকি। যখন আমার চলে যাওয়ার সময় হবে তখন আমার বংশধর হবে যথেষ্ট বয়স্ক, সুখ সমৃদ্ধি উপভোগ করার মতো পরিপক্ক, তার ট্রান্সডিউসারস্-লোব হবে পূর্ণ ক্রিয়াশীল।'

'সম্ভবত সে হবে আপনার সন্তান।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যদি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে। আমার ধারণা সোলারিয়াতেও দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। যদি কোনো সোলারিয়ান পূর্ণ বয়স্ক বংশধর না রেখেই মারা যায়, তখন কী হবে?'

'এধরনের ঘটনা কমই ঘটে। আমার পূর্বপুরুষদের ভেতর মাত্র একবার হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শুধু মনে রাখতে হবে যে অনেক এস্টেটেই প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারী রয়েছে যার পিতামাতা দ্বিতীয় বংশধর জন্ম দেওয়ার মতো তরুণ এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও বেঁচে থাকবে। তখন এই বয়স্ক উত্তরাধিকারীকে আমার এস্টেটের মালিকানা দেওয়া হবে।'

'মালিকানা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালন করে কে?'

'আমাদের একটা রুলিং বোর্ড আছে। তাদের গুটিকয় দায়িত্বের মধ্যে এটা একটা। পুরো কাজটা হলোভিশনের মাধ্যমে করা হয়।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু সোলারিয়ানরা নিজেদের ভেতর কখনো দেখা সাক্ষাৎ করে না, তা হলে কেউ জানবে কীভাবে যে একজন সোলারিয়ান প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিতভাবে দেহভস্মে পরিণত হয়েছে।' পেলোরেট বলল।

'আমাদের কেউ দেহভস্মে পরিণত হলে এস্টেটের সমস্ত পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়। সাথে সাথে কোনো উত্তরাধিকারী দায়িত্ব না নিলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ধরা পড়বে এবং সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমাদের সামাজিক কাঠামো বেশ দক্ষতার সাথে কাজ করে।'

'এখানে যে ফিল্ম আছে তার দুই-একটা দেখা যাবে?' জানতে চাইল ট্রাভিজ।

বরফের মতো জমে গেলো ব্যাণ্ডার। ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি অজ্ঞ বলেই তোমাকে ক্ষমা করা হলো। যা বলেছ সেটা শুধু নিষ্ঠুরই নয় জঘন্য পাপ।'

'আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আগেই তো বলেছি আমরা পৃথিবী খুঁজে বের করতে চাই। প্রাচীন ফিল্মগুলোতে হয়তো পৃথিবীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আমরা আপনার প্রাইভেসি নষ্ট করতে চাই না। কোনো রোবটকে দিয়ে ফিল্মগুলো চালু করে দিতে পারেন। আপনার থাকার দরকার নেই।'

কাঠ গলায় বলল ব্যাণ্ডার, 'বুঝতে পারছ না সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। যাই হোক আলোচনা শেষ, কারণ হাফ হিউম্যান পূর্বপুরুষদের কোনো দেহ ভস্ম নেই।'

'কিছুই নেই?' হতাশ হলো ট্রাভিজ।

'একসময় ছিল। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি ছিল। দুজন হাফ-হিউম্যান পরস্পরের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে, মিলিত হচ্ছে। বহুপুরুষ আগেই সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।'

'অন্য সোলারিয়ানদের রেকর্ডের কী অবস্থা?'

'সব ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'ধ্বংস না করাটাই পাগলামি।'

'হয়তো কোনো সোলারিয়ান পাগল, বা আবেগপ্রবণ বা ভুলে গেছে। আশা করি প্রতিবেশী কোনো এস্টেটে গেলে আপনি আপত্তি করবেন না।'

অবাক হয়ে ট্রাভিজের দিকে তাকালো ব্যাণ্ডার। 'তোমার ধারণা অন্যরাও আমার মতো ব্যবহার করবে?'

'কেন নয়, ব্যাণ্ডার?'

'করবে না।'

'আমরা সুযোগটা নিতে চাই।'

'না, ট্রাভিজ। না, তোমরা কেউ তা করবে না।' পিছনে কিছু রোবটের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল, ভুরু কুঁচকে ফেলেছে ব্যাণ্ডার।

'কী ব্যাপার, ব্যাণ্ডার?' জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ, হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করছে।

ব্যাণ্ডার বলল, 'তোমাদের সাথে কথা বলে, তোমাদের অস্বাভাবিকতা দেখে আমি বেশ আনন্দ পেয়েছি। চমৎকার এবং আনন্দের অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই ঘটনা আমি ডায়রিতে রেকর্ড করতে পারব না বা ছবিতে ধরে রাখতে পারব না।'

কেন?

'তোমাদের সাথে কথা বলা; তোমাদের কথা শোনা; আমার ম্যানসনে নিয়ে আসা; পূর্বপুরুষদের ডেথ চেম্বারে নিয়ে আসা; অত্যন্ত লজ্জার কাজ।'

'আমরা সোলারিয়ান নই। আপনার কাছে আমরা ওই রোবটগুলোর মতো, তাই না?'

'নিজেকে এভাবেই প্রবোধ দিচ্ছি। কিন্তু অন্যদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।'

'চিন্তার কি আছে? নিজের খেয়াল খুশিমতো কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার আছে, তাই না?'

'সোলারিয়ায় আমিই একমাত্র অধিবাসী হলে আরো ঘৃণ্য কাজ করলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু আরো সোলারিয়ান আছে, যে কারণে সত্যিকারের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথ এখনও অর্জিত হয়নি। যা করেছি সেজন্য হয়তো বাকি বারশ সোলারিয়ান আমাকে ঘৃণা করবে।'

'কাউকে না জানালেই হলো।'

'ঠিক। তোমাদের এখানে নিয়ে আসার পর সারক্ষণ কথাটা ভাবছি। অন্যদের জানানো চলবে না।'

পেলোরেট বলল, 'যদি ভয় পান তা হলে এই এস্টেটে প্রথমে এসেছিলাম সেটা অন্য এস্টেটে গিয়ে না বললেই তো হল।'

মাথা নাড়ল ব্যান্ডার। 'অনেক ঝুঁকি নিয়েছি। আমি কখনো বলব না, রোবটরা ও বলবে না, তাদেরকে বরং ভুলে যাওয়ার জন্য প্রোগ্রাম করব। তোমাদের মহাকাশযান আণ্ডারগ্রাউণ্ডে এনে কোনো নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখব।'

'দাঁড়ান,' বলল ট্র্যাভিজ, 'মহাকাশযান পরীক্ষা করতে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে থাকব? অসম্ভব।'

'কিছু করার নেই, আমি দুঃখিত। তোমাদের সাথে আরো অনেক বিষয়ে কথা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই বিপদের দিকে মোড় নিচ্ছে।'

'না, নিচ্ছে না।' ট্র্যাভিজ জোর দিয়ে বলল।

'নিচ্ছে, নগণ্য হাফ-হিউম্যান। আমার পূর্বপুরুষরা তোমাদের দেখা মাত্রই যে কাজটা করতেন আমাকে এবার সেটা করতে হবে। তোমাদেরকে মরতে হবে। তিন জনকেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

১২. সারফেস

ব্লিসের চেহারা ভাবশূন্য কিন্তু কঠিন এবং তার দৃষ্টি গভীর একাগ্রতায় ব্যাণ্ডারের উপর নিবদ্ধ, যেন আর কারো অস্তিত্ব নেই।

পেলোরেটের চোখ জোড়া অবিশ্বাসে বড় হয়ে গেছে।

ট্র্যাভিজ জানে না ব্লিস কী করছে বা করতে পারবে। পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ অনুভব করল সে। মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। দুঃখ শুধু পৃথিবীর অবস্থান না জেনেই মরতে হচ্ছে এবং কোনোদিন জানতে পারবে না কেন সে গায়াকে মানবজাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে নির্বাচন করেছিল। তাকে সময় পেতে হবে।

কথা বলল সে, পরিষ্কার উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য সাধনা করতে হলো, 'আপনি নিজেকে একজন ভদ্র অমায়িক সোলারিয়ান হিসেবে প্রমাণ করেছেন। এই গ্রহে অনুপ্রবেশ করার জন্য রাগ করেন নি বরং নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এখন আমাদের যেতে দেওয়াটাই আপনার চরিত্রের সাথে মানানসই হবে। আমরা এসেছিলাম কেউ কখনো জানবে না, আর কোনো কারণে কখনো এখানে ফিরে আসব না।'

'যাই বল,' হালকা চালে বলল ব্যাণ্ডার,' আমি কিন্তু তোমাদের জীবন দিয়েছি। আমি যা করতে পারতাম এবং করা উচিত ছিল তা হচ্ছে দেখা মাত্রই তোমাদের মেরে ফেলা। তা না করে নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য এখানে নিয়ে এসেছি এই যথেষ্ট । এরই মধ্যে সোলারিয়ার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। আবার তোমাদের ছেড়ে দিলে তোমাদের মতো অনেকেই এখানে আসা শুরু করবে।

'তবে এতটুকু করতে পারি যে তোমাদের মৃত্যু হবে যন্ত্রণাহীন। শুধু জীবনের স্পন্দন থেমে যাবে। তারপর তোমাদের দেহ পুড়িয়ে ফেললেই সব ঝামেলা শেষ।'

'মরতেই যখন হবে তখন আর দ্রুত এবং যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কথা ভেবে কোনো লাভ নেই। কিন্তু আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি, তা হলে মরতে হবে কেন?'

'এখানে আসাই তোমাদের অপরাধ।'

'যুক্তিহীন কথা, এটা যে অপরাধ আমরা তা জানতাম না।'

'সমাজ নির্ধারণ করবে কোনটা অপরাধ। তোমার কাছে এটা হয়তো অযৌক্তিক কিন্তু আমার কাছে তা নয়, এবং এটা আমাদের গ্রহ, এখানে আমরাই নির্ধারণ করব কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক। তোমরা অপরাধ করেছ তার শাস্তি মৃত্যু।'

এমনভাবে হাসল ব্যাণ্ডার যেন খোশগল্প করছে। 'নিজেকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। তুমি যে ব্লাস্টার নিয়ে এসেছো সেটা আমার চেয়েও ভয়ংকরভাবে হত্যা করে। অস্ত্রটা ঠিক থাকলে আমার উপর প্রয়োগ করতে একটুও দ্বিধা করতে না।'

ব্লিসের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে ট্র্যাভিজ, যদি ব্যাণ্ডারের মনযোগ সেদিকে চলে যায়। হতাশভাবে বলল, 'আমি আপনাকে দয়া করতে বলছি, কাজটা করবেন না।'

হাসল ব্যাণ্ডার। 'প্রথমে আমি নিজেকে এবং আমার গ্রহকে দয়া করব, এবং সেটা করতে হলে তোমাদের মরতেই হবে।'

হাত তুলল সে এবং নিকষ কালো অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্র্যাভিজের উপর।

মনে হলো যেন অন্ধকার ট্র্যাভিজের উপর চেপে বসছে। এটাই কি মৃত্যু?

তার ভাবনা যেন শব্দে রূপ পেলো। ফিসফিস করে কেউ বলছে, 'এটাই কি মৃত্যু?' পেলোরেটের গলা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ট্র্যাভিজ। নিজেও ফিসফিস করে বলল, 'তোমার প্রশ্নই প্রমাণ করে যে আমরা মরি নি।'

'মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে।'

'ননসেন্স। ব্লিস? তুমি কোথায়? ব্লিস?'

কোনো উত্তর নেই।

এবার পেলোরেট ডাকল, 'ব্লিস? কী হয়েছে, গোলান?'

'ব্যাণ্ডার সম্ভবত মারা গেছে। তাই এস্টেটে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ।'

'কীভাবে-? তার মানে ব্লিস ওকে মেরে ফেলেছে?'

'আমার তাই ধারণা। আশা করি তার নিজের কোনো ক্ষতি হয়নি।' নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে। তারপর উষ্ণ আর মসৃণ কিছুর উপর হাত পড়ল। হাত বুলিয়ে বুঝতে পারল একটা পা। অনেক ছোট, ব্যাণ্ডারের হতে পারে না। 'ব্লিস?'

পা'টা লাথি ছুঁড়ল। ট্র্যাভিজের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে।

'ব্লিস? কথা বল।'

'বেঁচে আছি,' ব্লিসের বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'না।' এই কথার সাথেই আলো জ্বলে উঠল-নিস্তেজ আলো। দেয়ালগুলো হালকাভাবে ঝকমক করছে। আলো বাড়ছে কমছে, কেমন যেন এক রহস্যময়তা।

একটা ছায়া ঢাকা স্থানে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে ব্যাণ্ডার। তার মাথা ব্লিসের কোলে।

চোখ তুলে পেলোরেট আর ট্র্যাভিজের দিকে তাকালো ব্লিস। 'সোলারিয়ান মারা গেছে।' সে বলল, স্বল্প আলোতে চিক্ চিক্ করে উঠল চোখের পানি।

www.boiRboi.blogspot.com

হতবাক হয়ে গেল ট্র্যাভিজ। 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'একটা চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান জীবনকে হত্যা করে আমি কাঁদব না?'

ট্র্যাভিজ ঝুঁকে তাকে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ব্লিস ঝাঁপটা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে।

এবার পেলোরেট চেষ্টা করল। পাশে বসে নরম সুরে বলল, 'তুমি এখন আর ব্যাণ্ডারের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কী ঘটেছে আমাদের বল।'

উঠে দাঁড়ালো ব্লিস। নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'ব্যাণ্ডার যা করতে পারত, গায়াও সেটা করতে পারে। মেন্টাল পাওয়ারের সাহায্যে গায়া মহাবিশ্বের অসমভাবে বিন্যাস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে।'

'আমি জানি,' ট্র্যাভিজ বলল, 'আমার মনে আছে প্রথম সাক্ষাতের সময় তুমি-বা গায়া-আমাদের মহাকাশযান বন্দি করে রেখেছিলে। ঠিক সেভাবেই ব্যাণ্ডার আমাদের বন্দি করেছিল, কিন্তু জানতাম চাইলেই তুমি মুক্ত হতে পারবে।'

'না চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতাম। যখন তোমাদের মহাকাশযান দখল করেছিলাম সেই সময় আমি/আমরা/গায়া ছিলাম প্রকৃত অর্থে এক। কিন্তু এখন হাইপার স্পেসাল দূরত্বের কারণে আমাদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, গায়া যা করতে পারে তা করে অসংখ্য মস্তিষ্কের মিলিত সীমাহীন শক্তির সাহায্যে। অথচ সবগুলো মস্তিষ্কের মিলিত শক্তি একজন সোলারিয়ানের ট্রান্সডিউসার-লোবস এর শক্তির সমান নয়। আমার শক্তি একজন সোলারিয়ানের ট্রান্সডিউসার লোবস এর শক্তির সমান নয়। আমরা এত সূক্ষ্ম ভাবে, দক্ষভাবে, ক্লান্তিহীনভাবে শক্তি ব্যবহার করতে পারি না। -দেখছই তো এর চেয়ে উজ্জ্বলভাবে আলো জ্বালাতে পারিনি, ক্লান্ত না হয়ে কতক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে পারব জানি না। অথচ সে পুরো এস্টেটে শক্তি সরবরাহ করত। এমনকি যখন ঘুমিয়ে থাকত তখনও।'

'কিন্তু তুমি তাকে থামিয়েছ।'

'কারণ সে আমাকে সন্দেহ করেনি এবং আমি সন্দেহ করার মতো আচরণ করিনি। সে গুরুত্ব দিয়েছিল তোমাকে, কারণ তোমার কাছেই ছিল অস্ত্র। আবারও তোমার অস্ত্রগুলো কাজে লাগল-এবং আমি দ্রুত, অপ্রত্যাশিত আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। ঠিক যে মুহূর্তে সে আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিল, যখন তার সমস্ত মাইণ্ড কেন্দ্রীভূত ছিল তোমার উপর, তখন আমি আঘাত করার সুযোগ পেলাম।'

'চমৎকার কাজ করেছ।'

'এমন নিষ্ঠুর কথা বলতে পারলে, ট্র্যাভিজ? আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাকে থামানো। চেয়েছিলাম তার ট্রান্সডিউসার ব্লক করে দিতে। দীর্ঘ সময়ের জন্য গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ট্রান্সডিউসারগুলো খুলে দিতাম, ফলে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হত না। আমরা মহাকাশযান নিয়ে বেরিয়ে যেতাম গ্রহ ছেড়ে। জেগে উঠলে তার কিছুই মনে থাকত না। গায়া কখনো হত্যা করতে চায় না।'

'ভুল হলো কোথায়?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'আমি কখনো ট্র্যান্সডিউসার লোবস এর মুখোমুখি হইনি এবং এগুলো জানার বা বোঝার জন্য বেশি সময় ছিল না। আমি প্রচণ্ড শক্তিতে ব্লক করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভালো কাজ হলো না। লোবস এর ভেতর শুধু শক্তি প্রবেশই বন্ধ হলো না শক্তি বেরিয়ে আসার পথও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে লোবস এর ভেতর শক্তি জমা হয়ে তাপমাত্রা এত বেড়ে গেল যে এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের ভেতর ব্রেইন প্রোটিনে বিস্ফোরণ ঘটল। সাথে সাথে মারা গেল ব্যাণ্ডার।'

'তুমি যা করেছ, সেটা ছাড়া তোমার অন্য কিছু করার ছিল না, ডিয়ার।' বলল পেলোরেট।

'কিন্তু আমি প্রাণ হত্যা করেছি।'

'ব্যাণ্ডার আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল।' বলল ট্র্যাভিজ।

'সে কারণেই তাকে থামাতে চেয়েছিলাম, মেরে ফেলতে চাইনি।'

দ্বিধা করল ট্র্যাভিজ। ধৈর্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু রাগারাগি করলে ব্লিস আরো ভেঙে পড়বে। হাজার হোক অসীম ক্ষমতাশালী এই বৈরী বিশ্বে সেই তাদের একমাত্র সহায়।

সে বলল, 'ব্লিস, ব্যাণ্ডারকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। কারণ সে মারা গেছে, এস্টেটের পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ। যে-কোনো মুহূর্তে অন্য সোলারিয়ানরা তদন্ত করার জন্য চলে আসবে। তাদের সাথে তুমি পেরে উঠবে না। নিজেই বলেছ আলো বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই আমাদেরকে দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে মহাকাশযানে ফিরে যেতে হবে।'

'কিন্তু গোলান,' পেলোরেট বলল, 'কীভাবে বেরোব। এখানে গলি উপগলির গোলক ধাঁধা পেরিয়ে কীভাবে সারফেসে পৌঁছব? আমি নিজে কখনো পথের হদিস মনে রাখতে পারি না।'

পেলোরেটের কথা কতখানি খাঁটি চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল ট্র্যাভিজ। আমার মনে হয় সারফেসে পৌঁছানোর অনেকগুলো রাস্তা আছে, যেটা দিয়ে ঢুকেছিলাম সেটা দিয়েই বেরোতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'কিন্তু প্রবেশমুখগুলো কোথায় আছে তাই তো জানি না। বের করব কীভাবে?'

ব্লিসের দিকে ঘুরল ট্র্যাভিজ। 'তুমি কিছু ডিটেক্ট করতে পারছ, মেন্টালি, বেরনোর পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো।'

'এস্টেটের রোবটগুলো এখন ইনঅ্যাকটিভ। সোজা উপরে নিচু শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তা ডিটেক্ট করতে পারছি, কিন্তু এগুলো থেকে শুধু বোঝা যায় যে সারফেস সোজা মাথার উপরে, আমরা সবাই সেটা জানি।'

'বেশ, আমাদেরকে বেরুনোর পথ খুঁজে দেখতে হবে।'

'হিট অ্যাণ্ড মিস,' পেলোরেট বলল। 'কোনোদিনই সফল হবো না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'হয়তো, জেনভ। খুঁজতে থাকলে যত ছোটই হোক পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। বিকল্প উপায় হচ্ছে এখানে বসে থাকা, তাতে কোনো লাভ হবে না। চেষ্টা করে দেখা উচিত।

'দাঁড়াও,' ব্লিস বলল, 'আমি কিছু একটা অনুভব করতে পারছি।'

'কী?' ট্র্যাভিজ বলল।

'মাইণ্ড।'

'বুদ্ধিমান?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুর্বল। আমি পরিষ্কারভাবে যা ধরতে পারছি সেটা অন্য কিছু।'

'কী?' আবারও অসহিষ্ণু ভাব গোপন করার জন্য হিমসিম খেতে হল ট্র্যাভিজকে।

'ভয়! সীমাহীন ভয়!' ফিসফিস করে বলল ব্লিস।

চারপাশে তাকিয়ে দুঃখ বোধ করল ট্র্যাভিজ। কোথায় এসেছে এটা জানে, কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই। যতগুলো মোড় ঘুরেছে, প্যাঁচানো পথ ধরে নেমেছে, সেগুলোর প্রতি কোনো মনযোগই দেয়নি সে। কে জানত তাদেরকে কোনো সাহায্য ছাড়া একা একা ফিরতে হবে। আলোও থাকবে না সেই সময়।

'গাড়িটা চালু করতে পারবে, ব্লিস?' জিজ্ঞেস করল সে।

'চালু করতে পারব, ট্র্যাভিজ,' ব্লিস বলল। 'তার মানে এই না যে চালাতেও পারব।'

'আমার মনে হয় ব্যাণ্ডার মেন্টালি গাড়ি চালিয়েছিল।' বলল পেলোরেট। 'আমি তাকে কোনো কিছু ধরতে বা নাড়তে দেখিনি।'

'হ্যাঁ, মেন্টালি চালিয়েছিল। কিন্তু আমাকে কাজটা করার আগে গাড়ির কন্ট্রোলস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হবে।' চেষ্টা করতে হলে মাইণ্ডের পুরো শক্তি নিয়োগ করতে হবে। তখন আর আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারব না। অন্ধকারে গাড়ি চালাতে পারলেই কি, না পারলেই কি।'

'তা হলে আমাদের হেঁটেই যেতে হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

আলো যত দূর পৌঁছেছে তার পরের ঝাপসা বিষণ্ণ অন্ধকারের দিকে হেঁটে গেল ট্র্যাভিজ। কিছু দেখতে পেলো না, শুনতে পেল না।

'ব্লিস, ভয় পাওয়া মাইণ্ড তরঙ্গ এখনও অনুভব করতে পারছ?'

'হ্যাঁ, পারছি।'

'বলতে পারো কোথায়? নিয়ে যেতে পারবে?'

'মেন্টাল সেন্স সরল পথে চলে। কখনো গতিপথ পাল্টায় না। তার মানে বলা যায় যে এটা আসছে সোজা ওদিক থেকে।'

ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা দেয়ালের দিকে দেখালো সে। 'কিন্তু দেয়ালের ভেতর দিয়ে আমরা যেতে পারব না। ভালো উপায় হচ্ছে করিডোর দিয়ে চলা শুরু করি, যেদিকে মেন্টাল প্রবাহ তীক্ষ্ণ মনে হবে সেদিকে পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব।'

'তা হলে শুরু করা যাক এখনই।'

এক পা পিছিয়ে গেল পেলোরেট। 'দাঁড়াও গোলান, জিনিসটা যাই হোক, খুঁজে বের করার কোনো দরকার আছে? ওটা যদি ভয় পেয়ে থাকে তা হলে আমাদেরও ভয়ের কারণ থাকতে পারে।'

অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'কিছু করার নেই, জেনভ। ভয় পাক বা না পাক ওটা একটা মাইণ্ড। হয়তো সারফেসের পথ দেখাতে পারে।'

'ব্যাণ্ডারকে এভাবেই ফেলে যাবো?' পেলোরেটের গলায় অস্বস্তি।

হাত ধরে টানল ট্র্যাভিজ। 'এসো জেনভ। এ ব্যাপারেও কিছু করার নেই। কোনো একজন সোলারিয়ান এসে পাওয়ার রিঅ্যাকটিভেট করবে, তারপর রোবটরাই ব্যাণ্ডারের ব্যবস্থা করবে। তবে প্রার্থনা করি আমরা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই যেন না আসে।'

ব্লিস থাকল সবার সামনে। তার ঠিক পাশের স্থানগুলোতে আলোর উজ্জ্বলতা বেশি। প্রতিটা দরজা, করিডোরের প্রতিটা শাখাপথের সামনে থামল সে, বোঝার চেষ্টা করল ভয়টা কোনদিক থেকে আসছে। কখনো কোনো দরজা দিয়ে ঢুকে বা বাঁক ঘুরে ফিরে এসে নতুন পথ ধরছে, ট্র্যাভিজ শুধু দেখছে অসহায়ের মতো।

পথ নির্বাচন করে যখনই দৃঢ়ভাবে হাঁটছে ব্লিস তার সামনে আলো জ্বলে উঠছে। খেয়াল করল ট্র্যাভিজ আলো এখন আগের চেয়ে উজ্জ্বল—হয় স্বল্প আলোতে তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, অথবা ব্লিস আরো দক্ষভাবে ট্রান্সডাকশন সামলাতে পারছে। চলার পথে একটা তাপ পরিচালন দণ্ড স্পর্শ করতেই আলো চোখে পড়ার মতো উজ্জ্বল হলো। মাথা নাড়ল সে যেন নিজের কাজে প্রচণ্ড খুশি।

সারফেসের দিকে উঠে যাওয়া কোনো করিডোর বা কোনো ট্র্যাপডোরের জন্য সিলিং-এ তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ট্র্যাভিজ। সেরকম কিছু এখনো চোখে পড়েনি। ভয় পাওয়া মাইণ্ডই একমাত্র ভরসা।

কিছুই পরিচিত মনে হচ্ছে না, তার মানে এই পথ দিয়ে তারা আসেনি।

সীমাহীন নীরবতা, শুধু তাদের চলার শব্দ: গভীর অন্ধকার, শুধু তাদের চারপাশে আলো: সব মৃত, শুধু তারা জীবিত। অন্ধকারে হঠাৎ চোখে পড়ছে রোবটের ছায়া, বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে, নিস্পন্দ। এক জায়গায় দেখল একটা রোবট অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত পা মেলে পড়ে আছে। বিশাল ব্যাণ্ডার এস্টেটের সবখানেই সম্ভবত রোবট গুলো নিস্পন্দ হয়ে আছে, এবং সীমান্তের কাছে ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে।

অথবা ধরতে পারবে না, হঠাৎ মনে হলো ট্র্যাভিজের। সোলারিয়ানরা জানে কখন তাদের একজন বয়স এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে মারা যাবে। সেজন্য

www.boiRboi.blogspot.com

তারা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ব্যান্ডার তরুণ বয়সে অপ্রত্যাশিত ভাবে মারা গেছে। কে আশা করবে? এখানে সকল কাজ থেমে গেছে, সেটা কে লক্ষ করবে?

না, বেশি আশা করা ঠিক নয়। সোলারিয়ানরা ঠিকই লক্ষ রাখবে। উত্তরাধিকারের ব্যাপার আছে।

অসুখী গলায় অনুযোগ করল পেলোরেট। 'ভেন্টিলেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এধরনের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ভেন্টিলেশন থাকতেই হবে।'

'কোনো ব্যাপার না, জেনভ।' ট্র্যাভিজ বলল। 'এখানে যে বাতাস আছে তাতে আমরা বছরখানেক বেঁচে থাকতে পারব।'

'জায়গাটা আবদ্ধ। মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্য সেটাই যথেষ্ট।'

'প্লিজ জেনভ, খামোখা ভয় তৈরি করো না। -ব্লিস, আমরা কাছাকাছি পৌছেছি?'

'অনেকখানি, ট্র্যাভিজ।' জবাব দিল ব্লিস। 'অনুভূতি অনেক বেশি প্রখর এবং আমি জানি কোথায় আছে।' এখন সে নিশ্চিত দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছে। 'ঐখানে! ঐখানে! আরো গভীরভাবে অনুভব করতে পারছি।'

'এমনকি আমিও শুনতে পারছি।' শুকনো গলায় বলল ট্র্যাভিজ।

থেমে গেছে তিন জন, নিশ্বাস বন্ধ। কানে আসছে নিচু লয়ে কান্নার শব্দ, মাঝে মাঝে ফোঁপানির শব্দ।

একটা বিশাল কামরায় প্রবেশ করল তারা, আলো জ্বলে উঠল। কামরার সাজ-সজ্জা সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ।

ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা রোবট, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে বাড়ানো। এবং অবশ্যই স্থির।

রোবটের পিছনে একদিক থেকে পোশাকের অংশবিশেষ এবং অন্যদিক থেকে একটা ভয়ার্ত চোখ উঁকি মারছে, আর হৃদয়-মোচড়ানো কান্নার শব্দ চলছেই।

ঘুরে রোবটের পিছন দিকে গেল ট্র্যাভিজ, ওদিক থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে এল একটা ছোট শরীর। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে, পড়েই থাকল, চোখ ঢেকে রেখেছে। লাথি ছুঁড়ছে জোরে জোরে। সেইসঙ্গে চলছে গলা ফাটানো চিৎকার।

বলার দরকার ছিল না, তারপরেও বলল ব্লিস, 'ছোট বাচ্চা।'

পিছিয়ে এল ট্র্যাভিজ। বাচ্চা আসবে কোত্থেকে। ব্যাণ্ডার বলেছিল সে একা, এবং সেটা নিয়ে গর্ববোধ করত।

সবচেয়ে কম অবাক হয়েছে পেলোরেট। দ্রুত একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাল সে, 'আমার ধারণা এটা সম্ভবত উত্তরাধিকারী।'

'ব্যাণ্ডারের সন্তান,' একমত হলো ব্লিস। 'তবে উত্তরাধিকারী হিসেবে অনেক ছোট। অন্য কাউকে খুঁজে নিতে হবে সোলারিয়ানদের।'

বাচ্চাটার দিকে তাকাল ব্লিস, একাগ্র দৃষ্টিতে নয় বরং নরম সম্মোহনী দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে কান্না থেমে গেল, চোখ খুলে ব্লিসের দিকে তাকাল। অর্থহীন ছাড়া ছাড়া শব্দ করল ব্লিস, শিশুর কান্না ভোলানোর জন্য যেমন শব্দ করে মায়েরা।

ব্লিসের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো শিশু সোলারিয়ান। একটু দ্বিধা করল, তারপর দৌড় দিল নিষ্প্রাণ রোবটের দিকে। নিরাপত্তার জন্য দুহাতে রোবটের শক্ত পা জড়িয়ে ধরল।

'আমার ধারণা এই রোবট বাচ্চাটার নার্সমেইড বা কেয়ারটেকার।' বলল ট্র্যাভিজ। 'সম্ভবত সোলারিয়ানরা একে অন্যকে দেখাশোনা করে না, সেটা শিশু হলেও না।'

'এবং আমার ধারণা এই বাচ্চাটাও হারমাফ্রোডিটিক।' পেলোরেট বলল।

'হতেই হবে।'

বাচ্চাটার দিকেই পূর্ণ মনযোগ ব্লিসের, যেন ভয় না পায় তাই আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত দুটো উপরে তুলে সামনে এগোল, সোলারিয়ান শিশু একেবারে নিশ্চুপ, অবাক হয়ে দেখছে, আরো শক্ত করে রোবটের পা জড়িয়ে ধরল।

ব্লিস বলল, 'ছোট বাবু-সোনা বাবু- শান্ত হও, ভয় নেই, বাবু-ভয় নেই।' থামল সে। পিছনে না তাকিয়ে বলল, 'পেল, সোলারিয়ান ভাষায় কথা বল। বল আমরা রোবট, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ, তাই ওর দেখাশোনা করতে এসেছি।'

'রোবট!' পেলোরেট হতভম্ব।

'নিজেদের রোবট বলেই প্রমাণ করতে হবে। রোবটকে ভয় পাবে না। তা ছাড়া ওটা জীবনে কোনোদিন মানুষ দেখেনি। সম্ভবত জানেও না।'

'বোঝানো একটু সমস্যা হবে। অতো প্রাচীন ভাষায় "রোবটের" প্রতিশব্দ আমার জানা নেই।'

'তা হলে "রোবট" বল, পেল। তাতে কাজ না হলে বল "আয়রন থিং"। যা পারো বল।'

ধীরে ধীরে শব্দ বাছাই করে সুপ্রাচীন ভাষায় কথা বলল পেলোরেট। সোলারিয়ান শিশু তাকালো তার দিকে, ভুরু কোঁচকানো, বোঝার চেষ্টা করছে।

'কীভাবে বেরনো যাবে সেটা জিজ্ঞেস কর।' বলল ট্র্যাভিজ।

'এখনই না,' বাধা দিল ব্লিস। 'প্রথমে ওর ভয় দূর করতে হবে।'

সোলারিয়ান শিশু পেলোরেটের দিকে তাকাল, রোবটটাকে ছেড়ে দিয়েছে। তীক্ষ্ণ সুরেলা গলায় কিছু বলল।

মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'দ্রুত কথা বলে। কিছুই বুঝিনি।'

'ধীরে ধীরে কথা বলতে বল। ওর ভয় দূর করে শান্ত করার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করছি।'

কথা বলল পেলোরেট, মনযোগ দিয়ে শুনল। 'আমার ধারণা ওটা জিজ্ঞেস করছে জেম্বি নড়ছে না কেন। সম্ভবত রোবটের নাম জেম্বি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আরেকবার জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নাও।'

আবার জিজ্ঞেস করল পেলোরেট, শুনল মনযোগ দিয়ে। 'হ্যাঁ, রোবটের নাম জেম্বি। আর নিজের নাম বলছে ফেলম।'

'চমৎকার!' স্নেহ ঝরানো হাসি হাসল ব্লিস। আঙুল তুলে বলল, 'ফেলম। লক্ষ্মী ফেলম, সাহসী ফেলম।' নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'ব্লিস।'

চমৎকার করে হাসল সোলারিয়ান শিশু, 'ব্লিস।' "স" উচ্চারণের সময় হিসস্ শব্দ হলো।

'ব্লিস, তুমি রোবট জেম্বিকে চালু করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জেনে নিতে পারো।'

'না। রোবটের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে বাচ্চাটাকে রক্ষা করা। আমাদের মতো মানুষ এই রোবট কখনো দেখেনি। কাজেই চালু করার পর তিন জন অদ্ভুত মানুষকে দেখে আক্রমণ করে বসতে পারে।'

'কিন্তু আমরা শুনেছি, রোবট মানুষের ক্ষতি করে না।' পেলোরেট বলল।

'শুনেছি। কিন্তু সোলারিয়ানরা কি ধরনের রোবট তৈরি করেছে জানি না। হয়তো এই রোবট মানুষের ক্ষতি করে না। কিন্তু তিন জন অদ্ভুত মানুষ এবং তার সন্তান বা তার কাছে যা সন্তানের সমতুল্য দুটোর একটাকে বেছে নেবে। এবং অবশ্যই সে বাচ্চাটাকে বেছে নেবে।'

সোলারিয়ান শিশুর দিকে ঘুরল ব্লিস। 'ফেলম,' সে বলল, 'ব্লিস।' বাকি দুজনকে দেখিয়ে বলল, 'পেল-ট্রেভ।'

'পেল। ট্রেভ,' বাধ্য শিশুর মতো বলল ফেলম।

কাছে এগোল ব্লিস, হাত বাড়াল, ঝট করে পিছিয়ে গেল ফেলম। কিন্তু ব্লিসের মুখে আদরের শব্দগুলো শুনে আবার কাছে আসল।

ফেলমের নগ্ন বাহুতে হাত রাখল ব্লিস। তার শক্তিশালী মাইণ্ডের শান্তকরণ প্রক্রিয়ার কারণে চোখ আধ বোজা করে রেখেছে ফেলম। ব্লিস তার চিবুকে কাঁধে পালকের মতো স্পর্শ করে হাত বুলিয়ে কানের পেছনে হাত নিয়ে গেল। তারপর ছেড়ে দিল।

বাকি দুজনকে বলল, 'ট্র্যান্সডিউসার লোবস অনেক ছোট। তার মানে এই মুহূর্তে সে এস্টেট চালাতে পারবে না। বয়স কত জিজ্ঞেস করো, পেল।'

কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময় করে পেলোরেট বলল, 'চোদ্দ বছর।'

'আমার কাছে তো এগারোর বেশি মনে হচ্ছে না।' বলল ট্র্যাভিজ।

'সম্ভবত! সোলারিয়ান বৎসর গ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড বৎসর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে হিসাব করা হয়। তা ছাড়া স্পেসাররা দীর্ঘজীবি হয়। নিজেদের বয়োবৃদ্ধির বয়সসীমাকে হয়তো তারা বাড়িয়ে নিয়েছে।'

জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল ট্র্যাভিজ, 'যথেষ্ট হয়েছে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, দ্রুত বেরোতে হবে। এই শিশু হয়তো সারফেসে পৌঁছানোর রাস্তা জানে না। হয়তো কখনো সারফেসে যায়নি।'

'পেল!' ব্লিস বলল।

ব্লিস কী করতে বলছে জানে পেলোরেট। ফেলমের সাথে দীর্ঘ আলোচনা শুরু করল সে। তারপর বলল, 'সোলারিয়ান শিশু সূর্য দেখেছে। গাছপালা দেখেছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় শব্দটার অর্থ সে জানে—অন্তত আমি যে শব্দটা ব্যবহার করেছি।'

'ঠিক আছে, জেনভ,' ট্র্যাভিজ বলল, 'আসল কথা বল।'

'আমি বলেছি যে সারফেসে পৌঁছে রোবটগুলোকে চালু করব। আসলে বলেছি হয়তো করতে পারব। আসলেই পারব?'

'সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। ও আমাদের পথ দেখাতে পারবে?'

'হ্যাঁ, আমার প্রতিশ্রুতির কারণে খুশি হয়েই করবে। আসলে আমরাও হতাশ করার ঝুঁকি—'

'চল, রওয়ানা দেওয়া যাক।'

পেলোরেটের কথা শুনে হাঁটা শুরু করল ফেলম, তারপর থেমে ব্লিসের দিকে তাকালো।

হাত বাড়ালো ব্লিস। দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল। 'আমি হলাম নতুন রোবট।' হাসি মুখে বলল সে।

'বাচ্চাটা খুব খুশি হয়েছে মনে হয়।' বলল ট্র্যাভিজ।

সে ভেবে পাচ্ছে না ফেলম এত খুশি কেন? ব্লিস সেটা নিশ্চিত করেছে? নাকি সারফেসে পৌঁছার আনন্দ; নতুন তিনটা রোবট পাওয়ার আনন্দ, নাকি মনে করেছে পালক পিতামাতা জেম্বিকে ফিরে পাবে। তবে যতক্ষণ পথ দেখাচ্ছে এগুলো ভাববার দরকার নেই।

ফেলমের পদক্ষেপে কোনো দ্বিধাগ্রস্ততা নেই। কোনো বাঁকেই থামছে না। ট্র্যাভিজের মনে হলো সোলারিয়ান শিশু নতুন কোনো খেলা মনে করেছে এটাকে। কিন্তু চলার পথ উপরের দিকে ক্রমশ উঠে যেতেই সন্দেহ দূর হয়ে গেল। একটা দিক দেখিয়ে হড়বড় করে কিছু বলল ফেলম।

পেলোরেটের দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ। পেলোরেট বলল, 'আমার ধারণা, বলছে "দরজা"।'

যেদিকে দেখিয়েছে সেদিকের অন্ধকার তুলনামূলকভাবে গাঢ়। ব্লিসের হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিল ফেলম। দরজার সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ লাফঝাঁপ করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল।

'পাওয়ার সাপ্লাই করতে হবে। ব্যাপারটা ক্লান্ত করে তুলছে আমাকে।' হাসিমুখে বলল ব্লিস। মুখের রং বদলে লাল হলো। কমে গেল আলোর উজ্জ্বলতা। একটা দরজা খুলল সামনে। খুশিতে লাফিয়ে উঠল ফেলম। তার পেছনে বেরুলো পুরুষ দুজন। ব্লিস বেরোল সবার পরে। চেহারা বিধ্বস্ত।

'বেশ,' বলল পেলোরেট, 'বেরোলাম। মহাকাশ যান কোথায়?'

www.boiRboi.blogspot.com

'মনে হচ্ছে ওদিকে।' ফিস ফিস করে বলল ট্র্যাভিজ।

'আমারও তাই মনে হয়।' একমত হলো ব্লিস।

দিনের আলো এখনো শেষ হয়নি। কোনো প্রাণীর ডাক এবং গাছের পাতার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এক জায়গায় দেখল একটা রোবট দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একগাদা জিনিসপত্র, কী কাজে নিয়ে যাচ্ছিল কে জানে।

দেখার জন্য পেলোরেট এক পা এগোতেই তাড়া লাগাল ট্র্যাভিজ। 'জেনে কোনো লাভ হবে না, জেনভ। পা চালাও।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে পড়ে থাকা আরেকটা রোবট অনেক দূর দিয়ে পার হল। ট্র্যাভিজ বলল, 'সম্ভবত পুরো এস্টেটের সবখানেই হাজার হাজার রোবট পড়ে আছে।' তারপর বিজয়ীর সুরে বলল, 'আহ্, ঐ যে মহাকাশযান।'

চলার গতি দ্রুত হলো ওদের, তারপর থেমে গেল হঠাৎ করেই। উৎফুল্ল স্বরে চিৎকার করল ফেলম।

মহাকাশযানের কাছে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রাগৈতিহাসিক এয়ার ভেসেল। রোটর দেখে মনে হয় প্রচুর জ্বালানি নষ্ট করে, পেছন দিকটা ভঙ্গুর। সেটার পাশে মহাকাশযান এবং আউট ওয়ার্ল্ডারদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারটা মানুষের কাঠামো।

'দেরি হয়ে গেছে,' ট্র্যাভিজ বলল, 'অনেক সময় নষ্ট করেছি।'

অবাক গলায় পেলোরেট বলল, 'চার জন সোলারিয়ান? এভাবে দলবেঁধে আসাটা স্বাভাবিক মনে হয় না। ওগুলো কি হলোইমেজ?'

'ওগুলো সম্পূর্ণ বাস্তব,' বলল ব্লিস। 'আমি নিশ্চিত। এমনকি সোলারিয়ানও না। মাইণ্ড নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওগুলো রোবট।'

'বেশ,' ক্লান্ত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'চলতে থাকো!' নিজেও দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল মহাকাশ যানের দিকে।

পেলোরেট রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী করতে চাও তুমি?'

'ওগুলো রোবট হলে আদেশ মানতে বাধ্য।'

আরো কাছাকাছি হতেই ওগুলো যে রোবট তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। মুখমণ্ডল দেখলে মনে হয় যেন রক্তমাংসে তৈরি, অথচ চেহারা পুরোপুরি ভাবলেশহীন। এমনভাবে ইউনিফর্ম পড়েছে যার ফলে মুখ ছাড়া শরীরের আর কোনো অংশের ত্বক দেখা যাচ্ছে না। স্বচ্ছ গ্লোভস দিয়ে হাতগুলো পর্যন্ত ঢাকা।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ট্র্যাভিজ, যে কেউই বুঝতে পারবে যে সে সামনে থেকে কাউকে সরতে বলছে।

রোবটগুলো নড়ল না।

নিচু স্বরে পেলোরেটকে বলল ট্র্যাভিজ, 'কথা বলো ওদের সাথে। শক্ত থাকবে।'

গলা পরিষ্কার করে নিল পেলোরেট, কণ্ঠস্বরে ফুটিয়ে তুলল অতিরিক্ত গাম্ভীর্য, হাত নাড়ল ট্র্যাভিজের চেয়েও বেশি। একটা রোবট বাকিগুলো থেকে একটু লম্বা, ঠাণ্ডা, তীক্ষ্নস্বরে কিছু বলল।

ট্র্যাভিজের দিকে ঘুরল পেলোরেট, 'ওটা বলছে যে আমরা আউটওয়ার্ল্ডারস।'

'বল আমরা মানুষ এবং আমাদের আদেশ মানতে ওরা বাধ্য।'

এবার রোবট কথা বলল অদ্ভুত কিন্তু বোধগম্য গ্যালাকটিক ভাষায়। 'আমি গ্যালাকটিক জানি, আউটওয়ার্ল্ডার। আমরা গার্ডিয়ান রোবট।'

'তা হলে নিশ্চয়ই শুনেছ যে আমরা মানুষ এবং তুমি আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য।'

'আমাদেরকে শুধুমাত্র রুলারদের আদেশ মানার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে। রুলার ব্যাণ্ডার কেন স্বাভাবিক সময়ে যোগাযোগ করেননি সেটা দেখতে এসে একটা মহাকাশযান পাই যা সোলারিয়ার তৈরি নয়। একাধিক আউটওয়ার্ল্ডার আছে এখানে এবং ব্যাণ্ডারের সব রোবট পড়ে আছে ইনঅ্যাকটিভেট হয়ে। রুলার ব্যাণ্ডার কোথায়?'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, ধীরে ধীরে প্রতিটা শব্দ জোর দিয়ে বলল, 'এত কিছু জানি না। মহাকাশযানের কম্পিউটার গোলমাল করছিল, তাই এই অদ্ভুত গ্রহে নামতে বাধ্য হই। নেমেই দেখি রোবটগুলো ইনঅ্যাকটিভেট হয়ে আছে। কী ঘটেছে কোনো ধারণাই নেই।'

'রোবটগুলো যেহেতু কাজ করছে না এবং পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ, তার অর্থ রুলার ব্যাণ্ডার নিশ্চয় মারা গেছেন। তোমরাও নামলে আর এতকিছু ঘটল, এটাকে ঠিক দৈবঘটনা বলে মানা যায় না। দুটোর মাঝে নিশ্চয় কোনো যোগসূত্র আছে।'

'কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই তো বন্ধ হয়নি। তোমরা কাজ করতে পারছ।' বলল ট্র্যাভিজ। উদ্দেশ্য রোবটগুলোকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলা, তারা বিদেশী বলেই কিছু জানে না এবং নির্দোষ সেটা প্রমাণ করা।

রোবট বলল, 'আমরা গার্ডিয়ান রোবট। কোনো নির্দিষ্ট রুলার আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেনা, নিউক্লিয়ার-পাওয়ারে চলি। আবার জিজ্ঞেস করছি, রুলার ব্যাণ্ডার কোথায়?'

চারপাশে তাকাল ট্র্যাভিজ। পেলোরেট ভয় পেয়েছে; ব্লিসের ঠোঁট দুটো শক্তভাবে চেপে ধরা হলেও চেহারা শান্ত। ফেলম ভয়ে কাঁপছে, কিন্তু কাঁধে ব্লিসের ছোঁয়া পেতেই শান্ত হয়ে গেল সে। (ব্লিস ফেলমের ভয় দূর করে দিয়েছে?)

'আবার জিজ্ঞেস করছি এবং শেষবারের মতো, রুলার ব্যাণ্ডার কোথায়?'

হাসিমুখে বলল ট্র্যাভিজ, 'আমি জানি না।'

রোবটটা মাথা নাড়তেই তার সঙ্গী দুজন চলে গেল দ্রুত। 'আমার সঙ্গী গার্ডিয়ানরা বাড়িটা সার্চ করবে। তার মধ্যে তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব। তোমার কোমরের বস্তুগুলো দাও।'

এক পা পিছিয়ে গেল ট্র্যাভিজ। 'ওগুলো দিয়ে কোনো ক্ষতি করা যাবে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'নড়বে না। ওগুলো ক্ষতি করবে কি করবে না আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমি ওগুলো দিতে বলেছি।'

'না।'

ঝট করে সামনে বাড়ল রোবট, এত দ্রুত হাত নাড়ল যে ট্র্যাভিজ বুঝতেই পারল না কী ঘটছে। শক্ত মুঠিতে কাঁধ চেপে ধরে নিচের দিকে চাপ দিল রোবট। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ট্র্যাভিজ।

'ওগুলো দাও,' অন্য হাত বাড়িয়ে রোবট বলল।

'না', রুদ্ধশ্বাসে বলল ট্র্যাভিজ।

সামনে এগুলো ব্লিস। ট্র্যাভিজ কিছু বোঝার আগেই হোলস্টার থেকে অস্ত্র দুটো নিয়ে বাড়িয়ে দিল রোবটের দিকে। 'নাও গার্ডিয়ান। এবার ওকে ছেড়ে দাও।'

অস্ত্র দুটো হাতে নিয়ে পিছিয়ে গেল রোবট। কাঁধ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল ট্র্যাভিজ। মুখ কুঁচকে রেখেছে ব্যথায়।

ধারালো গলায় ব্লিস বলল, 'ওটার সাথে লাগতে গেলে কেন? দুই আঙুলে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'তুমি সামলাচ্ছো না কেন?' দাঁতে দাঁত চেপে ট্র্যাভিজ বলল।

'চেষ্টা করছি, সময় লাগবে। ওগুলোর মাইণ্ড বেশ দৃঢ়, নির্দিষ্ট ছকে প্রোগ্রাম করা। সামলানো সহজ নয়। প্রথমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তুমি সময় পাওয়ার চেষ্টা করো।'

'পর্যবেক্ষণের দরকার নেই। সোজা ধ্বংস করে ফেলো।'

দ্রুত রোবটের দিকে তাকিয়ে ব্লিস দেখল ওটা গভীর মনোযোগের সাথে অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করছে, অন্য রোবটটা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। তাদের আলোচনায় মনযোগ নেই কোনোটারই।

'না, কোনো রকম ধ্বংস নয়।' বলল ব্লিস। 'প্রথম গ্রহে একটা কুকুর হত্যা করেছি। আরেকটাকে আহত করেছি। এই গ্রহে যা করেছি সেটা আরো খারাপ। গায়া অকারণে কোনো জীবন বা বুদ্ধিমত্তাকে হত্যা করতে চায় না। আমার সময় দরকার।'

পিছিয়ে গিয়ে স্থির দৃষ্টিতে রোবটের দিকে তাকাল সে।

'এগুলো অস্ত্র।' রোবট বলল।

'না।' উত্তর দিল ট্র্যাভিজ।

ব্লিস বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু কাজ করবে না। এনার্জি ইউনিট শেষ।'

'তা হলে নিয়ে এসেছো কেন? হয়তো এনার্জি শেষ হয়নি। নিখুঁতভাবে অস্ত্রটা ধরল রোবট, ট্রিগারের উপর বুড়ো আঙুল। 'এভাবে চালাতে হয়।'

'হ্যাঁ, আরেকটু চাপ দিলেই কাজ করার কথা, কিন্তু করবে না।'

অস্ত্রটা ট্র্যাভিজের দিকে তাক করল সে। 'এখনও বলবে এটা চালালে কোনো লাভ হবে না?'

'হবে না।' বলল ব্লিস।

জায়গায় দাঁড়িয়ে জমে গেছে ট্র্যাভিজ। ব্যাণ্ডার এনার্জি শুষে নেওয়ার পর ব্লাস্টারটা সে পরীক্ষা করে দেখেছিল, কিন্তু রোবটের হাতে নিউরোনিক হুইপ। ওটা সে পরীক্ষা করে দেখেনি।

ন্যাভাল একাডেমীতে থাকার সময় ট্র্যাভিজ নিউরোনিক হুইপের মৃদু আঘাত সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। সব ক্যাডেটকেই সহ্য করতে হয়, প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে। শুধু জিনিসটা কি জানার জন্য। দ্বিতীয়বার জানার কোনো আগ্রহ নেই তার।

অস্ত্র চালানো রোবট, ব্যথা সহ্য করার জন্য শরীর শক্ত করে ফেলল ট্র্যাভিজ–তারপর শিথিল হলো। হুইপের এনার্জিও শুকিয়ে গেছে।

অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে ফেলল রোবট। 'এনার্জি শুকালো কীভাবে? আর কাজ করবে না জেনেও ওগুলো বহন করছ কেন?'

'আমি সবসময় ওগুলো সাথে রাখতে অভ্যস্ত।'

'এটা কোনো কথা হলো না। তোমাদের গ্রেপ্তার করা হলো। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর রুলাররা চাইলে তোমাদের ইনঅ্যাকটিভেট করা হবে। –মহাকাশযানের দরজা খোল, ভিতরে সার্চ করতে হবে।'

'দরকার নেই, কিছু বুঝবে না তোমরা।'

'আমরা না বুঝলে রুলাররা বুঝবে।'

'তারাও বুঝবে না।'

'তুমি বুঝিয়ে দেবে।'

'না।'

'তা হলে তোমাকে ইনঅ্যাকটিভেট করা হবে।'

'তাতে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে না, এবং আমার ধারণা বুঝিয়ে বলার পরেও আমাকে ইনঅ্যাকটিভেট করা হবে।'

'চালিয়ে যাও।' ফিসফিস করে বলল ব্লিস। 'আমি ওর মস্তিষ্কের কাজের ধারা বুঝতে শুরু করেছি।'

ব্লিসকে পাত্তা দিল না রোবট, স্থির দৃষ্টিতে ট্র্যাভিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা তোমাকে আংশিক ইনঅ্যাকটিভেট করব। একটু ক্ষতি করব, তখন যা জানতে চাই বলবে।'

হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে কেঁদে উঠল পেলোরেট, 'দাঁড়াও, তোমরা সেটা করতে পারো না। –গার্ডিয়ান, তোমরা সেটা করতে পারো না।'

'অবশ্যই পারি। কথা আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু তোমরা মোটেই সেটা করতে পারোনা। আমরা তিনজন আউটওয়ার্ল্ডার। কিন্তু এই শিশু একজন সোলারিয়ান। ও তোমাকে বলবে কী করতে হবে এবং তোমরা সেটা মানতে বাধ্য।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে পেলোরেটের দিকে তাকাল ফেলম। মাথা নেড়ে নিষেধ করল ব্লিস। কিন্তু পেলোরেট বুঝতে পারল না।

ফেলমের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল রোবট। 'এই শিশু গুরুত্বহীন। এটার ট্র্যান্সডিউসার লোবস নেই।'

'পূর্ণ গঠিত লোবস নেই। সময় হলে ঠিকই হবে। ও একজন সোলারিয়ান শিশু।'

'এটা শিশু, পূর্ণগঠিত ট্র্যান্সডিউসার লোবস নেই এবং সোলারিয়ান নয়। আমি এটার আদেশ মানতে এবং রক্ষা করতে বাধ্য নই।'

'কিন্তু সে রুলার ব্যাণ্ডার এর বংশধর।'

'তাই? তুমি কীভাবে জানলে?'

তোতলাতে লাগল পেলোরেট। বেশি আন্তরিক হবার চেষ্টা করলে তার এমন হয়। 'আ-আর কার সন্তান এখানে থাকবে।'

'এখানে যে কয়েক ডজন শিশু নেই সেটা তুমি জানো?'

'তুমি আর কাউকে দেখেছ?'

'শুধু আমি প্রশ্ন করব।'

ঠিক সেই মুহূর্তে যে দুই রোবটকে ম্যানসনের ভিতর পাঠানো হয়েছিল ফিরে আসতে দেখা গেল তাদের। কেমন যেন অনিয়মিত পদক্ষেপ। কাছাকাছি হতেই একজন সোলারিয়ান ভাষায় কথা বলল—তারপর মনে হলো যেন চারটা রোবটই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রায় চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মতো।

'ওরা ব্যাণ্ডারকে পেয়েছে।' ট্র্যাভিজ থামানোর আগেই বলে ফেলল পেলোরেট।

ধীরে ধীরে ওদের দিকে ঘুরল রোবটগুলো। 'রুলার ব্যাণ্ডার মৃত। তোমার শেষ কথা শুনে মনে হয়েছে তোমরা জানতে। কীভাবে?'

'আমরা কীভাবে জানব?' বলল ট্র্যাভিজ।

'তোমরা জানতে আমরা গিয়ে ওকে মৃত পাবো। তোমরা সেখানে না থাকলে, তার জীবন নিজের হাতে শেষ না করলে কীভাবে জানবে।' প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে রোবট।

'ব্যাণ্ডারকে আমরা কীভাবে হত্যা করব? ট্র্যান্সডিউসার লোবস দিয়ে সে আমাদেরকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে ফেলত।'

'ট্র্যান্সডিউসার লোবস কি করতে পারে সেটা তুমি কীভাবে জানলে?'

'তুমি বলেছ।'

'আমি তো শুধু নাম বলেছি, কী করতে পারে তা তো বলিনি।'

'তা হলে স্বপ্নে জেনেছি।'

'এটা কোনো যুক্তিযুক্ত উত্তর হলো না।'

'তা হলে ধরে নাও ব্যাণ্ডারকে আমরা হত্যা করেছি সেটাও কোনো যুক্তিযুক্ত কথা হলো না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা ছাড়া,' পেলোরেট বলল, 'রুলার ব্যাণ্ডার মৃত হলে রুলার ফেলম এই এস্টেট নিয়ন্ত্রণ করবে। তোমরা তার আদেশ মানতে বাধ্য।'

'আমি আগেই বলেছি অপূর্ণাঙ্গ ট্র্যান্সডিউসার লোবস নিয়ে কোনো বংশধর সোলারিয়ান হতে পারে না। সে উত্তরাধিকারীও হতে পারবে না। এই দুঃখের সংবাদ জানানোর সাথে সাথে উপযুক্ত বয়সের একজন উত্তরাধিকারী এখানে চলে আসবে।'

'রুলার ফেলমের কি হবে?'

'রুলার ফেলম বলে কেউ নেই। ওতো মাত্র শিশু, এবং আমাদের এখানে শিশুর সংখ্যা অধিক, তাই তাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে।'

জোর গলায় বলল ব্লিস, 'খবরদার। ও একটা শিশু!'

'আমি নই, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রুলারদের সম্মেলনে, এবং শিশুর সংখ্যা অধিক হলে সিদ্ধান্ত কী হবে আমি জানি।'

'না, আমি বলছি না।'

'কোনো ব্যথা পাবে না। –আরেকটা জাহাজ আসছে। ম্যানসনের ভিতরে গিয়ে হলোভিশন কাউন্সিলের ব্যবস্থা করতে হবে। ওরাই একজন উত্তরাধিকার নির্বাচন করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে তোমাদের কী হবে। –বাচ্চাটাকে দাও।'

ঝাপ্টা দিয়ে ফেলমকে নিজের কোলে নিল ব্লিস। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওর গায়ে হাত দেবে না।'

সামনে এগিয়ে ফেলমকে ধরার জন্য বিদ্যুৎ গতিতে হাত বাড়াল রোবট, তারচেয়েও দ্রুত গতিতে এক পাশে সরে গেল ব্লিস। দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে। রোবট এখনও এগোচ্ছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাকি তিনটা রোবটের দৃষ্টি দেখে মনে হয় কিছুই দেখছে না।

রাগে ফোঁস ফোঁস করছে ব্লিস। 'আরেকটু সময় দরকার ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে সময় দিল না। তাই সরাসরি আঘাত করতে হলো। চারটা রোবটই এখন নিষ্ক্রিয়। অন্য জাহাজটা আসার আগেই তাড়াতাড়ি ফিরে চল মহাকাশযানে। আর কোনো রোবটের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি আমার নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

পঞ্চম পর্ব

মেলপোমিনিয়া

www.boiRboi.blogspot.com

১৩. সোলারিয়া থেকে দূরে

তারা পালাল ঝড়ের বেগে। অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করল ট্র্যাভিজ, এয়ারলক খুলে ঢুকে পড়ল ঝটপট। ফেলম যে তাদের সাথে এসেছে সেটা সারফেস থেকে যথেষ্ট উপরে উঠার আগে সে টেরই পেল না।

পালানোটা এত সহজ হতো না, যদি সোলারিয়ানরা আকাশে উড়ার ব্যাপারে এতো পিছিয়ে না থাকত। ল্যাণ্ড করতেই তাদের প্রচুর সময় লাগল অন্য দিকে ফার স্টারকে সরাসরি উপড়ে তুলতে কম্পিউটারের কোনো সময়ই লাগল না।

যদিও মাধ্যাকর্ষণের পাল্টা প্রতিক্রিয়া এবং প্রাথমিক ধাক্কা সামলানো গেল, কিন্তু অত্যধিক দ্রুতগতিতে উড্ডয়নের ফলে বায়ুর সাথে ঘর্ষণ ঠেকানো গেল না। দ্রুত অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল আউটার হালের টেম্পারেচার।

উপরে উঠার সময়ই তারা দেখল যে দ্বিতীয় সোলারিয়ান যান ল্যাণ্ড করেছে, আরও অনেকগুলো আসছে। কতগুলো রোবট সামলাতে পারত ব্লিস, অবাক হয়ে ভাবল ট্র্যাভিজ। তবে আর পনের মিনিট নিচে থাকলেই দফারফা শেষ হয়ে যেত।

মহাকাশে বেড়িয়ে (অথবা প্রায় মহাকাশ, কারণ তাদের চারপাশে পতলা কুণ্ডলী পাকানো গ্রহের বহির্মণ্ডল।) ট্র্যাভিজ গ্রহের রাতের অংশের দিকে চলল। মাত্র এক লাফের দূরত্ব, কারণ তারা সারফেস ত্যাগ করেছে প্রায় সূর্যাস্তের সময়। অন্ধকারে ফার স্টার একটু ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ পাবে এবং ধীর সর্পিল গতিতে এগোতে পারবে।

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল পেলোরেট। 'স্বাভাবিকভাবে ঘুমাচ্ছে বাচ্চাটা। বাথরুমের ব্যবহার একবার দেখেই শিখে নিয়েছে।'

'স্বাভাবিক। নিজের ম্যানসনেও নিশ্চয়ই এধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল।' ট্র্যাভিজ বলল।

'আমার চোখে পড়েনি। আমি এত দ্রুত মহাকাশযানে ঢুকিনি কখনো।'

'আমিও না। কিন্তু বাচ্চাটাকে সাথে আনলাম কেন?'

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ নাড়ল পেলোরেট। 'ব্লিস ছাড়তে চায়নি। ব্যাপারটা আসলে একটা জীবন হত্যা করার ক্ষতি পূরণ বাবদ আরেকটা জীবন রক্ষার চেষ্টা। ওর ভীষণ কষ্ট—'

'আমি জানি।' বলল ট্র্যাভিজ।

পেলোরেট বলল, 'বাচ্চাটার শারীরিক কাঠামো অদ্ভুত।'
'হার্মাফ্রোডিটিক। অদ্ভুত তো হবেই।'
'টেস্‌টিকল আছে।'
'ওগুলো ছাড়া শরীর চলবে না।'
'আর ছোট একটা যোনীপথ রয়েছে।'
মুখ বিকৃত করল ট্র্যাভিজ, 'জঘন্য।'
'ঠিক তা না,' দ্বিমত প্রকাশ করল পেলোরেট। 'জিনিসটা তার প্রয়োজন। এটা তো শুধু নিষিক্ত ডিম্বাণু বা ছোট একটা ভ্রূণ তৈরি করে, যা পরে রোবটের পরিচর্যায় পরিস্ফুটিত হয়।'
'যদি তাদের রোবট-সিস্টেম ভেঙে পড়ে তখন কী হবে। তারা আর সন্তান উৎপাদন করতে পারবে না।'
'সামাজিক অবকাঠামো ভেঙে পড়লে যে-কোনো গ্রহই ভয়ংকর সমস্যায় পড়বে।'
'সোলারিয়ানদের জন্য আমার অবশ্য দুঃখ হবে না।'
'বেশ, স্বীকার করছি গ্রহটা আকর্ষণীয় নয়। কারণ অধিবাসীরা আমাদের মতো না। কিন্তু অধিবাসী এবং রোবটদের বাদ দিলে এর অবস্থা হতো—'
'অরোরার মতো। ব্লিস কেমন আছে, জেনভ?'
'ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। এখন ঘুমাচ্ছে। ওর সময়টা ভালো যাচ্ছে না, গোলান।'
'আমি নিজেও খুব একটা উপভোগ করিনি।'
চোখ বন্ধ করল ট্র্যাভিজ। তারও ঘুমের প্রয়োজন। কিন্তু আগে নিশ্চিত হতে হবে যে সোলারিয়ানরা আকাশে উড়ার ব্যাপারে দক্ষ নয়। কম্পিউটারের রিপোর্ট অনুযায়ী অবশ্য মহাকাশে কোনো কৃত্রিম বস্তু নেই।
তিক্ততায় ভরে গেল মনটা। দুটো স্পেসার গ্রহ দেখা হয়ে গেল, কিন্তু কোনোটাতেই পৃথিবী সম্পর্কে সামান্য সূত্রও পাওয়া যায়নি। বরং বাড়তি হিসেবে পেয়েছে ফেলমকে।
চোখ খুলে সে দেখল পেলোরেট গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ জোর দিয়ে বলল, 'সোলারিয়ান শিশুকে রেখে আসা উচিত ছিল।'
'অসহায় শিশু। ওরা তাকে মেরে ফেলত।'
'তারপরেও সে ঐ সমাজেরই অংশ যে সমাজের নিয়ম অধিবাসীর সংখ্যা বেড়ে গেলে হত্যা করে সংখ্যা স্থিতিশীল রাখা হবে।'
'ওহ্, মাই ডিয়ার ফেলো, নিষ্ঠুর কাজ হতো সেটা।
'যুক্তিযুক্ত কাজ হতো। কীভাবে ওর যত্ন নিতে হবে, জানি না। এখানে হয়তো আরো বেশি কষ্ট হবে, মারাও যেতে পারে। কী খায় ও?'
'আমরা যা খাই, তাই খায়। সমস্যা হচ্ছে আমরা কী খাবো? কী পরিমাণ মজুদ আছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'প্রচুর। একজন অতিরিক্ত যাত্রী থাকার পরেও প্রচুর।
পেলোরেট খুব একটা খুশি হলো বলে মনে হলো না, 'খাবারগুলো একঘেয়ে মনে হচ্ছে এখন। কমপরেলন থেকে নতুন কিছু নিয়ে আসা উচিত ছিল–যদিও ওদের রান্না ভালো না।'
'সম্ভব ছিল না। মনে আছে কত দ্রুত আমাদের চলে আসতে হয়েছে। অরোরা, সোলারিয়াতেও তাই ঘটেছে। –কিন্তু একটু একঘেয়ে হলে ক্ষতি কি। খাবারের মজাটা হয়তো নষ্ট হয়, কিন্তু প্রাণটাতো বাঁচে।'
'প্রয়োজন হলেই নতুন খাবার সংগ্রহ করা যাবে?'
'যে কোনো সময় জেনভ। গ্র্যাভিটিক শিপ এবং হাইপার স্পেসাল ইঞ্জিন থাকলে গ্যালাক্সি মনে হবে অনেক ছোট। একদিনেই কোনো জনবহুল গ্রহে পৌছানো যাবে। তবে সমস্যা হচ্ছে অর্ধেক গ্যালাক্সিই এখন আমাদের ব্যাপারে সতর্ক। তাই অন্তত কিছুদিন প্রচলিত পথ থেকে দূরে থাকতে চাই।'
'সেটাই ভালো হবে। –মহাকাশযানের ব্যাপারে ব্যাণ্ডারের মনে হয় কোনো কৌতূহল ছিল না।'
'এমনকি মনে হয় অবচেতনেও কোনো কৌতূহল ছিল না। আমার সন্দেহ সোলারিয়ানরা বহু আগেই স্পেস ফ্লাইট বাদ দিয়েছে। তাদের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে একা থাকা, মহাকাশ ভ্রমণের মাধ্যমে নিজেদের জাহির করলে এই একাকীত্ব আর থাকবে না।'
'পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, গোলান?'
'তৃতীয় গ্রহে যাবো।'
মাথা নাড়ল পেলোরেট, 'প্রথম দুইটার অবস্থা দেখে মনে হয় না তৃতীয়টাতে কিছু পাওয়া যাবে।'
'এই মুহূর্তে আমারও ঠিক ভরসা হচ্ছে না, কিন্তু একটা ঘুম দিয়ে উঠার পর আমি কম্পিউটাকে তৃতীয় গ্রহে যাওয়ার কোর্স তৈরি করতে বলব।'

যা আশা করেছিল তার চেয়েও বেশিক্ষণ ঘুমালো ট্র্যাভিজ। কারণ মহাকাশযানের ভেতরে দিন বা রাত বলে কিছু নেই। শরীরের স্বাভাবিক চক্র নিখুঁত ভাবে চলছে না। ওরা যদি মনে করে রাত তা হলে রাত, দিন মনে করলে দিন। ফলে ট্র্যাভিজ, পেলোরেট (বিশেষ করে ব্লিসের) খাওয়া বা ঘুমের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।
গা মোছার সময় (পানি স্বল্পতার কারণে সাবানের ফেনা পানি দিয়ে না ধুয়ে মুছে ফেলা ভালো, অনেকটা শরীর থেকে চেঁছে তোলার মতো।) ট্র্যাভিজ ধারণা করল প্রায় দুঘন্টা ঘুমিয়েছে সে। তারপর ঘুরতেই চোখ পড়ল ফেলমের উপর, একেবারে তার মতোই ন্যাংটো বাবা হয়ে আছে।
এই ব্যক্তিগত শৌচাগার আয়তনে ছোট, ফলে লাফ দিয়ে পিছনে সরতে গিয়ে কোথাও বাড়ি খেল ট্র্যাভিজ, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়।

ফেলমের চোখে সীমাহীন কৌতূহল, আর আঙুল দিয়ে ট্র্যাভিজের পুরুষাঙ্গ দেখাচ্ছে। কথা কোনোটাই পরিষ্কার নয়, তবে মনে হয় সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্য কোনো উপায় নেই ট্র্যাভিজের, তাই দুহাত দিয়ে নিজের গোপন অঙ্গ ঢাকল।

তারপর তীক্ষ্ণস্বরে বলল ফেলম, 'অভিনন্দন।'

অনভ্যস্ত গ্যালাকটিক শুনে অবাক হলো ট্র্যাভিজ, শব্দগুলো বোধহয় সে মুখস্থ করেছে।

বেশ কষ্ট করে একেকটা শব্দ উচ্চারণ করছে ফেলম, 'ব্লিস-বলেছে-তুমি-আমাকে-পরিষ্কার-করে দেবে।'

'হ্যাঁ?' ট্র্যাভিজ বলল। দুহাত রাখল ফেলমের কাঁধে। 'এখানে-অপেক্ষা-করো।'

আঙুল দিয়ে মেঝে দেখালো, ফেলমও তাকাল সেদিকে। মনে হলো কথাটা বুঝতে পারে নি।

'নড়বে না।' আবার বলল সে, এবং দুহাতে কাঁধে চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল কীভাবে অনড় থাকতে হয়। দ্রুত গা মুছে ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এল। চিৎকার করে ডাকল, 'ব্লিস!'

মহাকাশযানের ভেতরে পরস্পরের কাছ থেকে চার মিটারের বেশি দূরে থাকা অসম্ভব। ডাক শোনার সাথে সাথে তার কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালো ব্লিস। হাসিমুখে বলল, 'আমাকে ডাকছ, ট্র্যাভিজ, নাকি ঘাসের ভেতর দিয়ে মৃদু বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম।'

'ঠাট্টা করো না, ব্লিস। ওটা কী?' বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছন দিকে দেখালো সে।

কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিল ব্লিস, 'বেশ, মনে হচ্ছে যে সোলারিয়ান শিশুকে আমরা নিয়ে এসেছি, এটা সেই।'

'তুমি এনেছ। কেন বললে যে আমি ওকে পরিষ্কার করে দেব?'

'ভেবেছিলাম তুমি খুশি হবে। খুব বুদ্ধিমান ক্রিয়েচার। দ্রুত গ্যালাকটিক শব্দগুলো শিখছে। একবার কোনোকিছু বুঝিয়ে দিলে আর ভুলছে না। অবশ্য আমি ওকে সাহায্য করছি।'

'স্বাভাবিক।'

'আমি ওকে শান্ত রেখেছি। সোলারিয়ায় বিরক্তিকর ঘটনাগুলো ঘটার সময় আমি কিছুটা হতবুদ্ধি করে রেখেছিলাম ওকে। ব্যবস্থা করেছি মহাকাশে এসে যেন ঘুমায় এবং আমি চেষ্টা করেছি যে রোবটকে সে গভীরভাবে ভালবাসে-জেম্বি—সেদিক থেকে তার মাইণ্ড কিছুটা ঘুরিয়ে দিতে।'

'যেন আমাদের সাথে সে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, তাই। বয়স কম বলেই যে কোনো পরিস্থিতিতে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং আমিও যতদূর সম্ভব ওর মাইণ্ড পরিচালনা করছি। আমি ওকে গ্যালাকটিকে কথা বলা শেখাবো।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা হলে তুমিই ওটাকে পরিষ্কার করে দাও। বুঝতে পেরেছ?'

কাঁধ নাড়ল ব্লিস, 'তুমি চাইলে অবশ্যই করব, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সে যেন সবাইকে বন্ধু মনে করে। পিতৃ-মাতৃসুলভ আচরণ করলে সেটা সহজ হবে। তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারো।'

'মোটেই না। আর ওটাকে পরিষ্কার করে ফেলে দিয়ে এখানে আসবে। কথা আছে।'

রেগে উঠল ব্লিস 'ফেলে দিয়ে আসব মানে?'

'এয়ারলক খুলে ফেলে দিতে বলিনি। বলেছি তোমার ঘরের এক কোণায় বসিয়ে রেখে এখানে আসবে।'

'আসব।'

ব্লিসের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রাগ কমানোর চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ। তারপর পাইলট রুমে ঢুকে ভিউস্ক্রিন চালু করল।

সোলারিয়াকে এখন মনে হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃত্তের মাঝে একটা বাঁকা আলোক উজ্জ্বল অর্ধবৃত্ত। ডেস্কের উপর কন্টাক্ট স্পর্শ করল সে, সাথে সাথে পানি হয়ে গেল ভিতরের জমে থাকা রাগ।

মহাকাশযানের চতুর্দিকে এবং গ্রহের আশপাশে কোনো কৃত্রিম বস্তু নেই। সোলারিয়ানরা (বা বলা ভালো তাদের রোবট) অনুসরণ করতে পারবে না। বা করবে না। বেশ ভালো। তা হলে রাতের অংশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

প্ল্যানেটরি প্লেন থেকে মহাকাশযান বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কম্পিউটার সেট করল সে, তা হলে গতি বাড়ানো যাবে। ফলে নিরাপদে জাম্প করার জন্য দ্রুত মহাকাশের এমন অংশে পৌঁছবে যেখানে মহাকাশের বক্রতা অনেক কম।

নক্ষত্রগুলোর সীমাহীন অপরিবর্তনীয়তা সবসময়ই তাকে সম্মোহিত করে। দূরত্বের কারণে সেগুলোর উদ্দামতা মুছে গিয়ে মনে হয় আলোর ছোট একটা বিন্দু। এই বিন্দুগুলোর কোনো একটাই হবে সেই সূর্য যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে-মূল সূর্য, যার বিকিরণ এবং আঁচলের তলায় ঘটেছে জীবনের সূত্রপাত এবং মানবজাতির বিকাশ।

স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো যেহেতু গ্যালাকটিক ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তা হলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর সূর্যের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে।

নাকি প্রাগৈতিহাসিক কোনো চুক্তির কারণে শুধুমাত্র স্পেসার ওয়ার্ল্ডের সূর্যগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে? হতে পারে গ্যালাকটিক ম্যাপে পৃথিবীর সূর্য দেখানো হয়েছে, কিন্তু যে সকল নক্ষত্র সূর্যের মতো দেখায় তাদের কক্ষপথে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ নেই, সেরকম অসংখ্য নক্ষত্রের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সূর্যের মতো দেখায় এমন নক্ষত্রের সংখ্যা গ্যালাক্সিতে প্রায় ত্রিশ বিলিয়ন, এবং প্রতি হাজারে একটা নক্ষত্রের কক্ষপথে বাসযোগ্য গ্রহ আছে। বর্তমান অবস্থানের একশ পারসেক এর ভেতর কয়েক হাজার বাসযোগ্য গ্রহ পাওয়া যাবে। সেগুলো খোঁজার জন্য সে কি প্রতিটা নক্ষত্রে ঢুঁ মারবে?

নাকি মূল সূর্য গ্যালাক্সির এই অংশে নেই। গ্যালাক্সির কতগুলো অংশ বিশ্বাস করে যে মূল সূর্য তাদের প্রতিবেশী? তারাই সবচেয়ে পুরোনো সেটলার–

তার তথ্য দরকার অথচ এখন পর্যন্ত কিছুই পায়নি।

এখন সন্দেহ হচ্ছে যে অরোরার হাজার বছরের পুরোনো ধ্বংসস্তূপ ভালোভাবে পরীক্ষা করলে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যেত। আরো জোরালো সন্দেহ হচ্ছে যে সোলারিয়ানরা জানত অনেক কিছুই।

তারপরেও ট্র্যানটরের বৃহত্তম লাইব্রেরি, গায়ার সুবিশাল পুঞ্জীভূত স্মৃতিভাণ্ডার থেকে পৃথিবীর সমস্ত তথ্য অদৃশ্য হয়ে গেছে, কাজেই স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোতে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

এবং যদি সে পৃথিবী খুঁজে পায়—কোনো কিছু তাকে বাধ্য করবে সেটা ভুলে যেতে? পৃথিবীর আত্মরক্ষা এতোই নিশ্ছিদ্র? নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করতে সে এত বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ?

আসলে সে কি খুঁজছে?

পৃথিবী? নাকি সেলডন প্ল্যানের ত্রুটি যা সে ভেবেছিল (অজানা কোনো কারণে) পৃথিবীতে খুঁজে পাবে।

সেলডনের দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ারের ধারণা বাতিল করে দিয়ে সে নির্বাচন করেছে গ্যালাক্সিয়া।

গ্যালাক্সিয়া হবে বিশাল এক স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্গানিজম আর গ্যালাকটিক এম্পায়ার হবে তার নিজের আয়তনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র আকারের অসংখ্য অর্গানিজমের সমন্বয়। এটা এমন এক ধরনের ইউনিয়ন যা মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকেই দেখা যায়। দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার হয়তো সবচেয়ে বৃহৎ এবং সবার সেরা কিন্তু সেটা পুরোনো গুলোরই নতুন রূপ। কিন্তু গ্যালাক্সিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, গ্যালাকটিক এম্পায়ার থেকেও উন্নত।

অর্থাৎ সেলডন প্ল্যান এর কোথাও ত্রুটি আছে, এমন ত্রুটি যা মহান হ্যারী সেলডন নিজেও ধরতে পারেন নি। কিন্তু হ্যারি সেলডন যা ধরতে পারেন নি ট্র্যাভিজ কীভাবে সেটা ধরবে। সে তো গণিতজ্ঞ নয়; সেলডন প্ল্যান সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ; কেউ বুঝিয়ে দিলেও কিছু বুঝবে না।

শুধু প্রধান অনুমিতি দুটো জানে, এবং সেখান থেকেই ধারণা হয়েছে তৃতীয় আরেকটা অনুমিতি রয়েছে যা অনেক বেশি স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষ। এতো বেশি স্বাভাবিক এবং প্রত্যক্ষ যে এটার কথা কেউ কখনো বলেনি বা চিন্তাও করেনি। তারপরেও সেটা ভুল হতে পারে। এমন এক অনুমিতি যে যদি সেটা ভুল হয় তা হলে গ্যালাকটিক এম্পায়ারের বদলে গ্যালাক্সিয়াই হবে ভালো।

কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী অনুমিতির কথা যদি কেউ নাই বলে তবে সেটা ভুল হয় কিভাবে? অথবা এর আসল প্রকৃতি কীভাবে জানল সে?

এটা কি আসলেই ট্র্যাভিজ–গায়ার মতে যার নির্ভুল অন্তর্জ্ঞান রয়েছে? সেকি জানে কী করতে হবে অথচ জানে না কেন করতে হবে?

www.boiRboi.blogspot.com

এখন সে স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। –কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোতে কি তার প্রশ্নের উত্তর রয়েছে? অথবা উত্তরের সূত্রপাত? অরোরা, সোলারিয়ার পরে পৃথিবীর অবস্থান ছাড়া সেলডন প্ল্যানের সাথে সম্পর্কিত আর কি থাকতে পারে।

পৃথিবীর সাথেই বা সেলডন প্ল্যানের কী সম্পর্ক? এগুলো কি সব পাগলামি? সে কি নিজের অস্বাভাবিক ক্ষমতার কথা শুনে শুনে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে?

দমবন্ধ করা সীমাহীন লজ্জার পাহাড় চেপে বসল তার উপর। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল স্থির নির্লিপ্ত নক্ষত্রের দিকে। –মনে মনে ভাবল: আমিই গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে বড় বোকা।

ব্লিসের কথায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। 'বেশ, ট্র্যাভিজ, ডেকেছিলে কেন? –কোনো সমস্যা?' ব্লিস সত্যিই উৎকণ্ঠিত।

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ট্র্যাভিজ। সেটা কাটিয়ে উঠে বলল, 'না, না, কোনো সমস্যা নয়। আমি–আমি–চিন্তা করছিলাম।'

একটা কথা ভেবে অস্বস্তি হলো। তার আবেগ পরিষ্কার বুঝতে পারবে ব্লিস। শুধু মৌখিক নিশ্চয়তা পেয়েছে যে ব্লিস কখনো তার মাইণ্ডে উঁকি দেবে না।

ট্র্যাভিজের কথা মেনে নিল ব্লিস। নিজে থেকেই বলল, 'পেলোরেট ফেলমকে গ্যালাকটিক শেখাচ্ছে। আমরা যা খাই ওটাও তাই খায়। তুমি কী বলতে চেয়েছিলে?'

'এখানে না, আমার ঘরে চল।'

ঘরে ঢুকে চোখ সরু করে বলল ব্লিস, 'তোমাকে এখন অসংযত মনে হচ্ছে না।'

'মাইণ্ড পরীক্ষা করে বলছ?'

'মোটেই না। তোমার চেহারাতেই লেখা আছে।'

'আমি অসংযত নই। মাঝেমাঝে হয়তো রাগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। যাই হোক তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

ট্র্যাভিজের বিছানায় বসল ব্লিস। সুন্দর মুখ আর গভীর বাদামি চোখে গাম্ভীর্য। কাঁধ সমান লম্বা কালো চুল সুন্দর করে গোছানো। হাত দুটো অলসভাবে পড়ে আছে কোলের উপর। হালকা প্রসাধনীর গন্ধ ভেসে আসছে।

হাসল ট্র্যাভিজ। 'খুব সুন্দর সেজেছো। তুমি হয়তো মনে করেছো যে একজন চমৎকার সুন্দরী তরুণীর সাথে আমি চিৎকার চেঁচামেচি করতে পারব না।'

'চিৎকার চেঁচামেচি করলে যদি তোমার ভালো লাগে, যত খুশি কর, আমার আপত্তি নেই। শুধু ফেলমের সাথে করবে না।'

'আমি তো করতে চাই না। তোমার সাথেও না। আমরা বন্ধু হব বলে ঠিক করেছি, তাই না?'

'গায়া সবসময়ই তোমাকে বন্ধু মনে করে ট্র্যাভিজ।

'গায়ার কথা বলছি না। জানি তুমিই গায়া। কিন্তু তোমার একটা সত্তা ইণ্ডিভিজুয়াল। আমি সেই ইণ্ডিভিজুয়াল সত্তার কথা বলছি। আমি একজন আলাদা মানুষের সাথে কথা বলতে চাই, যার নাম ব্লিস। আমরা বন্ধু হব বলে ঠিক করেছি, তাই না ব্লিস?'

'হ্যাঁ, ট্র্যাভিজ।'

'তা হলে সোলারিয়ায় রোবটগুলোকে সামলাতে এত দেরি করলে কেন? আমাকে শারীরিকভাবে অপদস্ত করা হল, তুমি কিছুই করলে না। প্রতিটা মুহূর্তে রোবটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুমি কিছু করলে না।'

আত্মরক্ষার সুরে নয় বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল ব্লিস, 'আমি কিছু করছিলাম না, এই ধারণাটা ভুল, ট্র্যাভিজ। আমি গার্ডিয়ান রোবটদের মাইণ্ড পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম কীভাবে সেগুলোকে সামলানো যায়।'

'হ্যাঁ, তুমি সেই কথাই বলেছিলে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যেখানে তোমার পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার শক্তি আছে সেখানে মাইন্ডগুলো সামলানোর দরকার কি?'

'তোমার ধারণা একটা বুদ্ধিমান সত্তা হত্যা এতই সহজ?'

বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকা করল ট্র্যাভিজ। 'বুদ্ধিমান সত্তা, ব্লিস? ওগুলো সামান্য কয়েকটা রোবট।'

'সামান্য কয়েকটা রোবট?' উষ্মা প্রকাশ পেল ব্লিসের গলায়। 'সবসময়ই এভাবে বলা হয়। সামান্য! সোলারিয়ান ব্যাণ্ডার আমাদের হত্যা করার আগে কেন দ্বিধা করছিল। আমরা তো ট্র্যান্সডিউসার লোবস ছাড়া সামান্য কয়েকটা মানুষ। ফেলমকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসতে কেন এত দ্বিধা? সে তো সামান্য একটা সোলারিয়ান শিশু, অপরিপক্ব। এভাবে চিন্তা করলে তুমি সব ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেককেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা সম্ভব।'

'অদ্ভুত কথা বলো না। রোবট শুধুই রোবট। সেটা অস্বীকার করা যাবে না। রোবট মানুষ নয়, আমাদের মতো বুদ্ধিমান ও নয়। রোবট একটা যন্ত্র যা বুদ্ধিমান সত্তার অনুকরণ করে।'

'তুমি কিছু জান না বলেই সহজে কথা গুলো বলতে পারলে। হ্যাঁ, আমি ব্লিস'। আবার আমিই গায়া। আমি নিজেই একটা বিশ্ব যার কাছে প্রতিটা পরমাণুই মূল্যবান ও অর্থবহ। আর একাধিক পরমাণুর প্রতিটা সংগঠন আরো বেশি মূল্যবান ও অর্থবহ। আমি/আমরা/গায়া কোনো সংগঠনকে না ভেঙে বরং সেটাকে আরো জটিল এবং কার্যকরী করে তুলি।

'সবচেয়ে উঁচু মাত্রার সংগঠন বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে। যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা অথবা বায়োক্যামিকেল বুদ্ধিমত্তা সেটা কোনো ব্যাপার না। আসলে আমি/আমরা/গায়া কখনো গার্ডিয়ান রোবটদের মতো বুদ্ধিমত্তার মুখোমুখি হইনি। সেগুলোকে ধ্বংস করার কথা চিন্তাই করা যায় না। একান্ত বাধ্য না হলে।'

www.boiRboi.blogspot.com

শুকনো গলায় বলল ট্র্যাভিজ, 'সেগুলোর তুলনায় আরো বেশি উন্নত তিনটা বুদ্ধিমত্তা তখন বিপদে ছিল; তোমার নিজের। পেলোরেট, যাকে তুমি ভালবাসো, এবং যদি তোমার আপত্তি না থাকে আমার নিজের।'

'চার! ফেলমকে এখনও গোনায় ধরনি—আমার মনে হয়েছিল তাদের তাৎক্ষণিক কোনো বিপদ নেই। মনে করো তুমি একটা ছবি দেখলে, একটা মাস্টার পিস। সে ছবি থাকার অর্থ তোমার মৃত্যু। কী করবে তুমি, রং তুলি নিয়ে ছবির উপর থেকে নিচে তুলির আঁচড়ে ছবিটা পুরো ঢেকে ফেলবে। ধ্বংস করে ফেলবে, ফলে তুমি থাকবে নিরাপদ। কিন্তু একটু সতর্ক হয়ে খেয়াল করলেই দেখবে যে এখানে একটু রঙের আঁচড়, ওখানে একটু পরিবর্তন করে ছবির সম্পূর্ণ আবহটাই পাল্টে দিতে পারবে তুমি। তখন ছবিটা মাস্টার পিস হিসেবেই থাকবে এবং তুমিও বাঁচবে। সেজন্য দরকার প্রচুর সময় এবং যত্ন। সময় গেলে দেখবে নিজেদের জীবনের মতো ছবিটাও রক্ষা করতে চাইছ তুমি।'

'হয়তো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি ছবিটাকে ধ্বংস করলেই। তুলির স্পর্শে ছবির আকার আকৃতির সূক্ষ্মতা ঢেকে দিলে, এবং করলে যখন ছোট হারমাফ্রোডাইট বিপদে পড়ল তখন, আমাদের বিপদে কিছুই করলে না।'

'আমরা আউটওয়ার্ল্ডারদের তাৎক্ষণিক কোনো বিপদ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই মনে হলো ফেলমের ভয়ংকর বিপদ। গার্ডিয়ান রোবট এবং ফেলম দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে, নষ্ট করার মতো সময় ছিল না, আমি ফেলমকে বেছে নিলাম।'

'তাই ঘটে, ব্লিস? একটা মাইণ্ডের বিপরীতে আরেকটা মাইণ্ড তুলনা করার জন্য দ্রুত হিসাব, দ্রুত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ধারণ করা কে বেশি জটিল এবং মূল্যবান।'

'হ্যাঁ।'

'আসলে চোখের সামনে একটা শিশুকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে তোমার মাতৃভাব জেগে উঠল। তুমি তাকে রক্ষা করলে। অথচ তিনটা প্রাপ্তবয়স্ক জীবন রক্ষা করার আগে তুমি শুধু হিসাব-নিকাশই করছিলে।'

ব্লিসের চেহারা একটু লাল হলো, 'যা বলছ হয়তো তাই ঘটেছে। কিন্তু তুমি যেভাবে বলছ সেরকম ঠাট্টা করার বিষয় এটা না। আমার কাজের পেছনে অনেক যুক্তি ছিল।'

'কে জানে কি যুক্তি ছিল। হয়তো ভেবেছিলে এই শিশু তার সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে। নিজেদের সংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য কে জানে এভাবে কতজন শিশুকে হত্যা করেছে সোলারিয়ানরা।'

'তারচেয়েও অনেক বেশি, ট্র্যাভিজ। এই শিশুকে হত্যা করা হতো কারণ উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য তার বয়স কম, কারণ তার পিতামাতা অপরিণত বয়সে মারা গেছে, এবং কারণ আমি তার পিতামাতাকে হত্যা করেছি।'

'ঠিক সেই সময় যখন সে আমাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।'

'কোনো গুরুত্ব নেই। আমি পিতামাতাকে হত্যা করেছি। আর আমার কৃতকর্মের জন্য একটা শিশু মারা যাবে, সেটা হতে দিতে পারি না। –তা ছাড়া গায়া এমন একটা মস্তিষ্ক পরীক্ষা করার সুযোগ পাচ্ছে যা সে আগে পায়নি।'

'একটা শিশুর, মস্তিষ্ক।'

'সবসময়ই তো শিশু থাকবে না। মস্তিষ্কের দুপাশে ট্রান্সডিউসার লোবসগুলো পরিপক্ক হবে। এই লোবসগুলোর যে ক্ষমতা সমস্ত গায়ার তা নেই। ব্যাপার এমন একটা এস্টেটে পাওয়ার সাপ্লাই করত যা আয়তন ও জটিলতায় কমপরেলনের শহরগুলোর তুলনায় আরো বিশাল। এবং সে ঘুমিয়ে থাকলেও কাজটা করতে পারত।'

'অর্থাৎ ফেলম তোমাদের জন্য গবেষণার একটা উপাদান।'

'একদিক দিয়ে তাই।'

'আমার অন্য রকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা একটা বিপদ ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছি। ভয়ংকর বিপদ।'

'কোনদিক দিয়ে বিপদ? আমি সাহায্য করলে ফেলম দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। তার বুদ্ধিমত্তা অতি উন্নত শ্রেণীর। এরই মধ্যে সে আমাদের পছন্দ করে ফেলেছে, এবং আমি/আমরা/গায়া তার মস্তিষ্ক থেকে মূল্যবান, জ্ঞান আহরণ করতে পারব।'

'যদি সন্তান উৎপাদন করে। সেজন্য সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। সে নিজেই নিজের সঙ্গী।'

'সন্তান উৎপাদনের বয়স হতে তার এখনও অনেকদিন বাকি। স্পেসাররা একশ বছরের উপরে বাঁচে আর সোলারিয়ানরা নিজেদের সংখ্যা বাড়াতে চায় না। কাজেই আগামী বহুবছরের মধ্যে ফেলমের কোনো সন্তান হবে না।'

'তুমি কীভাবে জানো?'

'জানি না, শুধু যুক্তি অনুসরণ করছি।'

'আমি বলছি ফেলম ভয়ংকর প্রমাণিত হবেই।'

'তুমি সেটা জান না, কোনো যুক্তিও অনুসরণ করছ না।'

'আমি অনুভব করছি, ব্লিস, কোনো কারণ ছাড়াই। আর গায়াই বলেছে যে আমার অন্তর্জ্ঞান নির্ভুল।'

ভুরু কোঁচকালো ব্লিস, হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে পেলোরেট। বোঝার চেষ্টা করছে ট্রাভিজ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত কি না।

ট্রাভিজের হাত টেবিলের উপর, দৃষ্টি ভিউস্ক্রিনের উপর। কাজেই পেলোরেট ধরে নিল সে কাজ করছে, তাই দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল। বন্ধুকে বিরক্ত করার কোনো চেষ্টা করল না।

www.boiRboi.blogspot.com

স্বভাবতই চোখ তুলে পেলোরেটের দিকে তাকালো ট্রাভিজ। ঠিক সচেতন দৃষ্টি না। যখন সে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে তখন তার দৃষ্টি হয়ে উঠে উজ্জ্বল, মনে হয় যেন কোথাও তাকিয়ে নেই।

কিন্তু পেলোরেটের দিকে তাকিয়ে হালকা করে মাথা নাড়ল। তারপর কিছুক্ষণ পর হাতগুলো তুলে হাসল, ফিরে এল আবার আপন সত্তায়।

ক্ষমা প্রার্থনার সুরে পেলোরেট বলল, 'তোমার কাজে বাঁধা দিলাম।'

'কোনো ব্যাপার না, জেনভ। পরীক্ষা করে দেখছিলাম এখন জাম্প করা যাবে কিনা। যাবে, তারপরেও দুইঘণ্টা পরে করব। সৌভাগ্যের আশায়।'

'সৌভাগ্য বা দৈব ঘটনার কোনো ভূমিকা এখানে আছে?'

'কথার কথা,' হাসিমুখে বলল ট্রাভিজ, 'কিন্তু দৈব-ঘটনার কিছু ভূমিকা আছে। তুমি কি বলতে এসেছিলে?'

'বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, তবে এখানে না, আমার ঘরে চলো। ব্লিস কেমন আছে?'

'ভালো, এখন ঘুমাচ্ছে। ওর ঘুমানো প্রয়োজন, বুঝতেই পারছ।'

'পুরোপুরি। হাইপার স্পেসাল বিচ্ছিন্নতা।'

'ঠিক তাই, ওল্ড চ্যাপ।'

'আর ফেলম?' পেলোরেটকে চেয়ারে বসতে দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হল ট্রাভিজ।

'আমার লাইব্রেরি থেকে রূপকথার কিছু গল্পের প্রিন্ট তৈরি করেছিলে, মনে আছে? সেগুলো পড়ছে। যদিও গ্যালাকটিক খুব একটা বোঝে না, তবে মনে হয় শব্দগুলো উচ্চারণ করতে খুব মজা পায়। সে (পুং লিঙ্গ)—আমি তার ব্যাপারে সবসময় পুংলিঙ্গ ব্যবহার করছি, কেন বলতে পারো।'

কাঁধ নাড়ল ট্রাভিজ। 'সম্ভবত তুমি একজন পুরুষ বলেই।'

'হয়তো। তুমি জানো ফেলম প্রচণ্ড বুদ্ধিমান।'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

আমতা আমতা করছে পেলোরেট। 'আমি লক্ষ করেছি ফেলমকে তুমি পছন্দ করো না।'

'কিছু মনে করো না, জেনভ। আমার সন্তান নেই, বাচ্চাকাচ্চা খুব একটা পছন্দ করি না। যদ্দুর মনে পড়ে তোমার সন্তান ছিল।'

'এক ছেলে। –সন্তানের মুখ দেখে সব ভুলে যেতাম। মনে আছে যখন ছোট এতটুকুন ছিল আমি কোলে নিতাম মাঝে মাঝে। হয়তো সেকারণেই ফেলমকে আমি ছেলে হিসেবে ধরে নিয়েছি। সিকি শতাব্দী পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'

'তোমার পছন্দ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই, জেনভ।'

'তোমারও পছন্দ হবে, যদি একটু চেষ্টা করো।'

'নিশ্চয়ই হবে জেনভ, এবং হয়তো একদিন চেষ্টা করব।'

আবার ইতস্তত করল পেলোরেট। 'আমার মনে হয় ব্লিসের সাথে তর্ক করে করে তুমি ক্লান্ত।'

'আসলে, আমার মনে হয় না খুব বেশি তর্ক হয়, জেনভ। গতদিন আমরা দুজন অনেকক্ষণ কথা বলেছি—গার্ডিয়ান রোবটগুলোকে ইনঅ্যাকটিভেট করার বিষয়ে—কোনো ঝগড়া হয়নি, রাগারাগি হয়নি। বারবার সে আমাদের জীবন রক্ষা করছে। কাজেই আমি বন্ধু না হয়ে কি পারি?'

'হ্যাঁ, আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু তর্ক বলতে ঝগড়া বোঝাচ্ছি না। বলছি গ্যালাক্সিয়া এবং ইণ্ডিভিজুয়ালিটি নিয়ে যে বিতর্ক চলছে সেটা।'

'ও সেটা! আমার মনে হয় এই বিতর্ক চলবেই—ভদ্রভাবে।'

'যদি আমি তার পক্ষ থেকে কথা বলি, তুমি কিছু মনে করবে, গোলান?'

'মোটেই না। তুমি কি গ্যালাক্সিয়ার ধারণা মেনে নিয়েছ, নাকি ব্লিসকে খুশি করতে চাও?'

'আমি নিজে মেনে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস গ্যালাক্সিয়াই হওয়া উচিত আগামী ভবিষ্যৎ। তুমি এই পথ নির্বাচন করেছ। দিনে দিনে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছে যে তোমার নির্বাচন সঠিক।'

'কারণ আমি এটা বেছে নিয়েছি। কোনো যুক্তি হলো না। গায়া যাই বলুক আমার ভুল হতে পারে। কাজেই ব্লিসের কথা শুনে প্রভাবিত হবে না।'

'আমার মনে হয় না তুমি ভুল করেছ। ব্লিস নয়, সোলারিয়া সেটা প্রমাণ করেছে।'

'কীভাবে?'

'বেশ, প্রথম কথা তুমি আর আমি আইসোলেট।'

'ব্লিসের মন্তব্য, জেনভ। আমি বলব ইণ্ডিভিজুয়াল।'

'অর্থ প্রায় একই। তুমি যে শব্দই ব্যবহার করো, আমরা আসলে নিজেদের ভেতর আবদ্ধ, নিজস্ব চিন্তাভাবনার গণ্ডিতে আবদ্ধ। আমাদের চরিত্রের মূলনীতি আত্মরক্ষা, সেজন্য অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও কুছ পরোয়া নেই।'

'অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এমন মানুষের কথাও শোনা যায়।'

'খুব কম। বেশিরভাগই জীবন উৎসর্গ করেছে নিজেদের কোনো খেয়ালের বশে।'

'এর সাথে সোলারিয়ার কী সম্পর্ক?'

'সোলারিয়াতে আইসোলেট-বা ইণ্ডিভিজুয়ালের চূড়ান্ত পরিণতি দেখলাম। অল্প কয়েকজন সোলারিয়ান পুরো একটা গ্রহ নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিয়েছে। সম্পূর্ণ একা জীবনযাপন করাকেই তারা মনে করে সত্যিকার স্বাধীনতা। এমনকি নিজেদের বংশধরদের প্রতিও কোনো মমতা নেই, বরং সংখ্যায় বেড়ে গেলে মেরে ফেলে। রোবট দাসগুলোকে তারা নিজেরা পাওয়ার সাপ্লাই করে। ফলে কোনো সোলারিয়ান মারা গেলে তার এস্টেটেরও একরকম মৃত্যু হয়। এটা কি মেনে নেয়া যায়, গোলান? গায়ার সূক্ষ্মতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার সাথে এর কোনো তুলনা চলে? -ব্লিস কখনো এগুলো আমাকে বলেনি। এটা আমার নিজস্ব অনুভূতি।'

'এমন অনুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও একমত। আসলেই সোলারিয়ান সমাজ ভয়ংকর, কিন্তু সবসময়ই তো এমন ছিল না। তারা সরাসরি পৃথিবীর মানুষের বংশধর এবং অন্য স্পেসার যারা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনযাপন করত তাদের চেয়ে ভিন্ন। সোলারিয়ানরা একটা চরম পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু এভাবে বিচার করলে চলবে না। রোবটের উপর নির্ভরশীল না হলে কি সোলারিয়ায় এমন সমাজ তৈরি হত? কোনো ইণ্ডিভিজুয়াল সমাজ রোবটের সাহায্য ছাড়া এমন ভয়ংকর হতে পারবে।'

মুখ বাঁকা করল পেলোরেট। 'তুমি সবসময়ই ছিদ্র খুঁজে বেড়াও গোলান-অথবা যে গ্যালাক্সির বিপক্ষে তুমি ভোট দিয়েছ সেটাকে রক্ষা করতে চাও।'

'গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে যুক্তি আছে, কী যুক্তি, খুঁজে পেলেই জানব। অথবা সঠিক করে বলতে গেলে যদি খুঁজে পাই।'

'তোমার সন্দেহ আছে?'

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'কী করে বলি। -তুমি জানো জাম্প করার আগে কেন আমি কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করছি, কেন দুই-তিন দিন অপেক্ষা করছি না?'

'তুমি বলেছিলে নিরাপত্তার জন্য।'

'হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপদে জাম্প করা যায়। আসল ভয়টা হচ্ছে যে তিনটা স্পেসার ওয়ার্ল্ডের কো-অর্ডিনেটস্ পেয়েছি তার মধ্যে দুটো দেখা হয়ে গেছে। সেগুলো থেকে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছি অল্পের জন্য। অথচ পৃথিবীর অবস্থান বা অস্তিত্বের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেলোরেট। 'সুপ্রাচীন কিছু গল্প আছে। সেগুলোর মূল কাহিনী হচ্ছে এমন—কোনো ব্যক্তিকে তিনটে ইচ্ছে প্রকাশ করতে বলা হলো। তিন সংখ্যাটা সম্ভবত খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা বিজোড় সংখ্যা এবং সবচেয়ে ছোট গুণনীয়ক। তিনটে ইচ্ছের দুটো পূরণ হতো। -আসল কথা হচ্ছে ইচ্ছেগুলো কোনো কাজে লাগত না। কেউ কখনো সঠিক ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেনি। আমার ধারণা এটা প্রাচীন মতবাদ যার অর্থ কোনো কিছু কষ্ট করে অর্জন করলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং—'

লজ্জা পেয়ে থেমে গেল 'দুঃখিত, ওল্ড ম্যান। তোমাকে বিরক্ত করছি। আসলে এসব বিষয়ে আলোচনা শুরু হলে আমি থামতে পারিনা।'

'তোমার কথা শুনতে সবসময়ই আমার ভালো লাগে, জেনভ। আসলে আমাদেরও তিনটে ইচ্ছে প্রকাশ করতে হবে। তারমধ্যে দুটো করে ফেলেছি, কোনো লাভ হয়নি। বাকি আছে মাত্র একটা। জানি এখানেও ব্যর্থ হব, তাই চাইছি এটা বাদ দিতে। সেকারণেই জাম্প করতে দেরি করছি।'

'পুনরায় ব্যর্থ হলে কী করবে? গায়া বা টার্মিনাসে ফিরে যাবে?'

'না,' মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'অনুসন্ধান চলবেই—শুধু যদি জানতাম কীভাবে চলবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

১৪. মৃত গ্রহ

হতাশ বোধ করছে ট্র্যাভিজ। অনুসন্ধান শুরুর পর থেকে সুস্পষ্ট কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি। যা হয়েছে তা শুধু পরাজয়কে একটু দেরি করিয়ে দিচ্ছে।

তৃতীয় স্পেসার গ্রহে জাম্প করতে দেরি করছে ট্র্যাভিজ। ফলে অস্বস্তি বোধ করছে অন্যরা। শেষ পর্যন্ত যখন কম্পিউটারকে হাইপার স্পেসে ঢোকার নির্দেশ দিতে যাবে সেই সময় পেলোরেট দরজায় এসে দাঁড়ালো, পেছনে ব্লিস, আর ফেলম শক্ত করে ব্লিস এর হাত ধরে রেখেছে।

চোখ তুলল ট্র্যাভিজ, উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'কী চমৎকার পরিবার!' তবে তার কৌতুক করার চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো না।

কম্পিউটারকে সে এমনভাবে নির্দেশ দিল যেন উদ্দিষ্ট নক্ষত্রের অবস্থান থেকে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট দূরে হাইপার স্পেস থেকে বেরিয়ে আসে। নিজেকে বোঝালো যে আগের দুটো গ্রহের ঘটনার কারণে সতর্কতার প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বাস করল না। আসলে সে যদি অনেক দূরে বেরিয়ে আসে তা হলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না ঐ নক্ষত্রের কোনো বাসযোগ্য গ্রহ আছে কি নেই। ফলে তিক্ত পরাজয় মেনে নেওয়ার আগে আরো কয়েকটা দিন সময় পাবে।

পিছনে 'সুখী পরিবার' তাকিয়ে আছে তার দিকে, বড় করে শ্বাস নিয়ে ভেতরে আটকে রাখল কিছুক্ষণ, তারপর ঠোঁট গোল করে বাতাস ছাড়ল শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে, একই সাথে চূড়ান্ত নির্দেশ দিল কম্পিউটারকে।

নক্ষত্রের বিন্যাস বদলে গেল নিঃশব্দে। ভিউস্ক্রিন ফাঁকা, কারণ এই অঞ্চলের নক্ষত্রগুলো কিছুটা বিচ্ছিন্ন এবং দূরে দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রায় মাঝখানে অতি উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে।

দাঁত বের করে হাসল ট্র্যাভিজ, কারণ এটাও এক ধরনের বিজয়। তৃতীয় সেট কো-অর্ডিনেটসগুলো ভুলও তো হতে পারে। হয়তো কোনো জি-টাইপ গ্রহ নেই। বাকি তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটাই। নক্ষত্র নাম্বার তিন।'

'তুমি নিশ্চিত?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'লক্ষ করো! এই অঞ্চলের যে ম্যাপ আছে সেটা চালু করছি। যদি এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটা অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলে গ্যালাকটিক ম্যাপে এটা রেকর্ড করা হয়নি, এবং এটাই আমরা খুঁজছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

তার নির্দেশের সাথে সাড়া দিল কম্পিউটার, কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল নক্ষত্রটা। যেন কখনো ছিলই না, কিন্তু বাকি নক্ষত্রগুলো আগের মতোই রয়েছে।

'পেয়ে গেছি।' ট্র্যাভিজ বলল।

তারপর ফার স্টারের গতি স্বাভাবিক গতির অর্ধেকেরও নিচে নামিয়ে আনল সে। বাসযোগ্য গ্রহের থাকা না থাকার ব্যাপারটা হিসাবে ধরতে হবে এখনো, এবং সেটা জানার জন্য খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই। এমনকি তিনদিন এগোনোর পরেও বলার মতো কিছু পাওয়া গেল না।

আবার একেবারেই পাওয়া যায়নি সেটাও বলা যাবে না। কারণ একটা বিশাল গ্যাস জায়ান্ট অনেক দূর থেকে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এত দূরে যে গ্রহের দিনের অংশকে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে হালকা হলুদ রঙের পাতলা অর্ধচন্দ্রের মতো মনে হলো।

ভালো লাগল না ট্র্যাভিজের, কিন্তু প্রকাশ করল না সেটা। বরং গাইডের মতো নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'ওটা একটা গ্যাস জায়ান্ট। বেশ চমৎকার, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পাতলা একজোড়া বলয় এবং দুটো বিশাল উপগ্রহ আছে।'

'অধিকাংশ সিস্টেমেই একটা গ্যাস জায়ান্ট থাকে, তাই না?' প্রশ্ন করল ব্লিস।

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা অনেক বড়। উপগ্রহগুলোর দূরত্ব এবং প্রদক্ষিণের সময় থেকে বলা যায় যে এই গ্যাস জায়ান্ট যে-কোনো বাসযোগ্য গ্রহের তুলনায় দুই হাজার গুণ বড়।'

'তাতে কী হয়েছে? আয়তন কোনো ব্যাপার না। গ্যাস জায়ান্টগুলো অনেক বড় হয়, নক্ষত্র থেকে অনেক দূরে থাকে এবং বসবাসের অনুপযুক্ত। বাসযোগ্য গ্রহ পেতে হলে নক্ষত্রের আরো কাছে যেতে হবে।'

একটু আমতা আমতা করে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার সিদ্ধান্ত নিল ট্র্যাভিজ। 'আসলে গ্যাস জায়ান্টগুলো সৌরজগতের ঝাড়ুদারের কাজ করে। যে বস্তুগুলো তারা নিজেদের কাঠামোতে শোষণ করে নিতে পারে না সেগুলো একত্রিত হয়েই উপগ্রহ তৈরি হয়। নিজেদের অবস্থান থেকে অসীম দূরত্বেও অন্য কোনো কাঠামো তৈরি হতে এগুলো বাধা দেয়, কাজেই গ্যাস জায়ান্ট যত বড় হবে নির্দিষ্ট নক্ষত্রের একমাত্র গ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা ততোই বেড়ে যায়। আর হয়তো কিছু অ্যাস্টেরয়েড থাকতে পারে।'

'তুমি বলছ এখানে বাসযোগ্য কোনো গ্রহ নেই?

'গ্যাস জায়ান্ট যত বড় হবে, বাসযোগ্য গ্রহের সম্ভাবনা ততই কমবে, আর এটা এত বিশাল মনে হয় যেন বামন নক্ষত্র।'

সবাইকে দেখানোর জন্য দৃশ্য বড় করল ট্র্যাভিজ। পুরো স্ক্রিন জুড়ে এখন উজ্জ্বল অর্ধচন্দ্র। সেই অর্ধচন্দ্রের কেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে একটা কালো রেখা ছেদ করেছে, গ্রহের বলয়গুলোর ছায়া, প্ল্যানেটরি সারফেসের পিছনে বলয়গুলোকে দেখা

যাচ্ছে ঝলমলে বক্ররেখার মতো, কিছুদূর এগিয়ে গ্রহের অন্ধকার অংশে মিশে গেছে।

ট্র্যাভিজ বলল, 'অক্ষের উপর ৩৫ ডিগ্রি হেলে আছে, এবং বলয়গুলো রয়েছে গ্রহের বিষুব অঞ্চলে, ফলে কক্ষপথের এই অবস্থানে নিচের দিক থেকে নক্ষত্রের আলো এসে বিষুব অঞ্চলের উপরে বলয়ের ছায়া তৈরি করেছে।'

মগ্ন হয়ে দেখছে পেলোরেট। 'বলয়গুলো অনেক পাতলা।'

'আসলে অস্বাভাবিক রকম বড়।' ট্র্যাভিজ বলল।

'কিংবদন্তি অনুযায়ী পৃথিবীর প্ল্যানেটরি সিস্টেমের গ্যাসজায়ান্টকে ঘিরে যে বলয় আছে সেটা আরো প্রশস্ত, উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট।'

'আমি অবাক হইনি। কোনো গল্প যদি হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের হাত বদল হতে থাকে তা হলে তার ভেতর কতটুকু সত্য থাকবে বলে মনে করো তুমি?'

'চমৎকার।' ব্লিস বলল, 'মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনে ঘুরছে, মোচড়াচ্ছে।'

'বায়ুমণ্ডলীয় ঝড়। আলোর সঠিক ওয়েভ-লেংথ বাছাই করতে পারলে আরো পরিষ্কার দেখতে পারবে। দাঁড়াও, চেষ্টা করি।' ডেস্কের উপর হাত রেখে ট্র্যাভিজ কম্পিউটারকে সঠিক ওয়েভ লেংথ ধরতে বলল।'

ঝাপসা আলোকিত অর্ধবৃত্তের ভেতর যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এত দ্রুত রং পরিবর্তন হতে লাগল যে ধাঁধা লেগে গেল চোখে। শেষ পর্যন্ত কম্পিউটার নির্বাচন করল লালচে কমলা রং, অর্ধবৃত্তের ভেতর পরিষ্কার কিছু ঘূর্ণিপাক ভেসে চলেছে, ঘুরছে, প্যাঁচাচ্ছে, আবার প্যাঁচ খুলছে।

'অবিশ্বাস্য,' ফিসফিস করে বলল পেলোরেট।

ব্লিস বলল, 'চমৎকার।'

সবই বিশ্বাস্য, আর মোটেই চমৎকার না। তিক্ত মনে ভাবল ট্র্যাভিজ। সে যে রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করছে এই গ্রহ তার প্রচেষ্টাকে কতখানি দুর্বল করে দিচ্ছে সেটা নিয়ে ব্লিস বা পেলোরেটের কোনো মাথাব্যথা নেই। থাকবেই বা কেন? ট্র্যাভিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মনে কোনো সন্দেহ নেই তাদের। নিশ্চিত মনেই তারা এই অভিযানের সঙ্গী হয়েছে। দোষ দিয়ে লাভ নেই।

'রাতের অংশকে মনে হচ্ছে বেশি অন্ধকার,' সে বলল, 'কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আরেকটু তীক্ষ্ণ হলেই বুঝতে যে এটা আসলে গাঢ় উগ্র লাল। গ্রহটা মহাকাশে বিপুল পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ করছে কারণ এটা প্রায় একটা সাব-স্টার।'

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বলল, 'এবার এটাকে বাদ দিয়ে বাসযোগ্য কোনো গ্রহ আছে কিনা দেখা দরকার।'

'হয়তো আছে', হাসিমুখে বলল পেলোরেট। 'হাল ছেড়ো না, বন্ধু।'

'আমি হাল ছাড়িনি।' ট্র্যাভিজ বলল, যদিও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। 'একটা গ্রহ সৃষ্টি হওয়া এত বেশি জটিল যে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। আমরা শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। ঐ দৈত্যটা থাকার কারণে সম্ভাবনা কমছে, তবে শূন্য হচ্ছে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'অন্যভাবে চিন্তা করে দেখো।' ব্লিস বলল। 'প্রথম দুই সেট কো-অর্ডিনেটস দিয়ে তুমি স্পেসারদের দুটো গ্রহ বের করেছ। তৃতীয় সেট কো-অর্ডিনেটস দিয়ে এরই মধ্যে উপযুক্ত নক্ষত্র পেয়েছ, সুতরাং বাসযোগ্য একটা গ্রহ থাকতে বাধ্য। সম্ভাবনার কথা বলছ কেন?'

'আমি আশা করি তোমার কথাই ঠিক।' বলল ট্র্যাভিজ। 'এবার নক্ষত্রের আরো কাছে এগোব।'

ইচ্ছে প্রকাশ করার সাথে সাথেই পুরো ব্যাপারটা সামলে নিল কম্পিউটার। পাইলট-চেয়ারে হেলান দিয়ে ট্র্যাভিজের আরো একবার মনে হলো গ্র্যাভিটিক শিপ চালানোর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো সে আর কখনো স্বাভাবিক মহাকাশ যান চালাতে পারবে না।

সে আর কখনো জটিল হিসাব-নিকাশ বা সূক্ষ্মভাবে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কাজেই এই মহাকাশযান বা এটার মতো অন্য কোনো যান চালাতে হবে।

যেহেতু বাসযোগ্য গ্রহ আছে কি নেই, সেই প্রশ্ন থেকে নিজের মনটাকে সরিয়ে আনা দরকার তাই ভাবতে লাগল কেন সে প্ল্যানেটরি প্লেন এর নিচের দিকে না গিয়ে উপর দিয়ে যাচ্ছে।

আসলে সে সব সময়ই খেয়াল রাখে কোনো গ্রহ কীভাবে নিজ অক্ষে আবর্তন করছে এবং নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করছে। যদি সেটা হয় ঘড়ির কাটার উল্টোদিকে তা হলে হাত সোজা উপরে তুললে সেটা হবে উত্তর এবং নিচে পায়ের দিকটা হবে দক্ষিণ দিক। এবং পুরো গ্যালাক্সিতে উপর দিকে ধরা হয় উত্তর এবং নিচের দিকে ধরা হয় দক্ষিণ দিক। এটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিয়ম কিন্তু এখনও মেনে চলা হয়। ট্র্যাভিজের মনে পড়ল তিন শতাব্দী আগে ইম্পেরিয়াল জেনারেল বেল রিয়োজ একবার তার স্কোয়াড্রন নিয়ে প্ল্যানেটরি প্লেন এর নিচ দিয়ে এগিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করেছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি অন্যায্য কাজ করেছেন—অভিযোগটা তুলেছিল পরাজিত পক্ষ, অবশ্যই।

শক্তিশালী এবং সুপ্রাচীন এই নিয়ম নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল পৃথিবীতে এবং ঝটকায় বাসযোগ্য গ্রহের চিন্তা ফিরে এল ট্র্যাভিজের মনে।

পেলোরেট আর ব্লিস এখনো গ্যাস-জায়ান্টের দৃশ্য দেখছে। গ্রহটা ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে স্ক্রিন থেকে। সমতলের কমলা-লাল আলোর ঝড় মনে হচ্ছে আরো বেশি উদ্দাম এবং সম্মোহনী।

এমন সময় ফেলম এসে ঢুকল। তার কাপড় পাল্টে দেওয়ার জন্য ব্লিস বেরিয়ে গেল তাকে নিয়ে। পেলোরেট থাকল।

ট্র্যাভিজ বলল,' গ্যাস-জায়ান্ট বাদ দিয়ে কম্পিউটারকে এখন সঠিক আকারের গ্র্যাভিটেশনাল ব্লিপ খোঁজার কাজে লাগাতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, গুল্ড ফেলো,' বলল পেলোরেট।

কিন্তু কাজটা আসলে আরো জটিল। শুধু সঠিক আকারের ব্লিপ পেলেই হবে না সেটা হতে হবে যথেষ্ট দূরে। এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য হয়তো কয়েকদিন লাগবে।

প্রশান্ত কিন্তু গম্ভীর মুখে নিজের কামরায় ঢুকল ট্র্যাভিজ। ব্লিস অপেক্ষা করছিল তার জন্য, পাশেই ফেলম।

'কম্পিউটারের সামনে তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি,' ব্লিস বলল। 'কিন্তু এখন শোন। –বল ফেলম।'

তীক্ষ্ণ সুরেলা কণ্ঠে ফেলম বলল, 'আপনাকে অভিনন্দন, প্রটেক্টর ট্র্যাভিজ। মহাকাশে আপনার সঙ্গী হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বন্ধু ব্লিস এবং পেল এর মহানুভবতার জন্যও আমি আনন্দিত।'

শেষ করে চমৎকারভাবে হাসল ফেলম, আর ট্র্যাভিজ আরো একবার অবাক হয়ে ভাবল এটাকে সে কীভাবে দেখবে। ছেলে, মেয়ে নাকি দুটোই?'

মাথা নাড়ল সে। 'চমৎকার মুখস্থ করেছে। উচ্চারণ প্রায় নিখুঁত।'

'মুখস্থ করেনি,' রাগত সুরে বলল ব্লিস। 'বাক্যগুলো ফেলম নিজে তৈরি করেছে। শোনার আগে আমিও জানতাম না সে কি বলবে।'

জোর করে হাসল ট্র্যাভিজ, 'সেক্ষেত্রে বলতেই হয় বেশ ভালো।' লক্ষ করেছে ব্লিস স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ প্রকাশক কোনো সর্বনাম ব্যবহার করছে না।

ফেলমের দিকে ঘুরে ব্লিস বলল, 'আমি বলেছিলাম ট্র্যাভিজের পছন্দ হবে–এখন পেল এর কাছে যাও, নতুন কোনো বই পড়।'

দৌড়ে চলে গেল ফেলম। ব্লিস বলল, 'এত দ্রুত গ্যালাকটিক শিখছে, সত্যি অবাক করার মতো। ভাষার প্রতি সোলারিয়ানদের নিশ্চয়ই বিশেষ আগ্রহ আছে। ভেবে দেখো শুধু হাইপার স্পেসাল কমিউনিকেশন শুনেই ব্যাপার কী চমৎকার গ্যালাকটিক বলতে পারত। এনার্জি ট্রান্সডাকশন ছাড়াও ওদের মস্তিষ্ক আরো অনেক সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে।'

একমত হলো ট্র্যাভিজ।

'ফেলমকে তুমি এখনও পছন্দ করো না।

'পছন্দও করি না, অপছন্দও করি না। প্রাণীটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। কেমন বীভৎস অনুভূতি হয়।'

'এটা বাড়াবাড়ি ট্র্যাভিজ। ফেলম চমৎকার একটা জীবিত প্রাণী। ভেবে দেখো হার্মাফ্রোডাইট সমাজে তোমাকে আর আমাকে কেমন অদ্ভুত আর জঘন্য মনে হবে। পৃথক পৃথক নারী পুরুষ। বংশ বৃদ্ধির জন্য সাময়িক এবং বিরক্তিকরভাবে মিলিত হয়।'

'তাতে তোমার আপত্তি আছে, ব্লিস?'

'ভুল বোঝার চেষ্টা করো না। আমি শুধু হার্মাফ্রোডিটিক দৃষ্টিতে নিজেদের বিচার করছি। ওদের কাছে যা স্বাভাবিক আমাদের কাছে তাই অস্বাভাবিক। তাই ফেলমকে তোমার মনে হয় অস্বাভাবিক, সেটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কিছুই না।'

'আসলে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে আমি ওকে ছেলে বলব না মেয়ে বলব।'

'দোষটা ফেলমের নয়, আমাদের ভাষার। কোনো ভাষাতেই হার্মাফ্রোডিটিজমের জন্য উপযুক্ত কোনো শব্দ নেই। ব্যাপার যেমন "এটা" বা "ওটা" ব্যবহার করত, সেই সর্বনামটা আমরা ব্যবহার করি সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে লিঙ্গ কোনো ব্যাপার না,

www.boiRboi.blogspot.com

আর উভয় লিঙ্গ বোঝানোর জন্য কোনো সর্বনাম নেই আমাদের ভাষায়। তাহলে আমরা স্ত্রী-লিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি। তুমি বলায় ভালোই হয়েছে, আমিও ভাবছিলাম। আমি ঠিক করেছি ওকে মেয়ে হিসেবে দেখব, কারণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এবং গর্ভধারণ ক্ষমতা–যা সম্পূর্ণ নারীত্বের প্রতীক। পেলোরেট মেনে নিয়েছে, তুমিও মেনে নাও।'

শ্রাগ করল ট্র্যাভিজ। 'ভালো, যদিও বলার প্রয়োজন নেই যে ওর টেসটিকল্ আছে, তবুও বেশ ভালো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্লিস। 'সবকিছু নিয়ে তোমার কৌতুক করার অভ্যাস। জানি বেশ চাপের মধ্যে আছো, তাই কিছু মনে করিনি। ফেলমকে শুধু মেয়ে হিসেবে দেখবে, তাতেই চলবে।'

'দেখব,' তারপর বলবে না বলবে না করেও বলেই ফেলল ট্র্যাভিজ, 'তোমাদের দুজনকে যখনই একসাথে দেখি মনে হয় ফেলম তোমার সন্তান। কেন? তুমি সন্তান চাও, কিন্তু ভাবছ জেনভ তা দিতে পারবে না।'

চোখ বড় হয়ে গেল ব্লিসের। 'সে তো বংশ বৃদ্ধি করার জন্য আসেনি। তুমি মনে করেছ আমি তাকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব। তা ছাড়া আমার সন্তান ধারনের সময় আসেনি। যখন হবে সেটা হতে হবে গায়ান শিশু। পেলোরেটের সেই যোগ্যতা নেই।'

'অর্থাৎ পেলোরেটকে ছেড়ে দেবে?'

'মোটেই না। সাময়িক বিচ্ছেদ। কৃত্রিম নিষিক্তকরণের মাধ্যমেও তা করা যাবে।'

'আমার ধারণা তোমার সন্তান হবে তখনই যখন গায়া প্রয়োজন মনে করবে: যখন কোনো বয়স্ক গায়ানের মৃত্যুর ফলে শূন্যস্থান তৈরি হবে।'

'অদ্ভুত মনে হলেও কথাটা সত্যি। গায়ার প্রতিটি অংশ এবং সম্পর্কের ভেতর সামঞ্জস্য থাকতে হবে।'

'সোলারিয়ানদের মতো।'

রাগে ঠোঁট চেপে বসল ব্লিসের, মুখের রং হয়ে গেছে সাদা। 'না, সোলারিয়ানরা অপ্রয়োজনীয় হারে বংশ বৃদ্ধি করে এবং অতিরিক্ত বংশধরদের মেরে ফেলে। গায়া শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বংশ বৃদ্ধি করে। কাজেই হত্যা করার প্রয়োজন হয় না।'

'বুঝলাম। আশা করি জেনভের অনুভূতির মূল্য দেবে।'

'সন্তান ধারণের বিষয়? সেটা কখনো আলোচনায় আসেনি, আসবেও না।'

'না, সেটা না। –আমার মনে হয়েছে ফেলমের প্রতি বেশি মনযোগ দিয়ে তুমি জেনভকে অবহেলা করছ।'

'তাকে অবহেলা করছি না এবং আমার মতো সেও ফেলমের প্রতি আগ্রহী। এভাবে আমরা দুজন আরো কাছাকাছি আসতে পেরেছি। বোধহয় তুমি নিজেকে মনে করছ উপেক্ষিত।'

'আমি?' সত্যিই অবাক হলো সে।

'হ্যাঁ, তুমি। গায়াকে তুমি যতদূর বুঝতে পারো আইসোলেটদের আমি তার বেশি বুঝতে পারি না, তবে আমার মনে হয়েছে মহাকাশযানে তুমি সবার মনযোগের কেন্দ্রে থাকতে চাও, ফেলমের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।'

'হাস্যকর।'

'পেলকে উপেক্ষা করছি তোমার এই কথার চেয়ে বেশি হাস্যকর না।'

'ঠিক আছে একটা চুক্তি করা যাক। আমি চেষ্টা করব ফেলমকে মেয়ে হিসেবে দেখতে এবং জেনভের প্রতি তোমার আচরণ নিয়ে মোটেই চিন্তা করব না।'

হাসল ব্লিস। 'ধন্যবাদ। তা হলে কোনো সমস্যা নেই।'

চলে যেতে উদ্যত হল ট্র্যাভিজ, কিন্তু ব্লিস বাঁধা দিল, 'দাঁড়াও।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুরল ট্র্যাভিজ, 'কী ব্যাপার?'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি তুমি বিষণ্ণ এবং হতাশ। আমি কখনোই তোমার মাইণ্ডে অনুপ্রবেশ করব না, কিন্তু কী সমস্যা তুমি আমাকে বলতে পারো। গতকাল বলেছিলে এই সিস্টেমে একটা উপযুক্ত গ্রহ আছে, এবং খুশি মনে হয়েছিল তোমাকে। –আশা করি গ্রহটা এখনো আছে, তোমার কোনো ভুল হয়নি।'

'সিস্টেমে একটা উপযুক্ত গ্রহ ছিল এবং এখনো আছে।'

'সঠিক আয়তনের?'

'যেহেতু উপযুক্ত তার মানে সঠিক আয়তনের। এবং সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থিত।'

'বেশ, সমস্যা কোথায় তা হলে?'

'আমরা বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট কাছে চলে এসেছি। দেখা যাচ্ছে যে এই গ্রহে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই।'

'নেই?'

'না। এই গ্রহ বসবাসের অযোগ্য এবং নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত আর কোনো গ্রহ নেই যার বাসযোগ্য হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে। আমাদের তৃতীয় প্রচেষ্টার ফলাফলও শূন্য।'

পাইলট রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল পেলোরেট। ট্র্যাভিজের বিষণ্ণ নীরবতা ভাঙতে চাইল না। আশা করছে তার বন্ধুই প্রথম আলোচনা শুরু করবে।

করল না ট্র্যাভিজ। যদি কোনো নীরবতাকে কখনো একগুঁয়ে মনে হয়, তা হলে এটাকে ঠিক তাই বলা যাবে।

শেষ পর্যন্ত পেলোরেট আর ধৈর্য রাখতে পারল না। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমরা কী করছি?'

চোখ তুলল ট্র্যাভিজ, একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল পেলোরেটের দিকে, আবার ঘুরল, তারপর বলল, 'গ্রহের দিকে এগোচ্ছি।'

'কিন্তু কোনো বায়ুমণ্ডল নেই...'

www.boiRboi.blogspot.com

'কম্পিউটার বলছে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। এখন পর্যন্ত এটা তাই বলেছে যা আমি শুনতে চেয়েছি, মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন যা বলছে আমি শুনতে চাই না। তাই নিজেই পরীক্ষা করে দেখব। কম্পিউটার যদি কোনোদিন ভুল করে চাইছি যেন ভুলটা এখনই হয়।'

'মনে হয় ভুল করেছে?'

'না, আমার মনে হয় না।'

'ভুল হওয়ার মতো কোনো কারণ দেখাতে পারো?'

'না, পারি না।'

'তা হলে এত চিন্তা করছ কেন, গোলান?'

চেয়ার পুরো ঘুরিয়ে পেলোরেটের মুখোমুখি হলো ট্র্যাভিজ। বিরক্তিতে মুখে ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো। 'বুঝতে পারছ না, জেনভ, এ ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। প্রথম দুটো গ্রহ থেকে পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারিনি। তৃতীয় গ্রহে একই অবস্থা। আমি এখন কী করব? একটা একটা করে গ্রহে যাবো, গিয়ে বলব, "মাফ করবেন, দয়া করে বলবেন কি পৃথিবী কোথায়?" –নিজের ট্র্যাক পৃথিবী খুব ভালোভাবে গোপন করেছে। কোথাও কোনো সূত্র রাখেনি। এখন আমার মনে হচ্ছে কোনো সূত্র থাকলেও যেন আমরা না পাই তার ব্যবস্থা সে করবে।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'আমি নিজেও এগুলো ভাবছিলাম। কথা বললে রাগ করবে? জানি তোমার মন ভালো নেই, কথা বলতে চাওনা, কাজেই যদি একা থাকতে চাও, আমি চলে যাবো।'

'বল, কী বলবে,' বলল ট্র্যাভিজ, যেন আর্তনাদ করল। 'না শুনে আর কী করতে পারি।'

'তোমার কণ্ঠ বলছে আমার কথা শোনার আগ্রহ নেই, তারপরেও বলি। যদি শুনতে ভালো না লাগে তা হলে থামিয়ে দিও। –আমার মনে হয়, গোলান নিজেকে গোপন করার জন্য পৃথিবী শুধু অপ্রতিরোধী এবং নেতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। শুধু সব রেফারেন্স সরিয়ে ফেলেনি। সম্ভবত মিথ্যা তথ্য প্রচার করেও গোপনীয়তা নিশ্চিত করেছে।'

'অর্থাৎ?'

'বেশ, অনেক জায়গায় আমরা শুনেছি পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ, এবং এধরনের বিষয় পৃথিবীর অবস্থান জানার যে কোনো প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে। যদি সত্যি রেডিওঅ্যাকটিভ হয় আমরা তা হলে ঐ গ্রহে নামতে পারব না, রোবট পাঠালে ও তেজস্ক্রিয়তার কারণে টিকতে পারবে না বেশিক্ষণ। রেডিওঅ্যাকটিভ না হলেও গোপনীয়তা অক্ষত থাকবে। সম্ভবত আরো অনেক ব্যবস্থা করা আছে।'

কষ্ট করে হাসল ট্র্যাভিজ। 'অদ্ভুত, জেনভ, আমিও ঠিক এগুলোই ভেবেছি। আমার আরো মনে হয় বিশাল উপগ্রহ এবং বিশাল রিং সিস্টেমসহ কোনো গ্যাস জায়ান্টের বিষয় পৃথিবীর কিংবদন্তিতে পরিকল্পিতভাবে যোগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য

সম্ভবত আমরা যেন এমন কিছু খুঁজি যার কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে হয়তো সঠিক প্ল্যানেটারি সিস্টেমে পৃথিবীর সামনে দিয়ে চলে যাবো, কিন্তু চিনতে পারব না। —আরো খারাপ ঘটনাও ঘটতে পারে।'

'এরচেয়ে খারাপ আর কী ঘটতে পারে?'

'হয়তো নিজেকে গোপন রাখার অসীম ক্ষমতা পৃথিবীর আছে। যদি আমাদের মাইণ্ড আচ্ছন্ন থাকে তা হলে কি হবে? হয়তো উপগ্রহ, রিং সিস্টেমসহ গ্যাস জায়ান্ট এবং পৃথিবী গ্রহের সামনে দিয়ে গেলেও চিনতে পারব না। হয়তো এরই মধ্যে পেছনে ফেলে এসেছি।'

'কিন্তু কথাগুলো যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে কেন আমরা—'

'বিশ্বাস করি একথা তো বলিনি। বলছি উদ্ভট কল্পনার কথা। আমরা খোঁজ চালিয়ে যাবো।'

দ্বিধান্বিত স্বরে পেলোরেট বলল, 'কতদিন, ট্র্যাভিজ? এক সময় হাল ছাড়তেই হবে।'

'কখনোই না,' হিংস্র স্বরে বলল ট্র্যাভিজ। 'যদি আমার বাকি জীবন দিতে হয়, দেব। যদি প্রতিটি গ্রহে গিয়ে প্রত্যেকটা লোককে বলতে হয়, "প্লিজ, স্যার, পৃথিবী কোথায়?" তাহলে তাই করব। চাইলে যে কোনো মুহূর্তে তোমাদের গায়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। আমি একা বেরোব তারপর।'

'না। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, গোলান, ব্লিসও যাবে না। আমরা তোমার সাথেই যাবো, কিন্তু কেন?

'কারণ পৃথিবী আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে, এবং করবই। কীভাবে হবে জানি না, কিন্তু করবই। —এখন শোন, আমি এমন একটা অবস্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি যেখান থেকে সূর্যের খুব কাছে না গিয়েও গ্রহের আলোকিত অংশকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। কাজ করতে দাও।'

কথা বন্ধ করল পেলোরেট, তবে বেরিয়ে গেল না। স্ক্রিনে গ্রহের যে ইমেজ সেখানে অর্ধেকের বেশি অংশ দিনের আলোয় আলোকিত। পেলোরেট, কোনো বৈশিষ্ট্য ধরতে পারছে না কিন্তু নিশ্চিত কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে ট্র্যাভিজ আরো বিস্তারিত বুঝতে পারছে।

'পাতলা কুয়াশা আছে।' ফিসফিস করে বলল ট্র্যাভিজ।

প্রায় লাফিয়ে উঠল পেলোরেট। 'তা হলে নিশ্চয়ই বায়ুমণ্ডল আছে।'

'বেশি নেই। জীবন ধারণ অসম্ভব, তবে ধূলিকণা উড়ানোর জন্য যথেষ্ট। পাতলা বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য এটা। হয়তো ছোট একটা পোলার-আইস-ক্যাপ আছে। অবশ্য কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্য এই গ্রহ অনেক বেশি উত্তপ্ত। —রাডার ম্যাপিং চালু করতে পারলে রাতের অংশেও সহজে কাজ করা যেত। কিন্তু বায়ুশূন্য এবং মেঘহীন গ্রহে কাজটা কঠিন।'

চুপ করল ট্র্যাভিজ। স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর সেখানে গ্রহের বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি তৈরি হলো, অনেকটা ক্রিয়নিয়ান পিরিয়ডের শিল্পীদের আঁকা ছবির মতো।

www.boiRboi.blogspot.com

'বেশ—' বিজয়ীর সুরে বলল সে, শব্দটা অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রাখল, তারপর আবার নিশ্চুপ।

'এই "বেশ" কিসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

আড়চোখে তাকালো ট্র্যাভিজ। 'কোনো জ্বালামুখ চোখে পড়ছে না।'

'সেটা কি ভালো।'

'একেবারে অপ্রত্যাশিত,' ট্র্যাভিজ বলল, মুখে হাসি, 'এবং ভালো। সত্যি কথা বলতে কী চমৎকার।'

মহাকাশযানের পোর্টহোলে নাক চেপে রেখেছে ফেলম, কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়াই সেদিকে মহাবিশ্বের সামান্য একটু অংশ দেখা যাচ্ছে।

ব্লিস, এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করছিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেলোরেটকে বলল 'জানি না কতটুকু বুঝতে পেরেছে। ওর কাছে তার বাবার ম্যানসনটাই পুরো মহাবিশ্ব। মনে হয় না রাতে কখনো বেরিয়েছে বা আকাশে তারা দেখেছে।'

'সত্যিই মনে হয়?'

'সত্যি। আমার কথা বোঝার মতো শব্দ না শেখা পর্যন্ত আমি তাকে সব দেখাতে সাহস পাচ্ছি না। —সৌভাগ্য যে তুমি ওর ভাষায় কথা বলতে পারো।'

'সমস্যা হচ্ছে, আমি খুব ভালো পারি না,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল পেলোরেট। 'আর মহাবিশ্বের ব্যাপার একবারে বোঝানোর চেষ্টা করলে হজম করা কঠিন হবে। আমাকে সে বলেছিল যে আলোর বিন্দুগুলি যদি সোলারিয়ার মতো গ্রহ হয় সেগুলো নিশ্চয়ই অনেক বড়—আর ঐভাবে শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। পড়ে যেতে বাধ্য।'

'যা জানে তাতে ঠিকই বলেছে। বুদ্ধিমতীর মতো প্রশ্ন করে, এবং ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে। তার যথেষ্ট কৌতূহল আছে, আর শিখতে ভয় পায় না।'

'কথা হচ্ছে ব্লিস, আমিও কৌতূহলী। দেখেছ, আমরা যে গ্রহে যাচ্ছি সেটাতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ না পাওয়াতে গোলানের আচরণ কেমন পাল্টে গেল। অথচ এতে কি লাভ হবে আমার কোনো ধারণাই নেই। তোমার আছে?'

'একটুও না। তবে আমাদের চেয়ে প্ল্যানেটোলজি সে অনেক বেশি জানে। আশা করি, কি করছে তা সে জানে।'

'যদি আমি জানতে পারতাম।'

'বেশ, জিজ্ঞেস করো।'

'ভয় হয়, আমি সম্ভবত সবসময় ওকে বিরক্ত করি। কোনো সন্দেহ নেই সে মনে করে এই বিষয়গুলো আমার জিজ্ঞেস না করেই জানা উচিত ছিল।'

'এটা বোকামি, পেল। প্রয়োজন মনে করলে গ্যালাক্সির কিংবদন্তি বা পৌরাণিক কাহিনী তোমার কাছে জেনে নিতে সে দ্বিধা বোধ করে না। তুমিও সুন্দর করে বুঝিয়ে দাও। সে বলবে না কেন? যাও গিয়ে জিজ্ঞেস কর। যদি বিরক্ত হয়, তবে একটু সামাজিক হওয়ার সুযোগ পাবে, তার জন্যই ভালো।'

'তুমি আসবে আমার সাথে?'

'না, অবশ্যই না। আমি এখানে ফেলমের মাথায় মহাবিশ্বের মৌলিক ধারণা ঢোকানোর চেষ্টা করছি। তুমি পরে আমাকে বুঝিয়ে দিও।'

ইতস্তত পায়ে পাইলট-রুমে ঢুকল পেলোরেট। ট্র্যাভিজের আনন্দিত চেহারা, এবং তাকে শিস বাজাতে শুনে খুশি হলো।

'গোলান,' যতদূর সম্ভব উৎফুল্ল স্বরে ডাকল সে।

চোখ তুলল ট্র্যাভিজ। 'জেনভ! সবসময় এমন পা টিপে টিপে চল যেন আমার কাছে আসাটা অপরাধ। দরজাটা বন্ধ করে এসে বস, বস! এই জিনিসগুলো দেখ।'

ভিউস্ক্রিনে একটা গ্রহ দেখাল সে। 'দুই বা তিনের বেশি জ্বালামুখ পাইনি, সবগুলোই বেশ ছোট।'

'তাতে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে, গোলান?'

'পরিবর্তন? অবশ্যই। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

অসহায়ের মতো অঙ্গভঙ্গি করল পেলোরেট। 'পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য। কলেজে আমার মূল বিষয় ছিল ইতিহাস। সহায়ক হিসেবে সোসিওলোজি, সাইকোলজি, প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্য নিয়েছিলাম। পরে মিথলজিতে গ্র্যাজুয়েশন করি। জীবনে কখনো প্ল্যানেটোলজির ধারে কাছেও যাইনি।'

'সেটা কোনো অপরাধ না, জেনভ। তুমি যা জানো তার কিছুই আমি জানি না। ভালোভাবেই জানো, প্রাচীন ভাষা এবং মিথলজির উপর তোমার দক্ষতা আমাদের অনেক উপকার করছে। –প্ল্যানেটোলজির ব্যাপার হলে আমি সামলাবো।

'দেখো, জেনভ, সংঘর্ষের মাধ্যমে ছোট ছোট বস্তুগুলো একত্রিক হয়ে গ্রহের গঠন পূর্ণ হয়। চূড়ান্ত সংঘর্ষের সময় এই বস্তুগুলো জ্বালামুখ তৈরি করে। যদি গ্রহটা গ্যাস-জায়ান্টের মতো বড় হয় গ্যাসীয় বায়ুমন্ডলের নিচে তরল পদার্থ থাকে, এবং কোনো জ্বালামুখের চিহ্ন থাকে না।

'ছোট গ্রহ, যেগুলো নীরেট, তুষারাবৃত বা পাথুরে, সেগুলোতে জ্বালামুখের চিহ্ন থাকে এবং মুছে ফেলার মতো কোনো উপাদান না থাকলে চিহ্নগুলো অনির্দিষ্ট কাল টিকে থাকে। তিনভাবে এই চিহ্নগুলো নিশ্চিহ্ন হয়।'

'প্রথমত তুষারাবৃত কোনো গ্রহের শক্ত বরফাচ্ছন্ন সমতলের নিচে তরল সমুদ্র থাকতে পারে। কোনো বস্তু ধাক্কা দিয়ে বরফ ভাঙার সময় প্রচুর পানি ছিটায়। তারপর পুনরায় জমাট বরফে পরিণত হয়ে, বলা যায় ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলে। এই ধরনের গ্রহ বা উপগ্রহ গুলো হয় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং বসবাসের অযোগ্য।

'দ্বিতীয়ত যদি কোনো গ্রহে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থাকে, তা হলে লাভা, বা ছাই জ্বালামুখের চিহ্ন ঢেকে দেয়। এধরনের গ্রহগুলোও বসবাসের অযোগ্য।

'তৃতীয় ক্ষেত্রে গ্রহগুলো হয় বাসযোগ্য। এই গ্রহগুলোর পোলার আইস ক্যাপ থাকলেও অধিকাংশ মহাসাগর হয় তরল। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থাকলেও অনেক দূরে দূরে অবস্থান করে। এই ধরনের গ্রহ জ্বালামুখ বন্ধ করতে পারে না বা ঢেকে দিতে পারে না। বরং এখানে ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব কাজ করে। বাতাস এবং ভাসমান পানি জ্বালামুখগুলোকে ক্ষয় করে ফেলে। জীবনের অস্তিত্ব থাকলে তা হয় আরো বেশি ক্ষয়কারক। বুঝেছ?'

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বিষয়টা উল্টেপাল্টে বিবেচনা করল পেলোরেট। তারপর বলল, 'কিন্তু, গোলান, আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। যে গ্রহে আমরা যাচ্ছি–'

'আগামী কাল সেখানে ল্যাণ্ড করব,' উৎফুল্ল স্বরে বলল ট্র্যাভিজ।

'এই গ্রহে কোনো মহাসাগর নেই।'

'শুধু পাতলা আইস-ক্যাপ।

'পর্যাপ্ত বায়ুমণ্ডল নেই।'

'ঘনত্বের দিক দিয়ে টার্মিনাসের বায়ুমণ্ডলের একশ ভাগের এক ভাগ।'

'অথবা জীবন।'

'কোনো কিছুই চিহ্নিত করতে পারিনি।'

'তা হলে জ্বালামুখগুলো ক্ষয় হলো কীভাবে?'

'সাগর, বায়ুমণ্ডল এবং প্রাণ। শোন, যদি এই গ্রহ শুরু থেকেই পানি ও বায়ুশূন্য হতো তা হলে সমতলে এখনো জ্বালামুখ থাকত। এগুলোর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে নিকট অতীতে এখানে সাগর এবং বায়ুমণ্ডল ছিল। তা ছাড়া অনেকগুলো বেসিন দেখা যাচ্ছে, যেগুলো একসময় হয়তো সাগর বা মহাসাগর ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে। কাজেই এখানে ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব কাজ করেছে এবং এত কাছাকাছি সময়ে হয়েছে যে নতুন করে জ্বালামুখ তৈরি হওয়ার সময় পায়নি।'

পেলোরেটের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। 'যদিও আমি প্ল্যানেটোলজিস্ট নই, তবে মনে হচ্ছে যদি কোনো গ্রহ কয়েক বিলিয়ন বছর পাতলা বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে, হঠাৎ করে সেই বায়ুমণ্ডল শেষ হয়ে যাবে না, তাই না?'

'আমারও তাই ধারণা,' ট্র্যাভিজ বলল। 'কিন্তু বায়ুমণ্ডল অদৃশ্য হওয়ার আগে এই গ্রহে নিঃসন্দেহে জীবনের অস্তিত্ব ছিল, সম্ভবত মানুষ। গ্যালাক্সির অন্যান্য যে সকল গ্রহে মানুষ বাস করে সেগুলোর মতো এটাও নিশ্চয়ই একটা রূপান্তর করা বিশ্ব। সমস্যা হচ্ছে, আমরা জানি না মানুষ আসার আগে এখানে পরিবেশ কেমন ছিল অথবা কোন পরিস্থিতিতে জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। হয়তো কোনো চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বায়ুমণ্ডল ধ্বংস করেছে। অথবা মারাত্মক কোনো অভারসাম্য ছিল, মানুষ চলে যাওয়ার পর যা চরম আকার ধারণ করেছে। ল্যাণ্ড করার পর হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর পাবো, অথবা পাবো না। কিছু আসে যায় না।'

'কিন্তু এই গ্রহে একসময় জীবন ছিল এখন নেই তাতেও কিছু আসে যায় না। যে গ্রহ সবসময় বসবাসের অযোগ্য এবং যে গ্রহ কালের বিবর্তনে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে তার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

www.boiRboi.blogspot.com

'এখন বাসের অযোগ্য, একসময়কার বসতির ধ্বংসস্তূপ থাকবে এখানে।'

'অরোরাতেও ধ্বংসস্তূপ ছিল—'

'ঠিক, কিন্তু সেই সাথে ছিল বিশ হাজার বছরের ঝড়, বৃষ্টি, বাতাস, তাপমাত্রার পরিবর্তন। আর ছিল জীবনের অস্তিত্ব—ভুলে যেও না। মানুষ ছিল না, কিন্তু অন্যান্য প্রাণী ছিল প্রচুর। ধ্বংসস্তূপ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের চেয়েও দ্রুত ক্ষয় হয়। বিশ হাজার বছর পরে মূল্যবান কোনো তথ্য সেখানে পাওয়া যেত না। –এখানে এই গ্রহে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, হয়তো ঝড়, বৃষ্টি, বাতাস এবং জীবন ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে বিশ হাজার বছর বা আরো কম। তবে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। অন্য কিছু ছিল না। ফলে ধ্বংসস্তূপগুলো আরো ভালো অবস্থায় থাকবে।'

'যদি,' সন্দেহের গলায় ফিসফিস করল পেলোরেট, 'কোনো ধ্বংসস্তূপ না থাকে। হতে পারে এখানে কখনো জীবনের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা মানুষ কখনো এখানে বাস করেনি এবং এমন কোনো কারণে বায়ুমণ্ডল নষ্ট হয়েছে যেখানে মানুষের কিছু করার ছিল না।'

'না, না, আমার মনে সন্দেহ ঢোকানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। কারণ এখান থেকে যা দেখছি কোনো সন্দেহ নেই সেটা একসময় শহর ছিল। –কাজেই আগামী কাল ল্যাণ্ড করছি।'

'ফেলমের ধারণা আমরা তাকে তার রোবট জেম্বির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' চিন্তিত স্বরে বলল ব্লিস।

'উমম,' বলল ট্র্যাভিজ, ভাসমান মহাকাশযানের নিচে পিছলে সরে যাওয়া সারফেস দেখছে। তারপর এমনভাবে চোখ তুলল যেন একটু দেরি করে মন্তব্যটা শুনেছে। 'ওটাকেই একমাত্র পিতামাতা হিসেবে জানে সে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু সে ভাবছে আমরা সোলারিয়ায় ফিরে এসেছি।'

'এটা দেখতে কি সোলারিয়ার মতো?'

'সে কীভাবে বলবে?'

'বল, এটা সোলারিয়া না। আমি তোমাকে কিছু ইলাসট্রেটেড বুক ফিল্ম দেব। সেখান থেকে বসতিগ্রহের ছবি দেখিয়ে ফেলমকে বোঝাও যে এরকম লক্ষ লক্ষ গ্রহ আছে। অনেক সময় পাবে তুমি। ল্যাণ্ড করার পর আমাকে আর জেনভকে কতক্ষণ বাইরে থাকতে হয় বলা যায় না।'

'তুমি আর জেনভ?'

'হ্যাঁ। কারণ আমি চাইলেও ফেলমকে সাথে নেওয়া যাবে না। কারণ ওর সাইজের স্পেসস্যুট নেই। যেহেতু এই গ্রহে নিশ্বাস নেওয়ার মতো কোনো বাতাস নেই সেহেতু স্পেসস্যুট পরে নামতে হবে।'

'আমি কেন?'

ট্র্যাভিজের মুখে কঠোর হাসি। 'স্বীকার করছি তুমি সাথে থাকলে নিরাপদ বোধ করব। কিন্তু ফেলমকে একা মহাকাশযানে রেখে যাওয়া যাবে না। যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলতে পারে, ইচ্ছে করে করবে না হয়তো। জেনভ সাথে যাবে কারণ প্রাচীন কোনো লিপি থাকলে সেটা বোঝার ক্ষমতা ওরই আছে। অর্থাৎ তোমাকে ফেলমের সাথে থাকতে হবে।'

ব্লিসকে অনিশ্চিত দেখাচ্ছে।

'শোন, তুমি ফেলমকে সাথে রাখতে চাও, আমি চাই না। আমার কাছে সে একটা ঝামেলা। ফলে তার উপস্থিতি নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে, তোমাকে তার সাথে মানিয়ে নিতে হবে। সে এখানে থাকবে, কাজেই তোমাকেও থাকতে হবে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ব্লিস, 'ঠিক আছে।'

'চমৎকার। জেনভ কোথায়?'

'ফেলমের সাথে।'

'যাও, ওকে পাঠিয়ে দাও। আমি কথা বলব।'

পেলোরেট যখন এল ট্র্যাভিজ তখনো প্ল্যানেটরি সারফেস দেখছে। গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে সে বলল, 'কোনো সমস্যা, গোলান?'

'ঠিক সমস্যা না, একটু অনিশ্চয়তা। অদ্ভুত গ্রহ এবং আমি জানি না ঠিক কী ঘটেছে। বেসিন দেখে মনে হয় সাগরগুলো ছিল বিশাল কিন্তু অগভীর। আমার মনে হয় এই গ্রহ ছিল লবণাক্ততাহীন এবং প্রচুর খাল ছিল, –অথবা সমুদ্রগুলো খুব বেশি লবণাক্ত ছিল না, হলে বেসিনে লবণের চিহ্ন থাকত। অথবা সমুদ্রের সাথে সাথে লবণও শুকিয়ে গেছে—নিশ্চিতই মানুষের কাজ বলে মনে হয়।'

দ্বিধান্বিত স্বরে পেলোরেট বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, আমরা যা খুঁজছি তার সাথে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে?'

'না, আমি একটু কৌতূহলী। যদি জানতে পারতাম কীভাবে এটা মানুষ বাসের যোগ্য হয়ে উঠেছে এবং তার আগে কেমন ছিল, তখন হয়তো বুঝতে পারতাম পরিত্যক্ত হওয়ার ঠিক আগে বা পরে কী ঘটেছে। তা হলে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা যেত।'

'কী রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এটা মৃত গ্রহ, তাই না?'

'মৃত। পানি নেই; নিশ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস নেই; কোনো প্রকার মেন্টাল অ্যাকটিভিটি ধরা পড়েনি ব্লিসের চেতনায়।'

'তা হলে আর সমস্যা কী?'

'মেন্টাল অ্যাকটিভিটির অনুপস্থিতি মানে প্রাণের অনুপস্থিতি না।'

'তবে এটা নিশ্চিত যে বিপজ্জনক প্রাণী নেই।'

'জানি না। –কিন্তু এগুলো বলার জন্য ডাকিনি। প্রথম অনুসন্ধানের জন্য দুটো বড় শহর নির্বাচন করেছি। এখনো অক্ষত। বায়ু এবং সমুদ্রগুলোকে যাই ধ্বংস করে

www.boiRboi.blogspot.com

থাকুক না কেন শহরগুলো আক্রান্ত হয়নি। যাই হোক বড় শহরটাতে মনে হয় কোনো উন্মুক্ত স্থান নেই, শুধু শেষ সীমায় একটা স্পেসপোর্ট। যে শহরটা একটু ছোট সেটার ভেতর অনেকগুলো সাধারণ স্পেসপোর্ট—কিন্তু, এগুলো থেকে কি বোঝা যায়?'

দাঁত বের করে হাসল পেলোরেট, 'তুমি চাও আমি সিদ্ধান্ত নিই?'

'না, সিদ্ধান্ত আমিই নেব। তুমি শুধু তোমার ধারণা বল।'

'বিশাল এবং আকাশচুম্বী শহর হবে বাণিজ্য এবং উৎপাদনের কেন্দ্র। একটু ছোট শহর যেখানে অনেক উন্মুক্ত স্থান আছে সেটা হবে প্রশাসনিক কেন্দ্র। আর ওখানেই আমাদের যেতে হবে। কোনো মনুমেন্ট ভবন আছে?'

'তার মানে?'

মুচকি হাসল পেলোরেট। 'আমিও ঠিক জানি না। সময় এবং গ্রহ ভেদে ফ্যাশনের পরিবর্তন হয়। তবে আমার মনে হয় ওগুলো হবে বিশাল, অপ্রয়োজনীয় এবং ব্যয়বহুল–অনেকটা কমপরেলনের মতো।'

পাল্টা হাসল ট্রাভিজ। 'সরাসরি নিচে বা পাশে তাকিয়ে পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তুমি প্রশাসনিক কেন্দ্র বেছে নিলে কেন?'

'ওখানেই গ্রহের সংগ্রহশালা, লাইব্রেরি, আর্কাইভস, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থাকবে।'

'ভালো। ওখানেই যাবো তা হলে। আগের দুবার ব্যর্থ হয়েছি। আশা করি এবার কিছু একটা পাওয়া যাবে।'

'থ্রি টাইমস লাকি।'

ভুরু কপালে তুলল ট্রাভিজ। 'এটা পেলে কোথায়?'

'প্রাচীন কিংবদন্তিতে। অর্থ সম্ভবত তৃতীয় প্রচেষ্টায় সফল।'

'সেরকমই মনে হয়। বেশ, থ্রি টাইমস লাকি, জেনভ।'

www.boiRboi.blogspot.com

১৫. শেওলা

স্পেসস্যুটে ট্রাভিজকে দেখাচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার, যে অংশ স্যুটের বাইরে বেরিয়ে আছে, সেটা হচ্ছে তার হোলস্টার। আগেরগুলো না, বরং এগুলো আরো বড় এবং স্যুটেরই অংশ। রিচার্জ করা ব্লাস্টার এবং নিউরোনিক হুইপ সতর্কতার সাথে হোলস্টারে রাখল। এবার আর কেউ অস্ত্রগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

ব্লিস হাসল। 'তুমি এখানেও অস্ত্র নেবে যেখানে বাতাস বা—বাদ দাও! তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আর কখনো প্রশ্ন করব না।'

ট্রাভিজ পেলোরেটের হেলমেট ঠিক করায় ব্যস্ত। পেলোরেট আগে কখনো স্পেসস্যুট পরেনি। ভয়ার্ত সুরে বলল, ' এগুলোর ভেতর সত্যি শ্বাস নিতে পারব, গোলান?'

'আমার উপর বিশ্বাস রাখো,' ট্রাভিজ বলল।

ফেলম ব্লিসের পাশে। ছোট সোলারিয়ান ভয়ার্ত দৃষ্টিতে স্পেসস্যুটপরা দেহ গুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁপছে, আশ্বস্ত করার জন্য এক হাত তার কাঁধে রেখেছে ব্লিস।

এয়ারলক দরজা খুলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল দুজন। দরজা বন্ধ হলো পিছনে। মূল দরজা খুলে পা রাখল একটা মৃত গ্রহের মাটিতে।

ভোর হচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার, ধূসর বর্ণ, সূর্য এখনো উঠেনি। যেদিকে সূর্যোদয় হবে সেদিকে দিগন্তে ঝাপসা ভাব।

'ঠাণ্ডা।' বলল পেলোরেট।

'ঠাণ্ডা লাগছে তোমার?' অবাক হয়ে বলল ট্রাভিজ।

'না। কিন্তু দেখো–' রেডিওর সাহায্যে কথা শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। সে আঙুল তুলে সামনের দিকে নির্দেশ করল।

যে ভগ্ন পাথুরে ভবনের দিকে ওরা এগোচ্ছে, ভোরের ধূসর আলোয় দেখা গেল তার দেয়ালগুলো সাদা শিশিরকণায় ভেজা।

'পাতলা বায়ুমণ্ডলের কারণে রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং দিনে প্রচণ্ড গরম পড়ে। এই সময়টা হচ্ছে দিনের সবচেয়ে ঠাণ্ডা অংশ, এবং তাপমাত্রা বাড়তে আরো কয়েকঘণ্টা লাগবে।'

তার কথা যেন জাদুমন্ত্র, বলার সাথে সাথেই দিগন্তে উঁকি দিল সূর্য।

'ওদিকে তাকিও না,' স্বাভাবিক গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'তোমার ফেসপ্লেট রিফ্লেক্টিভ এবং অতি বেগুনি রশ্মি প্রতিরোধক। তারপরেও বিপদ হতে পারে।'

উদীয়মান সূর্যের দিকে পিছন ফিরল সে, দেয়ালে তার লম্বা ছায়া পড়েছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে সূর্যের আলোয়। একমুহূর্তের জন্য দেয়ালগুলো মনে হল অন্ধকার তারপর সেটাও দূর হয়ে গেল।

'আকাশ থেকে ভবনগুলো যত ভালো মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হচ্ছে না। চিড় ধরেছে, ভেঙে পড়েছে। আমার ধারণা তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে এবং সম্ভবত প্রায় বিশ হাজার বছর ধরে যে সামান্য পানীয় উপাদান রয়েছে তা রাতে বরফে পরিণত হয়ে আবার দিনে গলে যাচ্ছে।'

পেলোরেট বলল, 'প্রবেশ পথের উপরে পাথরে কিছু বর্ণ খোদাই করা, কিন্তু এমনভাবে ভেঙেছে যে পড়া মুশকিল।'

'পাঠোদ্ধার করতে পারবে, জেনভ?'

'কোনো ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যতদূর উদ্ধার করেছি মনে হয় এটা সম্ভবত "ব্যাংক"।'

'সেটা আবার কী?'

'যে ভবনে বিভিন্ন সম্পদ জমা রাখা, উত্তোলন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঋণের আদান প্রদান করা হয়।'

'পুরো একটা ভবন শুধু এই কাজ করত? কম্পিউটার ছাড়া?'

কম্পিউটার ছাড়াই একসাথে সব কাজ করা হতো।'

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ। প্রাচীন ইতিহাস তাকে আকর্ষণ করছে না।

দ্রুত এক ভবন থেকে আরেক ভবনে যাচ্ছে, কোনোটাতেই বেশি সময় নষ্ট করছে না। নিষ্প্রাণ পরিবেশ, সীমাহীন নিঃশব্দতা মনের উপর চাপ ফেলছে। বহু সহস্রাব্দের ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হয় শহরের কঙ্কাল। মাংস খসে গিয়ে হাড়গুলো আছে।

রোদ খুব একটা চড়া হয়নি কিন্তু ট্র্যাভিজের মনে হতে লাগল যেন পিঠে গরম লাগছে।

ডানদিকে প্রায় এক শ মিটার দূর থেকে চিৎকার করল পেলোরেট, 'এদিকে দেখো।'

যেন বোমা ফাটল ট্র্যাভিজের কানে। 'চিৎকার করোনা, জেনভ। যত দূরেই থাকো ফিসফিস করলেও আমি পরিষ্কার শুনতে পারব। কী হয়েছে।'

সাথে সাথে সামলে নিল পেলোরেট। 'এই ভবনটা হচ্ছে "হল অব দ্য ওয়ার্ল্ডস"। তাই লেখা আছে বলে মনে হয়।'

তিন তলা কাঠামো, ছাদের কিনারাগুলো এবড়োখেবড়ো, বড় বড় পাথরের অংশবিশেষ কোনো রকমে টিকে আছে, সম্ভবত একসময় কোনো ভাস্কর্য দাঁড় করানো ছিল ওখানে।

'তুমি নিশ্চিত?'

'ভেতরে গেলেই বোঝা যাবে।'

নিচু কিন্তু প্রশস্ত পাঁচ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠার পর সুবিশাল উন্মুক্ত চত্বর। পাতলা বাতাসে তাদের পায়ের ধাতব জুতো শব্দ তৈরি না করে কম্পন সৃষ্টি করছে।'

'এখন বুঝতে পারছি "বড়, অপ্রয়োজনীয় এবং ব্যয়বহুল" বলতে কী বুঝিয়েছিলে।' ফিস ফিস করে বলল ট্র্যাভিজ।

একটা প্রশস্ত এবং উঁচু হলে প্রবেশ করল ওরা, লম্বা জানালা দিয়ে যেখানে আলো এসে পড়ছে সেখানে ঝিকমিক করছে, কিন্তু তারপরেও সবকিছু কেমন যেন ছায়ায় ঢাকা। পাতলা বায়ুমণ্ডল আলো বেশি ছড়িয়ে পড়তে দিচ্ছে না।

ঠিক মাঝখানে প্রমাণ সাইজের থেকেও বড় একটা মানুষের মূর্তি, সিনথেটিক পাথরে তৈরি। এক হাত ভেঙে পড়ে গেছে, আরেক হাতের ফাটল ধরেছে কাঁধের কাছে, ট্র্যাভিজের মনে হলো যেন টোকা দিলেই পড়ে যাবে। এক পা পিছিয়ে এল সে যেন বেশি কাছে থাকলে এই অসহনীয় সৌন্দর্য খেয়ালের বশে ধ্বংস করে ফেলবে।

'মানুষটা কে,' সে বলল। 'কোথাও কোনো পরিচয় নেই। মনে হয় যারা এটা তৈরি করেছে তারা ভেবেছিল এই ব্যক্তির খ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে ফলে আলাদা করে পরিচয় লিখে রাখার দরকার নেই, কিন্তু এখন–' কাঁধ নেড়ে দার্শনিক সুলভ চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলল।

পেলোরেট তাকিয়েছে উপরে, তার মাথা অনুসরণ করে ট্র্যাভিজও তাকালো। সেখানে দেয়ালে কিছু লেখা, আঁকাবাঁকা রেখা–ট্র্যাভিজ কিছুই পড়তে পারছে না।

'অদ্ভুত,' পেলোরেট বলল। 'সম্ভবত বিশ হাজার বছরের পুরোনো এবং এখানে সূর্যের আলো এবং ধুলোবালি থেকে নিরাপদ, এখনো পরিষ্কার।'

'আমার কাছে না।'

'অনেক প্রাচীন হস্তলিপি। কী আছে দেখা যাক–সাত-এক-দুই-' কণ্ঠস্বর কমিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল, তারপর আবার জোড়ে বলল, 'পঞ্চাশটা নামের তালিকা, এবং আমরা জানি পঞ্চাশটা স্পেসার ওয়ার্ল্ড ছিল আর এটা হচ্ছে "হল অব দ্য ওয়ার্ল্ডস।" মনে হয় সবগুলো গ্রহের তালিকা বসতি স্থাপনের সময়ক্রম অনুযায়ী দেওয়া আছে। অরোরা প্রথম সোলারিয়া সর্বশেষ। খেয়াল করো সাতটা কলাম আছে, প্রথম ছয়টা কলামে সাতটা করে নাম সর্বশেষ কলামে আটটা নাম। সম্ভবত সেভেন বাই সেভেন গ্রিডের পরিকল্পনা ছিল, তারপর সোলারিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়। আমার ধারণা, ওল্ড চ্যাপ, এই তালিকা সোলারিয়াতে বসতি শুরুর অনেক আগে তৈরি হয়েছে।'

'আর আমরা কোন গ্রহের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি? বলতে পারবে?'

'তৃতীয় কলামের পাঁচ নাম্বার নামটা হচ্ছে তালিকার উনিশতম, অন্যগুলো থেকে বড় করে লেখা। বর্ণগুলোর বিন্যাস দেখে মনে হয় নিজেদের অহংকার আর আভিজাত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। তা ছাড়া—'

www.boiRboi.blogspot.com

'নামটা কী?'
'যত দূর বোঝা যাচ্ছে, লেখা আছে মেলপোমিনিয়া। কখনো শুনিনি।'
'এটা পৃথিবীর প্রতিশব্দ হতে পারে?'
হেলমেটের ভেতর জোড়ে জোড়ে মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'প্রাচীন কিংবদন্তিতে পৃথিবীর অনেক প্রতিনাম ব্যবহার করা হয়েছে। গায়া তার একটা। এ ছাড়াও রয়েছে টেরা, এড্রা এরকম আরো অনেক। সবগুলোই ছোট। দীর্ঘ কোনো নাম ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই, অথবা মেলপোমিনিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করে এমন কোনো নাম।'
'তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি মেলপোমিনিয়ায়। এবং এটা পৃথিবী নয়।'
'হ্যাঁ। এবং তা ছাড়া নিজের নাম বড় বড় অক্ষরে লিখার পরেও আরো বড় প্রমাণ-এই গ্রহের কো-অর্ডিনেটস লেখা আছে ০,০,০।'
'কো-অর্ডিনেটস?' বিস্ময়ে চিৎকার করল ট্র্যাভিজ। 'তালিকায় কো-অর্ডিনেটস দেওয়া আছে?'
'প্রতিটা নামের পাশে তিনটা সংখ্যা দেওয়া আছে এবং আমার ধারণা ওগুলো কো-অর্ডিনেটস, আর কী হতে পারে?'
উত্তর না দিয়ে ডান উরুর কাছে স্পেসস্যুটের ছোট কম্পার্টম্যান্ট থেকে একটা কম্প্যাক্ট ডিভাইস বের করল ট্র্যাভিজ। লম্বা তার কম্পার্টম্যান্টের সাথে যুক্ত। যত্নের সাথে যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে দেয়ালের শিলালিপির দিকে ফোকাস করল। মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ কিন্তু আবৃত হাতে কাজটা করতে অনেক সময় লাগছে।
'ক্যামেরা?' পেলোরেটের অর্থহীন মন্তব্য।
'এটা সরাসরি মহাকাশযানের কম্পিউটারে ইমেজ রেকর্ড করবে।'
বিভিন্ন দিক থেকে অনেক গুলো ছবি তুলল সে, তারপর বলল, 'দাঁড়াও! উপরে উঠতে হবে। সাহায্য করো, জেনভ।'
পেলোরেট সাথে সাথে হাত দিয়ে স্টিরাপ তৈরি করল কিন্তু মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'আমার ওজন রাখতে পারবে না। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে বস।'
বেশ কষ্ট করে বসতে পারল পেলোরেট, ক্যামেরা আবার ভেতরে রেখে ট্র্যাভিজ একই রকম কষ্ট করে পেলোরেটের কাঁধে উঠল, সেখান থেকে মূর্তির পাদানিতে চড়ল। তারপর মূর্তির ভাঁজ করা হাঁটুতে ভর দিয়ে হাতবিহীন কাঁধ ধরল। অমসৃণ বুকে গোড়ালির ভর দিয়ে চড়ে বসল কাঁধে। যে মানুষগুলো দীর্ঘদিন আগে মারা গেছে তারা কোনো উদ্দেশ্যে এই মূর্তি তৈরি করেছিল। নিশ্চয়ই তাদের কাছে ট্র্যাভিজের এই আচরণ চরম অপমানের মতো। এই চিন্তা করেই একটু হালকাভাবে বসার চেষ্টা করছে সে।
'তুমি পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে।' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল পেলোরেট।
'পড়ব না,' কথার সাথে সাথে ক্যামেরা ফোকাস করল ট্র্যাভিজ। আরো অনেকগুলো ছবি তুলল তারপর আগের মতো সাবধানে নেমে এল পাদানিতে।

www.boiRboi.blogspot.com

সেখান থেকে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে, আর যেন সেটারই প্রয়োজন ছিল। লাফিয়ে নামার ফলে যে কম্পন তৈরি হলো তাতে মূর্তির অক্ষত হাতটাও ভেঙে পড়ল এবং পায়ের দিক থেকে লাফিয়ে উঠল একগাদা পাথর টুকরো। কিন্তু কোনো শব্দ হয়নি।
জমে গেছে ট্র্যাভিজ, তার প্রথম চিন্তাই ছিল ওয়াচম্যান দেখার আগেই কোথাও লুকাতে হবে। আশ্চর্য, ভাবল সে, এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে—যখন হাত থেকে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস ভেঙে যায়। অল্প সময়ের ভাবনা, কিন্তু দাগ কেটে দিল মনে।
পেলোরেটের গলা কেমন ফাঁকা শোনালো, যেন তার চোখের সামনে কেউ অসামান্য একটা শিল্পকর্ম নষ্ট করে ফেলেছে। তবে সামলে নিতে পারল। 'ঠিক-ঠিক আছে, গোলান। এমনিতেই ভেঙে পড়ত।'
পাদদেশের কাছে ছড়ানো টুকরোগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে যেন ভেঙে পড়ার কারণ বর্ণনা করবে, বড় একটা পাথর খণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গোলান, এদিকে এস।'
ট্র্যাভিজ কাছে যেতেই পেলোরেট যে পাথর খণ্ড দেখালো নিঃসন্দেহে সেটা মূর্তির কাঁধের সাথে জোড়া দিয়ে রেখেছিল। 'এটা কী?' জিজ্ঞেস করল সে।
আঁশের মতো উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের কী যেন রয়েছে। স্পেসস্যুট দিয়ে ঢাকা আঙুল দিয়ে ঘষা দিতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।
'শেওলা মনে হচ্ছে।' বলল ট্র্যাভিজ।
'মাইণ্ড বিহীন যে জীবনের কথা বলেছিলে?'
'কতটুকু মাইণ্ড বিহীন ঠিক বলতে পারব না, ব্লিস বলতে পারবে, এবং মনে হয় বলবে যে এর কনশাসনেস আছে-কিন্তু সেতো বলে যে সামনের ঐ পাথরটারও কনশাসনেস আছে।'
'তোমার কি মনে হয় শেওলার কারণে পাথরগুলো ভেঙে পড়ছে?'
'কোনো না কোনো ভূমিকা তো আছেই। এই গ্রহে সূর্যের আলোর অভাব নেই, সামান্য পানি আছে। বায়ুমণ্ডলের অর্ধেক জলীয় বাষ্প। বাকি অংশ নাইট্রোজেন এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস। কার্বন-ডাই অক্সাইড নেই বললেই চলে। সবাই ধরে নেবে এখানে কোন উদ্ভিদ নেই—কিন্তু কার্বন-ডাই অক্সাইডের মাত্রা কম হওয়ার কারণ তা পাথরের সাথে মিশে আছে। এখন যদি পাথরে সামান্য কার্বনেট থাকে তবে শেওলা কোনো ধরনের এসিডের সাহায্যে পাথরের ভেতর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করবে।'
'চমৎকার।'
'নিঃসন্দেহে। তারচেয়েও চমৎকার হচ্ছে স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোর কো-অর্ডিনেটস। কিন্তু আমরা চাই পৃথিবীর কো-অর্ডিনেটস। এখানে না থাকলে বিল্ডিঙের অন্য কোথাও আছে—অথবা অন্য কোনো বিল্ডিঙে। এসো জেনভ।'
'কিন্তু—'

'না, না। পরে কথা বলব। প্রথমে কী পাই সেটা দেখতে হবে। তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।' ডান হাতের দস্তানার উল্টোদিকে ছোট টেম্পারেচার রিডিং দেখে বলল ট্র্যাভিজ। 'এসো, জেনভ।'

মৃদু পায়ে হাটছে অভিযাত্রীরা। যদিও শব্দ হচ্ছে না বা কেউ নজর রাখছে না। কিন্তু তারা একটু লজ্জিত। ভাইব্রেশনের মাধ্যমে আর কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই।

পায়ের আঘাতে ধুলো উড়ছে। যদিও বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারছে না পাতলা বাতাসের কারণে, পেছনে পায়ের ছাপ থেকে যাচ্ছে।

অনুজ্জ্বল কোণগুলোতে যখন তখন চোখে পড়ছে শেওলা। যদিও নিচু স্তরের জীবন, কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে, নিষ্প্রাণ, নিঃস্তব্ধ, মৃতগ্রহে হেটে বেড়ানোর শ্বাসরুদ্ধকর অনুভূতি থাকছে না, বিশেষ করে চারদিকের কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে যে এটা একসময় ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

তারপর পেলোরেট বলল, 'আমার মনে হয় এটা লাইব্রেরি।'

কৌতূহলী হয়ে চারপাশে তাকাল ট্র্যাভিজ। অনেকগুলো সেলফ, আরেকটু তীক্ষ্ণ চোখে তাকানোর পরে যা দেখল সেগুলো প্রথমে মনে হলো কারুকাজ, তারপর ভাবল বুক ফিল্ম হলেও হতে পারে। সতর্কভাবে একটা হাতে নিল। পাতলা ভঙ্গুর ধারক। বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে ডালা খুলল, আরো পাতলা এবং আরো ভঙ্গুর। যদিও পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন মনে করল না।

'অবিশ্বাস্য রকম প্রাচীন।'

'হাজার বছরের পুরোনো,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে পেলোরেট বলল, যেন অপ্রতিরোধ্য প্রযুক্তির অভিযোগ থেকে প্রাচীন মেলপোমিনিয়াকে রক্ষার চেষ্টা করছে।

ট্র্যাভিজ ডিস্কের মাঝখানে চমৎকার বিন্যাসে খোদাই করা বর্ণগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি শিরোনাম? কী লিখেছে?'

পড়ে দেখল পেলোরেট। 'ঠিক নিশ্চিত নই, ওল্ড ম্যান। একটা শব্দের অর্থ মনে হচ্ছে অণুজীব। সম্ভবত "মাইক্রো-অর্গানিজম"। আমার ধারণা এগুলো টেকনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টার্ম, স্ট্যাণ্ডার্ড গ্যালাকটিকেও আমি সেটা বুঝব না।'

'সম্ভবত। এবং বুঝতে পারলেও কোনো লাভ হবে না। জীবাণুর প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। –একটা কাজ করো, জেনভ। বইগুলোর দিকে এক পলক তাকিয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু পাও কিনা দেখ। ততক্ষণে আমি বুক ভিউয়ারগুলো একটু দেখি।'

'ওগুলো বুক ভিউয়ার?' অবাক হয়ে বলল পেলোরেট। উবু হয়ে বসলে যেমন দেখায় সেরকম ত্রিকোণ কাঠামো, চূড়ায় একটা তীর্যক স্ক্রিন এবং বাঁকানো সমতল অংশ যেখানে হাত বা ইলেকট্রো নোটপ্যাড রাখা হতো–অবশ্য মেলপোমিনিয়ায় এধরনের জিনিস ছিল কি না বলা যাবে না।

'এটা যদি লাইব্রেরি হয়,' ট্র্যাভিজ বলল, 'কোনো না কোনো ধরনের বুক ভিউয়ার থাকতে বাধ্য, আমার মন বলছে এগুলোই সেই জিনিস।'

www.boiRboi.blogspot.com

আলতো ভাবে স্ক্রিনের উপর থেকে ধুলো মুছল সে, তারপরেও আস্ত থাকায় স্বস্তি পেল, যে পদার্থ দিয়ে জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছে তার স্পর্শে সেগুলো ভেঙে পড়েনি। হালকাভাবে একটার পর একটা বোতাম টিপতে লাগল, লাভ হলো না। পর পর কয়েকটা বুক-ভিউয়ার চালানোর চেষ্টা করে ফল হল একই।

অবাক হয়নি সে। বিশ হাজার বছর পরে এগুলো কাজ করলেও পাওয়ার আসবে কোত্থেকে। সংরক্ষিত এনার্জি সবসময়ই ক্ষয় হয়। ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। এটা থার্মোডাইন্যামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র।

পেলোরেট ডাকল পেছন থেকে, 'গোলান?'

'হ্যাঁ।'

'একটা বুক ফিল্ম পেয়েছি—'

'কী ধরনের?'

'আমার ধারণা এটা স্পেস ফ্লাইটের ইতিহাস।'

'দারুণ—কিন্তু ভিউয়ার না চালাতে পারলে কোনো লাভ হবে না।' হতাশায় হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করল সে।

'ফিল্মটা জাহাজে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমাদের ভিউয়ারে কীভাবে ঢোকাবো আমি জানি না। স্ক্যানার সিস্টেমেও ফিট করা যাবে না।'

'কিন্তু এর কি কোনো প্রয়োজন আছে, গোলান? যদি আমরা—'

'আসলেই প্রয়োজন আছে, জেনভ। এখন বাধা দিও না। কী করা যায় ভাবছি। ভিউয়ারে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের চেষ্টা করতে পারি। সম্ভবত সেটাই প্রয়োজন।'

'কোত্থেকে পাওয়ার আনবে?'

'বেশ–' অস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল ট্র্যাভিজ। ব্লাস্টার রেখে দিয়ে নিউরোনিক হুইপ খুলল। অস্ত্রটার এনার্জি সাপ্লাই লেভেল ম্যাক্সিমামে আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ভিউয়ারের পেছনে গেল সে। ঠেলা দিয়ে সামনে আনল। অনেক গুলো তার। দেয়াল থেকে যেটা বেড়িয়েছে নিঃসন্দেহে সেটাই পাওয়ার সাপ্লাই করে। প্রথমে আস্তে তারপর জোরে তার ধরে টানল। দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে দেখল। বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না।

মেঝেতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সেই সাথে ক্যাবল উঠে এল তার সাথে। কীভাবে দেয়াল থেকে ক্যাবল খুলে গেল বুঝতেই পারল না সে। ছিঁড়েছে বলে মনে হলো না, কারণ শেষ মাথা মসৃণ, দেয়ালের মেঝেতে যেখানে ক্যাবল ঢোকানো ছিল সেখানে মসৃণ দাগ।

'গোলান, আমি–' নরম সুরে বলল পেলোরেট।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'এখন না, জেনভ। প্লিজ!'

হঠাৎ করেই বা হাতের দস্তানায় সবুজ রঙের কিছু পদার্থ চোখে পড়ল। সম্ভবত ভিউয়ারের পেছন থেকে শেওলা লেগেছে। দস্তানা কিছুটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে, কিন্তু শুকিয়ে গেল দ্রুত, সবুজ রঙ পাল্টে চোখের সামনেই হয়ে গেল বাদামি।

আবার ক্যাবলের বিচ্ছিন্ন মাথার দিকে গভীর মনযোগ দিল। মেঝেতে বসে নিউরোনিক হুইপের পাওয়ার ইউনিট খুলল। তারের একমাথা মুক্ত করে ঢোকাতে লাগল সাবধানে, না থামা পর্যন্ত ঢুকিয়ে গেল। আলতোভাবে টেনে দেখল শক্ত হয়েছে কিনা।

'জেনভ,' বলল সে, 'তুমি অনেক ধরনের বুক ফিল্ম নিয়ে কাজ করেছ। চেষ্টা করে দেখ এটা ভিউয়ারে ঢোকাতে পারো কিনা।'

'তার কি আসলে কোনো প্র—'

'প্লিজ, জেনভ, তুমি বারবার অবান্তর প্রশ্ন করছ। হাতে বেশি সময় নেই। রাত নামার আগেই ফিরতে হবে। নইলে ঠাণ্ডায় জমে মরব।'

'এভাবেই ঢোকানো উচিত। কিন্তু–'

'ঠিক আছে। যদি এটা স্পেস-ফ্লাইটের ইতিহাস হয় তাহলে পৃথিবীর কথা দিয়ে শুরু হবে, কারণ মহাকাশ ভ্রমণের জন্ম হয় পৃথিবীতে। এখন দেখা যাক এটা কাজ করে কিনা।'

কাঁপা হাতে ভিউয়ারে বুক ফিল্ম ঢুকিয়ে নির্দেশনার জন্য কন্ট্রোলে চোখ বুলাল পেলোরেট।

নিজের অস্থিরতা কমানোর জন্য নিচু স্বরে কথা বলল ট্র্যাভিজ, 'আমার ধারণা এই গ্রহেও রোবট ছিল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর পাওয়ার সাপ্লাই অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার চালু করলেও ব্রেইন কাজ করবে কি? গিয়ার বা লিভার হয়তো হাজার বছর টিকবে। কিন্তু ব্রেইনের সাব এটমিক মাইক্রোসুইচ টিকবে? নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে, আর চালু থাকলেই বা পৃথিবীর ব্যাপারে কি বলতে পারবে। কত দূর—'

'ভিউয়ার কাজ করছে, ওল্ড চ্যাপ। দেখ।' পেলোরেট বলল।

অস্পষ্ট আলো জ্বলে উঠল। কাঁপতে লাগল বুক ভিউয়ার। ঝাপসা, কিন্তু ট্র্যাভিজ নিউরোনিক হুইপের পাওয়ার বাড়ানোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পাতলা বাতাস সূর্যের আলো দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলে ঘরের ভেতর অন্ধকার এবং ছায়াময়। তুলনামূলকভাবে স্ক্রিন বেশি উজ্জ্বল। এখনও কাঁপছে, মাঝে মাঝে কম্পিত ছায়া পড়ছে।

'ফোকাস করতে হবে।' বলল ট্র্যাভিজ।

'জানি না,' পেলোরেট বলল, 'কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারব না।'

স্ক্রিনে ছায়া পড়েই দ্রুত সরে যাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা ঝাপসা প্রিন্ট দেখা গেল। তারপর এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়েই ঝাপসা হয়ে গেল আবার।

'ওই জায়গাটা ফিরিয়ে আনো, জেনভ।'

পেলোরেট এরই মধ্যে চেষ্টা শুরু করেছে। অনেক কসরত করে উজ্জ্বল অংশটুকু ফিরিয়ে আনল।

www.boiRboi.blogspot.com

আগ্রহের সাথে পড়ার চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ। তারপর হতাশ সুরে বলল, 'তুমি পড়তে পারছ, জেনভ।'

'পুরোটা না,' স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে পেলোরেট বলল। 'তবে এতটুকু বলতে পারি এখানে সোলারিয়ার কথা বলা হয়েছে। আমার ধারণা প্রথম হাইপার স্পেসাল এক্সপিডিশনের কথা লেখা আছে। পুরো বর্ণনা স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো নিয়ে গোলান। পৃথিবীর কোনো কথা নেই।'

'থাকবে না,' তিক্ত সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'এই গ্রহ, ট্র্যানটর সব জায়গা থেকে তথ্যগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বন্ধ করে দাও।'

'সেটা কোনো ব্যাপার না—'

'কারণ আমরা অন্য লাইব্রেরিতে খুঁজতে পারি? সেখানেও থাকবে না। তুমি জানো–' কথা বলার সময় পেলোরেটের দিকে তাকিয়েছিল ট্র্যাভিজ, এখন তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আতঙ্ক। 'তোমার ফেসপ্লেটের কী হয়েছে?' সে জিজ্ঞেস করল।

দস্তানা পড়া হাতে ফেসপ্লেট স্পর্শ করে, আবার সরিয়ে আনল পেলোরেট। 'কী এগুলো?' হতভম্ব গলায় বলল সে। তারপর ট্র্যাভিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ফেস প্লেট কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে, গোলান।'

নিজের অজান্তেই আয়নার জন্য চারপাশে তাকালো ট্র্যাভিজ, কিন্তু নেই। থাকলেও লাভ হতোনা, কারণ ঘর অন্ধকার। 'সূর্যের আলোর কাছে চলো।'

প্রায় টেনেহিঁচড়ে পেলোরেটকে সে কাছাকাছি জানালার কাছে নিয়ে গেল। স্পেস স্যুটের প্রতিরোধ সত্ত্বেও পিঠে গরম লাগছে।

'চোখ বন্ধ করে সূর্যের দিকে তাকাও, জেনভ।' সে বলল।

ফেস প্লেটে যা ছিল সাথে সাথে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। স্যুটের ধাতব বুনটের সাথে যেখানে ফেস প্লেট মিশেছে সেখানে শেওলা জমেছে, সবুজ আঁসে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। জানে নিজের ফেসপ্লেটেরও একই অবস্থা।

পেলোরেটের ফেস প্লেটের উপর আঙুল ঘষল সে, সবুজ রঙের গুঁড়ো পদার্থ আঙুলের সাথে উঠে এল। সূর্যের তাপে শেওলা দ্রুত শুকিয়ে বাদামি রং ধরছে। এবার সে ফেসপ্লেটের কোণাগুলোতে আরো জোরে ঘষল।

'আমারটাও পরিষ্কার করে দাও, জেনভ। তারপর চলো ফিরে যাই। এখানে আর কিছু করার নেই।'

নিষ্প্রাণ বায়ুশূন্য শহরে সূর্য তার সব শক্তি দিয়ে তাপ ছড়াচ্ছে। পাথুরে ভবনগুলোতে আলো প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। যত দূর সম্ভব ছায়ার ভেতর দিয়ে হাটছে ট্র্যাভিজ। একটা ভাঙা দেয়ালের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনল। ফিসফিস করে বলল, 'শেওলা।' এগিয়ে গিয়ে আঙুলটা সূর্যের আলোতে বাড়িয়ে ধরল।

'কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব কম।' সে বলল, 'ফলে যেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাচ্ছে সেখানেই শেওলা জন্মাচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে একটা প্রধান

উৎস, সম্ভবত এই মৃত গ্রহের যে-কোনো উৎস থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী এবং আমার ধারণা ফেস প্লেট যেখানে জোড়া লাগানো হয়েছে সেখান থেকেই গ্যাস লিক করছে।'

'তাই সেখানে শেওলা জন্মাচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

ফেরার পথ মনে হলো অনেক দীর্ঘ, আর সকালের তুলনায় এখন গরমটাও বেশি। তবে পৌঁছে দেখল মহাকাশযান এখনও ছায়ার ভেতর রয়েছে।

'দেখ!' বলল পেলোরেট।

ট্র্যাভিজ দেখল। মেইনলকের কিণারাগুলোতে সবুজ শেওলার সরল রেখা।

'আরো লিকেজ,' বলল পেলোরেট।

'হ্যাঁ, কিন্তু অল্প পরিমাণে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এমন ঘটনা আমি কখনো দেখিনি। শেওলার বীজ নিশ্চয়ই সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে এবং যেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাচ্ছে সেখানেই শিকড় গজাচ্ছে।' রেডিও মহাকাশযানের ওয়েভলেংথে সেট করে ব্লিসকে ডাকল সে, 'ব্লিস, শুনতে পারছো।'

ব্লিসের জবাব শুনতে পারলো দুজনেই, 'হ্যাঁ। ভেতরে আসার জন্য তৈরি? কোনো সুখবর?'

'আমরা দরজার ঠিক বাইরেই আছি। কিন্তু দরজা খুলবে না। আমরা বাইরে থেকে খুলব। আবার বলছি, তুমি দরজা খুলবে না।'

'কেন?'

'ব্লিস, যা বলছি তাই করো। পরে বুঝিয়ে বলব।'

ব্লাস্টার বের করে সাবধানে পাওয়ার সর্বনিম্ন মাত্রায় নির্দিষ্ট করল ট্র্যাভিজ। অনিশ্চিত বোধ করছে, এর আগে কখনো এত কম পাওয়ারে চালায়নি। চারপাশে তাকিয়ে পরীক্ষা করার মতো সেরকম কিছু খুঁজে পেল না।

অনেকটা বেপরোয়া হয়ে যে পাহাড়ের গোড়ায় ফার স্টার দাঁড়িয়ে আছে তার চূড়ার দিকে লক্ষ্য স্থির করে ফায়ার করল। লক্ষ্য বিন্দু বিস্ফোরিত হলো না, তবে মানসচক্ষে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেল। তারপর ধারণা করল মহাকাশযানের হাল যে-কোনো বিপদ ঠেকানোর জন্য পাহাড়ের মতোই শক্ত হবে। মেইন লকের প্রান্তভাগের দিকে ব্লাস্টার ঘুরিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে ফায়ার করল সে।

কয়েক সেন্টিমিটার অংশের সবুজ শেওলা সাথে সাথে বাদামি হয়ে গেল হাত দিয়ে ঝাড়তেই ঝরে পড়ল বাদামি অংশটুকু।

'কাজ হচ্ছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'হচ্ছে।' ট্র্যাভিজ বলল।

মেইনলকের চারদিকের প্রান্তভাগে ব্লাস্টারের রশ্মি ছোড়ার পর সবুজ রং অদৃশ্য হয়ে গেল। থাবা দিয়ে ভাইব্রেশন তৈরি করল যেন বাদামি ধুলো ঝরে পড়ে—এত মিহি ধুলো যে পাতলা বাতাসে ও গ্যাসের মতো অনেকক্ষণ ভেসে থাকল।

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার মনে হয় এবার খোলা যায়,' সেই সাথে কবজির কন্ট্রোলের বোতাম টিপে ভেতরে সংকেত পাঠিয়ে ওপেনিং মেকানিজম চালু করল। মেইন লক অর্ধেক খুলতেই পেলোরেটকে বলল, 'জলদি, জেনভ। দেরি করোনা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ো।'

নিজেও ঢুকল পেছন পেছন, দরজার কোণায় যেখানে পা ফেলেছে সেখানে লক্ষ্য স্থির করে ফায়ার করল। তারপর মেইনলক বন্ধ করার সংকেত পাঠাল, পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চালু রাখল ব্লাস্টার।

'আমরা ভেতরে ঢুকেছি, ব্লিস। এখানে কিছুক্ষণ থাকব। তুমি কিছু করবে না।'

'আমাকে কিছু সূত্র দাও।' বলল ব্লিস। 'তোমাদের কোনো বিপদ হয়নি তো? পেল কেমন আছে?'

'আমি এখানে, ব্লিস, এবং পুরোপুরি নিরাপদ। চিন্তা করো না।'

'শুনেছি, পেল, তবে পরে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আশা করি তুমি সেটা জানো।'

'কথা দিচ্ছি,' বলল ট্র্যাভিজ। আলো জ্বেলে পেলোরেটকে বলল, 'এখান থেকে গ্রহের সব বাতাস পাম্প করে বের করে দেব, একটু অপেক্ষা করো।'

'মহাকাশযানের বাতাসের কী হবে? সেটা ঢুকতে দেবে?'

'এখনই না। আমিও তাড়াতাড়ি স্পেস স্যুট খুলে ফেলতে চাই, জেনভ। কিন্তু তার আগে যদি কোনো জীবাণু আমাদের সাথে আসে সেটা দূর করতে হবে।'

আলো কম। সেই অবস্থাতেই ট্র্যাভিজ দরজার ভেতর দিকে, মেঝেতে, দেয়ালের উপর থেকে নিচে ব্লাস্টারের রশ্মি স্প্রে করল।

'এবার তুমি, জেনভ।'

অস্বস্তি নিয়ে তাকাল পেলোরেট, ট্র্যাভিজ বলল, 'একটু গরম লাগবে, তার বেশী কিছু না। খারাপ লাগলে সাথে সাথে বলবে।'

অদৃশ্য রশ্মি প্রথমে ফেসপ্লেট তারপর ধীরে ধীরে স্পেসস্যুটের প্রতি ইঞ্চি জায়গার উপর ফেলল সে। ফিসফিস করে বলল, 'হাত তোল, জেনভ। আমার কাঁধে ভর দিয়ে এক পা তোল—এবার অন্যটা। গরম লাগছে বেশি?'

'এখানে তো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে না।' বলল পেলোরেট।

'বেশ, নিজের তৈরি ওষুধ পরখ করে দেখি। আমার উপর চালাও।'

'আমি কখনো ব্লাস্টার চালাইনি।'

'চালাতে হবে। এভাবে মুঠ করে ধরো, বুড়ো আঙুল দিয়ে ছোট বোতামটায় চাপ দাও—আর ব্লাস্টার শক্ত হাতে ধরে রাখবে। ঠিক আছে। —এবার আমার ফেস প্লেটের উপর ঘোড়াও। ধীরে, ধীরে, জেনভ, এক জায়গায় বেশিক্ষণ ধরে রাখবে না। বাকি হেলমেটের উপর, চোয়াল, ঘাড়।'

পুরো শরীর গরমে ঘেমে না উঠা পর্যন্ত নির্দেশনা দিয়ে গেল ট্র্যাভিজ। তারপর ব্লাস্টার হাতে নিয়ে এনার্জি লেভেল দেখল।

'অর্ধেকের বেশি শেষ হয়েছে,' বলল সে, এবং ভেতরের দেয়ালে রশ্মি ছুঁড়ল, সামনে পেছনে, উপরে নিচে এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ দিল না, চার্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছুঁড়ে গেল।

পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরই ট্র্যাভিজ মহাকাশযানের ভেতরে ঢোকার দরজা খোলার সংকেত দিল। ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাস এবং দরজা খোলার হিস্ শব্দটাকে সে স্বাগত জানাল খুশিমনে। হয়তো কল্পনা, সাথে সাথে ঠাণ্ডা অনুভব করল সে। কল্পনা হোক আর যাই হোক এই অনুভূতিকেও সে খুশি মনে স্বাগত জানাল।

'স্পেস স্যুট খুলে এখানেই রেখে যাও, জেনভ।'

'কিছু মনে করো না,' বলল পেলোরেট, 'সব কিছুর আগে আমার দরকার গোসল।'

'সব কিছুর আগে না। সত্যি কথা বলতে কি, সবার আগে এমনকি ব্লাডার খালি করার আগে তোমাকে ব্লিসের সাথে কথা বলতে হবে।'

ব্লিস অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য, চেহারায় উদ্বেগ। তার পেছন থেকে উঁকি মারছে ফেলম। শক্ত করে ব্লিসের ডান হাত জড়িয়ে রেখেছে।

'কী ঘটেছে?' কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল ব্লিস। 'এমন করছ কেন তোমরা?'

'জীবাণুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।' শুকনো গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন চালু করতে হবে। কালো গ্লাসগুলো নামিয়ে দাও। দেরি করো না।'

আলোকিত দেয়ালের সাথে অতিবেগুনি রশ্মি যোগ হয়ে উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তুলল। একে একে পরনের ঘামে ভেজা সব পোশাক খুলে ফেলল ট্র্যাভিজ। বিভিন্নভাবে নেড়ে চেড়ে শুকিয়ে নিল।

শুধু একটু সতর্কতা,' বলল সে। 'তুমি ও করো, জেনভ, আর ব্লিস আমাকে সব কাপড় খুলে ফেলতে হবে। তোমার অস্বস্তি লাগলে পাশের ঘরে চলে যেতে পারো।'

ব্লিস বলল, 'অস্বস্তি লাগবে না বিব্রতও হব না। তুমি দেখতে কেমন সেই সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা আছে। এবং অবশ্যই নতুন কিছু দেখাতে পারবে না। –কী ধরনের জীবাণু।'

'খুবই ছোট,' যতদূর সম্ভব নিরাসক্ত গলায় বলার চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ। 'তবে আমার ধারণা মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।'

শেষ হলো সব। অতিবেগুনি আলো তার কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করল। ফার স্টারে প্রথম উঠার পর জটিল ফিল্ম এবং ইন্সট্রাকশন থেকে সে জেনেছিল অতিবেগুনি আলো জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

মহাকাশ যান আকাশে উড়ল, এবং ট্র্যাভিজ এমনভাবে চালাচ্ছে যেন কোনো ক্ষতি না করে মেলপোমিনিয়ার সূর্যের খুব কাছে থাকা যায়। এদিকে সেদিকে বারবার ঘুরিয়ে মহাকাশযানের পুরো সারফেস অতিবেগুনি রশ্মিতে ভিজিয়ে নিচ্ছে।

সবার শেষে স্পেস স্যুট দুটো উদ্ধার করে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ট্র্যাভিজ।

www.boiRboi.blogspot.com

'এত ঝামেলা,' বলল ব্লিস, 'শুধু শেওলার জন্য। একথাই তো বলেছিলে, ট্র্যাভিজ? শেওলা?'

'বলেছিলাম। কারণ সবার আগে এই শব্দটাই মাথায় এসেছে। যদিও আমি উদ্ভিদবিজ্ঞানী নই। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এগুলো গাঢ় সবুজ এবং খুবই অল্প পরিমাণে আলোক শক্তি ব্যবহার করে।'

'অল্প পরিমাণে করে কেন?'

'শেওলা অতিবেগুনি রশ্মি বা সামান্য আলোও সহ্য করতে পারে না। এগুলোর বীজ সবখানেই ছড়ানো, অথচ জন্মায় শুধু দেয়ালের ফাঁকে বা ছাদের অন্ধকার লুকনো স্থানে যেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উৎস আছে, ছড়ানো ছিটানো আলোক কণা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে।'

'এবং তোমার ধারণা এগুলো বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক হতে পারে। আমরা যদি কোনো বীজ নিয়ে আসি এখানে প্রচুর পানি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাবে।'

'মাত্র ০.০৩ পারসেন্ট।'

'যথেষ্ট। আমাদের নাকের ফুটো বা চামড়ায় যদি শেওলা জন্মায়? যদি আমাদের খাবার নষ্ট করে ফেলে? যদি কোনো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করে? কয়েকটা বীজ থাকলেই যথেষ্ট। আমরা যেখানে যাবো সেখানেই ছড়িয়ে পড়বে। কী পরিমাণ ক্ষতি করবে কে বলতে পারে।'

মাথা নাড়ল ব্লিস, 'জীবনের প্রকৃতি ভিন্ন হলেই বিপজ্জনক হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'এটা গায়ার কথা।' বলল ট্র্যাভিজ।

'অবশ্যই, কিন্তু আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি। শেওলাগুলো এই গ্রহের স্বল্প আলো এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডে অভ্যস্ত। হয়তো অতিরিক্ত আলো এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড সেগুলোকে মেরে ফেলবে। হয়তো মেলপোমিনিয়া ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে এগুলো বাঁচে না।'

'তুমি চাও আমি একটা সুযোগ নিই?'

কাঁধ নাড়ল ব্লিস। 'বেশ, তোমার ব্যাপারটাও আমি বুঝেছি। যা করেছ আইসোলেট হিসেবে হয়তো অন্য কোনো উপায় ছিল না।'

হয়তো উত্তর দিত ট্র্যাভিজ, কিন্তু এই সময় তীক্ষ্ণ গলায় নিজের ভাষায় কথা বলে উঠল ফেলম।

পেলোরেটকে জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ, 'মেয়েটা কী বলছে?'

'ফেলম বলছে—'

একটু দেরি হলেও ফেলমের মনে পড়ল যে তার নিজের ভাষা কেউ বুঝবে না। তাই আবার বলল, 'তুমি যেখানে গিয়েছিলে সেখানে জেম্বি আছে?'

শব্দের উচ্চারণ হলো নিখুঁত, এবং ব্লিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'খুব ভালো গ্যালাকটিক বলতে পারে এখন, তাই না? এবং দ্রুত।'

'আমি সব গুলিয়ে ফেলব, তুমি ওকে বুঝিয়ে বল ব্লিস যে এই গ্রহে আমরা কোনো রোবট দেখিনি।'

'আমি বুঝিয়ে বলছি,' বলল পেলোরেট। 'এস ফেলম।' হালকাভাবে বাচ্চাটার কাঁধে একটা হাত রাখল পেলোরেট, 'ঘরে চলো, পড়ার জন্য তোমাকে একটা বই দিচ্ছি।'

'বই? জেম্বির কথা থাকবে?'

'ঠিক সেরকম না–' দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

'তুমি জানো,' ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল ট্র্যাভিজ, 'এই শিশুর সেবা যত্ন করে সময় নষ্ট করছি আমরা।'

'সময় নষ্ট? ও তোমার অনুসন্ধানে কোনো বাধা দিয়েছে, ট্র্যাভিজ?–দেয়নি। বরং তার সাথে আমাদের যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে। এগুলো কি কিছুই না?'

'আবারও গায়া কথা বলছে।'

'হ্যাঁ, এবার তা হলে বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করো। তিনটা স্পেসার ওয়ার্ল্ড আমরা ভ্রমণ করেছি কিন্তু পাইনি কিছুই।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'খাঁটি কথা।'

'সত্যি কথা বলতে কি প্রতিটা গ্রহই ছিল বিপজ্জনক, তাই না? অরোরাতে ছিল হিংস্র বন্য কুকুর; সোলারিয়ায় অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক মানুষ; মেলপোমিনিয়ায় বিপজ্জনক শেওলা। এটা পরিষ্কার কোনো গ্রহকে তার নিজস্ব প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে সেখানে মানুষ থাক বা না থাক, সেটা ইন্টারস্টেলার কমিউনিটির জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠে।'

'এগুলোকে তুমি সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরতে পার না।'

'তিনটার মধ্যে তিনটাই আমার ধারণার সাথে মিলে যায়, সত্যি প্রভাবিত করার মতো।'

'কীভাবে তোমাকে প্রভাবিত করেছে, ব্লিস?'

'বলছি। দয়া করে খোলা মন নিয়ে শোন। যদি বাস্তবে যেমন দেখা যায় সেরকম ভাবে শুধুমাত্র আইসোলেটদের নিয়ে লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ে উঠে তা হলে মানুষ তার প্রাধান্য বিস্তার করে নন-হিউম্যান লাইফ ফর্ম, নিষ্প্রাণ ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো এবং এমনকি একে অন্যের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে গ্যালাক্সি হবে খুবই প্রাচীন, ভঙ্গুর এবং অকার্যকর একটা গ্যালাক্সিয়া। আমি কি বোঝাতে চাই তুমি ধরতে পেরেছ?'

'তুমি কি বলার চেষ্টা করছ সেটা আমি ধরতে পেরেছি–কিন্তু তার মানে এই না যে তোমার কথা আমি মেনে নেব।'

'শুধু শুনে যাও। মানা না মানা তোমার ব্যাপার, কিন্তু শোন। গ্যালাক্সিকে কার্যকর রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে ছদ্ম-গ্যালাক্সিয়া। ছদ্মবেশ যত কম হবে, গ্যালাক্সিয়া তত উন্নত হবে। গ্যালাকটিক এম্পায়ার ছিল ছদ্ম-গ্যালাক্সিয়া তৈরির

www.boiRboi.blogspot.com

শক্তিশালী পদক্ষেপ। যখন সেটা ভেঙে পড়ে, দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতা দেখা দেয় তখন ছদ্ম-গ্যালাক্সিয়াকে শক্তিশালী করার অনেকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপ তৈরি হয়। ফাউণ্ডেশন কনফেডারেশন, মিউলের সাম্রাজ্য বা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন-এর পরিকল্পিত এম্পায়ার সেধরনেরই কিছু পদক্ষেপ। কিন্তু এধরনের এম্পায়ার বা কনফেডারেশন না থাকলেও, পুরো গ্যালাক্সিতে বিশৃঙ্খলা থাকার পরও তার ভেতর একটা সম্পর্ক থাকত, প্রতিটি বিশ্ব যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া করত। সেটাও এতটা খারাপ হতো না।'

'তা হলে সবচেয়ে খারাপটা কী?'

'উত্তরটা তোমার জানা আছে, ট্র্যাভিজ। নিজেই দেখেছ। যদি মানুষের কোনো বসতি গ্রহের ভারসাম্য পুরোপুরি ভেঙে পড়ে সেটা হবে সত্যিকারের আইসোলেট, আর যদি অন্যান্য গ্রহের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় সেটা বেড়ে উঠবে- বিষফোড়ার মতো।'

'ক্যান্সার!'

'হ্যাঁ। সোলারিয়ার ব্যাপারটা ঠিক তাই। সে অন্য সব গ্রহের বিরুদ্ধে। এমনকি অধিবাসীরাও একে অপরের বিরুদ্ধে। এবং যদি সব মানুষ একসাথে অদৃশ্য হয়ে যায় শৃঙ্খলার সর্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছে যাবে। ফলে একে অপরের বিরোধিতা অযৌক্তিকভাবে বেড়ে উঠবে, যেমন কুকুর বা এই গ্রহের শেওলা। বুঝতেই পারছ, আমরা গ্যালাক্সিয়ার যত কাছে পৌঁছব সমাজ ততো উন্নত হবে।'

বেশ কিছুক্ষণ ব্লিসের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ট্র্যাভিজ। 'আমি ভাবছি। কেন এই ধারনা আমার একপেশে মনে হচ্ছে; অর্থাৎ ক্ষুদ্র যদি ভালো হয় বৃহৎ হবে বেশি ভালো, এবং সব মিলিয়ে হবে আরো বেশি ভালো? তুমিই বলেছ যে এই শ্যাওলাগুলো যেহেতু অল্প কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সেহেতু যেখানে এই গ্যাসের প্রাচুর্য আছে সেখানে এগুলো বাঁচতে পারবে না। এক মিটার লম্বা মানুষের থেকে দুই মিটার লম্বা মানুষ ভালো; অন্য দিকে তিন মিটার লম্বা মানুষের থেকেও ভালো। একটা ইঁদুর যদি হাতির সমান বা একটা হাতি যদি ইঁদুরের মতো হয়, তা হলে কি বাঁচতে পারবে?

'প্রতিটা বস্তু সেটা নক্ষত্র বা পরমাণু যাই হোক না কেন তার স্বাভাবিক আকৃতি স্বাভাবিক জটিলতা এবং স্বাভাবিক গুণ থাকবে, কথাটা প্রাণী এবং তাদের সমাজের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমি বলছি না যে গ্যালাকটিক এম্পায়ার আদর্শ ছিল, এবং ফাউণ্ডেশন কনফেডারেশনের বেশ কিছু ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু আমি একথাও বলব না যে সামগ্রিক আইসোলেশন খারাপ এবং সামগ্রিক ইউনিফিকেশন ভালো। হয়তো দুটোই সমান খারাপ এবং পুরোনো গ্যালাকটিক এম্পায়ার যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন হয়তো এর বেশি কিছু করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে।'

মাথা নাড়ল ব্লিস। 'কথাটা বোধহয় তুমি নিজেও বিশ্বাস করো না, ট্র্যাভিজ। তুমি কি বলতে চাও ভাইরাস এবং মানুষ সমান পরিত্যাজ্য এবং একটা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকতে চায়–অনেকটা নরম ছাঁচের মতো।'

'না। বরং বলব যে ভাইরাস এবং সুপার হিউম্যান সমানভাবে পরিত্যাজ্য এবং একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নেওয়া উচিত—যেমন সাধারণ মানুষ—যাই হোক, তর্ক করে লাভ নেই। পৃথিবী পাওয়া গেলেই আমার সমস্যার সমাধান হবে। ব্লিস মেলপোমিনিয়াতে বাকি সাতচল্লিশটা স্পেসার ওয়ার্ল্ডের কো-অর্ডিনেটস পেয়েছি।'

'তুমি সবগুলোতেই যাবে?'

'প্রত্যেকটাতে, যদি যেতে হয়।'

'সবার জীবনের উপর ঝুঁকি নেবে?'

'হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়।'

ফেলমকে ঘরে রেখে ফিরে এল পেলোরেট। ব্লিস এবং ট্র্যাভিজের বাক্যবাণের মাঝখানে কিছু বলার চেষ্টা করল। মাথা একবার এদিক আরেকবার ওদিকে ঘোরাচ্ছে বারবার।

'কতদিন সময় লাগবে?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।'

'যতদিন লাগে, লাগুক,' বলল ট্র্যাভিজ, 'হয়তো পরবর্তী গ্রহেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবো।'

'অথবা কোথাও পাবো না।'

'অনুসন্ধান না করে বলা যাবে না।'

এইবার শেষ পর্যন্ত কথা বলতে পারল পেলোরেট। 'কিন্তু কেন খুঁজব, গোলান। উত্তর আমরা পেয়ে গেছি।'

পেলোরেটের দিকে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ট্র্যাভিজ, থেমে গেল আচমকা। ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'বলছি, উত্তরটা আমরা পেয়ে গেছি। মেলপোমিনিয়ায় কমপক্ষে পাঁচবার বলার চেষ্টা করেছি তোমাকে। কিন্তু নিজের কাজ নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত ছিলে–'

'কী উত্তর পেয়েছি? কী বলছ তুমি?'

'পৃথিবী। আমার ধারণা পৃথিবী কোথায় সেটা আমরা জানি এখন।'

www.boiRboi.blogspot.com

ষষ্ঠ পর্ব

আলফা

www.boiRboi.blogspot.com

১৬. বিশ্বসমূহের কেন্দ্র

চরম বিরক্তি নিয়ে পেলোরেটের দিকে তাকাল ট্র্যাভিজ। তারপর বলল, 'তুমি এমন কিছু দেখেছ যা আমি দেখিনি, অথচ বলনি আমাকে।'

'না,' হালকা চালে উত্তর দিল পেলোরেট। 'তুমিও দেখেছ এবং আমি অনেকবার তোমাকে বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুমি শুনতে চাওনি।'

'বেশ, আবার চেষ্টা করো।'

'ওকে ধমক দেবে না, ট্র্যাভিজ।' বলল ব্লিস।

'আমি ধমক দিচ্ছি না। শুধু প্রশ্ন করছি। আর তুমিও শিশুর মতো ওকে আগলে রাখার চেষ্টা করো না।'

'প্লিজ,' বলল পেলোরেট, 'ঝগড়া না করে আমার কথা শোন—মানুষের উৎস খুঁজে বের করার প্রথম প্রচেষ্টার কথা তোমার মনে আছে, গোলান? ইয়েরিফ প্রজেক্ট? বিভিন্ন গ্রহে বসতিস্থাপনের তারিখের সাহায্যে অনুসন্ধান, ধারণা করা হয়েছিল যে ওয়ার্ল্ড অব অরিজিন বা মূলগ্রহের চারপাশে সমানভাবে বসতি স্থাপন করা হয়। ফলে নতুন গ্রহ থেকে যত পুরোনো গ্রহে যাবো ততই আমরা ওয়ার্ল্ড অব অরিজিন-এর কাছাকাছি পৌছব।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'আমার যতদূর মনে আছে এই প্রজেক্ট সফল হয়নি, কারণ বসতি স্থাপনের তারিখ বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।'

'সেটা ঠিক, ওল্ড ফেলো। কিন্তু ইয়েরিফ যে গ্রহগুলো বেছে নিয়েছিল সেগুলো ছিল হিউম্যান রেস এর বসতি স্থাপনের যে স্রোত তার দ্বিতীয় পর্বের অংশ। সেই সময় হাইপার স্পেসাল ট্রাভেল অনেক অগ্রসর হয়েছে। বহুদূরের গ্রহে যাতায়াত হয়ে পড়েছে অনেক সহজ, এবং বসতি স্থাপন সুসংবদ্ধ বৃত্তের আকারে হয়নি। সে কারণেই সমস্যা দেখা দেয়।

'কিন্তু স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোর কথা চিন্তা করে দেখো, গোলান। ওগুলো ছিল বসতি স্থাপনের প্রথম পর্ব। হাইপার স্পেসাল ট্রাভেল তখন ছিল অনুন্নত। যেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ গ্রহে বসতি স্থাপন করা হয় বিশৃঙ্খলভাবে, কিন্তু প্রথম পর্যায়ের পঞ্চাশটা গ্রহে সুশৃঙ্খলভাবে বসতি স্থাপন করা হয়। লক্ষ লক্ষ গ্রহে বসতি স্থাপন চলছে বিশ হাজার বছর ধরে, প্রথম পর্যায়ের পঞ্চাশটা গ্রহে বসতি স্থাপন করা

হয় কয়েক শতাব্দীর ভেতর-প্রায় একই সাথে। ঐ পঞ্চাশটা গ্রহ একসাথে দেখলে মনে হবে ওয়ার্ল্ড অব অরিজিনকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে।

'পঞ্চাশটা গ্রহের কো-অর্ডিনেটস আমাদের কাছে আছে। মনে আছে মূর্তির মাথা থেকে ছবি তুলে এনেছ তুমি। যে বা যারা পৃথিবীর তথ্যগুলো ধ্বংস করছে তারা হয়তো এই কো-অর্ডিনেটসগুলোর কথা ভুলে গেছে অথবা বুঝতে পারেনি যে এখান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য পাবো। তোমাকে যা করতে হবে, গোলান, সেটা হচ্ছে গত বিশ হাজার বছরের স্টেলার মোশনের সাথে এই-কো-অর্ডিনেটসগুলো সমন্বয় করে বৃত্তের কেন্দ্রটা বের করবে। তাহলে পৌছবে পৃথিবীর সূর্যের কাছাকাছি, অথবা অন্তত বিশ হাজার বছর আগে যেখানে ছিল পৌছাতে পারবে সেখানে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেছে ট্র্যাভিজের। পেলোরেটের কথা শেষ হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পরে মুখ বন্ধ করল সে। বলল, 'এটা আমার মাথায় আসেনি কেন?'

'মেলপোমিনিয়ায় অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি তোমাকে।'

'কোনো সন্দেহ নেই। তোমার কথা না শোনার জন্য ক্ষমা চাইছি, জেনভ। ঘটনা হচ্ছে আমার মনেই হয়নি যে—' বিব্রতভাবে থামল সে।

শান্তভাবে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল পেলোরেট, 'যে আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে পারি। কিন্তু এই বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ। অবশ্য তোমার ধারণার পেছনেও যুক্তি আছে।'

'কখনোই না, জেনভ। নিজেকে আমার বোকা মনে হচ্ছে, আবারও ক্ষমা চাইছি-এখন আমাকে কম্পিউটারের কাছে যেতে হবে।'

সে আর পেলোরেট পাইলটরুমে এসে ঢুকল, আর পেলোরেট বরাবরের মতোই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ট্র্যাভিজ ডেস্কের উপর হাত রাখতেই মানুষ এবং কম্পিউটার পরিণত হল এক সত্তায়।

'আমাকে অনেক কিছু অনুমান করে নিতে হবে, জেনভ।' বলল ট্র্যাভিজ। কম্পিউটারের সাথে তার চেতনা মিশে থাকায় মুখে একটা শূন্য ভাব। 'ধরে নিতে হবে প্রথম সংখ্যাটা পারসেক এ দূরত্ব, এবং অন্য দুটো কৌণিক রেডিয়ান, প্রথমটা উপরের এবং নিচের, দ্বিতীয়টা ডান এবং বাঁয়ের। ধরে নিতে হবে যোগ এবং বিয়োগ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে গ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ডে কোণ প্রকাশের জন্য এবং শূন্য-শূন্য-শূন্য হচ্ছে মেলপোমিনিয়ার সূর্যের অবস্থান।'

'কথায় যুক্তি আছে।'

'তাই। সংখ্যাগুলো সাজানোর সম্ভাব্য ছয়টা পদ্ধতি রয়েছে, চিহ্নগুলোকে সম্ভাব্য চারভাবে সাজানো যাবে, দূরত্বের একক পারসেক না হয়ে আলোকবর্ষ হতে পারে, কোণের একক রেডিয়ান না হয়ে ডিগ্রি হতে পারে। তার সাথে যোগ কর, দূরত্বের একক আলোকবর্ষ হলে বছরের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। আরো যোগ কর যে পদ্ধতিতে কোণ মাপা হয়েছে সেটা আমি জানি না—আমার ধারণা মেলপোমিনিয়ান, ইকুয়েটরের ভিত্তিতে করা হয়েছে, কিন্তু প্রাইম মেরিডিয়ান কী?'

www.boiRboi.blogspot.com

'এবার তুমি আমাকে আশাহত করছ।'

'না, আশা ছেড়ো না, অরোরা এবং সোলারিয়ার নাম তালিকায় আছে, এবং এই গ্রহগুলো মহাকাশের কোনখানে আমি জানি। কো-অর্ডিনেটস ব্যবহার করে সেগুলো খুঁজে বের করব। যদি ভুল হয় আবার চেষ্টা করব, সঠিক না হওয়া পর্যন্ত। আমার অনুমানগুলো সংশোধন করা হয়ে গেলে, বৃত্তের কেন্দ্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

'এতগুলো পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হবে না?'

'কী?' বলল ট্র্যাভিজ। পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গেছে, দ্বিতীয়বার বলতে হলো পেলোরেটকে। 'ওহ্ আসলে ধরে নেওয়া যায় যে কো-অর্ডিনেটসগুলো গ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড অনুসরণ করে এবং অজানা প্রাইম মেরিডিয়ানের সাথে সমন্বয় করা কঠিন কিছু না। মহাকাশে কোনো অবস্থান খুঁজে বের করার এই পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হয় অনেক আগে, এবং অনেক নভোচারীর দৃঢ় বিশ্বাস স্পেস ট্র্যাভেলেরও আগে। মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ রক্ষণশীল, বিশেষ করে গণিতের কোনো নিয়ম তৈরি করলে সহজে পরিবর্তন করে না। আমার মতে-যদি প্রতিটি গ্রহ নিজস্ব গাণিতিক নিয়ম তৈরি করে যা আবার প্রতি শতাব্দীতেই পরিবর্তন হয় তা হলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ব্যাহত হত এবং একসময় থেমে যেত পুরোপুরি।'

কথার সাথে সাথে কাজও করছে সে। এবার ফিসফিস করে বলল, 'এখন কথা বন্ধ।'

তার চেহারা এখন গম্ভীর এবং মনোযোগের ছাপ। বেশ অনেকগুলো মিনিট কেটে যাওয়ার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে লম্বা নিশ্বাস ফেলল সে। শান্ত গলায় বলল, 'পদ্ধতিটা জানা গেছে। আরোরাকে চিহ্নিত করেছি আমি। কোনো সন্দেহ নেই-দেখ।'

স্ক্রিনে কেন্দ্রের কাছাকাছি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বলল পেলোরেট, 'তুমি নিশ্চিত?'

'আমার নিজস্ব মতামত কোনো ব্যাপার না। কম্পিউটার নিশ্চিত। সে বলছে এটাই অরোরা।'

'তা হলে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত।'

'না করে উপায় নেই। ভিউস্ক্রিন অ্যাডজাস্ট করে নেই যেন কম্পিউটার কাজ করতে পারে। তাকে কাজ করতে হবে পঞ্চাশটা কো-অর্ডিনেটস নিয়ে একসাথে।'

কম্পিউটার স্পেস টাইমের চতুর্থ মাত্রায় কাজ করে, কিন্তু মানুষের পর্যবেক্ষণের জন্য দ্বিতীয় মাত্রাই যথেষ্ট। এখন স্ক্রিন মনে হচ্ছে নিকষ কালো চাদর, যেমন লম্বা তেমনি প্রশস্ত। নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা দেখার জন্য ঘরের আলো পুরোপুরি নিভিয়ে দিল ট্র্যাভিজ।

'এখনই শুরু হবে,' ফিসফিস করে বলল সে।

এক মুহূর্ত পরেই একটা নক্ষত্র ফুটে উঠল—তারপর আরেকটা-তারপর আরেকটা। নক্ষত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ক্রিনের দৃশ্য পাল্টে যাচ্ছে। যেন

মহাকাশ দ্রুত বেগে পিছনে ছুটছে আরো শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য দেখানোর জন্য। একই সাথে পরিবর্তন ঘটছে উপরে, নিচে, ডানে, বাঁয়ে—

পঞ্চাশটা আলোর বিন্দু ফুটে উঠল, ভেসে আছে মহাকাশের ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবিতে।

'আমি ভেবেছিলাম চমৎকার একটা বৃত্ত হবে, কিন্তু এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা স্নো বলের কংকাল, যেন খুব তাড়াহুড়ো করে গোল আকৃতি দেওয়া হয়েছে।'

'সমস্যা হবে।' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'খুব বেশি না। নক্ষত্রগুলোর নিজেদের বন্টনই সুষম নয়, আর বাসযোগ্য গ্রহগুলোর ভেতর তো আরো সামঞ্জস্য নেই। কম্পিউটার গত বিশ হাজার বছরের গতি বিবেচনা করে এই বিন্দুগুলোর বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করবে। ফলে সে একটা মোটামুটি বৃত্তাকার সারফেস এর ভেতর সাজাবে। তারপর আমরা কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারব এবং বলা যায় পৃথিবী সেই কেন্দ্রের কাছাকাছি কোথাও হবে।—বেশি সময় লাগবে না।'

আসলেই লাগল না। কম্পিউটারের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য সব কাজ পেতে পেতে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ট্র্যাভিজ। কিন্তু এবার এত কম সময় লাগল যে সে নিজেও অবাক হয়ে গেল।

কেন্দ্র খুঁজে পেলে কম্পিউটারকে মৃদু শব্দ করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল ট্র্যাভিজ। তেমন বিশেষ কোনো কারণ নেই। শুধু শব্দটা শুনলে সে এই ভেবে সন্তুষ্টি বোধ করবে যে মিশন শেষ হয়েছে।

এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই শব্দ শোনা গেল যেন ধাতুর ঘণ্টায় মৃদুভাবে আঘাত করা হয়েছে। শারীরিকভাবে কম্পন অনুভব না করা পর্যন্ত শব্দটা ভেসে থাকল বাতাসে, তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

সাথে সাথে দরজায় উঁকি দিল ব্লিস। বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? বিপদ?'

'মোটেই না।' বলল ট্র্যাভিজ।

আগ্রহের সাথে যোগ করল পেলোরেট, 'আমরা বোধহয় পৃথিবী খুঁজে পেয়েছি। এই শব্দ দিয়ে কম্পিউটার আমাদের সেটাই বলার চেষ্টা করছে।'

ঘরে প্রবেশ করল ব্লিস, 'আমাকে সতর্ক করা উচিত ছিল।'

'দুঃখিত, ব্লিস,' বলল ট্র্যাভিজ, 'এত জোরে শব্দ হবে বুঝতে পারিনি।'

ব্লিসের পেছনে ফেলম। সে জিজ্ঞেস করল, 'এরকম শব্দ হলো কেন, ব্লিস?'

'ওর কৌতূহলও আছে দেখছি,' বলল ট্র্যাভিজ। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, নিজেকে মনে হচ্ছে নিঃশেষ। পরবর্তী কাজ হচ্ছে বাস্তব গ্যালাক্সিতে স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোর কেন্দ্র ফোকাস করে দেখতে হবে আসলেই জি-টাইপ কোনো নক্ষত্র আছে কিনা। বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে তার ভয় লাগছে।

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ,' ব্লিস বলল, 'থাকবে না কেন? সেও তো আমাদের মতো মানুষ।'

'তার পেরেন্ট সেটা মনে করতো না। এই শিশুকে নিয়ে ভয় হচ্ছে আমার। সামনে ওর জন্য দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে।'

'কীভাবে বুঝলে?'

দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দিল ট্র্যাভিজ, 'আমার মন বলছে।'

ট্র্যাভিজের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ফেলমকে বলল ব্লিস, 'আমরা পৃথিবী খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, ফেলম।'

'পৃথিবী কী?'

'আরেকটা গ্রহ, কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রহ থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিল। তুমি জানো "পূর্বপুরুষ" শব্দটার অর্থ কী?'

'এর অর্থ কী—?' কিন্তু পরের শব্দটা গ্যালাকটিক ছিল না।

পেলোরেট বলল, 'এটা "পূর্বপুরুষ" শব্দের সুপ্রাচীন অনুরূপ শব্দ। আমাদের "পিতৃপুরুষ" শব্দটা এর অনেক কাছাকাছি।'

'বেশ,' হঠাৎ হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে ব্লিস বলল, 'পৃথিবী হচ্ছে সেই গ্রহ যেখান থেকে আমাদের পিতৃপুরুষরা এসেছিল, ফেলম। তোমার, আমার, পেল এবং ট্র্যাভিজের।'

'তোমার ব্লিস—আমারও।' মনে হয় যেন ফেলম দ্বিধায় পড়ে গেছে। 'ওদের দুজনের?'

'আমাদের সবার পূর্বপুরুষ ছিল এক গ্রহের।'

'কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে এই মেয়ে ভালোভাবে জানে সে আমাদের থেকে ভিন্ন।' বলল ট্র্যাভিজ।

ব্লিস নিচু স্বরে বলল, 'একথা বলবে না, তাকে বোঝাতে হবে সে আলাদা কিছু নয়।'

'আমার মনে হয় হার্মাফ্রোডিটিজম অপরিহার্য।'

'আমি মাইণ্ডের কথা বলছি।'

'ট্রান্সডিউসার লোবগুলোও অপরিহার্য।'

'শোন, ট্র্যাভিজ, ঝামেলা করো না। সবকিছু বাদ দিয়ে ও মানুষ এবং বুদ্ধিমতি।'

তারপর ফেলমের দিকে ঘুরে স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু গলায় বলল, 'চিন্তা করে দেখো, ফেলম। তোমার আমার পিতৃপুরুষ ছিল একই গ্রহের। প্রতিটি গ্রহের মানুষ—অনেক, অনেক গ্রহ—সবার পিতৃপুরুষ ছিল একই গ্রহের, এবং এই পিতৃপুরুষরা মূলত বাস করত পৃথিবী নামক গ্রহে। অর্থাৎ আমরা আত্মীয়, তাই না। এবার ঘরে গিয়ে চিন্তা করো।'

ট্র্যাভিজের দিকে একবার চিন্তিতভাবে তাকিয়ে ঘুরে দৌড় দিল ফেলম, যাওয়ার আগে তার পশ্চাদদেশে স্নেহের চাপড় মারল ব্লিস।

ট্র্যাভিজের দিকে ঘুরল ব্লিস, 'কথা দাও, ট্র্যাভিজ, ওর সামনে এমন কিছু বলবে না যেন বুঝতে পারে সে ভিন্ন।'

'দিলাম কথা। ওর শিক্ষায় বাধা দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু তুমি জানো সে আমাদের থেকে ভিন্ন।'

'যেমন আমি তোমাদের থেকে ভিন্ন।'

'কিন্তু ফেলমের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা অনেক বেশি।'

'সামান্য বেশি। তার সাথে আমাদের মিলটাই গুরুত্বপূর্ণ। সে এবং তার গ্রহের অধিবাসীরা একদিন গ্যালাক্সিয়ার অংশ হবে এবং আমার বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে।'

'বেশ, তর্ক করবো না।' পরিষ্কার বিরক্তি নিয়ে সে কম্পিউটারের দিকে ঘুরল। 'এখন প্রকৃত মহাকাশে পৃথিবীর আনুমানিক অবস্থান বের করতে হবে। ভয় পাচ্ছি।'

'ভয়?'

'বেশ,' হাস্যকর ভঙ্গিতে এক কাঁধ উঁচু করল ট্র্যাভিজ, 'যদি কাছাকাছি কোনো উপযুক্ত নক্ষত্র না থাকে?'

'না থাকলে নাই।'

'ভাবছি এখনই দেখার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা। জাম্প করতে আরো কয়েকদিন লাগবে।'

'আর এই কয়দিন দুঃশ্চিন্তা করে করে মাথা খারাপ করবে। এখনই দেখ। অপেক্ষা করলে কি পরিস্থিতি পাল্টাবে।'

ঠোঁট দুটো চেপে ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকল ট্র্যাভিজ। তারপর বলল, 'ঠিকই বলেছ। বেশ দেখা যাক।'

কম্পিউটারের দিকে ঘুরে হাত রাখল ডেস্কের উপর। অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রিন।

'যাচ্ছি তা হলে। আমি থাকলে তোমার সমস্যা হবে।' হাত নেড়ে চলে গেল ব্লিস।

'কথা হচ্ছে,' ফিসফিস করল ট্র্যাভিজ, 'আমরা প্রথমে কম্পিউটারের গ্যালাকটিক ম্যাপ দেখব এবং পৃথিবীর সূর্য যদি হিসাব করা অবস্থানে থাকে তা হলে ম্যাপে সেটা দেখানো হবে না। কিন্তু তখন আমরা–'

স্ক্রিনে নক্ষত্রের ছবি ফুটে উঠতেই বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল তার। সংখ্যায় অনেক কিন্তু অনুজ্জ্বল, এদিক সেদিক দুই একটা নক্ষত্র হঠাৎ জ্বলে উঠছে, বেশ ভালোভাবে ছড়ানো। কিন্তু কেন্দ্রের প্রায় কাছের একটা নক্ষত্র বাকিগুলো থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল।

'আমরা পেয়েছি,' বিজয়ীর সুরে বলল পেলোরেট। 'আমরা ওটা খুঁজে পেয়েছি, ওল্ড চ্যাপ। দেখ, কত উজ্জ্বল।'

'কেন্দ্রীয় কোঁ-অর্ডিনেটস এর যে-কোনো নক্ষত্র উজ্জ্বল দেখাবে।' বলল ট্র্যাভিজ। এখনই উৎফুল্ল হতে পারছে না। 'তা ছাড়া দৃশ্যটা কমপক্ষে কেন্দ্রের এক পারসেক দূরে। তবে কেন্দ্রের নক্ষত্রটা যে রেড ডোয়ার্ফ, অথবা রেড জায়ান্ট, অথবা উত্তপ্ত ব্লু হোয়াইট নয় এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কম্পিউটার কি বলে দেখা যাক।'

www.boiRboi.blogspot.com

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা, তারপর ট্র্যাভিজ বলল, 'স্পেকট্রাল ক্লাস জি-২।' আবার নীরবতা, তারপর 'ডায়ামিটার ১,৪০০,০০০ কিলোমিটার–ভর টার্মিনাসের সূর্যের ১.০২ গুণ–ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পুরোপুরি ৬০০০–ঘূর্ণনগতি ধীর, মাত্র ৩০ দিন–কোনো অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম নেই।'

'এগুলো তো যে নক্ষত্রের বাসযোগ্য গ্রহ আছে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তাই না?' বলল পেলোরেট।

'স্বাভাবিক। এবং পৃথিবীর সূর্যের ব্যাপারে আমরা যা আশা করেছি ঠিক সেরকম। যদি প্রকৃতপক্ষে এখানেই জীবনের মৌলিক বিকাশ হয় তা হলে ধরে নেওয়া যায় পৃথিবীর সূর্য আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'কাজেই আশা করা যায় ওখানে একটা বাসযোগ্য গ্রহ আছে।'

'সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে না। গ্যালাকটিক ম্যাপে দেখানো হয়েছে এই নক্ষত্রের একটা বাসযোগ্য গ্রহ আছে যেখানে মানুষ বাস করে—কিন্তু পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন।'

আগ্রহ বেড়ে গেল পেলোরেটের। 'ঠিক এটাই আশা করেছিলাম, গোলান। জীবনবাহী একটা গ্রহ আছে, কিন্তু নিজেদের লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টার কারণে মানচিত্র প্রস্তুতকারীরা অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়।'

'না, এটা নিয়ে ভাবছি না,' বলল ট্র্যাভিজ। 'এটা আশাও করিনি। চিন্তা করে দেখ কী নিখুঁতভাবে পৃথিবীর সমস্ত তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে যেন মানচিত্র প্রস্তুতকারীরা জানতে না পারে এই সিস্টেমে জীবনের অস্তিত্ব আছে, এমনকি এটাও যেন জানতে না পারে পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো মানচিত্রে নেই। পৃথিবীর সূর্য থাকবে কেন?'

'বেশ, আছে তো। কথা বাড়িয়ে লাভ কি? আর কী জানা যায়?'

'একটা নাম।'

'আহ্! কী নাম?'

'আলফা।'

সামান্য নীরবতা, তারপর অতি উৎসাহী গলায় পেলোরেট বলল, 'ঠিক আছে, ওল্ড ম্যান। এই শেষ প্রমাণটাই দরকার ছিল। অর্থটা জানো?'

'অর্থও আছে আবার?' বলল ট্র্যাভিজ। 'আমার কাছে শুধুই একটা অদ্ভুত নাম। এবং গ্যালাকটিক মনে হচ্ছে না।'

'গ্যালাকটিক না। পৃথিবীর একটা প্রাগৈতিহাসিক ভাষা, যে ভাষা থেকে ব্লিসের গ্রহের নাম গায়া এসেছে।'

'তো, আলফার অর্থ কি?'

'যত দূর জানা যায় আলফা হলো পৃথিবীর সেই অতিপ্রাচীন ভাষার প্রথম বর্ণ যার অর্থ সর্ব প্রথম। কোনো সূর্যের নাম "আলফা" হলে বোঝায় সেটা প্রথম সূর্য। আর নিঃসন্দেহে প্রথম সূর্য হবে সেটাই যাকে সেই গ্রহ প্রদক্ষিণ করে যে গ্রহে সর্বপ্রথম মানুষের উদ্ভব হয়–'

'তুমি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি।'

'তুমি তো একজন মিথলজিস্ট—প্রাচীন কিংবদন্তিতে পৃথিবীর সূর্যের কোনো অদ্ভুত চরিত্রের কথা বলা হয়েছে?'

'না, আর কি অদ্ভুত চরিত্র থাকবে? পরিষ্কার সব বলা আছে, কম্পিউটারের দেওয়া বর্ণনার সাথে যা মিলে গেছে। তাই না?'

'আমার ধারণা, পৃথিবীর সূর্য সিঙ্গল স্টার?'

'অবশ্যই। আমি যতদূর জানি যে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ সবসময় সিঙ্গেল স্টারকে প্রদক্ষিণ করে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভিউক্রিনের কেন্দ্রে যে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে সেটা কোনো সিঙ্গেল স্টার নয়; একটা বাইনারি। দুটো নক্ষত্রের মধ্যে যেটা বেশি উজ্জ্বল, তাকে প্রদক্ষিণ করছে আরেকটা নক্ষত্র, ভর প্রথমটার চার ভাগের এক ভাগ মাত্র, একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে আশি বছর। খালি চোখে দুটো নক্ষত্র পৃথকভাবে দেখা যাচ্ছে না, তবে দৃশ্যটা বড় করলে অবশ্যই দেখা যাবে।'

'তোমার কোনো সন্দেহ নেই তো, গোলান?' দমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'কম্পিউটার আমাকে এই কথাই বলছে। আর যদি এটা বাইনারি নক্ষত্র হয় তা হলে এটা পৃথিবীর সূর্য হতে পারে না।'

কম্পিউটারের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ঘরের আলো বাড়িয়ে তুলল ট্র্যাভিজ। ব্লিসের জন্য এটাই পরিষ্কার সংকেত। ফেলমকে লেজে বাঁধিয়ে ফিরে এল সে।

'বেশ, কী পেয়েছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল।

নিষ্প্রাণ গলায় বলল ট্র্যাভিজ, 'আশা জাগানোর মতো কিছু পাইনি। পৃথিবীর সূর্য সিঙ্গেল স্টার, কিন্তু পেয়েছি একটা বাইনারি স্টার। কাজেই পৃথিবী নেই ওখানে।'

'এখন কি করবে, গোলান?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

কাঁধ ঝাঁকালো ট্র্যাভিজ। 'কেন্দ্রে পৃথিবীর সূর্য দেখব এমনটা আশা করিনি। এমনকি স্পেসাররাও পরিপূর্ণ বৃত্তের আকারে বসতিস্থাপন করেনি। স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন অরোরা নিজেও বসতি স্থাপনের জন্য অনেকগুলো দল পাঠিয়েছিল। সেটাও বৃত্তের কাঠামো নষ্ট করার জন্য দায়ী। তা ছাড়া পৃথিবীর সূর্য সম্ভবত স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোর সূর্যের সমান তালে অবস্থান পরিবর্তন করেনি।'

'তার মানে বলতে চাও, পৃথিবী যে-কোনো স্থানেই হতে পারে?'

'না, যে কোনো স্থানে হতে পারে কথাটা ঠিক না। পৃথিবীর সূর্য অবশ্যই এই কো-অর্ডিনেটসগুলোর কাছাকাছি রয়েছে। আমরা যে নক্ষত্র চিহ্নিত করেছি সেটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সূর্যের প্রতিবেশী। ভয়ের কথা হচ্ছে যে কাছাকাছি ঠিক একই রকম একটা নক্ষত্র রয়েছে। পার্থক্য শুধু এটা বাইনারি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা হলে তো ম্যাপে পৃথিবীর সূর্য দেখতে পেতাম, তাই না? মানে আলফার কাছে?'

'না, আমি নিশ্চিত-ম্যাপে পৃথিবীর সূর্য দেখানো হয়নি। এটাকে যতই পৃথিবীর সূর্যের মতো দেখাক আমার সন্দেহ এটা আসল না।'

'বেশ,' ব্লিস বলল, 'তা হলে প্রকৃত মহাকাশের একই কো-অর্ডিনেটসে কি আছে দেখলেই তো হয়। যদি কেন্দ্রের কাছে আলফার মতো আরেকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র থাকে, কিন্তু সিঙ্গেল, এবং গ্যালাকটিক ম্যাপে যার উল্লেখ নেই, সেটাকেই তো পৃথিবীর সূর্য ধরে নেওয়া যায়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্র্যাভিজ। 'যদি তাই হয়, তোমার কথা মতো যদি ঐ নক্ষত্রের সৌরজগতে পৃথিবী থাকে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ বাজি রাখতে পারি। কিন্তু দ্বিধা হচ্ছে।'

'কারণ তুমি ব্যর্থ হতে পারো, তাই না?'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'যাই হোক আমাকে একটু দম নিতে দাও। তারপর জে র করে বাধ্য করব নিজেকে।'

বয়স্ক তিন জন যখন কথা বলছে, ফেলম তখন ধীর পায়ে কম্পিউটার ডেস্কের দিকে এগোল। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে হাতের ছাপ দুটোর দিকে। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে হাত বাড়ালো ধরার জন্য, আর ট্র্যাভিজ দ্রুত হাত বাড়িয়ে বাধা দিল, ধমক দিয়ে বলল, 'ধরবে না, ফেলম।'

ভয়ে কেঁপে উঠল সোলারিয়ান শিশু, দৌড়ে গিয়ে সেঁধিয়ে গেল ব্লিসের বাড়ানো দুহাতের ভেতর।

পেলোরেট বলল, 'বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হবে, গোলান। যদি প্রকৃত মহাকাশে কিছু পাওয়া না যায়?'

'তখন প্রথম পরিকল্পনা কাজে লাগাতে বাধ্য হব। সাতচল্লিশটা স্পেসার ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটাতেই যাব।'

'তারপরেও যদি কিছু না পাওয়া যায়, গোলান?'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, যেন এধরনের চিন্তা মাথাতে আসতেই দেবে না। হাঁটুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তখন অন্য কোনো পথ ধরব।'

'কিন্তু যদি পিতৃপুরুষের কোনো গ্রহই না থাকে?'

ঝট করে মাথা তুলল ট্র্যাভিজ, ' কে বলল কথাটা?'

জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। ঘোর কেটে যেতেই সে পরিষ্কার বুঝল কে প্রশ্ন করেছে।

'আমি বলেছি,' ফেলম বলল।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ, 'আমাদের আলোচনা তুমি বুঝতে পারছ?'

'তুমি পিতৃপুরুষের গ্রহ খুঁজছ কিন্তু পাওনি। যদি এমন কোনো গ্রহ না থাকে।'

'না, ফেলম,' গুরুত্ব দিয়ে বলল ট্র্যাভিজ, 'নিজেদের লুকানোর জন্য তারা অনেক পরিশ্রম করেছে। এতো পরিশ্রম তখনই করবে যখন আসলেই লুকানোর কিছু থাকবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে ওটা ধরতে দাওনি, নিশ্চয়ই খুব মজা হতো।'

'আহ্, তুমি ওগুলো কখনো ধরবে না, ফেলম। –ব্লিস তুমি একটা দানব তৈরি করছ। আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে। আমি না থাকলে ওকে কখনো পাইলট রুমে ঢুকতে দেবে না। এমনকি তুমি সাথে থাকলেও দুবার চিন্তা করবে।'

ছোট ঘটনাটা ট্র্যাভিজের সিদ্ধান্তহীনতা দূর করে দিল। 'আমার বরং কাজে মন দেওয়া উচিত। এখানে অনিশ্চিত হয়ে বসে থাকলে ভয় আরো বাড়বে।'

কমে গেলো আলোর উজ্জ্বলতা, এবং নিচু স্বরে ব্লিস বলল, 'কথা দিয়েছিলে ফেলমের সামনে কোনো খারাপ মন্তব্য করবে না।'

'তা হলে ওর দিকে একটা চোখ রাখবে, আর ভদ্রতা শেখাও। বলে দাও বড়দের মাঝে বাচ্চাদের সবসময় থাকতে হয় না।'

'শিশুদের প্রতি তোমার আচরণ জঘন্য, ট্র্যাভিজ।'

'হতে পারে, কিন্তু এখন আলোচনা করার সময় নেই।'

তারপর এমন সুরে কথা বলল যে সুরে সন্তুষ্টি এবং স্বস্তি দুটোই প্রকাশ পায়, 'ঐ যে আসল মহাকাশে আলফার অবস্থান–এবং তার ডান দিকে সামান্য উপরে আরেকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র, কম্পিউটারের গ্যালাকটিক ম্যাপে যার কোনো উল্লেখ নেই। ওটাই পৃথিবীর সূর্য। আমার সমস্ত সম্পদ বাজি রেখে বলতে পারি।'

'বাজিতে হারলে তোমার সম্পদের এক কানাকড়িও আমরা নেব না।' বলল ব্লিস। 'তুমি বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ওখানে নিয়ে চল।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'না। এখন ব্যাপারটা ভয় বা সিদ্ধান্তহীনতা নয়, বরং সতর্কতা। তিন তিনবার নতুন তিনটা গ্রহে গিয়ে অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়েছি। প্রতিবারই তাড়াহুড়ো করে গ্রহগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। এবার আর না জেনে হাতের তাস ফেলছি না। রেডিওঅকটিভিটির একটা গল্প আমরা শুনেছি, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। তোমাদের অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আলফার একটা গ্রহ আছে যেখানে মানুষ বাস করে, মাত্র এক পারসেক দূরে পৃথিবী—'

'আলফার একটা গ্রহে মানুষ বাস করে একথা কি আমরা আসলে জানি?' মাঝখানে বাধা দিল পেলোরেট। 'তুমি বলেছিলে কম্পিউটার নামের পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে রেখেছে।'

'তারপরেও চেষ্টা করা যায়। একটু উঁকি দিয়ে দেখলে ক্ষতি কি? যদি ওখানে মানুষ থাকেই দেখাই যাক না পৃথিবী সম্বন্ধে কি জানে ওরা। ওদের জন্য তো পৃথিবী প্রাচীন কোনো কিংবদন্তি নয়, বরং আকাশের উজ্জ্বল, পরিচিত প্রতিবেশী বিশ্ব।'

একটু চিন্তা করে ব্লিস বলল, 'মন্দ বলনি। আমার মনে হচ্ছে যদি আলফায় মানুষ থাকে এবং তারা যদি তোমার মতো আইসোলেট না হয় তা হলে নিশ্চয়ই বন্ধুভাবাপন্ন হবে। তা ছাড়া মুখের স্বাদ পাল্টানোর জন্য মজাদার খাবার পাওয়া যাবে।'

'আর নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হবে,' বলল ট্র্যাভিজ। 'একথাটা ভুলো না। কোনো সমস্যা নেই তো, জেনভ?'

www.boiRboi.blogspot.com

'সিদ্ধান্ত নেবে তুমি, ওল্ড চ্যাপ। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো।'

হঠাৎ ফেলম জিজ্ঞেস করল, 'জেম্বিকে পাব আমরা?'

ট্র্যাভিজ কিছু বলার আগেই আমতা আমতা করে উত্তর দিল ব্লিস, 'আমরা খুঁজে দেখব, ফেলম।'

এবং ট্র্যাভিজ বলল, 'তা হলে ঠিক হয়ে গেল। আমরা আলফায় যাচ্ছি।'

'দুইটি বড় নক্ষত্র,' ভিউস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ফেলম বলল।

'ঠিক,' বলল ট্র্যাভিজ। 'দুটো–ব্লিস, লক্ষ্য রেখো যেন কিছু না ধরে।'

'যন্ত্রগুলো দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে,' বলল ব্লিস।

'হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু ওর মুগ্ধতা দেখে আমি মুগ্ধ হইনি, আর সত্যি কথা বলতে কি ভিউস্ক্রিনে এক সাথে দুটো সমান উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে আমিও ওর মতো অবাক হয়েছি।'

দুটো নক্ষত্রই যথেষ্ট উজ্জ্বল সমতল ডিস্কের মতো দেখাচ্ছে। জোরালো বিকিরণ প্রতিরোধের জন্য রেটিনার যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্রিনের ফিল্টারের ঘনত্ব বেড়ে গেছে। ফলে চোখে পড়ার মতো অল্প দু'একটা নক্ষত্র ছাড়া আর কিছু নেই। আলোচ্য নক্ষত্র দুটোই একা বিশাল অঞ্চল নিয়ে রাজত্ব করছে।

'আসলে আমি আগে কখনো বাইনারি সিস্টেমের এতো কাছাকাছি আসিনি।'

'আসনি?' অবাক সুরে প্রশ্ন করল পেলোরেট। 'সেটা কীভাবে হয়?'

'আমি মহাকাশে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু তুমি যেমন ভাবছ সেরকম পর্যটক কখনোই ছিলাম না।'

'তোমার সাথে পরিচয়ের আগে আমি কখনো মহাকাশে আসিনি, কিন্তু মনে করতাম, যে মহাকাশ ভ্রমণ করেছে-'

'সব জায়গাই দেখেছে। আমি জানি। এমন চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। যারা সারা জীবন কোনো গ্রহের মাটিতে কাটিয়ে দেয় তাদের নিয়ে সমস্যা হলো যতই কল্পনাশক্তি থাকুক গ্যালাক্সির সত্যিকার আকার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারে না। সারা জীবন মহাকাশে ঘুরে বেড়ালেও গ্যালাক্সির বেশিরভাগ অংশই অদেখা থেকে যাবে। তা ছাড়া বাইনারিতে কেউ আসে না।'

'কেন আসে না,' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ব্লিস। 'পর্যটক আইসোলেটদের মতো গায়া মহাকাশবিদ্যা সম্বন্ধে এতকিছু জানে না, তবে আমার ধারণা বাইনারি মহাকাশের স্বাভাবিক বস্তু।'

'হ্যাঁ। সিঙ্গেল স্টারের তুলনায় বাইনারি স্টারের সংখ্যা বেশি। যাই হোক কাছাকাছি দুটো নক্ষত্র থাকলে গ্রহ তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। বাইনারি সিস্টেমে গ্রহ তৈরির উপাদান কম থাকে। কোনো গ্রহ তৈরি হলেও তার কক্ষপথ হয় এলোমেলো। বাসযোগ্য গ্রহ তৈরির সম্ভাবনা লাখে এক।

'প্রথম যুগের অভিযাত্রীরা নিঃসন্দেহে খুব কাছ থেকে বাইনারিগুলো পর্যবেক্ষণ করেছিল। কিন্তু বসতি স্থাপনের জন্য তারা বেছে নিয়েছিল সিঙ্গেল স্টারগুলোকে।

আর গ্যালাক্সিতে ঘনবসতি বেড়ে যাওয়ার পর যাতায়াত ও যোগাযোগ গড়ে উঠেছে শুধু সিঙ্গেল স্টার সিস্টেমগুলোর ভেতর। প্রাচীন যুগে সামরিক প্রয়োজনে দু'একটা বাইনারি ব্যবহার করা হয়েছে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য। কিন্তু হাইপার স্পেসাল ট্রাভেল এর উন্নতির সাথে সাথে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়।'

'আমি কত কিছু জানি না,' অনুতাপের সুরে বলল পেলোরেট।

'এসব নিয়ে মন খারাপ করো না, জেনভ। নেভিতে থাকার সময় অপ্রচলিত সামরিক কৌশল নিয়ে প্রচুর লেকচার শুনতে হয়েছে। সেখান থেকেই তোমাকে বললাম। ভেবে দেখ তুমি যে পরিমাণ মিথলজি, পল্লীসাহিত্য এবং প্রাচীন ভাষা জানো আমি তার কিছুই জানি না। আর তোমার মতো পণ্ডিত লোক আছে মাত্র গুটিকয়েক।'

ব্লিস বলল, 'ওই দুটো নক্ষত্র মিলে বাইনারি সিস্টেম তৈরি করেছে এবং বড়টাকে ঘিরে একটা বাসযোগ্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে।'

'আশা করি ব্লিস। সবকিছুরই ব্যতিক্রম থাকে। তা ছাড়া নামের পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্নটাই সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছে। –না, ফেলম ওগুলো খেলার জন্য নয়। –ব্লিস, হয় ওর হাতে হাতকড়ি পরাও, নয়তো বের করে নিয়ে যাও।'

'ও কোনো জিনিস নষ্ট করবে না,' আত্মরক্ষার সুরে বলল ব্লিস, একই সাথে সোলারিয়ান শিশুকে টেনে নিল নিজের দিকে। 'ঐ বাসযোগ্য গ্রহের ব্যাপারে এত আগ্রহ থাকলে এখনো সেখানে পৌছাইনি কেন?'

'প্রথম কারণ ব্লিস, মানুষ হিসেবে কাছ থেকে একটা বাইনারি সিস্টেম দেখার কৌতূহল আমারও আছে। তা ছাড়া আমি সতর্ক। গায়া ছেড়ে আসার পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আমাকে শুধু সতর্ক হতে শিখিয়েছে।'

'আলফা কোনটা, গোলান?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'পথ হারানোর কোনো ভয় নেই, জেনভ। কম্পিউটার ভালোভাবেই জানে কোনটা আলফা, সেইসাথে আমরাও জানি। উত্তপ্ত এবং হলুদাভ নক্ষত্রের নাম আলফা কারণ দুটোর মধ্যে এটাই বড়। ছোট নক্ষত্রের আলো কমলা রঙের অনেকটা অরোরার সূর্যের মতো। তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সেই প্রাচীন ভাষার দ্বিতীয় বর্ণটা কী?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে পেলোরেট বলল, 'বিটা।'

'বেশ কমলা রঙের নক্ষত্রের নাম বিটা এবং সাদাটে হলুদাভ রঙের নক্ষত্রের নাম আলফা, আর আমরা যাচ্ছি আলফার দিকে।'

১৭. নতুন পৃথিবী

'চারটা গ্রহ,' ফিসফিস করল ট্রাভিজ। 'সবগুলোই ছোট, সেইসাথে একটা অ্যাস্টেরয়েড। কোনো গ্যাস জায়ান্ট নেই।'

'পরিস্থিতি কি হতাশ করার মতো?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'না, স্বাভাবিক। বাইনারি যখন এত কাছ থেকে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে তখন যে-কোনো একটা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ রত কোনো গ্রহ থাকতে পারে না। দুটো নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে পারে, কিন্তু সেগুলো বাসযোগ্য গ্রহ হবে এটা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য

'অন্য দিকে বাইনারিগুলো যদি যথেষ্ট দূরে থাকে তা হলে প্রতিটা নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহ থাকবে যেগুলোর কক্ষপথ হবে স্থিতিশীল। কম্পিউটারের তথ্য অনুযায়ী এই নক্ষত্র দুটোর মাঝখানের দূরত্ব ৩.৫ বিলিয়ন কিলোমিটার এবং যখন সবচেয়ে কাছে চলে আসে তখন দূরত্ব দাড়ায় ১.৭ বিলিয়ন কিলোমিটার। দুটো নক্ষত্রের ২০০ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে একটা গ্রহ স্থিতিশীলভাবে অবস্থিত। কিন্তু কোনো গ্রহেরই কক্ষপথ বেশি বড় নয়। তার মানে কোনো গ্যাস জায়ান্ট নেই।'

'কিন্তু এই চারটা গ্রহের যে-কোনো একটা বাসযোগ্য।'

'প্রকৃত পক্ষে দুই নাম্বার গ্রহের সত্যিকার সম্ভাবনা আছে। কারণ একমাত্র এই গ্রহ বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার মতো বড়।'

দুই নাম্বার গ্রহের দিকে তারা দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে এবং দুইদিনের ভেতর তার প্রতিচ্ছবি যথেষ্ট বড় হয়ে উঠল; প্রথমে হিসাব করা রাজকীয় গতিতে। তারপর যখন তাদের থামানোর জন্য কোনো মহাকাশযান এগিয়ে এল না তখন দ্রুত এবং ভয় জাগানোর মতো গতিতে চলল।

ফার স্টার মেঘের আচ্ছাদনের এক হাজার কিলোমিটার উপরে একটা অস্থায়ী কক্ষপথ ধরে চলছে। ট্রাভিজ হাসিমুখে বলল, 'এখন বুঝতে পারছি কেন এই গ্রহটাকে বাসযোগ্য দেখানোর পরেও পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। রেডিয়েশনের কোনো চিহ্ন নেই, না আলো, না রেডিও।'

'মেঘের আচ্ছাদন বেশ পাতলা মনে হচ্ছে।' পেলোরেট বলল।

'এটা রেডিও রেডিয়েশন আটকাতে পারবে না।'

www.boiRboi.blogspot.com

নিচে গ্রহটাকে পাক খেতে দেখছে তারা। মেঘের ঘূর্ণির ভেতর একটা ছন্দ আছে, হঠাৎ মেঘের ফাঁকে চোখে পড়ছে নীল রং, বোঝা যায় নিচে সাগর।

'বাসযোগ্য গ্রহের জন্য মেঘের স্তর অনেক ভারী,' বলল ট্র্যাভিজ। 'হয়তো এটা একটা অন্ধকার গ্রহ।—আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে,' আরেকবার রাতের অংশে ঢোকার সময় সে যোগ করল, 'কোনো স্পেস স্টেশন আমাদের থামায় নি।'

'কমপরেলনে যেমন থামিয়েছিল?' বলল পেলোরেট।

'যে-কোনো বাসযোগ্য গ্রহে যেভাবে থামায়। পেপারস, মালপত্র, কতদিন থাকব এগুলো জানার জন্য আমাদের থামানো স্বাভাবিক ছিল।'

'হয়তো কোনো কারণে ওদের সংকেত আমরা ধরতে পারিনি।' ব্লিস বলল।

'আমাদের কম্পিউটার যে-কোনো ওয়েভলেংথ ধরতে পারবে। আর আমি সংকেত পাঠিয়েও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি। স্টেশন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ না করে মেঘের স্তরের নিচে নামা মহাকাশ আইনের পরিপন্থী। কিন্তু অন্য কোনো উপায় নেই।'

ফার স্টারের গতি কমছে, সেই সাথে উচ্চতা বজায় রাখার জন্য এন্টিগ্র্যাভিটি আরো শক্তিশালী হল। আবার দিনের অংশে বেরিয়ে এসে গতি আরো কমল। মেঘের ভেতর বড় একটা ফাঁক চোখে পড়ল ট্র্যাভিজের। ডুব দিয়ে সেটা পেরিয়ে এল মহাকাশ যান। তাদের নিচে ঢেউয়ে নাচছে মহাসাগরের বিপুল জলরাশি, কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ছোপ ছোপ সূর্যের আলো এবং মেঘের আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এল তারা, নিচের বিস্তীর্ণ জলরাশি সাথে সাথেই হয়ে গেল পাথুরে ধূসর বর্ণের, আর তাপমাত্রা কমে গেল উল্লেখযোগ্য ভাবে।

ভিউস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ফেলম প্রথমে কথা বলল নিজের ভাষায়, তারপর গ্যালাকটিকে। গলা কাঁপছে। 'নিচে ওটা আমি কী দেখছি?'

'মহাসাগর,' আশ্বস্ত করার সুরে ব্লিস বলল, 'একসাথে অনেক পানি জমানো।'

'শুকিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

ব্লিসের অসহায় ভঙ্গি দেখে ট্র্যাভিজ উত্তর দিল, 'শুকিয়ে যাওয়ার জন্য পানির পরিমাণ অনেক বেশি।'

'এত পানি আমার দরকার নেই। এখান থেকে চলো।' বলল ফেলম। তারপর ভয়ে আরো সংকুচিত হয়ে গেল। কারণ একটা ঝড়ো মেঘখণ্ডের ভেতর প্রবেশ করেছে ফার স্টার, ফলে ভিউস্ক্রিনের রং দুধসাদা আর বৃষ্টির ফোটাগুলোকে ডোরাকাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে।

আলো কমে গেল পাইলট রুমের আর হালকা ঝাঁকুনি খেতে লাগল মহাকাশযান।

অবাক হয়ে চোখ তুলল ট্র্যাভিজ। চিৎকার করে বলল, 'ব্লিস, তোমার ফেলম ট্র্যান্সডিউস করার মতো যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করছে। ওকে থামাও!'

www.boiRboi.blogspot.com

ব্লিস শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ফেলমকে। 'সব ঠিক আছে, ফেলম, সব ঠিক আছে। ভয়ের কিছু নেই। এটা শুধু নতুন একটা গ্রহ। এরকম অনেক আছে।'

তারপর নিচু স্বরে ট্র্যাভিজকে বলল, 'বাচ্চা মেয়েটা জীবনে কখনো সাগর দেখেনি, এবং সম্ভবত কুয়াশা বা বৃষ্টির অভিজ্ঞতাও নেই। তুমি একটু নরম হতে পার না।'

'যদি মহাকাশযান চালানোর চেষ্টা করে তা হলে পারি না। সেক্ষেত্রে আমাদের সবার জন্য বিপদ ডেকে আনবে সে। ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে শান্ত করো।'

কাঠখোট্টাভাবে মাথা নাড়ল ব্লিস।

'আমি সাথে আসছি, ব্লিস।' পেলোরেট বলল।

'না, পেল। তুমি এখানেই থাকো। আমি ফেলমকে শান্ত করছি তুমি ট্র্যাভিজকে শান্ত করো।'

'আমাকে শান্ত করার দরকার নেই,' গজ গজ করে উঠল ট্র্যাভিজ। 'যদি বাড়াবাড়ি করে থাকি সেজন্য দুঃখিত, কিন্তু খেলার জন্য মহাকাশ যানের কন্ট্রোল কোনো বাচ্চার হাতে তুলে দিতে পারি না, পারি কি?'

'অবশ্যই পারি না,' বলল পেলোরেট, 'কিন্তু বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়েছে ব্লিস। ফেলমকে সে সামলাতে পারে। বাচ্চাটা তার বাড়ি এবং—এবং তার রোবটকে ছেড়ে এসে অজানা পরিবেশে হিমশিম খাচ্ছে। তারপরেও তার আচরণ যথেষ্ট ভালো।'

'জানি, ফেলমকে সাথে আনতে চাইনি আমি। এটা ছিল ব্লিসের আইডিয়া।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা না আনলে নিজের লোকেরা তাকে মেরে ফেলত।'

'বেশ, পরে আমি ব্লিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। ফেলমের কাছেও চেয়ে নেব।'

কিন্তু তার ভুরু এখনো কোঁচকানো, পেলোরেট নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'গোলান, ওল্ড চ্যাপ, কিছু একটা তোমাকে ভাবাচ্ছে?'

'সাগর,' বলল ট্র্যাভিজ। 'ঝড়ো মেঘ অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি কিন্তু মেঘ এখনো ঘন।'

'সমস্যাটা কী?' জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

'অনেক বেশি, এই আর কি?'

পেলোরেট বুঝতে পারল না, আবার বলল ট্র্যাভিজ, 'মাটির কোনো চিহ্ন নেই। ভূমি চোখে পড়েনি এখন পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডল পুরোপুরি স্বাভাবিক, অক্সিজেন নাইট্রোজেনের অনুপাত চমৎকার। কাজেই প্রচুর উদ্ভিদ থাকার কথা। স্বাভাবিক অবস্থায় এধরনের বায়ুমণ্ডল চোখে পড়ে না—সম্ভবত, একমাত্র পৃথিবীতে ছিল, কীভাবে হয়েছে, কে জানে। কিন্তু এধরনের একটা গ্রহে যথেষ্ট পরিমানের শুকনো ভূমি থাকতে বাধ্য, পুরো গ্রহের এক তৃতীয়াংশ এবং কখনোই এক পঞ্চমাংশের কম হতে পারবে না। কিন্তু এই গ্রহে স্থলভাগ নেই কেন?'

'যেহেতু এটা বাইনারি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত, তাই পুরোপুরি অস্বাভাবিক। হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই এখানে অদ্ভুত বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়েছে এবং স্বাধীনভাবে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে, পৃথিবীতে যেমন হয়েছিল, কিন্তু এখানে শুধু সামুদ্রিক জীবন।'

'তোমার কথা মেনে নিলেও কোনো লাভ হচ্ছে না, জেনভ। সামুদ্রিক জীবন কখনোই প্রযুক্তির উদ্ভব করতে পারবে না। কারণ প্রযুক্তির মূল মন্ত্রই হচ্ছে আগুন, আর সাগরে আগুন জ্বালানো অসম্ভব। প্রযুক্তিবিহীন কিন্তু জীবনধারণকারী কোনো গ্রহ দেখার জন্য আমরা এতদূর আসিনি।'

'বুঝতে পেরেছি, আসলে আমি শুধু ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। কারণ আমরা তো জানি একসময় প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছিল—পৃথিবীতে। সেটলাররা সেইগুলোই নিজেদের স্বার্থে নিয়ে এসেছে। প্রযুক্তি সবসময় "একরকম" হবে একথা তুমি জোর দিয়ে বলতে পারনা।'

'সাগরে চলাচলের জন্য স্ট্রিমলাইনের প্রয়োজন। সামুদ্রিক প্রাণীর অনিয়মিত আউট লাইন বা আমাদের হাতের মতো উপাঙ্গ নেই।'

'স্কুইডের শুঁড় আছে।'

'স্বীকার করছি অনেক কিছুই আমাদের অনুমান করে নিতে হবে, কিন্তু তুমি যদি মনে কর গ্যালাক্সির কোথাও বুদ্ধিমান স্কুইডের স্বাধীনভাবে বিকাশ ঘটেছে এবং তারা আগুন ছাড়াই একটা সভ্যতা গড়ে তুলেছে সেটা হবে আমার মতে পুরোপুরি অস্বাভাবিক অনুমান।'

'তোমার মতে,' নরম সুরে বলল পেলোরেট।

হঠাৎ হেসে ফেলল ট্র্যাভিজ, 'চমৎকার, জেনভ। বুঝতে পারছি ব্লিসের সাথে খারাপ ব্যবহার করায় তুমি যুক্তিতর্কে আমাকে হারানোর চেষ্টা করছ এবং আমি বলব সফল। কথা দিচ্ছি যদি স্থলভাগ না পাই তা হলে তোমার সভ্য স্কুইডদের খুঁজে বের করার জন্য যতদূর সম্ভব সাগরে অনুসন্ধান চালাবো।'

তার কথা শেষ হওয়ার পরপরই মহাকাশ যান আবার অন্ধকার অংশে ঢুকল।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল পেলোরেট, 'ভাবছি, এটা কি নিরাপদ।'

'কী নিরাপদ, জেনভ?'

'এভাবে অন্ধকারে ছুটে বেড়ানো। যে-কোনো মুহূর্তে সাগরে গিয়ে পড়তে পারি।'

'একেবারেই অসম্ভব, জেনভ। সত্যি বলছি! কম্পিউটার সি-লেভেল থেকে যথেষ্ট উচ্চতা বজায় রেখেছে।'

'কত দূর?'

'প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার।'

'ভয় কাটছে না, গোলান। না দেখে হয়তো কোনো পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খাব।'

'আমরা না দেখলেও মহাকাশযানের রাডার দেখবে এবং কম্পিউটার পাশ কাটিয়ে নিয়ে যাবে।'

'যদি স্থলভাগ থাকে? অন্ধকারে আমরা মিস করব।'

'না, জেনভ, করব না। নিচে স্থলভাগ থাকলে আমি বোঝার অনেক আগেই কম্পিউটার সেটা বুঝতে পারবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

কথা বন্ধ হল দুজনের, এবং কয়েক ঘণ্টার ভেতর তারা আবার ফিরে এলো, দিনের আলোতে নিচে এখনো সুবিশাল মহাসাগর বিরামহীন একঘেয়ে গতিতে বয়ে চলেছে। কিন্তু ঝড়ের কারণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। একবার ঝড়ো বাতাস ধাক্কা দিয়ে ফার স্টারকে গতিপথ থেকে সরিয়ে দিল, কম্পিউটার বাধা দিল না, শক্তি ক্ষয় এবং কাঠামোর ক্ষতি ঠেকানোর জন্য। ঝড় পেরিয়ে যাবার পর আবার ফিরে এল নির্দিষ্ট পথে।

'সম্ভবত কোনো হারিকেনের শেষ মাথা,' বলল ট্র্যাভিজ।

পেলোরেট বলল, 'এদিকে দেখ, ওল্ড চ্যাপ। আমরা শুধু পূর্ব থেকে পশ্চিম—অথবা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলাচল করছি। অর্থাৎ শুধু বিষুব অঞ্চলটাই দেখছি।'

'আমরা উত্তর পশ্চিম-দক্ষিণ পূর্ব দিকে বিরাট বৃত্ত তৈরি করে ঘুরছি। ফলে মৌসুমি অঞ্চল এবং উষ্ণ অঞ্চলের পুরোটা দেখা হয়ে যাচ্ছে। আর একটা বৃত্ত শেষ করে আরেকটা বৃত্ত তৈরি করার সময় পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছি। কম্পিউটারের মতে বড় একটা মহাদেশ থাকার সম্ভাবনা দশ ভাগের একভাগেরও কম, এবং বড় একটা দ্বীপ থাকার সম্ভাবনা চার ভাগের এক ভাগের কম, আর প্রতিটা নতুন বৃত্ত তৈরি করার সময় সেই সম্ভাবনা আরো কমছে।'

'আমি কি করতাম জানো,' ধীর গলায় বলল পেলোরেট, কারণ তারা আবার রাতের অংশে প্রবেশ করছে, 'গ্রহ থেকে যথেষ্ট দূরে থেকে রাডারের সহায্যে পুরো হেমিস্ফিয়ার চেক করতাম। মেঘের জন্য কোনো সমস্যা হতো না, হতো কি?'

'তারপর রাডার আবার অন্য অংশের দিকে জুম করতাম বা অপেক্ষা করতাম অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে কখন বিপরীত অংশ রাডারের আওতায় আসে। করা যেতো, জেনভ। তখন কি আর জানতাম যে একটা বাসযোগ্য গ্রহে ঢোকার সময় কোনো স্পেস স্টেশনে থামতে হবে না এবং মেঘস্তর পেরিয়ে আসার পর স্থলভাগ দেখতে পাব না। বাসযোগ্য গ্রহ মানেই-স্থলভাগ।

'নিশ্চয়ই পুরোটাই স্থলভাগ না।'

'আমি সেটা বলছি না,' হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ। 'বলছি যে আমরা মাটির দেখা পেয়েছি। শান্ত হও!'

চেষ্টা করেও উত্তেজনা দমন করতে পারল না ট্র্যাভিজ। ডেস্কে হাত বসিয়ে কম্পিউটারের অংশ হয়ে গেল। সে বলল, 'এটা একটা দ্বীপ, লম্বায় প্রায় ২৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৬৫ কিলোমিটার। আয়তন সম্ভবত ১৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। খুব বেশি বড় না, আবার ছোটও না। দাঁড়াও—'

পাইলট রুমের আলো কমতে কমতে প্রায় নিভেই গেল।

'আমরা কী করছি?' বলল পেলোরেট, নিজের অজান্তেই ফিসফিস করছে, যেন অন্ধকার কোনো ভঙ্গুর জিনিস, শব্দ হলেই ভেঙে যাবে।

'অন্ধকারের সাথে দৃষ্টি মানিয়ে নিচ্ছি। মহাকাশযান দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে। কিছু দেখতে পারছ?'

'না—মনে হয় যেন আলো দেখলাম। নিশ্চিত করে বলতে পারব না।'
'আমিও দেখেছি। টেলিস্কোপিক লেন্স চালু করছি।'
'আলো! পরিস্কার দৃশ্যমান। এলোমেলো কয়েকটা বিন্দু।'
'এখানে বসতি আছে,' বলল ট্র্যাভিজ 'এটা সম্ভবত গ্রহের একমাত্র বাসযোগ্য অংশ।'
'কী করব এখন?'
'অপেক্ষা করব দিনের আলোর জন্য। এই কয়েকঘন্টা বিশ্রাম নিতে হবে।'
'ওরা যদি আক্রমণ করে?'
'কী দিয়ে করবে? আলো এবং ইনফ্রারেড ছাড়া আর কোনো রেডিয়েশন ধরা পড়েনি। এই গ্রহ বাসযোগ্য এবং বসবাসকারীরা বুদ্ধিমান। তাদের একটা সভ্যতা আছে, কিন্তু সেটা সম্ভবত প্রি-ইলেকট্রনিক, কাজেই এত উপরে ভয়ের কিছু নেই। আর আমার ভুল হলেও কম্পিউটার সময় থাকতেই সতর্ক করে দেবে।'
'দিনের আলো ফোটার পর?'
'অবশ্যই ল্যাণ্ড করব।'

ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠার সাথে সাথে তারা নিচে নামল। মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে দ্বীপের অংশবিশেষ আলোকিত করে তুলেছে—তরতাজা সবুজ দ্বীপের ভেতর দূরে একসারি ধূসর বর্ণের নিচু গোলাকার পাহাড়।
আরো নিচে নামার পর দু-একটা নিঃসঙ্গ গাছ, কিছু বাগান চোখে পড়ল, তবে দ্বীপের বেশিরভাগ অংশই সুরক্ষিত খামার। তাদের সরাসরি নীচে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভাঙাচোরা একসারি বোল্ডারের ভেতর ছড়ানো তৃণভূমি, তার পেছনে রুপোলি সমুদ্র সৈকত। দু-একটা বাড়িঘরও চোখে পড়ছে, কিন্তু শহরের মতো গায়ে গায়ে লাগানো না।
বেশ কয়েকটা রাস্তাও দেখা গেল, দুপাশে সারিবদ্ধ বাসস্থান, তবে বাসস্থানগুলো বেশ দূরে দূরে। তারপর ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে দেখা গেল একটা বায়ুযান। শুধু চলার ভঙ্গি দেখেই তারা বুঝতে পারল যে এটা পাখি নয় বায়ুযান। প্রথমবারের মতো গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর উপস্থিতি প্রমাণ হলো।
'এটা সম্ভবত স্বয়ংক্রিয় যান, যদি ইলেকট্রনিক্স ছাড়া এধরনের জিনিস তারা তৈরি করতে পারে,' বলল ট্র্যাভিজ।
'হতে পারে,' ব্লিস বলল, 'আমার মতে ওটাতে যদি মানুষ থাকে তবে নিঃসন্দেহে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। গতি নিয়ন্ত্রক ছাড়াই যেভাবে সরাসরি নিচে নেমে এসেছি—সত্যিই দেখার মতো।'
'আসলেই দেখার মতো জিনিস,' চিন্তিত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'খুব বেশি গ্রহ গ্র্যাভিটিক স্পেসশিপের সূক্ষ্ম উড্ডয়ন বা অবতরণ দেখেনি—বেলাভূমি ল্যান্ড করার জন্য চমৎকার জায়গা, কিন্তু বাতাসে ধুলো উড়লে বারোটা বেজে যাবে। বরং ঘাসের উপর ল্যাণ্ড করব।'
'অন্তত গ্র্যাভিটিক শিপ ল্যান্ড করার সময় কারো ব্যক্তিগত ভূমির ক্ষতি হয় না।' বলল পেলোরেট।
চারটা প্রশস্ত প্যাড এর উপর ভর দিয়ে স্থির হল ফার স্টার। মহাকাশযানের ওজনে ডেবে গেল মাটি।
'আবহাওয়া মোটামুটি। —গরম একটু বেশিই বলা যায়।' বলল ব্লিস, বলার সুরে ঠিক সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল না।
বাইরে ঘাসের উপর একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, অবাক হয়েছে বা ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। বরং চেহারায় সীমাহীন আগ্রহ।'
মেয়েটার পরনে পোশাক খুব কম। বোধহয় আবহাওয়ার কারণে। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া সম্ভবত ক্যানভাসের তৈরি, কোমরে ফুল লতাপাতার ছাপ আঁকা ছোট স্কার্ট, পা ঢাকার জন্য কিছু পড়েনি। কোমর থেকে উপরে কোনো পোশাক পরেনি।
কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চকচকে চুল, গায়ের রং হালকা বাদামি, সরু চোখ।
চারপাশে তাকিয়ে আর কোনো মানুষ চোখে পড়ল না ট্র্যাভিজের। কাঁধ নেড়ে বলল, 'এখনো সকাল হয়নি পুরোপুরি। বাসিন্দারা নিশ্চয়ই এখনো ঘুমাচ্ছে। তবে এখানে যে মানুষের সংখ্যা কম সেটা বলা যায়।'
অন্যদের দিকে ঘুরে বলল, 'আমি একা গিয়ে ঐ মেয়েটার সাথে কথা বলছি, যদি বোঝার মতো কিছু বলে আর কি। তোমরা—'
'আমার মতে,' দৃঢ়গলায় বলল ব্লিস, 'আমরা সবাই যাব। আমি চাই হাত পায়ের জড়তা কাটাতে, মুক্ত বায়ু সেবন করতে এবং নতুন খাবারের স্বাদ নিতে।' ফেলমেরও একটু খোলা জায়গায় বেরনো দরকার। আর পেল সম্ভবত মেয়েটাকে কাছ থেকে দেখলে খুশি হবে।'
'কে? আমি?' বলল পেলোরেট, খানিকটা লজ্জা পেয়েছে। 'মোটেই না, ব্লিস, কিন্তু এই ছোট দলে আমিই একমাত্র ভাষাবিদ।'
কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'চল সবাই। তবে নিরীহ মনে হলেও আমি অস্ত্র সাথে নেব।'
'আশা করি ওই তরুণীর উপর ওগুলো তুমি ব্যবহার করবে না।' বলল ব্লিস।
দাঁত বের করে হাসল ট্র্যাভিজ। 'খুব সুন্দরী, তাই না?'
প্রথমে বেরোল ট্র্যাভিজ, পেছনে ব্লিস এবং তার হাত ধরে ফেলম। পেলোরেট সবার শেষে।
ওদেরকে বেরোতে দেখে কালো চুলের তরুণী এক পাও পিছায়নি। এখনো আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।
ফিসফিস করল ট্র্যাভিজ, 'বেশ, দেখা যাক।'
হাত দুটো অস্ত্রের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রেখে বলল, 'অভিনন্দন।'

www.boiRboi.blogspot.com

তরুণী বোঝার চেষ্টা করল কয়েক মুহূর্ত তারপর বলল, 'আপনি এবং আপনার সঙ্গীদের সুস্বাগতম।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল পেলোরেট, 'কী চমৎকার! ক্লাসিক্যাল গ্যালাকটিক এবং নিখুঁত উচ্চারণ।'

'আমিও বুঝতে পেরেছি,' ট্র্যাভিজ বলল, কিন্তু অসহায় ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল অর্থ পরিষ্কার হয়নি। 'আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছে।'

মুখে বন্ধুত্বের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমরা এসেছি অনেক দূর মহাকাশ থেকে। অন্য এক গ্রহ থেকে।'

'উত্তম,' স্বাভাবিক উঁচু গলায় তরুণী বলল, 'আপনারা এম্পায়ার থেকে আগমন করিয়াছেন?'

'আমরা এসেছি অনেক দূরের নক্ষত্র থেকে এবং আমাদের বাহনের নাম ফার স্টার।'

চোখ তুলে মহাকাশ যানের গায়ে প্রিন্ট করা নামের দিকে তাকাল তরুণী, 'ওখানে ইহাই লিপিবদ্ধ আছে। তাহা হইলে প্রথম বর্ণটা বিপরীত ভাবে লিখা হইয়াছে।'

আপত্তি জানাতে গেল ট্র্যাভিজ, কিন্তু পেলোরেট খুশির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, বলল, 'ঠিকই বলেছে। দুহাজার বছর আগে বর্ণটাকে ঠিক উল্টোভাবে লেখা হত।'

ভালোভাবে তরুণীকে লক্ষ করল ট্র্যাভিজ। লম্বায় ১.৫ মিটারের বেশি হবে না। সুগঠিত স্তন কিন্তু ছোট। স্তনাগ্র বড় এবং গভীর রঙের, তবে সেটা গায়ের রঙের কারণেও হতে পারে।

সে বলল, 'আমার নাম গোলান ট্র্যাভিজ; আমার বন্ধু জেনভ পেলোরেট; মহিলার নাম ব্লিস; এবং এই শিশুর নাম ফেলম।'

'আপনারা যে দূর নক্ষত্র হইতে আসিয়াছেন সেইখানে তাহা হইলে দুই নাম দেওয়া হয়। আমি হিরোকো, হিরোকোর কন্যা।'

'আর তোমার বাবা?' আচমকা জিজ্ঞেস করল পেলোরেট।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ নাড়ল হিরোকো। 'মা বলিয়াছিলেন তাহার নাম স্মুল। আমি তাহাকে চিনি না।'

'অন্যেরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ। 'মনে হয় তুমি একাই আমাদের স্বাগত জানাতে এসেছো।'

'প্রায় সকল পুরুষ মৎস্য শিকারে গিয়াছে; প্রায় সকল নারী কাজ করিতেছে মাঠে। আমি দুইদিন অবকাশ লইয়াছি, সেই হেতু এই অতীব চমৎকার ঘটনা অবলোকন করিতে পারিলাম। তথাপি মানুষ কৌতূহলী। বাহনের অবতরণ বহুদূর স্থানেও দৃশ্যমান হইয়াছে। অল্পক্ষণের মাঝেই অন্যেরা উপস্থিত হইবে।'

'কতজন বাস করে এখানে?'

'পাঁচ সহস্রের অধিক।' গর্বের সাথে বলল হিরোকো।

www.boiRboi.blogspot.com

'সাগরে আর কোনো দ্বীপ আছে?'

'আর কোনো দ্বীপ, জনাব?' দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো।

বুঝে গেছে ট্র্যাভিজ। এই দ্বীপ গ্রহের একমাত্র স্থান যেখানে মানুষ বাস করতে পারে এবং করে।

'তোমাদের এই গ্রহের নাম কী?'

'আলফা, জনাব, আমাদিগকে শিখানো হইয়াছে পুরো নাম আলফা সেঞ্চুরি, কিন্তু আমরা শুধু আলফা বলিয়া থাকি। বুঝিতেই পারিতেছেন ইহা অতি উৎকৃষ্ট গ্রহ।'

'কী গ্রহ,' বলল ট্র্যাভিজ, ব্যাখ্যার আশায় ঘুরল পেলোরেটের দিকে।

'বলছে, সুন্দর গ্রহ।' পেলোরেট বলল।

'তা ঠিক। বিশেষ করে দিনের এই সময়টায়।' ভোরের হালকা নীল আকাশের দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ। সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, 'তোমাদের দিনগুলো চমৎকার সূর্যালোকিত, হিরোকো, তবে আমার মনে হয় আলফাতে এত পরিষ্কার আকাশ খুব কমই থাকে।'

শক্ত হয়ে গেলো হিরোকো। 'আমরা যতগুলো চাই ততগুলো রহিয়াছে, জনাব। যখন আমাদের বৃষ্টির প্রয়োজন তখন মেঘ প্রস্তুত হয়। নিঃসন্দেহে যখন মৎস্য শিকারের বাহনগুলো সমুদ্রে অবস্থান করে তখন উপরের মতো নীলাকাশ প্রয়োজন।'

'তোমরা তা হলে ওয়েদার কন্ট্রোল করতে পারো, হিরোকো?'

'তাহা না করিলে, জনাব গোলান ট্র্যাভিজ, অত্যধিক বৃষ্টিতে আমাদের টিকিয়া থাকাই দায় হইত।'

'কীভাবে করো?'

'আমি প্রকৌশলী নহি, আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।'

'তোমরা যে দ্বীপে বাস করছ, এই দ্বীপের নাম কী? বলল ট্র্যাভিজ। মনে হচ্ছে যেন ক্লাসিক্যাল গ্যালাকটিকের অলংকারিক উচ্চারণে সে হাবুডুবু খাচ্ছে, একবার সন্দেহ হল প্রশ্নটা সে বোঝাতে পেরেছে কিনা।

হিরোকো বলল, 'বিস্তীর্ণ সাগরের মাঝে এই স্বর্গীয় দ্বীপকে আমরা বলি নতুন পৃথিবী।'

বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে পেলোরেটের সাথে চোখাচোখি হলো ট্র্যাভিজের।

শেষ মন্তব্য নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। কারণ আরো অনেকে আসা শুরু করেছে। একজন দুজন করে ভিড় বাড়ছে ক্রমেই। ট্র্যাভিজের ধারণা যারা মাছ ধরতে যায়নি বা মাঠে কাজ করতে যায়নি শুধু তারাই এসেছে এবং খুব বেশি দূর থেকে আসেনি। বেশিরভাগই এসেছে পায়ে হেঁটে, যদিও লক্কড়ঝক্কড় মার্কা দুটো পুরোনো গ্রাউণ্ড কার দেখা গেল।

কোনো সন্দেহ নেই কারিগরি দিক দিয়ে এই গ্রহ একেবারেই অনুন্নত, অথচ এরা ওয়েদার কন্ট্রোল করতে পারে।

সবাই জানে যে কারিগরি উন্নয়ন সবসময় এক ধাঁচে হয় না। কোনো একটা ক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে থাকলেও অন্য কোনো ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি হতে পারে। -কিন্তু এধরনের অসম কারিগরি উন্নয়ন দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন।

মহাকাশযান দেখতে আসাদের ভেতর অর্ধেকই বয়স্ক নারী পুরুষ। তিনটা বা চারটা শিশু আছে। বাকীদের মাঝে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যাই বেশি। কারো ভেতরই ভয় বা কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা নেই।

ট্র্যাভিজ নিচু স্বরে ব্লিসকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছ। মনে হচ্ছে–একেবারে শান্ত।'

'আমি সামান্যতম নিয়ন্ত্রণও করছি না,' বলল ব্লিস। 'বাধ্য না হলে কোনো মাইণ্ড স্পর্শ করি না। আমার ধারণা ফেলম।'

কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য যে অল্প কয়েকজন মানুষ জমায়েত হয়েছে সেটা যে-কোনো গ্রহের স্বাভাবিক দৃশ্য, ফেলমের কাছে সেটাই অনেক বেশি। সে শুধু ফার স্টারের বয়স্ক তিন জনের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত। শব্দ করে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ফেলম, চোখ আধবোজা। যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে।

ধীরে ধীরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ব্লিস, শান্ত করার জন্য নানা ধরনের শব্দ করছে মুখ দিয়ে। ট্র্যাভিজের কোনো সন্দেহ নেই যে একই সাথে সে অতি সূক্ষ্মভাবে মেন্টাল ফাইবার পুনর্বিন্যাস করে দিচ্ছে।

খাবি খাওয়ার মতো করে হঠাৎ লম্বা শ্বাস টানল ফেলম, যেন কেউ তাকে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়েছে। একবার তাকাল জনতার দিকে, তারপর ব্লিসের বাহু আর শরীরের মাঝখানে মাথা লুকালো।

কাঁধে হাত রেখে সেই অবস্থায় তাকে জড়িয়ে ধরল ব্লিস। মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছে যেন বোঝাতে চায়—ভয় নেই, আমি আছি।

আরও বেশি অবাক হয়েছে পেলোরেট, প্রত্যেকটা আলফানের উপর তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বলল, 'গোলান, এরা নিজেরাই একে অন্যের থেকে ভিন্ন।'

ব্যাপারটা ট্র্যাভিজও খেয়াল করেছে। চুল এবং গায়ের রং এককেজনের এককেরকম, একজনের গায়ের রং গাঢ় লাল, চোখ নীল, চামড়া কোঁচকানো। বয়স্কদের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন হিরোকোর মতো খাটো, এবং একজন বা দুজন ট্র্যাভিজের থেকেও লম্বা। নারী পুরুষ বেশিরভাগেরই চোখের রং হিরোকোর মতো, ট্র্যাভিজের মনে পড়ল ফিলি সেক্টরের বাণিজ্যিক গ্রহগুলোর অধিবাসীদের চোখের রং এরকম হয়, সে অবশ্য ঐ সেক্টরে কখনো যায়নি।

প্রত্যেক আলফান কোমরের উপরে কোনো পোশাক পরেনি এবং মেয়েদের প্রত্যেকের বুক ছোট। শুধু এই একটা শারীরিক ক্ষেত্রে মিল দেখা গেল।

ব্লিস কথা বলল, আচমকা, 'মিস. হিরোকো, এই শিশু মহাকাশ ভ্রমণে অভ্যস্ত নয় এবং তার পক্ষে যত দূর মেনে নেওয়া সম্ভব তার বেশি ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাকে। ওর জন্য একটু বসার এবং খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা যায়?'

www.boiRboi.blogspot.com

বুঝতে পারেনি হিরোকো, পেলোরেট বুঝিয়ে দিল।

অনুতাপের ভঙ্গিতে মুখে একটা হাত তুলে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল হিরোকো, যেন কুর্নিশ করছে। 'মার্জনা করবেন, রেসপেকটেড ম্যাডাম। এই শিশুর প্রয়োজনের কথা ভাবনাতে আসেনি। ঘটনার আকস্মিকতা আমাকে হতবাক করিয়া দিয়াছে। আপনারা অতিথি, প্রাতরাশের জন্য রিফ্যাকটরিতে চলুন। হোস্ট হিসেবে আমরা কি সঙ্গ দিতে পারি?'

'ধন্যবাদ।' বলল ব্লিস। ধীরে ধীরে প্রতিটা শব্দ আলাদা করে উচ্চারণ করল। 'ভালো হয় যদি হোস্ট হিসেবে শুধু তুমি থাকো। এই শিশু অধিক লোকের সান্নিধ্যে অভ্যস্ত নয়।'

উঠে দাঁড়াল হিরোকো। 'আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে।'

অলস ভঙ্গিতে ঘাসের উপর দিয়ে পথ দেখাল সে। বাকি আলফানরা সরে পথ করে দিল। তাদের আগ্রহ সম্ভবত আগন্তুকদের পোশাকের উপরই বেশি। পুরুষদের একজন সামনে বাড়ল এক পা, প্রশ্নবোধক আঙুল তুলল ট্র্যাভিজের জ্যাকেটের দিকে। জ্যাকেটটা খুলে তার হাতে দিল ট্র্যাভিজ।

'নাও,' বলল সে, 'দেখে ফেরত দিতে হবে।' তারপর হিরোকোকে বলল, 'এটা যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়, মিস, হিরোকো।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, রেসপেকটেড স্যার।' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল সে।

হাসল ট্র্যাভিজ। মৃদুমন্দ বাতাসে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

আলফানদের কারো কাছেই অস্ত্র নেই। এবং ওরা ট্র্যাভিজের অস্ত্রের প্রতিও কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। যত দূর বুঝতে পারছে আলফা পুরোপুরি নিরীহ গ্রহ।

মহিলাদের একজন ব্লিসের সামনে গিয়ে তার ব্লাউজ খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'আপনার স্তন নাই, রেসপ্যাকটেড ম্যাডাম?' উত্তর দেওয়ার আগেই সে হাত বাড়িয়ে ব্লিসের বুক স্পর্শ করল।

হাসল ব্লিস, 'আপনি নিজেই দেখিলেন, আছে। হয়তো আপনার মতো সুন্দর নহে। তবে সে কারণে ঢাকিয়া রাখিনি। আমার গ্রহে ঢাকিয়া রাখাই নিয়ম।'

পাশে দাঁড়ানো পেলোরেটকে ফিসফিস করে বলল, 'ক্লাসিক্যাল গ্যালাকটিক কেমন শিখলাম?'

'চমৎকার, ব্লিস।' প্রশংসা করল পেলোরেট।

ডাইনিং রুমটা বিশাল, মাঝখানে লম্বা টেবিল। দুই পাশে লম্বা বেঞ্চি। বোঝাই যাচ্ছে আলফানরা একসাথেই খানাপিনা করে।

হঠাৎ অনুশোচনা বোধ করল ট্র্যাভিজ। ব্লিসের অনুরোধে পাঁচজন বাদে সবাইকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগই আবার জানালার বাইরে সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রেখে উঁকি মারছে, (আসলে দেয়ালের মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গা, এমনকি পর্দাও নেই), সম্ভবত আগন্তুকরা কীভাবে খায় সেটা দেখতে চায়।

হঠাৎ মনে হলো যদি বৃষ্টি হয়, তখন কী হবে। অবশ্য প্রয়োজন হলেই বৃষ্টি হবে। তা ছাড়া কখন বৃষ্টি হবে সেটা জানা থাকে বলে আলফানরা প্রস্তুত থাকতে পারে।

মুখোমুখি জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাগর, আর দূরের দিগন্তে ট্র্যাভিজের মনে হলো যেন চোখে পড়ল একদলা মেঘ, এই ছোট স্বর্গের আকাশ বাদে পুরো গ্রহের আকাশে যেরকম মেঘ ছড়িয়ে আছে, সেরকম।

ওয়েদার কন্ট্রোলের সুবিধাও আছে।

একজন আলফান তরুণী নাচের ছন্দের মতো হেঁটে হেঁটে খাবার পরিবেশন করল। কী খেতে চায় সেটা কেউ বলেনি। সবাইকে ছোট গ্লাসে দুধ, বড় গ্লাসে আঙুরের রস, তারচেয়েও বড় গ্লাসে দেওয়া হল পানি। প্রত্যেককে দেওয়া হল দুটো করে ডিম পোচ, পনিরসহ, বড় প্লেটে সবুজ ঠাণ্ডা পাতার উপর সিদ্ধ মাছ এবং আলু ভাজি।

খাবার দেখে আতঙ্ক বোধ করল ব্লিস। বুঝতে পারছে না কোনটা দিয়ে শুরু করবে। ফেলমের সেধরনের কোনো সমস্যা নেই। এক নিশ্বাসে আঙুরের রস শেষ করল, তারপর হাত বাড়ালো মাছ আর আলুর দিকে। একটা চামচ বাড়িয়ে দিল ব্লিস।

পরিপূর্ণ তৃপ্তির ভাব নিয়ে ডিমের দিকে চামচ বাড়াল পেলোরেট।

'আসল ডিমের স্বাদ আবার মনে করা যাক।' বলল ট্র্যাভিজ। তারপর সেও অনুসরণ করল।

ওদের খাওয়া দেখে নিজের খাবারের কথা ভুলে গেছে হিরোকো। জিজ্ঞেস করল, 'খাদ্য তৃপ্তিদায়ক?'

'চমৎকার।' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল ট্র্যাভিজ। 'এই গ্রহে বোধহয় খাবারের কোনো কমতি নেই। –নাকি ভদ্রতা করে বেশি দিচ্ছ?'

মনযোগ দিয়ে শুনল হিরোকো, বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল জোরে জোরে। 'না, না, রেসপ্যাক্টেড স্যার। আমাদের গ্রহে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়, সাগরে পাওয়া যায় আরো অধিক বেশি। হাসগুলো ডিম দেয়, ছাগলগুলো দুধ দেয়। আর আমাদের আছে প্রচুর শস্য। তাহা ছাড়া সাগরে আছে বিভিন্ন প্রজাতির বহুবিদ মৎস্য, পুরো এম্পায়ারকে আমরা খাওয়াইতে পারিব, তাহার পরেও শেষ হইবে না।'

মুচকি হাসল ট্র্যাভিজ। পরিষ্কার বোঝা যায় আলফান তরুণী জানে না গ্যালাক্সি আসলে কত বড়।

'হিরোকো, এই দ্বীপের নাম তুমি বললে নতুন পৃথিবী। তা হলে পুরোনো পৃথিবী কোথায়?'

অবাক হয়ে ট্র্যাভিজের দিকে তাকাল হিরোকো। 'নতুন পৃথিবী? মাফ করবেন, রেসপ্যাকটেড স্যার। আমি বুঝিতে পারি নাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'নতুন পৃথিবীর আগে তোমরা অন্য কোনো স্থানে বাস করতে। এই অন্য জায়গাটা কোথায় যেখান থেকে তোমরা এসেছো?'

'আমি কিছুই জানি না, রেসপেকটেড স্যার। সারা জীবন ধরিয়াই আমি এই স্থানে বাস করিতেছি এবং আমার মা, মাতামহী তারও আগে আমার মাতামহীর পূর্বের বংশধররাও নিঃসন্দেহে এইখানে বাস করিত। অন্য কোনো ভূমির কথা আমি জানি না।'

'কিন্তু', নরম সুরে বোঝানোর চেষ্টা করল ট্র্যাভিজ, 'তোমরা এই দ্বীপের নাম বলছ নতুন পৃথিবী। কেন?'

'কারণ, রেসপ্যাকটেড স্যার, শুরু থেকেই এই নামে ডাকা হইতেছে।'

'কিন্তু এটা নতুন পৃথিবী অর্থাৎ অনেক পরে তৈরি হয়েছে। পুরোনো একটা পৃথিবী থাকতে বাধ্য, যার ভিত্তিতে তোমাদের এই নামকরণ হয়েছে। প্রতি ভোরে নতুন একটা দিন শুরু হয়, অর্থাৎ তার আগে আরেকটা দিন ছিল। বুঝতে পারছ না এখানেও তাই ঘটেছে?'

'জি না রেসপ্যাকটেড স্যার। এই স্থানকে কি নামে ডাকা হয় আমি শুধু ইহাই জানি, অন্য কিছু জানি না। আপনার যুক্তি বিশ্লেষণও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অপরাধ নেবেন না।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, পরাজিত মনে হচ্ছে নিজেকে।

পেলোরেটের দিকে ঝুকল ট্র্যাভিজ,ফিসফিস করে বলল, 'যাই করি, যেখানেই যাই, কোনো তথ্যই পাই না।'

'পৃথিবী কোথায় আমরা এখন জানি, অত চিন্তার কি আছে?' বলল পেলোরেট।

'আমি আগেই কিছু তথ্য জেনে নিতে চাই।'

'ওর বয়স কম, বেশি কিছু জানার কথা না।'

একটু চিন্তা করে মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'ঠিক, জেনভ।'

হিরোকোর দিকে ঘুরে বলল, 'মিস হিরোকো, আমরা কেন এখানে এসেছি সেটা তুমি জিজ্ঞেস করনি।'

চোখ নামাল হিরোকো, বলল, 'আপনাদের আহার এবং বিশ্রামের পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলে অভদ্রতা হইত।'

'বেশ, আমাদের খাওয়া শেষ, বিশ্রাম নেওয়া হয়েছে। এখন তোমাকে বলব কেন আমরা এখানে এসেছি। আমার বন্ধু ড. পেলোরেট নিজের গ্রহের একজন স্কলার, একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি একজন মিথলজিস্ট। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'জি না, রেসপ্যাকটেড স্যার।'

'তিনি বিভিন্ন গ্রহের পুরোনো গল্প নিয়ে গবেষণা করেন, যে গল্পগুলো পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তি হিসেবে পরিচিত। নতুন পৃথিবীতে কি এমন কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যিনি এই গ্রহের পুরোনো গল্পগুলো জানেন?'

চিন্তায় কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল হিরোকোর। 'আমি এই বিষয়ে অতি অল্প জানি। তবে একজন বৃদ্ধ আছেন যিনি প্রাচীন যুগের গল্প বলিতে ভালবাসে। তিনি কোথা হইতে শিখিয়াছেন আমি জানি না। সম্ভবত এগুলো তাহার বানোয়াট গল্প অথবা এমন কাহারো নিকট হইতে শুনিয়াছেন যিনি নিজেও বানোয়াট গল্প তৈরি করিতেন। আমার মতে,' একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ তার কথা শুনছে কিনা, 'বৃদ্ধ শুধুই বকবক করে।'

'এরকম বকবক করা লোকই আমার দরকার। আমার বন্ধুকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে বৃদ্ধের–'

'নিজেকে সে মনোলী নামে অভিহিত করিয়া থাকে।'

'মনোলীর কাছে? আমার বন্ধুর সাথে কথা বলবে মনোলী?'

'সে? কথা বলিব?' কৌতুকের সুরে বলল হিরোকো। 'জিজ্ঞাসা করিতে হইবে সে কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছে কিনা। সে এমন একজন মানুষ যে সুযোগ পাইলে না থামিয়াই রাতের পর রাত কথা বলিয়া যাইবে। দোষ নেবেন না, রেসপ্যাকটেড স্যার।'

'দোষের কিছু নেই। তুমি এখনই আমার বন্ধুকে মনোলীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে?'

'সেটা যে-কোনো সময় যে কেহই করিতে পারিবে। বৃদ্ধ সর্বদাই গৃহে অবস্থান করে এবং শ্রোতা পাইলে আনন্দিত হয়।'

'ম্যাডাম ব্লিসের সঙ্গে থাকার জন্য একজন বয়স্ক মহিলাকে দরকার। তার সাথে শিশু আছে। বেশি ঘুরতে পারবে না। সঙ্গী থাকলে ভালো হয়। কারণ, তুমি তো জানোই মেয়েরা-'

'কথা বলিতে পছন্দ করে?' পরিষ্কার আমুদে গলায় বলল হিরোকো। 'পুরুষরা সর্বদা এই কথা বলে কেন বুঝিতে পারি না। অথচ আমি দেখিয়াছি পুরুষরাই বেশি কথা বলিয়া থাকে। আমাদের পুরুষরা মৎস্য শিকার হইতে ফিরিয়া আসুক, দেখিবেন কেমন গালগপ্পো জুড়িয়া দেয়। কেহই তাহাদের থামাইতে পারিবে না। যাহাই হোক, আমিও অধিক কথা বলিতে শুরু করিয়াছি। –আমার মাতার এক বান্ধবীকে ডাকিয়া আনিতেছি ম্যাডাম ব্লিসকে সঙ্গ দিবার নিমিত্তে। তার পূর্বে তিনি রেসপ্যাকটেড ডক্টরকে বৃদ্ধ মনোলীর নিকট লইয়া যাইবেন। আমার ক্ষণিকের অনুপস্থিতি মার্জনা করিবেন কি?'

সে চলে যাওয়ার পর বাকি দুজনকে বলল ট্র্যাভিজ, 'শোন, জেনভ, বৃদ্ধের কাছ থেকে যত বেশি তথ্য আদায় করা সম্ভব হয় করবে। ব্লিস তোমার সাথে যেই থাকুক তার কাছ থেকেও বেশি করে জানার চেষ্টা করবে। জানার চেষ্টা করবে শুধু পৃথিবীর কথা।'

'আর তুমি?' বলল ব্লিস। 'তুমি কি করবে?'

'আমি হিরোকোর সাথে থাকব, ওর কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করব।'

হাসল ব্লিস। 'আহ, নিশ্চয়ই। পেল থাকবে বৃদ্ধের সাথে; আমি থাকব একজন বৃদ্ধমহিলার সাথে। তোমার তখন অশিক্ষিত তরুণীর সাথে না থেকে উপায় কি। কী চমৎকার দায়িত্ব বণ্টন।'

'ঠিক তাই, ব্লিস, চমৎকার।'

'একবারও ভাবনি,এভাবে কাজ নাও হতে পারে।'

'না, কেন ভাবব?'

'তাই তো, কেন ভাববে তুমি?'

হিরোকো ফিরে এসে বলল, 'সকল ব্যবস্থা হইয়াছে। রেসপ্যাকটেড ড. পেলোরেটকে মনোলীর নিকট নিয়া যাওয়া হইবে। ম্যাডাম ব্লিস এবং এই শিশুকে সঙ্গ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি কি আপনার সহিত থাকিব, রেসপ্যাকটেড স্যার, পুরাতন পৃথিবীর যে–'

'গালগপ্পো?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'না,' বলল হিরোকো, হাসছে। 'এখন আমি আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে অত্যুৎসাহী।'

ট্র্যাভিজ পেলোরেটের দিকে ঘুরল, 'অত্যুৎসাহী?'

'আগ্রহী,' নরম সুরে বলল পেলোরেট।

ট্র্যাভিজ বলল, 'মিস হিরোকো, তোমার সমস্যা না থাকলে তোমার সাথে কথা বলতে আমার ভালোই লাগবে।'

'ধন্যবাদ।' বলল হিরোকো, উঠে দাঁড়িয়েছে।

ট্র্যাভিজও উঠে দাঁড়িয়েছে, 'ব্লিস,' বলল সে, পেলোরেটের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখবে।'

'আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমার নিরাপত্তা তো সাথেই আছে–' মাথা নেড়ে ট্র্যাভিজের হোলস্টার দুটো দেখাল সে।

'মনে হয় না এগুলো ব্যবহার করতে হবে,' অস্বস্তির সাথে বলল ট্র্যাভিজ।

হিরোকোকে অনুসরণ করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল সে। সূর্য প্রায় মাথার উপর চলে এসেছে। তাপমাত্রা বাড়ছে ক্রমেই। নতুন গ্রহের নতুন গন্ধ লাগছে নাকে। ট্র্যাভিজের মনে পড়ল কমপরেলনে গন্ধ ছিল কম, অরোরার ছিল কিছুটা মেটে গন্ধ, আর সোলারিয়ার গন্ধ ছিল চমৎকার (মেলপোমিনিয়ায় তারা ছিল স্পেস স্যুটের ভেতর, নিজের গায়েরটা ছাড়া অন্য কোনো গন্ধ পায়নি।) প্রতিটি ক্ষেত্রেই কয়েক ঘণ্টার ভেতর নাসারন্ধ্র নতুন গন্ধের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আলফার বাতাসে কেমন ঘেসো গন্ধ। কিছুক্ষণের ভেতরেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে জানার পরেও বিরক্তি বোধ করল ট্র্যাভিজ।

ছোট একটা কাঠামোর দিকে এগোচ্ছে তারা, সম্ভবত হালকা গোলাপি প্লাস্টারে তৈরি।

'এইটা,' বলল হিরোকো, 'আমার গৃহ। পূর্বে আমার মায়ের ভগিনীর বাসস্থান ছিল।'

www.boiRboi.blogspot.com

নিজে ভেতরে ঢুকে ট্রাভিজকেও অনুসরণ করতে ঈশারা করল সে। দরজা খোলা, অথবা, ঢোকার সময় খেয়াল করল ট্রাভিজ, আসলে কোনো দরজাই নেই।

'বৃষ্টি হলে কী করো?' জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

'তখন এই পর্দাগুলো টানিয়া দেই। এগুলো ভারী এবং পানিরোধক।'

কথা বলতে বলতে পর্দাগুলো নামিয়ে দিল সে। জিনিসগুলো কোনো একধরনের ক্যানভাস দিয়ে তৈরি।

'এগুলো এখন টানিয়া দিলাম,' হিরোকোর কথা শেষ হয়নি। 'এখন সকলেই জানিবে আমি ভেতরেই আছি কিন্তু ব্যস্ত। হয় ঘুমাইতেছি অথবা জরুরি কাজ করিতেছি।'

'গোপনীয়তা থাকে বলে তো মনে হয় না।'

'থাকিবে না কেন? দেখুন, পর্দা নামানো আছে।'

'কিন্তু যে কেউ এটা সরিয়ে উঁকি দিতে পারে।'

'আমার অনুমতি ব্যতিরেকে? আপনাদের গ্রহে বুঝি এইরকমই হয়? জঘন্য।'

দাঁত বের করে হাসল ট্রাভিজ। 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

দুই কামরার বাড়ি। ট্রাভিজকে দ্বিতীয় কামরায় নিয়ে এল হিরোকো। বসার জন্য দিল গদিমোড়া চেয়ার। পাথুরে কামরার ক্ষুদ্রতা এবং শূন্যতার মাঝে কেমন এক জমাটবদ্ধভাব, অথচ পরিকল্পনা দেখেই মনে হয় শুধু নির্জনতা বা আরামআয়েশের জন্য এই বাড়ি তৈরি হয়নি। ছাদের কাছে ছোট ছোট জানালা, কিন্তু কৌশলের সাথে কিছু আয়না বসানো আছে দেয়ালে, সেখানে আলো প্রতিফলিত হয়ে হালকাভাবে ঘর আলোকিত হচ্ছে। মেঝের ছোট একটা ফাটল দিয়ে উপরে উঠছে ঠাণ্ডা বাতাস। কৃত্রিমভাবে আলো জ্বালানোর কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। আলফানরা সম্ভবত সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে এবং অস্ত যাবার পর পরই ঘুমোতে যায়।

ট্রাভিজ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হিরোকো কথা বলল, 'ম্যাডাম ব্লিস আপনার সঙ্গিনী?'

'জানতে চাও সে আমার সেক্সুয়াল পার্টনার কিনা?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

হিরোকোর চেহারা একটু লাল হলো, 'আশা করি আপনি মার্জিত কথা বলিবেন। তবে হ্যাঁ, আমি ব্যক্তিগত আমোদের কথা বলছি।'

'না, সে আমার বন্ধুর সঙ্গিনী।'

'কিন্তু বয়সে আপনি আরো তরুণ এবং সুদর্শন।'

'তোমার মতামতের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু ব্লিস তা মনে করে না। সে আমার চেয়েও ড. পেলোরেটকে বেশি পছন্দ করে।'

'আমি অবাক হইয়াছি। সে আপনার সাথে শেয়ার করে না?'

'জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে করবে না, আর আমারও কোনো আগ্রহ নেই।'

জ্ঞানীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হিরোকো। 'বুঝিতে পারিয়াছি। তাহার নিতম্ব।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কী?'

'আপনি জানেন। ইহা।' লাজ শরমের মাথা খেয়ে বোঝানোর জন্য সে নিজের পশ্চাদদেশে হালকা চাপড় মারল।

'ওহ্, ওইটা! বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ব্লিস এর পশ্চাদদেশ বেশ ভারী, অন্যান্য অঙ্গের তুলনায়।' মুচকি হেসে হাত দিয়েও সে বুঝিয়ে দিল। (হেসে ফেলল হিরোকো।) 'যাই হোক অনেক পুরুষই এরকম পছন্দ করে।'

'আমার বিশ্বাস হইতেছে না। নিশ্চিতই ইহা অতিরঞ্জিত। যদি আমার বুক বিশাল হইতো, যদি বোঁটাগুলো ঝুলিয়া পড়িত গোড়ালি পর্যন্ত আপনি কি আমাকে পছন্দ করিতেন? ওরকম হইলে ম্যাডাম ব্লিস-এর মতো বুক ঢাকিয়াই রাখা উচিত।'

'ওরকম বড় হলে আমারো ভালো লাগত না, ঠিক, যদিও আমি নিশ্চিত যে, কোনো খুঁতের কারণে ব্লিস তার বুক ঢেকে রাখে না। তার গ্রহে এটাই নিয়ম।'

'তাহা হইলে আপনি আমার শারীরিক কাঠামো অপছন্দ করেন না?'

'সেটা করলে আমি একটা উন্মাদ। তুমি অসম্ভব সুন্দরী।'

'মহাকাশযান নিয়া এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে যখন ঘুরিয়া বেড়ান তখন বিনোদনের জন্য কী করেন?'

'কিছুই না, হিরোকো। কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কিন্তু আমরা যারা মহাকাশে ঘুরে বেড়াই তারা এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকি।'

'যদি কষ্টই হয় কী উপায়ে সেটা দূর করা যাইবে?'

'এই বিষয়ে কথা বলতে আমার আরো বেশি কষ্ট হচ্ছে। উপায়টা তোমাকে বলা ভদ্রতা হবে বলে মনে হয় না।'

'আমি পরামর্শ দিলে কি অভদ্রতা হইবে?'

'নির্ভর করছে তুমি কি পরামর্শ দাও তার উপর।'

'আমার পরামর্শ হইতেছে আমরা দুইজন পরস্পরকে নিয়া আমোদিত হইতে পারি।'

'সেজন্যই তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো, হিরোকো?'

'হোস্ট হিসেবে ইহা আমার কর্তব্য এবং আমার ইচ্ছাও বটে।'

'সেক্ষেত্রে এটা আমারও ইচ্ছা। বরং বলা যায় তোমার ইচ্ছাই শিরোধার্য। আমি আহ–আমিও তোমাকে আমোদিত করিতে চাই।'

১৮. সঙ্গীতানুষ্ঠান

লাঞ্চ করার জন্য আগের ডাইনিং রুমেই নিয়ে আসা হলো। ভেতরে আলফানরা গিজগিজ করছে। সবাই মিলে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল সাদরে। ব্লিস আর ফেলমের খাবার দেওয়া হয়েছে। সবার থেকে আলাদা করে।

খাদ্য তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাছ, কচি ছাগলের মাংসের স্যুপ। স্লাইস করা পাউরুটি, মাখন, জ্যাম। সবশেষে সুস্বাদু সালাদ, তবে মিষ্টি জাতীয় কোনো খাবারের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো, অবশ্য বড় বড় গামলা ভর্তি ফলের রস আছে। সকালে ভর পেট খাওয়ার পর ফাউণ্ডেশনারদের আর রুচি নেই। তবে কেউ তাদের জোর করল না।

'এতো খাওয়ার পরেও শরীরে চর্বি জমছে না কেন?' নিচু স্বরে বলল পেলোরেট।

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'সম্ভবত শারীরিক পরিশ্রমের কারণে।'

আলফানরা নিঃসন্দেহে কীভাবে খাবার টেবিলের ভদ্রতা বজায় রাখতে হয় সেটা শেখেনি। শব্দ করে খাবার চিবুচ্ছে, হাসাহাসি করছে কর্কশ স্বরে, শব্দ করে চামচ, পেয়ালা নামিয়ে রাখছে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই, বরং তাদের গলার স্বর পুরুষদের চেয়ে আরো একধাপ চড়া।

নাক কুঁচকালো পেলোরেট, কিন্তু ট্র্যাভিজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। সে বলল, 'আসলে এর একটা ভালো দিকও আছে। এই মানুষগুলোর কোনো চিন্তা নেই, জীবনকে উপভোগ করছে। খাদ্যের কোনো অভাব নেই। তাদের জন্য এটা হচ্ছে একটা সোনালি যুগ।'

চিৎকার করে কথাগুলো বলল সে, পেলোরেটও চিৎকার করে উত্তর দিল, 'কিন্তু হট্টগোল খুব বেশি।'

'ওরা তাতে অভ্যস্ত।'

'ওরা কীভাবে একজন আরেকজনের কথা বুঝতে পারছে আমার কোনো ধারণাই নেই।'

ফাউণ্ডেশনাররা কিছুই বুঝতে পারছে না। আলফানরা এত দ্রুত বিশুদ্ধ ব্যাকরণ সমৃদ্ধ ক্লাসিক্যাল গ্যালাকটিকে কথা বলে যে ফাউণ্ডেশনারদের কাছে তা শুধু নির্দিষ্ট

www.boiRboi.blogspot.com

মাত্রার শব্দ। যেন চিড়িয়াখানায় পশুপাখিগুলো কোনো কারণে ভয় পেয়ে একসাথে চিৎকার করছে।

লাঞ্চের পর ছোট একটা বাসগৃহে ব্লিসের সাথে যোগ দিতে পারল। এটা হিরোকোর কোয়ার্টার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সাময়িকভাবে থাকার জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ফেলম পাশের কামরায়, একা হতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে।

দেয়ালের ফাঁকা জায়গার মতো যে দরজা আছে সেদিকে তাকিয়ে অনিশ্চিত স্বরে পেলোরেট বলল, 'প্রাইভেসি নেই, আমরা কথা বলব কীভাবে?'

'নিশ্চিত থাকো,' বলল ট্র্যাভিজ, 'ক্যানভাসের পর্দা নামিয়ে দিলে কেউ আর আমাদের বিরক্ত করবে না। এটা তাদের সামাজিক আইন।'

'কেউ শুনে ফেলতে পারে।' উপরে জানালার দিকে তাকিয়ে বলল পেলোরেট।

'আমাদের চিৎকার করে কথা বলার দরকার নেই। আড়িপাতার স্বভাব নেই আলফানদের। সকালের নাস্তার সময় ডাইনিং রুমের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা, তারপরেও যথেষ্ট দূরত্ব রেখেছিল।'

হাসল ব্লিস, 'হিরোকোর সাথে কিছুক্ষণ থেকেই এই গ্রহের সমাজ ব্যবস্থা অনেকখানি জেনে ফেলেছ। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এটাও জানো। কী ঘটেছে আসলে?'

'যদি বুঝতে পারো যে আমার মেন্টাল প্রবাহ ভালো অবস্থায় আছে,' বলল ট্র্যাভিজ, 'আমি শুধু বলব যে আমার মাইণ্ড যেমন আছে তেমনই রেখে দাও তুমি।'

'ভালোভাবেই জানো গায়া কখনোই তোমার মাইণ্ড স্পর্শ করবে না, কেন সেটাও জানো। তারপরেও আমি তো মেন্টালি ব্লাইণ্ড নই। কী ঘটছে সেটা এক কিলোমিটার দূর থেকেও অনুভব করতে পারি। মহাকাশ ভ্রমণে এটা কি তোমার অপরিবর্তনীয় নিয়ম, মাই ইরোটোমানটিক* ফ্রেণ্ড।'

'ইরোটোমানটিক? শোন ব্লিস, দুইবার, পুরো অভিযানে মাত্র দুইবার?'

'আমরা মাত্র দুইটা গ্রহে নেমেছি যেখানে মানুষ বাস করে এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। দুটোর মধ্যে দুটোতেই তুমি সফল।'

'তুমি ভালো করেই জানো কমপরেলনে আমার কিছু করার ছিল না।'

'সেটা তো বুঝলাম। কমপরেলনের মহিলা কেমন ছিল আমার মনে আছে। হিরোকো তোমাকে তার ইচ্ছামতো চলতে বাধ্য করেছে আমি তা মনে করি না।'

'অবশ্যই না। আমারও আগ্রহ ছিল। তবে পরামর্শ ছিল তার।'

কিছুটা হিংসার সুরে বলল পেলোরেট, 'তোমার বেলায় কি সবসময় এরকম হয়, গোলান?'

'হতেই হবে, পেল,' বলল ব্লিস। 'মেয়েরা অসহায়ের মতো ওর প্রেমে পড়ে যায়।'

* ইরোমান্টিক: যৌন উত্তেজনায় কাতর। অনুবাদক

'সেরকম হলে তো ভালোই হতো,' বলল ট্রাভিজ, 'কিন্তু হয় না এবং সেজন্য আমি খুশি। জীবনে আরো অনেক কাজ করার আছে। তবে এই ক্ষেত্রে আমি বাধা দেইনি। কারণ, অন্য গ্রহ থেকে এই গ্রহে আসা আমরাই প্রথম মানুষ। হিরোকো বা সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটাও অন্য গ্রহের মানুষ দেখেনি কখনো। হিরোকো মনে করেছিল আমি আলফানদের থেকে ভিন্ন, শারীরিক দিক দিয়ে, অন্যান্য দিক দিয়েও। তবে তাকে হতাশ হতে হয়েছে।'

'ওহ। তুমিও হতাশ?'

'না। আমি অনেক গ্রহে গিয়েছি, অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবং বুঝতে পেরেছি যে মানুষের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং সেক্সেরও কোনো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন যদি হয়ই সেটা হয় বেশ সনাতন এবং নিরানন্দদায়ক। সারা জীবনে শিখেছি। এক মেয়ের সাথে পরিচয় ছিল তীক্ষ্ণ কর্কশ সঙ্গীত না শুনলে তার শরীর কোনো সাড়া দিত না। কিন্তু সেটা সহ্য হতো না আমার। বিশ্বাস করো পুরোনো কায়দাই আমার পছন্দ।'

'সঙ্গীতের কথায় মনে পড়ল, ডিনারের পর আমাদের একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েছে আলফানরা। আমাদের সম্মানে। যা বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় নিজেদের সঙ্গীত নিয়ে আলফানরা খুব গর্বিত।'

'তারা গর্বিত বলেই সেটা আমাদের কানে মধুর শোনাবে না।' মুচকি হেসে বলল ট্রাভিজ।

'কথা শেষ করতে দাও,' বলল ব্লিস, 'ওদের আসল অহংকার হচ্ছে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র তারা বেশ সুন্দর করে বাজাতে পারে। খুবই প্রাচীন। সেখান থেকে পৃথিবী সম্বন্ধে হয়তো কিছু জানা যাবে।'

ভুরু উঁচু করল ট্রাভিজ, 'চমৎকার ভাবনা। এবং মনে পড়েছে যে তোমাদের কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছিলাম। জেনভ, দেখা করেছ মনোলীর সাথে?'

'অবশ্যই করেছি,' বলল পেলোরেট। 'প্রায় তিন ঘণ্টা তার সাথে ছিলাম। হিরোকো মোটেই বাড়িয়ে বলেনি। পুরো সময়টাই মনোলী একা কথা বলেছে। লাঞ্চের জন্যও আমাকে ছাড়তে চায়নি। কথা দিয়ে আসতে হয়েছে যে আবার তার কাছে যাবো।'

'উল্লেখযোগ্য কিছু বলেছে?'

'বেশ, অন্য সবার মতো—সেও বলেছে—পৃথিবী পুরোপুরি এবং ভয়ংকর রকম রেডিওঅ্যাকটিভ; আলফানদের পূর্বপুরুষরা সবার পরে পৃথিবী ছেড়েছে, নইলে মারা যেত। —এবং গোলান, কথাগুলো সে এত জোর দিয়ে বলেছে যে আমি বিশ্বাস না করে পারিনি। আমার ধারণা পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে, এবং আমাদের পুরো অভিযান ব্যর্থ।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে থাকল ট্রাভিজ। নিচু বিছানায় বসেছিল পেলোরেট, তার পাশে ব্লিস। উঠে দাঁড়িয়ে পালাক্রমে পুরুষ দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

www.boiRboi.blogspot.com

শেষ পর্যন্ত কথা বলল ট্রাভিজ, 'অভিযান শেষ হয়েছে কি হয়নি সেটা আমাকেই বিচার করতে দাও, জেনভ। বাচাল বুড়ো তোমাকে কি বলেছে সেটা বল। সংক্ষেপে অবশ্যই।'

'মনোলীর কথার সাথে সাথে আমি নোট নিয়েছি।' বলল পেলোরেট। 'কোনো সন্দেহ করেনি। কারণ নিজের কথা নিয়েই সে মশগুল ছিল। তার প্রতিটা কথার সাথে সাথেই নতুন নতুন বিষয় বেরিয়ে এল। কিন্তু সারা জীবন আমি দীর্ঘ বিস্তারিত বর্ণনা থেকে—'

'সংশ্লিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বের করে এনেছ। আসল কথা বল, ডিয়ার জেনভ।' নরম সুরে বলল ট্রাভিজ।

অস্বস্তির সাথে গলা খাকারি দিল পেলোরেট, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওল্ড চ্যাপ। আমি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং ধারাবাহিক একটা গল্প বের করার চেষ্টা করেছি। পৃথিবী ছিল মানবজাতি এবং কোটি কোটি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আসল জন্মস্থান। হাইপার স্পেসাল ট্রাভেল আবিষ্কারের পূর্বে এটাই ছিল একমাত্র বাসস্থান। তারপর স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলো গড়ে উঠে। তারা পৃথিবীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, গড়ে তোলে নিজেদের আলাদা একটা সভ্যতা এবং মাতৃগ্রহের সাথে বিরোধিতা শুরু করে।

'এর কয়েক শতাব্দী পরেই নিজের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয় পৃথিবী। যদিও মনোলী বলেনি কীভাবে সম্ভব হয়েছে। আমিও জিজ্ঞেস করিনি, কারণ তা হলে হয়তো আলোচনা অন্য দিকে চলে যেত। তবে এলিজাহ্ বেইলি নামে এক প্রাচীন বীরের কথা সে বলেছে। কিন্তু চরিত্রটার বর্ণনা এত বেশি অতিরঞ্জিত যে—'

'আমরা বুঝতে পেরেছি, পেল।' বলল ব্লিস।

কথার মাঝখানে আবারও বাধা পেলো পেলোরেট। 'অবশ্যই। দুঃখিত। পৃথিবী সেটলম্যান্টের দ্বিতীয় একটা ধারার সূচনা করে নতুন পদ্ধতিতে বিভিন্ন গ্রহে বসতি তৈরি করে। নতুন সেটলাররা দৃঢ়ভাবে স্পেসারদের নতুন নতুন গ্রহে বসতি স্থাপন বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলে, এবং ধীরে ধীরে গড়ে তোলে গ্যালাকটিক এম্পায়ার। সেটলার এবং স্পেসারদের মাঝে যুদ্ধের সময়—না, যুদ্ধ নয়, মনোলী "দ্বন্দ্ব" শব্দটা ব্যবহার করেছিল এবং বেশ সতর্ক ছিল—সেসময়—পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ হয়ে পড়ে।'

'অসম্ভব, জেনভ।' বলল ট্রাভিজ। 'একটা গ্রহে কীভাবে রেডিওঅ্যাকটিভিটি ছড়িয়ে পড়ে; গঠনের সময় সব গ্রহই কমবেশি রেডিওঅ্যাকটিভ হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা হ্রাস পায়। পুরো গ্রহ রেডিওঅ্যাকটিভ হতে পারে না।'

কাঁধ নাড়ল পেলোরেট। 'সে আমাকে যা বলেছে আমি তোমাকে শুধু সেগুলোই বলছি। সে আবার শুনেছে অন্য কারো কাছ থেকে। এই অন্য কেউ আবার শুনেছে আরেকজনের কাছ থেকে। গল্পগুলো পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চালু রয়েছে, ঠিক কি পরিমাণ বিকৃত হয়েছে সেটা এখন আর পরিষ্কার বলা যাবে না।

'বুঝলাম, কিন্তু প্রাথমিক ইতিহাসের কোনো বই বা ডকুম্যান্টস নেই যেখান থেকে মোটামুটি সঠিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু উত্তর হলো, না। অস্পষ্টভাবে প্রাচীন একটা বইয়ের কথা বলেছিল, সেটাও কালের বিবর্তনে অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। তবে সে যা বলেছে তার সবই ঐ বইয়ে ছিল।'

'হ্যাঁ, বেশ ভালোভাবেই বিকৃত হয়েছে। সেই একই গল্প। যেখানেই যাই তথ্যগুলো কোনো না কোনোভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে।—ঠিক আছে, পৃথিবীতে কীভাবে রেডিওঅ্যাকটিভিটি শুরু হয় সেটা বলেছে?'

'বিস্তারিত কিছু বলেনি। শুধু এইটুকু বলেছে যে স্পেসাররা ছিল শয়তান, পৃথিবীবাসীরা সকল দুর্ভাগ্যের জন্য দোষ দিত তাদেরকেই। রেডিওঅ্যাকটিভিটি–'

একটা পরিষ্কার কণ্ঠস্বর তার কথাকে ছাপিয়ে উঠল, 'ব্লিস, আমি একজন স্পেসার?'

দুই ঘরের মাঝখানের সংকীর্ণ প্রবেশপথে ফেলম দাঁড়িয়ে আছে, চুল এলোমেলো, পরনে ব্লিসের একটা নাইটগাউন, একদিকের কাঁধ থেকে পিছলে নেমে গিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক বুক বেরিয়ে পড়েছে। 'চিন্তা করছিলাম বাইরে থেকে কেউ আড়ি পাতে কিনা, কিন্তু ভিতরেও যে আড়ি পাতার মতো একজন আছে সে কথা মনেই ছিল না।' বলল ব্লিস। '—শোন, ফেলম, ওই কথা বললে কেন?' ফেলমের দিকে হেঁটে যেতে যেতে বাকি কথাগুলো বলল সে।

'ওদের যা আছে আমার তা নেই,' পুরুষ দুজনকে দেখিয়ে ফেলম বলল, 'অথবা তোমার যা আছে, ব্লিস। আমি অন্যরকম। কারণ আমি স্পেসার, তাই না?'

'তুমি স্পেসার, ফেলম,' শান্ত করার সুরে বলল ব্লিস। 'কিন্তু ছোট দু'একটা পার্থক্য তেমন কোনো ব্যাপার না। যাও ঘুমাতে যাও।'

বরাবরের মতোই ফেলম ব্লিসের ইচ্ছার অনুগত হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি শয়তান? শয়তান কি?

ঘাড় ফিরিয়ে বাকি দুজনের উদ্দেশে বলল ব্লিস, 'আমার জন্য অপেক্ষা করো। এখুনি আসছি।'

ঠিক পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল সে। মাথা নাড়ছে। 'আমি না-জাগানো পর্যন্ত সে ঘুমাবে। বোধহয় আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া মাইণ্ড-এর কোনো ধরনের মডিফিকেশন করা ঠিক হতো না।' তারপর কিছুটা আত্মরক্ষার সুরে বলল, 'আমি চাই না আমাদের সাথে ওর যে শারীরিক পার্থক্য সেটা নিয়ে সে চিন্তা করে।'

'ওয়ে হার্মাফ্রোডিটিক একদিন এটা জানবেই।' বলল পেলোরেট।

'কোনো একদিন,' বলল ব্লিস, 'কিন্তু এখন না। তোমার গল্পটা শেষ করো, পেল।'

'হ্যাঁ,' ট্র্যাভিজ বলল, 'নতুন কোনো বাধা আসার আগেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বেশ, পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ হয়ে পড়ে, বা বলা যায় যে এর ধুলোবালিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, বাস করত বিশাল বিশাল সব শহরে যার অধিকাংশই ছিল মাটির নিচে।'

'হতেই পারে না,' বাধা দিল ট্র্যাভিজ। 'কোনো গ্রহের সোনালি যুগকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটা এক ধরনের দেশাত্মবোধ, এবং এটা ট্র্যানটরের স্বর্ণযুগেরই বিকৃতি, যখন সেটা ছিল গ্যালাক্সি বিস্তৃত বিশ্বসমূহের ইমপেরিয়াল-ক্যাপিটাল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পেলোরেট, তারপর বলল, 'সত্যি, গোলান, আমার কাজ তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে না। আমরা মিথলজিস্টরা ভালো করেই জানি পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তিতে ধার করা উপাদান থাকে। থাকে নৈতিক শিক্ষা ঋতুচক্রের বর্ণনা এবং পাল্টে দেওয়ার মতো আরো অনেক উপাদান। কিন্তু আমরা সেগুলো বাদ দিয়ে প্রকৃত সত্য বের করে আনতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি সব ধরনের ইতিহাসের ক্ষেত্রেই কৌশলটা প্রযোজ্য, কারণ কেউই পরিষ্কার, স্পষ্ট সত্য কথা লেখে না। এখন মনোলীর কাছ থেকে শোনা কথাগুলোই তোমাকে বলছি, এবং সম্ভবত আমিও কিছুটা পরিবর্তন করে বলছি, যদিও চেষ্টা করছি যেন কোনো পরিবর্তন না হয়।'

'বেশ, বেশ,' বলল ট্র্যাভিজ। 'বলে যাও জেনভ। রাগ করো না।'

'রাগ করিনি। যাই হোক, রেডিওঅ্যাকটিভিটি বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বড় বড় শহরগুলো হয়ে পড়ে বসবাসের অযোগ্য। অবশিষ্ট অধিবাসীরা মোটামুটি তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত এলাকায় গাদাগাদি করে বসবাস শুরু করল। জনসংখ্যা সীমিত রাখার জন্য দুটো ব্যবস্থা নেওয়া হয়; প্রথমত জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি এবং দ্বিতীয়ত ষাটোর্ধ বয়সের ব্যক্তিদের যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা।'

'ভয়ঙ্কর,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ব্লিস।

'নিঃসন্দেহে,' বলল পেলোরেট, 'কিন্তু মনোলীর মতে ঠিক তাই ঘটেছিল, এবং কথাটা সত্যি হতে পারে, কারণ এটা ঠিক পৃথিবীবাসীদের কোনো প্রশংসা নয়। আর প্রথমে স্পেসারদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, অত্যাচারিত এবং পরে এম্পায়ারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, অত্যাচারিত হয়ে পৃথিবীবাসীরা নিজেদের সম্বন্ধে এমন একটা অবজ্ঞাসূচক মিথ্যা চালু করবে সেটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। হয়তো তাদের আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি ছিল, যা অনেকটা কড়া নেশার মতো। একটা ঘটনা–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ পেলোরেট, অন্য সময়। এখন পৃথিবীর গল্পটা শেষ করো।'

'এম্পায়ার হিতসাধনের উদ্দেশ্যে বিষাক্ত মাটি সরিয়ে তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত মাটি সরবরাহ করতে রাজি হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না পরিকল্পনাটা ছিল বিশাল, এবং খুব শিগগির এম্পায়ার ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে পঞ্চম কিণ্ডার এর পতনের পর, সেই সময় পৃথিবী ছাড়াও এম্পায়ারের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মাথা ঘামানোর।

'রেডিও এ্যাকটিভিটি বাড়ার সাথে সাথে কমতে লাগল জনসংখ্যা। শেষ পর্যন্ত এম্পায়ার অন্যভাবে উপকার করার চেষ্টা করল। তারা প্রস্তাব দিল বাকি

অধিবাসীদের অন্য কোনো গ্রহে স্থানান্তর করবে—সংক্ষেপে বলতে গেলে এই গ্রহে।'

'প্রথম যুগের এক অভিযানে সম্ভবত সাগরগুলোতে মজুত তৈরি করা হয় যেন পৃথিবীর অধিবাসীদের ট্র্যান্সপ্ল্যান্টেশনের সময় আলফা খাদ্য এবং অক্সিজেনে ভরপুর থাকে। গ্যালাক্সির অন্য কোনো বিশ্ব এই গ্রহ দখল করার চেষ্টা করেনি কারণ বাইনারি সিস্টেমের কোনো নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের প্রকৃতিতে একটা স্বাভাবিক বৈপরিত্য থাকে। এধরনের সিস্টেমে খুব কম গ্রহই বসবাসের উপযুক্ত হয়। থাকলেও সবাই ধরেই নেয় যে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ নেই। উদাহরণ—'

'উদাহরণ পরে,' বলল ট্র্যাভিজ। 'আগে ট্র্যান্সপ্ল্যান্টেশনের কথা বল।'

'বাকি থাকল শুধু,' পেলোরেট বলল, এখন দ্রুত কথা বলছে, 'ল্যাণ্ড-বেস তৈরি করার কাজ। প্রথমে মহাসাগরের সবচেয়ে অগভীর অংশ খুঁজে বের করা হল। তারপর গভীর তলদেশ থেকে পলি তুলে এনে অগভীর অংশ ভরাট করে তৈরি করা হল নিউ আর্থ। বোল্ডার আর কোরাল তুলে এনে বাঁধ দেওয়া হল দ্বীপের চারপাশে। বীজ বপন করা হল যেন উদ্ভিদের শিকড় নতুন মাটিকে দৃঢ়তা দেয়। প্রথমে হয়তো এম্পায়ারের উদ্দেশ্য ছিল একটা মহাদেশ তৈরি করার, কিন্তু নিউ-আর্থ তৈরি করার পর বিভিন্ন কারণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

'পৃথিবীবাসীদের যে কয়জন বাকি ছিল তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এম্পায়ারের মহাকাশযান তাদেরকে এখানে রেখে চলে যায়। আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। পৃথিবীবাসীরা নিউ-আর্থে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে।'

'পুরোপুরি?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ। 'আমাদের আগে আর কেউ আসেনি এখানে?'

'প্রায়। আমার ধারণা, বাইনারি সিস্টেম সম্বন্ধে সাধারণ কুসংস্কার বাদ দিলেও এখানে আসার তেমন কোনো কারণ নেই। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমাদের মতো দুই-একটা মহাকাশযান এসেছিল, কিন্তু সেগুলো বেশিক্ষণ থাকেনি, আর কখনো ফিরেও আসেনি।'

'পৃথিবী কোথায় অবস্থিত মনোলীকে তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'অবশ্যই। সে জানে না।'

'পৃথিবীর অবস্থান না জেনেই এত ইতিহাস কীভাবে জানল?'

'তাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, গোলান, যে আলফা থেকে কয়েক পারসেক দূরে যে নক্ষত্র আছে পৃথিবী ওটাকে প্রদক্ষিণ করতে পারে। পারসেক কি সে জানত না, আমি বুঝিয়ে দিলাম অ্যাস্ট্রোনমিক্যালি পারসেক খুব অল্প দূরত্ব। তখন সে বলল যে কম বেশি কোনো বিষয় নয়। পৃথিবীর অবস্থান কেউ জানে না এবং কেউ জানে বলে ও তার জানা নেই, এবং তার মতে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা বোকামি হবে। মহাশূন্যে অনন্ত সময়ের জন্য শান্তিতে থাকার জন্য পৃথিবীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তুমি কি তার সাথে একমত?'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল পেলোরেট,' পুরোপুরি না। কিন্তু সে বলেছিল রেডিওঅ্যাকটিভিটি এত দ্রুত বাড়ছিল যে ট্র্যান্সপ্ল্যান্টেশনের পরপরই গ্রহটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। এখন তো নিশ্চয়ই আগুনের মতো জ্বলছে। ফলে কেউ আর সেখানে যেতে পারবে না।'

'ননসেন্স,' দৃঢ় গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'একটা গ্রহ কখনো রেডিওঅ্যাকটিভ হতে পারে না। আর তা ছাড়া রেডিওঅ্যাকটিভিটির মাত্রা কখনো বাড়ে না বরং হ্রাস পায়।'

'কিন্তু মনোলী এ ব্যাপারে খুব নিশ্চিত ছিল। সবগুলো গ্রহে আমরা যতজন মানুষের সাথে কথা বলেছি একটা ব্যাপারে তারা সবাই ছিল একমত–পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ। ওখানে গিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

লম্বা দম নিয়ে সতর্ক নিয়ন্ত্রিত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ, 'ননসেন্স, জেনভ। এটা সত্যি নয়।'

'তুমি বিশ্বাস করতে চাও বলেই কোনো কিছু বিশ্বাস করা ঠিক হবে না, ওল্ড চ্যাপ।' বলল পেলোরেট।

'আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কিছু যায় আসে না। প্রতিটা গ্রহেই দেখেছি পৃথিবীর সকল রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে। গোপন করার মতো কিছু না থাকলে সেগুলো মুছে ফেলা হল কেন; যদি পৃথিবী মৃত বিশ্ব হয়, রেডিওঅ্যাকটিভ?'

'আমি জানি না, গোলান।'

'হ্যাঁ, তুমি জানো। মেলপোমিনিয়ায় যাওয়ার পথে তুমি বলেছিলে রেডিওঅ্যাকটিভিটি সম্ভবত মুদ্রার অপর পিঠ। সঠিক তথ্য গোপন করার জন্য সব রেকর্ড ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে; রেডিওঅ্যাকটিভিটির গল্প তৈরি হয়েছে ভুল তথ্য সরবরাহের জন্য। দুটোই পৃথিবীর অনুসন্ধানের কাজে আমাদের নিরুৎসাহিত করবে। কিন্তু আমরা নিরুৎসাহিত হলে চলবে না।'

ব্লিস বলল, 'তুমি মনে করছ কাছাকাছি নক্ষত্রই পৃথিবীর সূর্য। তা হলে রেডিওঅ্যাকটিভিটি নিয়ে তর্ক করার দরকার কি? কি আসে যায় তাতে? ঐ নক্ষত্রে গিয়ে কেন দেখছি না ওটা পৃথিবী কিনা, যদি হয় তা হলে দেখতে কেমন?'

'কারণ পৃথিবীতে যারা আছে তারা অস্বাভাবিক রকম শক্তিশালী,' বলল ট্র্যাভিজ এবং আমি ঐ গ্রহ আর অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু না জেনে সেখানে যেতে চাই না। বিপদ হতে পারে। তোমাদের আলফায় রেখে আমি একাই যেতে চাই। ঝুঁকি নিতে হলে একজনের জীবনের উপরেই নেওয়া ভালো।'

'না, গোলান,' আন্তরিকভাবে বলল পেলোরেট। 'ব্লিস আর বাচ্চা মেয়েটা এখানে থাকতে পারে, কিন্তু আমি অবশ্যই তোমার সাথে যাব। তোমার জন্মের আগে থেকেই আমি পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এখন যখন উদ্দেশ্য পূরণ মাত্র কয়েক কদম দূরে তখন আর পিছনে থাকতে পারি না।'

'ব্লিস আর বাচ্চা মেয়েটা এখানে থাকবে না,' বলল ব্লিস। 'আমি গায়া এবং গায়া আমাদেরকে এমনকি পৃথিবীর হাত থেকেও রক্ষা করতে পারবে।'

'আশা করি তোমার কথাই ঠিক,' মুখ উজ্জ্বল করে বলল ট্র্যাভিজ, 'কিন্তু নিজেদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ভূমিকা সম্বন্ধে প্রাথমিক স্মৃতি মুছে যাওয়া গায়া ঠেকাতে পারে নি।'

'সেটা ছিল গায়ার প্রথম যুগ যখন সে এতটা সংগঠিত এবং উন্নত ছিল না। তখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতির মধ্যে কোনো মিল নেই।'

'তাই হবে আশা করি। –নাকি তুমি এমন কিছু জেনেছ যা আমরা জানি না। তোমাকে কোনো একজন বয়স্ক মহিলার সাথে কথা বলতে বলেছিলাম।'

'আমি তাই করেছি।'

'কী জানতে পেরেছো।'

'পৃথিবীর ব্যাপারে কিছুই না।'

'আচ্ছা।'

'কিন্তু এরা বায়োটেকনোলজিতে বেশ উন্নত।'

'ওহ্?'

'এই ছোট দ্বীপে হাজার হাজার বছর আগে যখন তারা এসেছিল তখন খাদ্যশস্য এবং প্রাণী বৈচিত্র্য খুব কম ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী জন্মানোর কৌশল আবিষ্কার করে। সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক বিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। ফলে শুধু যে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয় বরং খাদ্যের গুণগত মান এবং স্বাদও বেড়ে গেছে বহুগুণ। তাদের উন্নত বায়োটেকনোলজির কারণেই এই গ্রহের এত প্রাচুর্য্য। নিজেদের নিয়েও তাদের একটা পরিকল্পনা আছে।'

'কী রকম?'

'ওরা জানে পুরো গ্রহে যে ছোট এক টুকরা জমি আছে তাতে নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ানো কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হবে না। তাই তারা উভচর হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।'

'কী হতে চাইছে?'

'উভচর।' বলল ব্লিস। 'ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে ফুসফুসের পাশাপাশি নিজেদের দেহে মাছের শ্বাসযন্ত্র তৈরি করা যেন দীর্ঘসময় পানির নিচে থাকতে পারে। তা হলে সাগরের অগভীর অংশ খুঁজে বের করে সেখানে আবাসস্থল তৈরি করতে পারবে। যার সাথে কথা বলেছি এ ব্যাপারে সে যথেষ্ট আশাবাদী হলেও স্বীকার করেছে যে পরিকল্পনাটা মাত্র কয়েক শতাব্দী আগের এবং এখনো খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি।'

'দুটো ক্ষেত্রে ওরা আমাদের চেয়েও এগিয়ে আছে।' বলল ট্র্যাভিজ। 'ওয়েদার কন্ট্রোল এবং বায়োটেকনোলজী। কৌশলটা কী হতে পারে ভাবছি।'

'আমাদের কোনো বিশেষজ্ঞকে খুঁজে বের করতে হবে।' বলল ব্লিস। 'তবে ওরা কথা বলবে কিনা সন্দেহ আছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

পেলোরেট বলল, 'আমরা টার্মিনাসেও বেশ ভালোভাবে ওয়েদার কন্ট্রোল করতে পারি।'

'নিয়ন্ত্রণ অনেক গ্রহেরই ভালো,' বলল ট্র্যাভিজ। 'কিন্তু সবক্ষেত্রেই সেটা হয় পুরো গ্রহে এক সাথে। এখানে আলফানরা গ্রহের নির্দিষ্ট একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে এবং ওদের এমন কোনো কৌশল আছে যা আমাদের নেই। –আর কিছু, ব্লিস?'

'সামাজিক আমন্ত্রণ। এই মানুষগুলো মনে হয় বেশ উৎসব প্রিয়। সুযোগ পেলেই খামার বা মৎস্য শিকারের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে উৎসবে মেতে উঠে। আজ রাতে ডিনারের পরে একটা সঙ্গীতানুষ্ঠান আছে, আগেই বলেছি। আগামী কাল দিনের বেলা হবে বিচ ফেস্টিভ্যাল। আগামী দু'একদিনের ভেতর বৃষ্টি হবে। তাই সবাই সূর্যের আলো উপভোগের জন্য সমুদ্র সৈকতে মিলিত হবে। তার পরের দিন সকালে মৎস্য শিকারির দল ফিরে আসবে এবং সন্ধ্যায় শিকার করা মাছ দিয়ে হবে খাদ্য উৎসব।'

'এমনিতেই খাবারের বহর দেখে মাথা ঘুরে যায়। খাদ্য উৎসবে যে কী হবে ভাবতেই পারছি না।' গজ গজ করে বলল পেলোরেট।

'এটা শুধু একটা প্রদর্শনী। পরিমাণ সামান্য, তবে বৈচিত্র্য থাকবে। যাই হোক প্রতিটি উৎসবেই আমাদের চার জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, বিশেষ করে আজ রাতের সঙ্গীতানুষ্ঠানে।'

'এ্যান্টিক বাদ্যযন্ত্র?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

'ঠিক তাই।'

'ভালো কথা, ওগুলো কোন দিক দিয়ে এ্যান্টিক? প্রাচীন কম্পিউটার?'

'না, না, আসল ব্যাপারটা তো সেখানেই। এগুলো মোটেই বৈদ্যুতিক নয় তবে যান্ত্রিক। ওরা আমাকে বর্ণনা দিয়েছে। ধাতব তারে ঘষা দিয়ে, টিউবে ফুঁ দিয়ে, সমতল পৃষ্ঠে আঘাত করে সুর তৈরি করবে।'

'তুমি বানিয়ে বলছ।' বলল ট্র্যাভিজ।

'না। বানিয়ে বলছি না। এবং তোমার হিরোকোও কোনো একটা টিউব বাজাবে- নাম ভুলে গেছি–তোমাকে সেটা শুনতেই হবে।'

'আমার যেতে আপত্তি নেই,' বলল পেলোরেট। 'প্রাচীন সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানি না।'

'সে মোটেই "আমার হিরোকো" নয়,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'কিন্তু এই যন্ত্রগুলো কি একসময় পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল।'

'তাই তো শুনলাম,' বলল ব্লিস। 'অন্তত আলফান মহিলা বলেছে যে ওগুলো এই গ্রহে তার পূর্বপুরুষরা আসার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল।'

'সেক্ষেত্রে,' ট্র্যাভিজ বলল। 'হৈ হট্টগোল শুনতে যাওয়া যায়। দেখা যাক এখান থেকে পৃথিবীর কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা।'

অদ্ভুত ব্যাপার। সঙ্গীতানুষ্ঠান নিয়ে অন্য সবার চেয়ে ফেলমই বেশি উচ্ছ্বসিত। সে আর ব্লিস তাদের কোয়ার্টারের পিছনে ছোট গোসলখানায় গোসল করছিল। ঠাণ্ডা এবং গরম দুধরনের পানির ব্যবস্থা আছে, গোসল করার জন্য একটা গামলা আর আছে একটা কমোড। আলোরও কোনো অভাব নেই।

গোসলের পর ব্লিস আলফানদের দেওয়া অন্তর্বাস এবং স্কার্ট পরিয়ে দিল ফেলমকে। ঠিক করল ফেলমের কোমরের উপরে কোনো পোশাক পরাবে না। নিজেও স্কার্ট পরল, একটু টাইট হলো, কোমরের কাছে। তবে বুক খোলা রাখল না, নিজের ব্লাউজ পরে নিল। এত লোকের সামনে বুক খোলা রেখে ঘুরে বেড়ানো অস্বাভাবিক যেখানে আলফান মেয়েদের বুকের মতো সুগঠিত আর সুন্দর না তারটা।

তারপর পুরুষ দুজন গোসল করতে ঢুকল। মেয়েদের সময় বেশি লাগার কারণে গজগজ করছে ট্র্যাভিজ।

ফেলমকে বলল ব্লিস, 'খুব সুন্দর স্কার্ট, ফেলম। তোমার পছন্দ হয়েছে?'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ফেলম। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছে, উপরে কিছু পড়িনি। ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'মনে হয় না, ফেলম। এই গ্রহ বেশ উষ্ণ।'

'তুমি তো পড়েছ।'

'হ্যাঁ, পড়েছি। আমার গ্রহে এটাই নিয়ম। শোন, ফেলম, ডিনার এবং তার পরে আমাদেরকে অনেক মানুষের মাঝে থাকতে হবে। তুমি সহ্য করতে পারবে?'

অসহায় দেখালো ফেলমকে, ব্লিস বলল, 'আমি ডানপাশে বসে তোমাকে ধরে রাখব। পেল বসবে বাম পাশে। ট্র্যাভিজ বসবে মুখোমুখি। কাউকে তোমার সাথে কথা বলতে দেব না। তোমারও কারো সাথে কথা বলার দরকার নেই।'

'চেষ্টা করব, ব্লিস।' ফেলম তার চড়া সুরেলা গলায় বলল।

'তারপরে,' বলল ব্লিস।' 'আলফানরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে আমাদের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করবে। তুমি জানো সঙ্গীত কি?' শিস বাজিয়ে বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্রের সুর তোলার চেষ্টা করল সে।

যেন উজ্জ্বল আলোর বাতি জ্বলে উঠল ফেলমের চেহারায়। 'তুমি বলছ–' পরের শব্দটা ছিল তার নিজের ভাষায়, এবং চড়া সুরে গান গাইতে লাগল সে।

চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেছে ব্লিস এর। চমৎকার সুর, যদিও উদ্দাম এবং কম্পন অনেক বেশি। 'ঠিক, সঙ্গীত।' বলল সে।

উত্তেজিত গলায় ফেলম বলল, 'জেম্বি সবসময়,' (একটু দ্বিধা করে গ্যালাকটিক ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল।) 'সুর তৈরি করত। ওটা সবসময়–দিয়ে সুর তৈরি করত।' পরের শব্দটা ছিল তার নিজের ভাষার।

সন্দেহ নিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করল ব্লিস। ফেলম শুধরে দেওয়ার পর বুঝতে পারল সে, কিন্তু নিজে আর উচ্চারণ করল না। জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা দেখতে কেমন?'

www.boiRboi.blogspot.com

বর্ণনা দেওয়ার মতো যথেষ্ট শব্দ ভাণ্ডার ফেলমের নেই। আর হাত পা নাড়া দেখে ব্লিসও কিছু বুঝতে পারল না।

'—কীভাবে চালাতে হয় আমাকে দেখিয়েছিল সে,' গর্বের সাথে বলল ফেলম। 'জেম্বি যেভাবে আঙুল নাড়ত আমিও সেভাবে নাড়তাম। তবে বলেছিল যে কিছুদিন পর আমাকে আর আঙুল নাড়তে হবে না।'

'চমৎকার,' বলল ব্লিস। 'দেখা যাক আলফানরা তোমার মতো দক্ষ কিনা।'

বিরক্তিকর ভিড়, নিরানন্দ ডিনার, তীক্ষ্ণ গোলমাল সত্ত্বেও ডিনারের পর কি আসছে সেটা চিন্তা করে আনন্দে উদ্বেল হয়ে রইল ফেলম। শুধু খাবারের ডিশ টেনে নেওয়ার সময় একজন আলফান কাছাকাছি আসতেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে। ব্লিস সাথে সাথে তাকে কোলে টেনে নিল।

'নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা নিজেরা করতে পারলে ভালো হতো,' ফিসফিস করে পেলোরেটকে বলল সে। 'এই আইসোলেট অ্যানিমেল প্রোটিনগুলো জঘন্য।'

'সবই ওদের সরলতা আর অতিথেয়তা,' বলল পেলোরেট, প্রাচীন ইতিহাস শেখার সুযোগ পেলে সে সব সহ্য করতে রাজি।

–এবং তারপরে শেষ হলো ডিনার, সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা দেওয়া হল।

যে হলরুমে সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে সেটা ডাইনিং রুমের চেয়েও বড়। প্রায় এক শ পঞ্চাশ জন বসার জন্য ভাঁজ করা আসন, ততটা আরামদায়ক না। সম্মানিত অতিথি হিসেবে তাদেরকে নিয়ে আসা হলো সামনের সারিতে। আলফানদের কাছ থেকে তাদের পোশাক সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য ভেসে আসছে।

দুজনেরই কোমরের উপর থেকে নগ্ন। কথাটা মনে পড়লেই পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে ট্র্যাভিজের, আবার বুকের ঘন কালো পশমগুলোর জন্য গর্বও বোধ করছে। নিজেকে নিয়ে পেলোরেটের কোনো চিন্তা নেই। বিস্ময়ভরা কৌতূহল নিয়ে আলফানদের দেখছে সে। ব্লিসের ব্লাউজ দেখে অনেকে অবাক হলেও কোনো মন্তব্য করল না।

ট্র্যাভিজ খেয়াল করল হলরুমের মাত্র অর্ধেক ভর্তি হয়েছে এবং দর্শকদের অধিকাংশই মহিলা, কারণ, সম্ভবত পুরুষরা প্রায় সবাই সাগরে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত।

ট্র্যাভিজের কানের কাছে মাথা এনে পেলোরেট ফিসফিস করে বলল, 'ওদের ইলেকট্রিসিটি আছে।'

দেয়ালে এবং ছাঁদে যুক্ত করা লম্বা টিউবগুলোর দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ। মৃদু নরম আলো ছড়াচ্ছে সেগুলো।

'ফ্লুরোসেন্স।' বলল সে। 'খুবই প্রাচীন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা কৌশলটা জানে। আমাদের কামরাতেও ছিল। আমি ভেবেছিলাম ওগুলো শুধু ঘর সাজানোর জন্য। কীভাবে জ্বালাতে হয় জানা থাকলে আর অন্ধকারে থাকতে হতো না।'

'ওদেরই বলা উচিত ছিল।' বিরক্ত সুরে বলল ব্রিস।

পেলোরেট বলল, 'ধরে নিয়েছে আমরা জানি; সবাই জানে।'

পর্দার পেছন থেকে চার জন মহিলা বেরিয়ে এসে সামনের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালো। প্রত্যেকের হাতে বার্নিশ করা কাঠের তৈরি প্রায় একই রকম দেখতে একটা করে বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। যন্ত্রগুলোর ভেতর মূল পার্থক্য হচ্ছে তাদের আকারে। প্রথমটা একেবারেই ছোট। দুইটা মোটামুটি বড়। চতুর্থটা বিশাল বড়। প্রত্যেক মহিলার হাতে একটা করে লম্বা রডও আছে।

মহিলাদের দেখেই মৃদু স্বরে শিস বাজাল দর্শকরা। শিল্পীরা মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। এক টুকরো লম্বা কাপড় দিয়ে চার জনের সবাই বুক বেঁধে রেখেছে শক্ত করে, যেন বাজানর সময় সমস্যা না হয়।

শিসের শব্দ শুনে ট্র্যাভিজ ধরে নিল এটা কোনো ধরনের সম্মতি বা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। মনে হলো ভদ্রতা হিসেবে নিজেরও যোগ দেয়া উচিত। আর তাতে ফেলম যেভাবে কাঁপা স্বরে চিৎকার করে উঠল সেটাকে কোনোভাবেই শিস বলা যায় না। ব্লিস থামানোর আগেই সবাই ঘুরে তাকাল তার দিকে।

মহিলাদের তিনজন তাদের বাদ্যযন্ত্র তুলে ঠেস দিয়ে ধরল চিবুকের নিচে, সবচেয়ে বড়টা চতুর্থ মহিলার দুপায়ের ফাঁকে মাটিতে দাঁড় করানো থাকল। ডান হাতের লম্বা রড বাদ্যযন্ত্রের তারের উপর ঠেকিয়ে মাথা থেকে শেষ পর্যন্ত ঘষতে লাগল সবাই, সেই সাথে বা হাতের আঙুলগুলো তারের উপরের অংশে দ্রুত নাড়ছে।

যেরকম ভেবেছিল ট্র্যাভিজ সেরকম শব্দ হল না। বরং ধারাবাহিক ভাবে একটা ছন্দবদ্ধ সুর তৈরি হল; প্রত্যেকটা বাদ্যযন্ত্র নিজস্ব শব্দ তৈরি করছে। সবগুলো মিশিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব সুর লহরীর।

ইলেকট্রনিক মিউজিকের কোনো জটিলতা এখানে নেই ('প্রকৃত সঙ্গীত' ভাবল ট্র্যাভিজ) এবং প্রায় একই রকম মনে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অদ্ভুত শব্দের সাথে ট্র্যাভিজের কান অভ্যস্ত হলো, সঙ্গীতের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো ধরতে পারল সে। মনোযোগ ধরে রাখা বেশ ক্লান্তিকর। তবে দীর্ঘক্ষণ শুনতে পারলে সে যে এই কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্রগুলোর বিশুদ্ধ সঙ্গীত পছন্দ করে ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কনসার্ট শুরু হওয়ার প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পর মঞ্চে হাজির হলো হিরোকো। ট্র্যাভিজকে সামনের সারিতে দেখে চমৎকারভাবে হাসল সে। দর্শকদের সাথে শিস বাজিয়ে তাকে স্বাগত জানাল ট্র্যাভিজ। লম্বা স্কার্টে তাকে আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। বুকের কাছে শুধু একটা বড় ফুল, আর কিছু নেই।

হিরোকোর বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে কাঠের কালো একটা টিউব। প্রায় এক মিটারের মতো লম্বা এবং দুই সেন্টিমিটার মোটা। যন্ত্রের এক প্রান্ত মুখের কাছে তুলে ফুঁ দিল সে। পাতলা কিন্তু মিষ্টি একটা সুর তৈরি হল, টিউবের লম্বা প্রান্তে অনেকগুলো ধাতব চাবি টিপে সুরটাকে আরো মোহনীয় করে তুলল সে।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম শব্দ শুনেই ব্লিসের বাহু খামছে ধরল ফেলম, বলল, 'ব্লিস, ওটা–।' পরের শব্দটা হচ্ছে এর আগে নিজের ভাষায় যে বাদ্যযন্ত্রের নাম বলেছিল, 'সেটা।'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল ব্লিস। কিন্তু ফেলম আবারো বলল।

সবাই ঘুরে তাকিয়ে আছে এদিকে। ব্লিস এক হাত দিয়ে শক্ত করে ফেলমের মুখ চেপে ধরল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'চুপ!'

তারপরে ফেলম আর কোনো গোলমাল করল না। চুপ করে হিরোকোর বাজনা শুনতে লাগল। কিন্তু তার আঙুল নাচতে লাগল তালে তালে, যেন নিজেই বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে।

কনসার্টের সর্বশেষ শিল্পী একজন বয়স্ক পুরুষ। কাঁধে ঝোলানো অদ্ভুত ধরনের বাদ্যযন্ত্র। একদিকের অংশ সে চেপে ধরে ছেড়ে দিচ্ছে আরেক হাত দিয়ে অন্য প্রান্তের সাদা ও গাঢ় রঙের কিছু বস্তু একসঙ্গে চেপে ধরছে।

শব্দটা বুনো এবং আরো বেশি ক্লান্তিকর মনে হলো ট্র্যাভিজের কাছে, অরোরার বুনো কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ ডাকের কথা মনে পড়ে গেল, যদিও আসলে কুকুরের ডাকের সাথে এই বাদ্যযন্ত্রের শব্দের কোনো মিল নেই। ব্লিসকে দেখে মনে হলো এখনি কান চেপে ধরবে, আর পেলোরেট ভুরু কুঁচকে রেখেছে। উপভোগ করছে একমাত্র ফেলম, কারণ মেঝেতে তালে তালে পা ঠুকছে সে, এবং একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল ট্র্যাভিজ, বাদ্যযন্ত্রের একটা তালের সাথে ফেলমের মেঝেতে পা ঠুকে তৈরি করা তাল পুরোপুরি মিলে গেছে।

বিপুল করতালি আর হর্ষধ্বনির মধ্যে শেষ হলো কনসার্ট, সবাইকে ছাপিয়ে উঠল ফেলমের উল্লসিত চিৎকার।

দর্শকরা ছোট ছোট জটলা বেধে আলোচনা করতে লাগল। শিল্পীরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে হলরুমের সামনের দিকে, যারা অভিনন্দন জানাতে আসছে তাদের সাথে কথা বলছে।

ব্লিসের হাত থেকে নিজের হাত ছুটিয়ে হিরোকোর কাছে ছুটে গেল ফেলম।

'হিরোকো,' রুদ্ধশ্বাসে চিৎকার করে উঠল সে, '—আমাকে দেখতে দেবে?'

'কোন বস্তুটা খুকি?'

'যা দিয়ে তুমি সুর তৈরি করেছ।'

'ওহ্,' হাসল হিরোকো, 'ওইটা একটা বাঁশি, ছোট্ট মেয়ে।'

'আমি দেখতে পারি?'

'বেশ,' একটা বাক্স খুলে বাদ্যযন্ত্রটা বের করল হিরোকো। জিনিসটা তিন অংশে বিভক্ত ছিল, কিন্তু দ্রুত বিচ্ছিন্ন অংশ গুলো জোড়া দিল সে। মাউথপিস ফেলমের ঠোঁটের কাছে নিয়ে বলল, 'ফুঁ দাও।'

'জানি, জানি,' এক নিশ্বাসে বলল ফেলম, এবং ধরার জন্য হাত বাড়াল।

ঝটকা দিয়ে বাঁশি সরিয়ে নিল হিরোকো। 'ফুঁ দাও, খুকি, কিন্তু ধরিবে না।'

হতাশ হলো ফেলম। 'আমি দেখতে পারি। ধরব না।'

'অবশ্যই।'

আবারো বাঁশিটা এগিয়ে দিল সে আর ফেলম সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

এবং তারপরে ভেতরের ফ্লোরোসেন্ট আলোর উজ্জ্বলতা কমে গেলো কিছুটা, আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল বাঁশির সুর। দ্বিধাগ্রস্ত, কাঁপা কাঁপা।

সীমাহীন বিস্ময়ে হাত থেকে বাঁশি প্রায় ফেলেই দিয়েছিল হিরোকো আর আনন্দে চিৎকার করে উঠল ফেলম, 'আমি পেরেছি। আমি পেরেছি। জেম্বি বলেছিল একদিন আমি ঠিকই পারব।'

'এই সুর তুমিই বাজাইয়াছ?' বলল হিরোকো।

'হ্যাঁ, আমি করেছি। আমি করেছি।'

'কিন্তু কী উপায়ে করিলে, খুকি?'

বিব্রত স্বরে ব্লিস বলল, 'দুঃখিত হিরোকো। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না।' বলল হিরোকো। 'আমি পুনরায় বাজনা শুনিতে চাই।'

আশপাশে অল্প যে কয়েকজন আলফান ছিল তারা কাছে এসে ভিড় জমাল। ফেলমের কপাল কুঁচকানো যেন কঠিন চেষ্টা করছে। ফ্লুরোসেন্টস কমে গেল আগের চেয়েও বেশি, আবারো শোনা গেল বাঁশির সুর, এবার অনেক নিখুঁত এবং আত্মবিশ্বাসী, তারপর একটু অনিয়মিত হয়ে পড়ল কারণ লম্বা দৈর্ঘ্যের উপর বসানো ধাতব বস্তুগুলো নিজে নিজেই নড়ছে।

'—থেকে এটা আলাদা,' বলল ফেলম, কিছুটা রুদ্ধশ্বাসে, যেন শক্তিচালিত যে বাতাস বাঁশি বাজাচ্ছে সেটা তার নিজেরই নিশ্বাস।

('সম্ভবত ফ্লুরোসেন্ট জ্বালানোর জন্য যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে সেখান থেকেই সে শক্তি সংগ্রহ করছে।' ট্রাভিজকে বলল পেলোরেট।)

'আবার চেষ্টা করো,' খসখসে গলায় হিরোকো বলল।

চোখ বন্ধ করল ফেলম। বাঁশির সুর এখন অনেক নরম এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। আপনাআপনিই বাজছে, আঙুল দিয়ে চাবিগুলো নাড়তে হচ্ছে না, বরং ফেলমের মস্তিষ্কের এখনো অপরিণত লোবস এর ট্রান্সডিউস করা দূরাগত শক্তির সাহায্যে বাজছে। এক অপূর্ব সুর মূর্ছনা মোহিত করে ফেলল সবাইকে, হলরুমের সবাই এখন হিরোকো আর ফেলমকে ঘিরে ধরেছে, বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে হিরোকো বাঁশির এক প্রান্ত ধরে রেখেছে হালকাভাবে, আর ফেলম চোখ বন্ধ করে বাতাসের স্রোত এবং চাবিগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে।

'আমি এই সুরটাই বাজাইয়াছিলাম।' ফিসফিস করে বলল হিরোকো।

'আমার মনে আছে,' ফেলম বলল, মাথা নাড়ল হালকা ভাবে যেন মনযোগ ছিন্ন না হয়।

শেষ হওয়ার পর হিরোকো বলল, 'কোথাও এতটুকু ভুল হয় নাই।'

'কিন্তু এটা ঠিক না, হিরোকো। তুমি ঠিক ভাবে বাজাতে পারোনি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ফেলম!' বলল ব্লিস। 'অভদ্রতা করো না। তুমি—'

'দয়া করুন,' দ্রুত বলল হিরোকো, 'বাধা দিবেন না। কেন ইহা ঠিক হয়নি খুকি।'

'কারণ আমি অন্যভাবে বাজাতাম।'

'দেখাও আমাকে, তাহা হইলে।'

আবার বাঁশি বেজে উঠল, আগের চেয়েও জটিল ভঙ্গিতে, কারণ যে অদৃশ্যশক্তি চাবিগুলো চেপে ধরছে, সেটা করছে অনেক দ্রুত এবং ধারাবাহিকভাবে এবং আগের চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম সমন্বয়ে। এবারের সুর মূর্ছনা অনেক বেশি জটিল এবং আবেগঘন। পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে গেছে হিরোকো, পুরো হলরুমে নিঃশব্দতা।

এমনকি ফেলমের বাজানো শেষ হওয়ার পরেও নিঃশব্দতা ভাঙল না। তারপর হিরোকো শব্দ করে গভীর নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'ছোট্ট খুকি, তুমি আগে কখনো এই বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়াছিলে?'

'না,' বলল ফেলম, 'এর আগে আমি শুধু আঙুল দিয়ে বাজিয়েছিলাম, কিন্তু আঙুল দিয়ে এত ভালো বাজাতে পারতাম না।' তারপর সীমাহীন সরলতার সাথে বলল, 'কেউই পারে না।'

'তুমি অন্য কিছু বাজাইতে পারো?'

'আমি কিছু একটা তৈরি করতে পারি।'

'তাহার অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সুর তৈরি করিতে পারো?'

কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে ব্লিসের দিকে তাকালো ফেলম। মাথা নাড়ল ব্লিস, তখন ফেলম বলল 'হ্যাঁ।'

'করিয়া দেখাও, তাহা হইলে।' বলল হিরোকো।

দু'এক মিনিট চিন্তা করল ফেলম, তারপর শুরু করল ধীরে ধীরে। অতি সাধারণ একটা স্বরলিপি তৈরি করল সে। ফ্লুরোসেন্ট একবার বাড়ছে একবার কমছে। কেউ বোধহয় খেয়াল করেনি, ধরেই নিয়েছে অদৃশ্য শক্তি নয় বরং সুরের উত্থান পতনের কারণেই এমনটা ঘটছে।

সাধারণ স্বরলিপির পুনরাবৃত্তি ঘটল এবার একটু জোরালোভাবে, তারপর জটিল সমন্বয়ে। তারপর এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল যে নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল সবাই। তারপর থেমে গেল আচমকা, জোরে ধাক্কা দিয়ে শ্রোতাদের নামিয়ে আনল মাটিতে, যেন এতক্ষণ আসলেই তারা আকাশে ভাসছিল।

ট্রাভিজ, যে ভিন্নধরনের সঙ্গীতে অভ্যস্ত সেও বিষণ্ন মনে ভাবল, 'এই সুর আমি আর কোনোদিন শুনতে পারবো না।'

স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসার পর হিরোকো তার বাঁশি বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নাও, ফেলম। ইহা তোমার।'

খুশিতে ডগমগ হয়ে হাত বাড়ালো ফেলম, কিন্তু মাঝ পথেই থামিয়ে দিল ব্লিস। বলল, 'আমরা এটা নিতে পারি না, হিরোকো। এটা অতি মূল্যবান।'

'আমার আরেকটা আছে, ব্লিস, যদিও এটার মতো ভালো না, কিন্তু তাহাই তো হওয়া উচিত। এই যন্ত্র তাহার কাছেই থাকিবে যে ইহাকে উত্তমরূপে বাজাইতে পারিবে। এমন অপূর্ব সুর পূর্বে কখনো শুনি নাই। যে যন্ত্র নিখুঁতভাবে বাজাইতে পারি না তাহা আমার নিকট থাকাটা সমীচীন নয়। আঙুলের স্পর্শ ছাড়া কীভাবে বাঁশি বাজানো যায় যদি জানিতে পারিতাম।'

বাঁশিটা নিল ফেলম, তারপর যেন সাত রাজার ধন খুঁজে পেয়েছে এমনভাবে চেপে ধরল বুকের সাথে।

তাদের কোয়ার্টারের প্রতিটি ঘরেই একটা করে ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বালানো হয়েছে, বাইরের আউটহাউসে আছে একটা, মোট তিনটা। অনুজ্জ্বল আলো, পড়ালেখা করা যাবে না, তবে অন্তত ঘরের অন্ধকার তো দূর হল।

বাইরে পায়চারী করছে সবাই। আকাশভরা নক্ষত্র, টার্মিনাসবাসীদের চোখে যা সবসময়ই মনোমুগ্ধকর, সেখানের আকাশ নক্ষত্রহীন, শুধু গ্যালাক্সির ঝাপসা মেঘ একমাত্র পরিচিত দৃশ্য।

ফিরে আসার পথে তাদের সঙ্গ দিয়েছে হিরোকো। হয়তো ভয় পেয়েছে অতিথিরা পথ হারিয়ে ফেলবে বা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। পুরোটা পথ ফেলমের হাত ধরে রেখেছিল সে। এখনো ফ্লুরোসেন্টগুলো জ্বালিয়ে দেবার পর বাইরে পায়চারী করছে তাদের সাথে আর বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে রেখেছে।

আবার চেষ্টা করল ব্লিস, কারণ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হিরোকো একটা মানসিক দ্বন্দ্বের ভেতর রয়েছে, 'সত্যি হিরোকো, আমরা তোমার বাঁশি নিতে পারি না।'

'না, ফেলমের কাছেই ইহা থাকা উচিত।'

এক মনে আকাশ দেখছে ট্রাভিজ। রাতের অন্ধকার প্রকৃত অর্থেই গাঢ়। এমন অন্ধকার বহুদূর থেকে ছিটকে আসা সামান্য আলোতে যা দূর হয় না; বহুদূরের ঘর বাড়িগুলোর মিটমিটে আলো যে অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

সে বলল, 'হিরোকো, সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটা দেখছ। কী নাম ওটার?'

স্বাভাবিকভাবে চোখ তুলল হিরোকো, নিরুৎসুক গলায় বলল, 'ওটার নাম কম্প্যানিয়ন।'

'এরকম নাম হয়েছে কেন?'

'প্রতি আশি বছরে ইহা আমাদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বছরের এই সময়ে ইহা হইল সন্ধ্যাতারা। আপনি ইহাকে দিনের বেলাতেও দেখিতে পারিবেন, যখন দিগন্তের উপরে অবস্থান করে।'

চমৎকার, ভাবল ট্রাভিজ। অ্যাস্ট্রোনমী সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নয় মেয়েটা। সে বলল, 'তুমি কি জানো আলফার আরেকটা সঙ্গী আছে, ছোট এবং অনেক দূরে। টেলিস্কোপ ছাড়া তুমি দেখতে পারবে না। (সে নিজেও দেখেনি, খুঁজে দেখার চেষ্টাও করেনি। কিন্তু কম্পিউটারের মেমোরী ব্যাংকে তথ্যটা আছে।)

www.boiRboi.blogspot.com

'বিদ্যালয়ে আমাদের এইগুলো শেখানো হইয়াছে।' নিরাসক্ত গলায় বলল হিরোকো।

'ওটার ব্যাপারে কি জানো? এলোমেলো সরল রেখায় সাজানো নক্ষত্রগুলো দেখছো?'

'ওটা ক্যাসিওপিয়া।'

'সত্যি?' কেঁপে উঠল ট্রাভিজ। 'কোন নক্ষত্রটা?'

'সবগুলোই। পুরোটা মিলেই ক্যাসিওপিয়া।'

'এরকম নাম হয়েছে কেন?'

'ইহা আমার জানা নাই। অ্যাস্ট্রোনমি আমি কিছুই জানি না, রেসপেকটেড ট্রাভিজ।'

'সবচেয়ে নিচের নক্ষত্রটা দেখেছো? ওটা কী?'

'একটা নক্ষত্র। নাম বলিতে পারিব না।'

'কিন্তু অন্য সঙ্গী দুটোকে বাদ দিলে এটাই আলফার সবচেয়ে কাছে। মাত্র এক পারসেক দূরে।'

'আপনি যাহা বলিবেন। আমি কিছু জানি না।'

'হয়তো পৃথিবী এই নক্ষত্রকেই প্রদক্ষিণ করে?'

সামান্য আগ্রহ নিয়ে এবার নক্ষত্রের দিকে তাকালো হিরোকো। 'আমি জানি না। কখনো কাহারো কাছে শুনি নাই।'

'তুমি কখনো ভেবে দেখেছো?'

'কীভাবে বলিব? পৃথিবী কোথায় কেহই জানে না। আমি-আমাকে এইবার যাইতে হইবে। আগামী কাল ভোরে বিচ ফেস্টিভেলের পূর্বেই মাঠে কাজে যোগ দিতে হইবে। সেইখানেই আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই, হিরোকো।'

একটু তাড়াহুড়ো করেই চলে গেল সে। তার অপসৃয়মান ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রাভিজ। তারপর বাকিদের অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল।

'ব্লিস, বলতে পারবে পৃথিবীর ব্যাপারে ও মিথ্যে কথা বলেছে কিনা?' জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

মাথা নাড়ল ব্লিস। 'মনে হয় না। বেশ অস্থির হয়ে ছিল, সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে আমি বুঝতে পারিনি। তুমি নক্ষত্রের কথা জিজ্ঞেস করার পরই সেটা দূর হয়ে যায়।'

'কারণ সে তার বাঁশি দিয়ে দিয়েছে?'

'হতে পারে। আমি জানি না।' ফেলমের দিকে ঘুরল সে, 'ঘুমোতে যাও, ফেলম। তার আগে আউটহাউসে যাবে, ভালোভাবে হাতমুখ ধুয়ে দাঁত মেজে বিছানায় উঠবে।'

'আমি বাঁশি বাজাবো, ব্লিস।'

'অল্পক্ষণ, এবং খুব আস্তে, বুঝেছ ফেলম। এবং আমি যখনই বলব তখনই থামাতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

ব্লিস বসেছে একটা চেয়ারে; পুরুষ দুজন যার যার বিছানায় বসা।

'এই গ্রহে আর থাকার কোনো প্রয়োজন আছে?' বলল ব্লিস।

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক আমরা জানতে পারিনি। বোধহয় ফিশিং ফ্লিটগুলো ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়।'

'আমার মতে অস্বাভাবিক। হিরোকোর কালো চোখের মোহে এখানে থাকতে চাইছ না তো?'

ট্র্যাভিজ বলল অধৈর্য স্বরে, 'বুঝতে পারছি না ব্লিস, আমি যাই করি তাতে তোমার কী? আমার নৈতিক চরিত্র নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?'

'আমি তোমার নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বিষয়টা আমাদের অনুসন্ধানকে ব্যহত করছে। আইসোলেট গ্রহ না গ্যালাক্সিয়া কোনটা ভালো হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তুমি পৃথিবী খুঁজে বের করতে চাও। আমিও চাই। তুমি বলেছো পৃথিবী আকাশের ওই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। চলো যাই সেখানে। স্বীকার করছি আগে থেকে কিছু জেনে যেতে পারলে লাভ হতো। কিন্তু এখানে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'আমাদের হয়তো চলে যাওয়াই উচিত,' বলল পেলোরেট। 'দেখা উচিত পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ কিনা। এখানে বসে থাকার কোনো যুক্তি নেই।'

'ব্লিসের কালো চোখের মোহে চলে যেতে চাইছ না তো?' তিরস্কারের সুরে বলল ট্র্যাভিজ। সাথে সাথেই আবার বলল, 'না, আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি জেনভ। শিশুদের মতো আচরণ করছি। তারপরেও-হিরোকো ছাড়াও এই গ্রহ বেশ চমৎকার এবং বিশ্বাস করো পরিস্থিতি অন্য রকম হলে আমি হয়তো এখানে থেকে যেতাম। বুঝতে পারছ ব্লিস, আইসোলেটদের সম্বন্ধে তোমার ধারনা আলফা পাল্টে দিচ্ছে?'

'কীভাবে?'

'তুমি বারবার বলছ যে সত্যিকার আইসোলেট গ্রহগুলো ক্রমেই বিপজ্জনক এবং হিংস্র হয়ে পড়ে।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আলফা হয়নি। এই গ্রহ পুরোপুরি আইসোলেট। অথচ এদের সরলতা আতিথেয়তার মাঝে তুমি কোনো দোষ পেয়েছো।'

'আপাতদৃষ্টিতে না। হিরোকো এমনকি তোমাকে তার শরীরও দিয়েছে।'

'ব্লিস, তোমার তাতে কী?' রাগত সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'সে আমাকে তার শরীর দেয়নি, আমরা দুজন দুজনকে শরীর দিয়েছি।'

'প্লিজ ব্লিস,' বলল পেলোরেট। 'গোলান ঠিকই বলেছে। ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তোমার আপত্তি জানানো উচিত না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'যদি সেগুলো আমাদের উপর প্রভাব না ফেলে।' একরোখা সুরে বলল ব্লিস।

'ফেলবে না, কথা দিচ্ছি।'

'আইসোলেটদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

ঝট করে হাত তুলল ট্র্যাভিজ, 'তর্ক না করে শেষ করা যাক-'

কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না সে। দরজায় একটা শব্দ হলো।

শক্ত হয়ে গেছে ট্র্যাভিজ। 'কী ব্যাপার?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

সামান্য কাঁধ নাড়ল ব্লিস। 'দরজা খুলে দেখ। তুমিই তো বলেছ এই গ্রহে কোনো বিপদ হবে না।'

তারপরেও ইতস্তত করতে লাগল ট্র্যাভিজ। কিছুক্ষণ পর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'দয়া করুন। আমি!'

হিরোকোর গলা। ঝট করে দরজা খুলল ট্র্যাভিজ। দ্রুত ঘরে ঢুকল হিরোকো। চিবুক ভেজা।

'দরজা বন্ধ করুন।' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

ট্র্যাভিজকে আঁকড়ে ধরল হিরোকো। 'বেশিক্ষণ থাকিতে পারিব না। চলিয়া যান। বাচ্চাটাকে নিয়া পালান আলফা ছেড়ে-অন্ধকার থাকিতেই।'

'কিন্তু কেন? বলল ট্র্যাভিজ।

'নয়তো আপনারা মারা যাইবেন; সকলেই।'

বহির্বিশ্বের আগন্তক তিন জন জমাট বরফের মতো দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল হিরোকোর দিকে। তারপর ট্র্যাভিজ বলল, 'তুমি বলতে চাও তোমার লোকেরা আমাদের মেরে ফেলবে।'

'আপনারা ইতোমধ্যেই মৃত্যুর খাতায় উঠিয়া গিয়াছেন, রেসপ্যাকটেড ট্র্যাভিজ। এবং বাকি সকলেই-দীর্ঘদিন পূর্বে আমাদের গবেষকরা একখানা ভাইরাস তৈরি করে, স্থানীয় অধিবাসীদের কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু আউটওয়ার্ল্ডারদের জন্য ভয়ংকর। আমরা প্রতিশেধক তৈরি করিয়াছি।' দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ট্র্যাভিজের বাহু ধরে টানল সে, 'আপনাদের শরীরে জীবাণু ঢুকিয়াছে।'

'কীভাবে?'

'যখন আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম। ইহা একটা উপায়।'

'কিন্তু আমি তো কোনো অসুবিধা বোধ করছি না।'

'ভাইরাস এখনো ইনঅ্যাকটিভ। ফিশিং ফ্লিট ফিরিয়া আসিবার পর ইহাকে অ্যাকটিভ করা হইবে। আমাদের আইন অনুযায়ী এই জাতীয় বিষয়ে সকলেই-এমনকি পুরুষেরাও সিদ্ধান্ত দিতে পারে। এবং সকলেই অ্যাকটিভ করিবার পক্ষে মত দিবে, ততক্ষণ আমরা আপনাদের এইখানে রাখিব, অন্তত আরো দুই সকাল। অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই এবং কেউ সন্দেহ করার পূর্বেই চলিয়া যান।'

'তোমার লোকেরা এটা করবে কেন?' ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'নিজেদের নিরাপত্তার জন্য। আমরা সংখ্যায় অল্প কিন্তু প্রাচুর্য অধিক। চাই না বাহিরের কেউ এখানে আসিয়া সমস্যা তৈরি করে। এইখান থেকে ফিরিয়া গিয়া অন্যদের কাছে আমাদের কথা বলিলে তখন অনেকেই এখানে আসিবে। তাই কদাচিৎ কোনো মহাকাশযান চলিয়া আসিলে তাহা আর ফেরত যাইতে পারে না।'

'কিন্তু তা হলে,' বলল ট্র্যাভিজ, 'সতর্ক করে দিয়ে তুমি আমাদের পালাবার পথ করে দিচ্ছ কেন?'

'কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। –না। কিন্তু আমি বলিব, যেহেতু আবারো উহা শুনিতে পাইয়াছি। শুনুন–'

পার্শ্ববর্তী কামরা থেকে মৃদু কোমল মোহনীয় সুর ভেসে আসছে। বাঁশি বাজাচ্ছে ফেলম।

'আমি এই সঙ্গীত ধ্বংস করিতে পারিব না, কারণ বাচ্চাটাও মারা যাইবে।'

'এই কারণেই তুমি বাঁশিটা ফেলমকে দিয়েছ? জানতে সে মারা যাবে, তখন আবার ফেরত পাবে।' কঠিন গলায় বলল ট্র্যাভিজ।

আতঙ্কের ছাপ হিরোকোর চেহারায়। 'না, ইহা আমার মনোবাসনা ছিল না। শিশুকে নিয়ে চলিয়া যান, সেই সাথে বাঁশিটাও। আমি হয়তো আর কখনো দেখিব না। কিন্তু আপনারা তো নিরাপদে মহাকাশে পৌছাইবেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর দেহের ভাইরাস নষ্ট হইয়া যাইবে। বিনিময়ে আমি চাই, আপনারা কাহাকেও এই গ্রহের কথা বলিবেন না। কেহই যেন কিছু জানিতে না পারে।'

'আমরা কাউকে বলব না।'

কান্নাভেজা চোখে ট্র্যাভিজের দিকে তাকালো হিরোকো, –নিচু স্বরে বলল, 'বিদায় বেলা আমি আপনাকে চুমু দিতে পারি?'

'না, একবার জীবাণু ঢুকেছে। সেটাই যথেষ্ট।' তারপর একটু নরম সুরে বলল, 'কাঁদবে না। কাঁদলে তোমার লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারবে না। আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য এখন যা করছ সেই কথা মনে করে আমার সাথে যা করেছ সেটা ক্ষমা করে দেব।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো হিরোকো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল। লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।' তারপর বেরিয়ে গেল দ্রুত।

'আলো নিভিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা। তারপর বেরোব।' বলল ট্র্যাভিজ। –'ব্লিস, বাজানো বন্ধ করতে বল ফেলমকে। বাঁশি নেওয়ার কথা ভুলবে না, অবশ্যই। –তারপর মহাকাশযানের দিকে যাবো, যদি অন্ধকারে পথ খুঁজে পাই।'

'আমি পথ বের করে নেব।' বলল ব্লিস। 'আমার পোশাক মহাকাশযানে রয়েছে। এবং যতই হালকা হোক, সেগুলোও গায়া। গায়াকে খুঁজে বের করতে গায়ার কোনো সমস্যাই হবে না।' তারপর ফেলমকে আনার জন্য পাশের রুমে চলে গেল সে।

'আমাদেরকে আটকে রাখার জন্য ওরা মহাকাশযানের ক্ষতি করতে পারে বলে মনে হয়?' বলল পেলোরেট।

'ওদের সেই কারিগরি জ্ঞান নেই,' মুচকি হেসে বলল ট্র্যাভিজ। ব্লিস ফিরে আসতেই আলো নিভিয়ে দিল সে।

নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল সবাই। অন্ধকারে মনে হলো যেন অর্ধেক রাত শেষ। কিন্তু আসলে কেটেছে মাত্র আধাঘণ্টা। তারপর ট্র্যাভিজ ধীরে ধীরে এবং কোনো শব্দ না করে দরজা খুলল। আকাশে মেঘের পরিমাণ মনে হয় একটু বেশি, কিন্তু নক্ষত্রগুলো জ্বলছে। আকাশের অনেক উপরের দিকে ক্যাসিওপিয়া, পৃথিবী যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে বলে ভাবছে সে, সেটা সারির শেষ মাথায় জ্বলজ্বল করছে সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে।

সাবধানে বাইরে পা ফেলল ট্র্যাভিজ, বাকি সবাইকে অনুসরণ করার জন্য ইশারা করল। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেছে নিউরোনিক হুইপের উপর। আশা করছে ব্যবহার করতে হবে না, তবে–

নেতৃত্ব দিল ব্লিস। এক হাতে ফেলমকে ধরেছে অন্য হাতে পেলোরেটকে। পেলোরেট তার মুক্ত হাত দিয়ে ধরেছে ট্র্যাভিজকে। ফেলমের অপর হাতে রয়েছে বাঁশি। গাঢ় অন্ধকারে পা ফেলে ফার স্টারে তার পোশাকের সাথে হালকাভাবে জড়িয়ে থাকা গায়ার অস্তিত্ব অনুভব করে সবাইকে পথ দেখালো ব্লিস।

www.boiRboi.blogspot.com

সপ্তম পর্ব

পৃথিবী

www.boiRboi.blogspot.com

১৯. রেডিওঅ্যাকটিভ

ফার স্টার ওড়াল দিল নিঃশব্দে, অন্ধকার দ্বীপটাকে নিচে ফেলে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উপরে উঠল ধীরে ধীরে। নিচে যে ঝাপসা আলোর বিন্দুগুলো দেখা যাচ্ছিল সেগুলো হালকা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল একসময় এবং উচ্চতার সাথে সাথে বায়ুমণ্ডল যত পাতলা হচ্ছে মহাকাশযানের গতি ততই বাড়ছে, সেই সাথে বেড়ে যাচ্ছে উপরে আকাশে আলোর বিন্দুর সংখ্যা এবং উজ্জ্বলতা।

নিচে আলফা গ্রহ দেখে মনে হচ্ছে রাশি রাশি মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দেওয়া উজ্জ্বল অর্ধচন্দ্র।

'আশা করি ওদের উন্নত স্পেস টেকনোলজি নেই। আমাদের অনুসরণ করতে পারবেনা।' বলল পেলোরেট।

'খুশি হতে পারছি না।' ট্র্যাভিজ বলল, চেহারায় তিক্ততা, গলায় হাহাকার। 'আমার শরীরে ভাইরাস ঢুকেছে।'

'কিন্তু ইনঅ্যাকটিভ।' বলল ব্লিস।

'অ্যাকটিভ হতে কতক্ষণ। ওদের একটা কৌশল আছে। কৌশলটা কী?'

ঝাঁকি দিল ব্লিস, 'হিরোকো বলেছিল ভাইরাস অ্যাকটিভেট করা না হলে নির্দিষ্ট সময় পরে অন্যভাবে শরীরে স্বাভাবিকভাবেই সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ?' রাগত সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'সে কীভাবে জানে? তা ছাড়া আমি কীভাবে জানব যে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে মিথ্যে কথা বলেনি? এমনও তো হতে পারে ভাইরাস অ্যাকটিভেট করার কৌশলটা যাই হোক না কেন অন্য কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ও সেটা হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট কেমিক্যাল, কোনো নির্দিষ্ট ধরনের বিকিরণ, কোনো–কোনো–কে জানে কী? হয়তো হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ব, তারপর তোমরা তিন জনও মারা যাবে। অথবা কোনো জনবহুল গ্রহে যাওয়ার পর সেটা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

ব্লিসের দিকে তাকাল সে, 'তুমি কিছু করতে পারো না?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ব্লিস। 'সহজ হবে না। গায়াতে পরজীবী আছে- অণুজীব, ক্ষুদ্রাকৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এগুলো ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের একটা অনুকূল অংশ। গ্রহের কনশাসনেস-এ অবদান রাখে, কিন্তু কখনো অতিরিক্ত হয় না।

www.boiRboi.blogspot.com

বড় রকমের ক্ষতি না করেই ওগুলো বেঁচে থাকে। সমস্যা হলো, ট্র্যাভিজ, তোমাকে যে ভাইরাস আক্রমণ করেছে সেটা গায়ার অংশ নয়।'

'তুমি বলছ "সহজ হবে না"। বর্তমান পরিস্থিতিতে যত কঠিন কাজই হোক তুমি করবে? ভাইরাস খুঁজে বের করে তুমি নষ্ট করতে পারবে? অথবা অন্তত আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারবে?'

'কী করতে বলছ বুঝতে পারছ, ট্র্যাভিজ? আমি তোমার শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গঠনের সাথে পরিচিত নই। কোনো একটা কোষ এবং ভাইরাসকে আলাদা করে চিনতে পারব না। এমনকি তোমার শরীরে যে ভাইরাস আগে থেকেই আছে এবং হিরোকো যে ভাইরাস ঢুকিয়েছে সেটা আলাদা করতেও কষ্ট হবে। আমি চেষ্টা করব, ট্র্যাভিজ, কিন্তু সফল নাও হতে পারি।

'সময় লাগুক, চেষ্টা করো।'

'অবশ্যই।'

'হিরোকোর কথা সত্যি হলে, ব্লিস, তুমি হয়তো দেখবে ভাইরাস এরই মধ্যে ক্ষয় হতে শুরু করেছে। তুমি শুধু সেটাই একটু তরান্বিত করবে।' বলল পেলোরেট।

'সেটা করতে পারব। চমৎকার কথা বলেছ।'

'তুমি ক্লান্ত হবে না?' বলল ট্র্যাভিজ। 'ভাইরাসগুলো হত্যা করার সময় তোমাকে কিছু সূক্ষ্ম প্রাণ ধ্বংস করতে হবে।

'তুমি একটা উন্মাদ, ট্র্যাভিজ,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ব্লিস। 'তবে একটা সত্যিকার সমস্যার কথাই তুলে ধরেছ।কিন্তু আমিতো তোমাকে ভাইরাসের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। সুযোগ পেলে সেগুলো মেরে ফেলব, ভয় পেয়ো না। তা ছাড়া তোমার কিছু হলে পেলোরেট আর ফেলমের বিপদ হতে পারে। কাজেই বিশ্বাস রাখো, তোমার জন্য না হলেও ওদের জন্য কাজটা করব। নইলে এমনকি আমারও বিপদ হতে পারে।'

'নিজের প্রতি তোমার কোনো মমত্ববোধ আছে এটা আমি বিশ্বাস করি না,' নিচু গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'যাই হোক, পেলোরেটের ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তার কথা মেনে নিলাম। অনেকক্ষণ থেকে ফেলমের বাজনা শুনছি না। কিছু হয়েছে?'

'না, ঘুমাচ্ছে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘুম। এবং আমার পরামর্শ হচ্ছে, পৃথিবী যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে বলে ভাবছি সেটার দিকে জাম্প করে আমাদেরও তাই করা উচিত। আমার বিশ্রামের ভীষণ দরকার এবং তোমারও দরকার, ট্র্যাভিজ।'

'হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়। –তুমি ঠিক বলেছিলে, ব্লিস।'

'কোন ব্যাপারে, ট্র্যাভিজ।'

'আইসোলেটদের ব্যাপারে। দেখে যাই মনে হোক নিউ আর্থকে স্বর্গ বলা যায় না। আতিথেয়তা–বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সবই ছিল আমাদের অসতর্ক করে তোলার জন্য, যেন যে-কোনো একজন ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারি। তারপরের সমস্ত আতিথেয়তা, উৎসব ছিল ফিশিং ফ্লিট ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখার জন্য। ফেলম আর তার সংগীত না থাকলে ওদের কৌশল কাজে লেগে গিয়েছিল প্রায়। এ ব্যাপারেও তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল।'

'ফেলমের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে সাথে আনতে চাইনি। জাহাজে তাকে দেখে খুশি হইনি। কিন্তু তুমি তাকে নিয়ে এসেছো। এবং সে নিজের অজান্তেই আমাদের জীবন রক্ষা করেছে। অথচ তারপরেও—'

'তারপরেও কী?'

'এত কিছু সত্ত্বেও আমি ফেলমের উপস্থিতি মেনে নিতে পারছি না। জানি না কেন।'

'আমার কথায় তোমার কতটুকু লাভ হবে জানি না, ট্র্যাভিজ। তবে সব কৃতিত্ব ফেলমকে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। হিরোকো যা করেছে তার জন্য ফেলম আর তার সঙ্গীতকে কারণ হিসেবে বলেছে, অন্য আলফানদের কাছে এটা বিশ্বাসঘাতকতা। হয়তো সে নিজেও এটা বিশ্বাস করে, কিন্তু তার মাইণ্ডে অন্য কিছু ছিল। হালকাভাবে ধরতে পারলেও আমি নিশ্চিত নই। এমন কিছু যা নিয়ে সে ছিল লজ্জিত। আমার ধারণা ফেলমের সঙ্গীত ছাড়াও সে তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।'

'তুমি সত্যিই তাই মনে করো?' বলল ট্র্যাভিজ, আলফা ছাড়ার পর এই প্রথম হাসি ফুটল তার মুখে।

'আমি তাই মনে করি। মেয়েরা খুব দ্রুত তোমার প্রেমে পড়ে যায়। মিনিস্টার লিজেনরকে কত সহজে রাজি করিয়ে ফেললে যাতে আমরা মহাকাশযান নিয়ে কমপরেলন ছাড়তে পারি। এখানে হিরোকোকে এমনভাবে প্রভাবিত করলে যে সে নিজের লোকদের বিপক্ষে গিয়ে আমাদের জীবন বাঁচাল। কৃতিত্ব যোগ্য লোকেরই পাওয়া উচিত।'

মুখের হাসি আরো চওড়া হলো ট্র্যাভিজের। 'বেশ, তুমি যখন বলছ। –তা হলে, পৃথিবীর দিকে।' পাইলট রুমে অদৃশ্য হলো সে, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে।

পিছন থেকে এগিয়ে এল পেলোরেট। বলল, 'তুমি শেষ পর্যন্ত ওকে শান্ত করেছ, তাই না ব্লিস?'

'না, পেলোরেট। আমি কখনো ওর মাইণ্ড স্পর্শ করি না।'

'তুমি যখন ওর পৌরুষ নিয়ে প্রশংসা করছিলে তখন অবশ্যই তা করেছ?'

'সম্পূর্ণ পরোক্ষ,' হাসিমুখে বলল ব্লিস।

'তারপরেও ধন্যবাদ।'

জাম্পের পরে তাদের গন্তব্য নক্ষত্রের মাঝের দূরত্ব রইল দশ পারসেক। আশপাশের আকাশে এটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু, কিন্তু এখনও উজ্জ্বল তারা ছাড়া আর কিছুই না।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখার সুবিধার জন্য আলো ফিল্টার করে নিল ট্র্যাভিজ, তারপর পর্যবেক্ষণ করতে লাগল গম্ভীর ভাবে।

'কোনো সন্দেহ নেই এটা আলফার যমজ। অথচ কম্পিউটার ম্যাপে আলফা আছে এটা নেই। এই নক্ষত্রের কোনো নাম বা পরিসংখ্যান জানি না। যদি কোনো প্ল্যানেটরি সিস্টেম থাকে তার সম্বন্ধেও কোনো তথ্য নেই।'

'পৃথিবী যদি এই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তা হলে তো এমন হবে বলেই আশা করেছিলাম, তাই না? পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য মুছে ফেলার সাথে এটা মিলে যায়।'

'হ্যাঁ, তার অর্থ এমনও হতে পারে যে এটা একটা স্পেসার ওয়ার্ল্ড কিন্তু মেলপোমিনিয়ার তালিকায় উঠেনি। আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না ঐ তালিকা সম্পূর্ণ ছিল। অথবা এই নক্ষত্রের কোনো গ্রহ নেই, ফলে কম্পিউটার ম্যাপ যা প্রধানত সামরিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়-সেখানে লিপিবদ্ধ হয়নি। জেনভ, এমন কোনো কিংবদন্তি আছে যাতে বলা হয়েছে পৃথিবীর সূর্য তার কোনো যমজ সঙ্গী থেকে মাত্র এক পারসেক দূরে অবস্থিত।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট, 'দুঃখিত, এমন কিছু চোখে পড়েনি। হয়তো ছিল, এখন মনে নেই। খুঁজে দেখতে হবে।'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। পৃথিবীর সূর্যের কোনো নাম আছে?'

'বেশ কয়েকটা। আমার ধারণা প্রতিটা ভাষাতেই একটা করে নাম ছিল।'

'মনেই থাকে না অনেকগুলো ভাষা চালু ছিল পৃথিবীতে।'

'অবশ্যই ছিল। নইলে এত বিভিন্ন ধরনের কিংবদন্তি তৈরি হতো না।'

ক্লান্ত স্বরে বলল ট্র্যাভিজ,'বেশ, এখন কি করব। প্ল্যানেটরি সিস্টেম সম্বন্ধে এখান থেকে কিছু বলা যাবে না, কাছে যেতে হবে। আমি চাই সতর্ক হতে, কিন্তু যুক্তিহীন অতিরিক্ত সতর্কতায় কোনো লাভ নেই, আর আমিও কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখছিনা। যারা পুরো গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর সব তথ্য মুছে ফেলার মতো শক্তিশালী তারা যদি সত্যি সত্যি নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায় তাহলে অনায়াসে আমাদেরও মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু কিছু ঘটেনি। আরো কাছে গেলে বিপদ হতে পারে এই ভয়েই এখানে সারা জীবন বসে থাকার কোন যুক্তি নেই, আছে?'

'আমি ধরে নিচ্ছি কম্পিউটার বিপজ্জনক কিছু চিহ্নিত করেনি।' বলল ব্লিস।

'যখন বললাম যে আমি কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখছি না, তার মানে আমি তখন কম্পিউটারের কথাই বলেছি। খালি চোখে কিছু দেখার ক্ষমতা আমার নেই, আশাও করিনা।'

'তা হলে এই সিদ্ধান্তকে তুমি বিপজ্জনক মনে করছ এবং আমাদের সমর্থন পেতে চাও। বেশ, আমি আছি তোমার সাথে। কোনো কারণ ছাড়া ফিরে যাওয়ার জন্য এতদূর আসিনি, এসেছি?'

'না, তুমি কী বল পেলোরট?'

'আমি যেতে চাই শুধু কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য।' বলল পেলোরেট। 'পৃথিবী পেয়েছি কি পাইনি সেটা না জেনে ফিরে যাওয়াটা হবে মূর্খতা।'

'বেশ, তা হলে আমরা সবাই একমত।'

'সবাই না,' বলল পেলোরেট। 'ফেলম বাকি আছে।'

বিস্মিত হল ট্র্যাভিজ। 'বাচ্চা মানুষের মতামতও নিতে হবে আমাদের? তার মতামতের কি মূল্য আছে। আর সে তো শুধু নিজের গ্রহে ফিরে যাওয়ার কথা বলবে।'

'সেজন্য ওকে দোষ দিতে পারো?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

ফেলমের কথা ওঠাতেই ট্র্যাভিজ বাঁশির সুরের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল, এই মুহূর্তে সামরিক কুচকাওয়াজের সুর বাজছে।

'শোন,' বলল ট্র্যাভিজ। 'এই সুর সে কোথায় শিখল।'

'সম্ভবত জেম্বি শিখিয়েছে।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'আমার সন্দেহ আছে।—শোন, ফেলম আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। খুব দ্রুত শিখছে ও সবকিছু।'

'আমি ওকে সাহায্য করছি,' বলল ব্লিস। 'কথাটা মনে রাখবে। তা ছাড়া সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। তার মাইণ্ডে নতুন নতুন ঘটনা জায়গা করে নিচ্ছে। জীবনে প্রথমবারের মতো সে মহাকাশ, নতুন গ্রহ এবং বহু মানুষ দেখছে।'

ফেলমের সুর আরো দ্রুত এবং উদ্দাম হয়ে উঠল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ট্র্যাভিজ বলল, 'বেশ, সে এখানে আছে, এমন সুর বাজাচ্ছে যা শুনলে নতুন বিপদের মুখে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য রক্ত ছলকে ওঠে। এটাকেই আমি আরো কাছে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে তার মত বলে ধরে নেব। সাবধানে এগিয়ে সূর্যের প্ল্যানেটরী সিস্টেমে নজর বুলানো যাক।'

'যদি থাকে,' বলল ব্লিস।

ছোট করে হাসল ট্র্যাভিজ। 'প্ল্যানেটরি সিস্টেম আছে। বাজি। পরিমাণ বল।'

'তুমি হেরে গেছ,' নিষ্প্রাণ গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'কত বাজি ধরেছিলে?'

'কিছুই না। জুয়া আমার পছন্দ নয়।' বলল ব্লিস।

'আমারও তোমার অর্থ নেওয়ার কোনো আগ্রহ নেই।'

সূর্যের কাছ থেকে ওরা মাত্র দশ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। কিন্তু এখনো আকাশের তারার মতো দেখাচ্ছে, তবে কোনো বাসযোগ্য গ্রহের সারফেস থেকে একটা সূর্যকে যত উজ্জ্বল দেখায় তার প্রায় চার হাজার ভাগের এক ভাগ কাছাকাছি উজ্জ্বল।

'ম্যাগনিফাই করে এই মুহূর্তে দুটো গ্রহ দেখা যাচ্ছে,' বলল ট্র্যাভিজ। 'ডায়ামিটার এবং প্রতিফলিত আলোর বর্ণালি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওগুলো গ্যাস জায়ান্ট।'

মহাকাশ যান এখনো প্ল্যানেটরি প্লেনের যথেষ্ট বাইরে। ট্র্যাভিজের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ব্লিস আর পেলোরেট স্ক্রিনে দুটো পাতলা অর্ধচন্দ্রের মতো সবুজ আলোর বিন্দু দেখতে পেল।

www.boiRboi.blogspot.com

'জেনভ! পৃথিবীর সৌরজগতে চারটা গ্যাস জায়ান্ট আছে, ঠিক?'

'কিংবদন্তি অনুযায়ী, হ্যাঁ।' পেলোরেট উত্তর দিল।

'চারটার মধ্যে যেটা সূর্যের সবচেয়ে কাছে সেটা সবচেয়ে বড় এবং তারপরে যেটা কাছাকাছি সেটার বলয় আছে, ঠিক?'

'বিশাল এবং উজ্জ্বল বলয়, গোলান। তবে বারবার পুনরাবৃত্তির ফলে যে অতিরঞ্জন ঘটেছে সেটাও বিবেচনা করতে হবে। বিশাল রিং সিস্টেমসহ কোনো গ্যাস জায়ান্ট না থাকলেই ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে পৃথিবী এখানে নেই।'

'যাই হোক যে দুটো দেখা যাচ্ছে ওগুলো সম্ভবত দূরের গুলো। কাছের গুলো খুব সম্ভব রয়েছে সূর্যের অপর দিকে। আমাদেরকে যেতে হবে আরো কাছে–এবং নক্ষত্রের অপর পাশে।'

'কাছাকাছি নক্ষত্রের ভর থাকা সত্ত্বেও সেটা করা যাবে?'

'যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলে, কম্পিউটার সেটা করতে পারবে, কোনো সন্দেহ নেই। বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকলে এটা আমার নির্দেশ মানবে না। তখন সাবধানে ছোট ছোট ধাপে এগোনো যাবে।'

তার মাইণ্ড কম্পিউটারকে নির্দেশনা দিল–পাল্টে গেল ভিউস্ক্রিনের স্টারফিল্ড। নির্দেশ অনুসারে আরেকটা গ্যাস জায়ান্ট খুঁজছে কম্পিউটার এবং সফলভাবে দায়িত্ব পালন করল।

তিন জনই জমে গেলো মূর্তির মতো, আর বিস্ময়ের ধাক্কায় সামনের দৃশ্য ম্যাগনিফাই করার নির্দেশ কম্পিউটারকে দিতে ভুলে গেল ট্র্যাভিজ।

'অদ্ভুত,' বলল ব্লিস।

পর্দায় নতুন একটা গ্যাস জায়ান্ট দেখা যাচ্ছে,সূর্যালোকিত। সেটাকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি বিশাল এবং উজ্জ্বল একটা বলয়। জিনিসটা গ্রহের নিজের উজ্জ্বলতার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল এবং তার মাঝে গ্রহের এক-তৃতীয়াংশ দূরত্বের সমান পাতলা বিভক্তি রেখা।

দৃশ্যটা আরেকটু বড় করার নির্দেশ দিল ট্র্যাভিজ। স্ক্রিনে শুধু বলয় দেখা যাচ্ছে, চিকন এবং ঘন, গ্রহ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আরেকটা নির্দেশ দিতেই স্ক্রিনের এক প্রান্তে লেজার ম্যাগনিফিকেশনের সাহায্যে গ্রহ এবং বলয়ের দৃশ্য ফুটে উঠল।

'এটা কি খুব স্বাভাবিক?' হতভম্ব গলায় জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'না,' ট্র্যাভিজ বলল। 'প্রায় প্রতিটা গ্রহেরই বিক্ষিপ্ত বলয় থাকে, কিন্তু সেগুলো হয় পাতলা এবং চিকন। একবার একটা বলয় দেখেছিলাম যেটা চিকন কিন্তু উজ্জ্বল। এটার মতো কখনো দেখিনি বা শুনিও নি।'

'এটা নিঃসন্দেহে কিংবদন্তির সেই রিংড জায়ান্ট।' বলল পেলোরেট। 'যদি এটা অসাধারণ–

'সত্যিই অসাধারণ, আমি যত দূর জানি, বা কম্পিউটার যত দূর জানে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা হলে পৃথিবী এই প্ল্যানেটারি সিস্টেমেই আছে। এমন একটা গ্রহের কথা কেউ নিজে থেকে বানিয়ে বলতে পারে না, নিজের চোখে দেখতে হবে তাকে।'

'কিংবদন্তিতে যা বলা হয়েছে তার সব কিছু আমি এখন বিশ্বাস করতে রাজি। এটা হচ্ছে ষষ্ঠ গ্রহ, এবং পৃথিবী হবে তৃতীয় গ্রহ।'

'ঠিক, গোলান।'

'তা হলে পৃথিবী থেকে মাত্র ১.৫ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে আছি, অথচ আমাদের থামানো হয়নি। গায়া আমাদের থামিয়েছিল।'

'গায়ার অনেক কাছে পৌছানোর পর তোমাদের থামানো হয়েছিল।' বলল ব্লিস।

'আহ্,' ট্র্যাভিজ বলল। 'কিন্তু আমার মতে পৃথিবী গায়ার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, এবং এটাকে আমি ভালো লক্ষণ বলে মনে করছি। যদি আমাদের না থামানো হয়, তার মানে আমরা এগিয়ে গেলে পৃথিবীর কোনো আপত্তি নেই।'

'অথবা পৃথিবীই নেই।'

'এবার বাজি ধরবে?' হাসিমুখে বলল ট্র্যাভিজ।

'আসলে ব্লিস বলতে চাচ্ছে,' মাঝখানে বলল পেলোরেট, 'যে সবাই যেমন বলেছে পৃথিবী হয়তো সত্যিই রেডিওঅ্যাকটিভ, এবং আমাদেরকে কেউ থামায়নি–কারণ পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব নেই।'

'না,' হিংস্র গলায় বলল ট্র্যাভিজ। 'পৃথিবীর ব্যাপারে সব মানতে রাজি আছি, শুধু এটা বাদে। আমরা গিয়ে নিজের চোখে দেখব, এবং আমার অনুভূতি বলছে আমাদের থামানো হবে না।'

গ্যাস জায়ান্ট পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। গ্যাস জায়ান্টের পরে সূর্যের কাছাকাছি একটা এস্টেরয়েড বেল্ট রয়েছে। (এটা সবচেয়ে বড় এবং ওজনদার, কিংবদন্তিতে যেমন বলা হয়েছে।)

এস্টেরয়েড বেল্টের ভেতরে চারটা গ্রহ।

ভালোভাবে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করল ট্র্যাভিজ। 'তিন নাম্বারটা সবচেয়ে বড়। সঠিক আয়তন, সূর্য থেকে সঠিক দূরত্ব। এটা বাসযোগ্য হতে পারে।'

ট্র্যাভিজের কথায় একটা অনিশ্চয়তা ধরা পড়ল পেলোরেটের কানে।

'বায়ুমণ্ডল আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, ' ট্র্যাভিজ বলল। 'দুই, তিন এবং চার নাম্বার সবগুলোরই বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু পুরোনো শিশুতোষ রূপকথাগুলোর মতো দ্বিতীয়টার ঘনত্ব খুব বেশি, চতুর্থটার ঘনত্ব যথেষ্ট নয়, কিন্তু তৃতীয়টা একেবারে নিখুঁত।'

'ওটা ই পৃথিবী মনে করছ?'

'মনে করছি?' বিস্ফোরিত হল ট্র্যাভিজ। 'ওটাই পৃথিবী। কারণ তুমি যে বিশাল উপগ্রহের কথা বলেছিলে সেটা রয়েছে।'

'আছে?' এবং পেলোরেটের মুখে যে চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল এমন হাসি ট্র্যাভিজ আগে দেখেনি।

'নিঃসন্দেহে! তুমি নিজেই দেখো।'

দুটো অর্ধচন্দ্র দেখতে পেলো পেলোরেট, একটা আরেকটার চেয়ে বড় এবং উজ্জ্বল।

'ছোটোটাই উপগ্রহ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ। গ্রহ থেকে অনেক দূরে; তবে এটা যে গ্রহটাকেই প্রদক্ষিণ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছোট একটা গ্রহই বলা যায়; তবে ভেতরের চারটা গ্রহ থেকে ছোট। তারপরেও উপগ্রহ হিসেবে যথেষ্ট বড়। ডায়ামিটার অন্তত প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার,গ্যাস জায়ান্টগুলোকে প্রদক্ষিণরত সবচেয়ে বড় উপগ্রহের সমান।'

'তারচেয়ে বড় না?' হতাশ হল পেলোরেট।' তা হলে এটা বিশাল উপগ্রহ না।'

'হ্যাঁ, বিশাল। গ্যাস জায়ান্টকে প্রদক্ষিণরত দু তিন হাজার ডায়ামিটারের উপগ্রহ এক ব্যাপার, আর বাসযোগ্য গ্রহকে প্রদক্ষিণরত একই আকারের উপগ্রহ অন্য ব্যাপার। এটা প্রায় পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের সমান। কোথাও দেখেছ এমন?'

'আমি আসলে এসব বিষয় খুব কম জানি।' লাজুক ভঙ্গিতে বলল পেলোরেট।

'তা হলে আমার কথা বিশ্বাস করো, জেনভ। এটা পৃথিবীর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা। আমরা আসলে তাকিয়ে আছি একটা দ্বৈত গ্রহের দিকে। –জেনভ, বিশাল রিং সিস্টেমসহ ছয় নম্বর গ্রহ এবং বিশাল উপগ্রহসহ তিন নম্বর গ্রহের কথা বিবেচনা করো–দুটোই তোমার কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে। আমরা যে গ্রহের দিকে তাকিয়ে আছি সেটা পৃথিবী, অন্য কিছু হতে পারে না। আমরা পেয়েছি, জেনভ; আমরা পেয়েছি।'

পৃথিবীর পথে অগ্রযাত্রার দ্বিতীয় দিন চলছে, এবং খাবার টেবিলে হাই তুলতে তুলতে ব্লিস বলল, 'আমার মনে হয় আমরা খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। প্রায় এক সপ্তাহ চলে গেছে।'

'আংশিক কারণ,' বলল ট্র্যাভিজ, 'নক্ষত্রের এত কাছ থেকে জাম্প করা বিপজ্জনক। এবং এক্ষেত্রে আমরা খুব আস্তে এগোচ্ছি কারণ হঠাৎ করে সম্ভাব্য কোনো বিপদে পড়তে চাই না।'

'মনে হয় তুমি বলেছিলে আমাদের থামানো হবে না।'

'বলেছিলাম, কিন্তু অনুভূতির উপর ভরসা করে ঝুঁকি নিতে চাই না।' চামচের বস্তুগুলো মুখে ঢোকানোর আগে কিছুক্ষণ দেখল ট্র্যাভিজ; তারপর বলল, 'জানো, আলফার মাছের স্বাদ এখনো ভুলতে পারছি না। মাত্র তিন বার খেয়েছিলাম।'

'সত্যিই খারাপ লাগছে,' বলল পেলোরেট।

'আমরা পাঁচটা গ্রহে গিয়েছি,' বলল ব্লিস, 'কিন্তু সেখান থেকে এত দ্রুত চলে আসতে হয়েছে যে আমাদের খাদ্যের সরবরাহের সাথে নতুন বৈচিত্র্য যোগ করার সময়ই পাইনি। অথচ প্রতিটা গ্রহ থেকেই খাবার আনা যেত। কমপরেলন, আলফা এবং সম্ভবত–'

www.boiRboi.blogspot.com

কথাটা শেষ করতে পারল না সে, কারণ ফেলম দ্রুত মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে, 'সোলারিয়া? ওখানে খাবার পাওনি? প্রচুর খাবার ছিল। আলফার মতো এবং ভালো।'

'আমি জানি, ফেলম। আসলে সময় ছিল না।'

তার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকল ফেলম। 'আমি আবার জেম্বিকে দেখতে পারব, ব্লিস? সত্যি কথা বল।'

'হয়তো, যদি আমরা সোলারিয়ায় ফিরি।'

'আমরা আবার কবে সোলারিয়ায় ফিরব?'

দ্বিধা করল ব্লিস, 'আমি বলতে পারি না।'

'এখন আমরা যাচ্ছি পৃথিবীতে, ঠিক? তুমি বলেছিলে আমাদের সবার সৃষ্টি হয়েছে ওই গ্রহে, তাই না?'

'সেখানে আমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি হয়েছিল।' বলল ব্লিস।

'আমি "পিতৃপুরুষ" বলতে পারি,' ফেলম বলল।

'হ্যাঁ, আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছি।'

'কেন?'

হালকা গলায় বলল ব্লিস, 'পিতৃপুরুষদের গ্রহ দেখার আগ্রহ সবারই থাকে, তাই না?'

'কিন্তু আমার মনে হয় বিষয়টা অন্য কিছু। সবাই খুব চিন্তিত।'

'আমরা তো কখনো সেখানে যাইনি। জানি না সেখানে কী আছে।'

'আমার মনে হয় আসল ব্যাপার তাও না, আরো বড় কিছু।'

হাসল ব্লিস। 'তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে, ফেলম। এবার একটু বাঁশি বাজিয়ে শোনাও। দিনে দিনে তোমার বাজানো আরো সুন্দর হচ্ছে। যাও যাও।' পিঠে আদরের চাপড় দিল সে, আর ফেলম যেতে যেতে একবার ঘুরে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকালো ট্র্যাভিজের দিকে।

বিতৃষ্ণা নিয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ট্র্যাভিজ। 'ওই বস্তুটা কি মাইণ্ড পড়তে পারে?'

'ওকে "বস্তু" বলবে না ট্র্যাভিজ।' ধারালো গলায় বলল ব্লিস।

'সে মাইণ্ড পড়তে পারে? তোমার জানা উচিত।'

'না, পারে না। গায়া পারে না, এমনকি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনাররাও পারে না। মাইণ্ড রিডিং অনেকটা আড়াল থেকে গোপন কথা শুনে ফেলার মতো যা এখন আর করা হয় না বা ভবিষ্যতেও করা হবে না। আমরা শনাক্ত করতে পারি, ব্যাখ্যা করতে পারি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবেগ পরিচালনা করতে পারি। কিন্তু দুটো এক জিনিস নয়।'

'যা করা যাবে না ফেলম সেটা করতে পারবে না তুমি কীভাবে জানো?'

'কারণ তুমি এইমাত্র বলেছ যে আমার জানা উচিত।'

'হয়তো সে তোমাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই বুঝতে পারছ না যে সে করতে পারে অনেক কিছুই।'

চোখ কপালে তুলল ব্লিস, 'যুক্তির কথা বল, ট্র্যাভিজ। ফেলমের অস্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলেও আমার কিছু করতে পারবে না, কারণ আমি ব্লিস নই, আমি গায়া। কথাটা তুমি বারবার ভুলে যাও। পুরো একটা গ্রহে কি পরিমাণ মেন্টাল পাওয়ার জমা হয়ে থাকে তুমি জানো? তোমার ধারণা একজন আইসোলেট, বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণই হোক সেই শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে?'

'সবকিছু জানো না তুমি, ব্লিস, কাজেই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠো না।' রাগত সুরে বলল ট্র্যাভিজ। 'ঐ বস-সে আমাদের সাথে আছে বেশি দিন হয়নি। এই সময়ের ভেতর আমি ওর ভাষার অল্প কয়েকটা শব্দ ছাড়া কিছুই শিখতে পারিনি, কিন্তু সে নিখুঁতভাবে গ্যালাকটিক বলতে পারে, প্রায় সব শব্দ শিখে ফেলেছে। জানি তুমি তাকে সাহায্য করছ, কিন্তু আমি চাই তুমি সেটা বন্ধ কর।'

'বলেছি আমি তাকে সাহায্য করছি সেই সাথে এটাও বলেছি যে সে অসম্ভব রকম বুদ্ধিমতী। এত বেশি বুদ্ধিমতী যে আমি তাকে গায়ার অংশ করে নেওয়ার কথা ভাবছি; যদি সম্ভব হয়। আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব, তখন পুরো সোলারিয়া গ্রহ এবজর্ব করা সহজ হবে। তাতে আমাদেরই লাভ।'

'তুমি ভেবে দেখেছ সোলারিয়ানরা আমার চেয়েও অনেক বেশি প্যাথলজিক্যাল আইসোলেট?'

'গায়ার অংশ হলে আর এমন থাকবে না।'

'ভুল করছ, ব্লিস। আমার মতে ঐ সোলারিয়ান শিশু বিপজ্জনক এবং তার হাত থেকে আমাদের ছাড়া পেতে হবে।'

'কীভাবে? এয়ার লক খুলে বাইরে ফেলে দেব? মেরে ফেলব তারপর কেটে টুকরো টুকরো করে খাবার জন্য তুলে রাখব?'

'ওহ্ ব্লিস।' বলল পেলোরেট।

ট্র্যাভিজ বলল, 'জঘন্য, এই কথা আমি আশা করিনি।' চুপ করে কিছুক্ষণ শুনল সে, ফেলমের বাঁশির সুর আত্মবিশ্বাসী এবং কোনো কম্পন নেই, গলার স্বর প্রায় ফিসফিসানির পর্যায়ে নামিয়ে আনল তারা। 'হাতের কাজটা যখন শেষ হবে, আমরা তাকে সোলারিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব, এবং ব্যবস্থা করব যেন সোলারিয়া চিরজীবনের জন্য বাকি গ্যালাক্সি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমার মতে গ্রহটাকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত। ওদেরকে আমি বিশ্বাস করি না, ভয় পাই।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ব্লিস বলল, 'ট্র্যাভিজ, আমি জানি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু এটাও জানি প্রথম থেকেই তুমি ফেলমকে পছন্দ করছো না। তার কারণ আমার মতে সোলারিয়া তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেনি, এবং তুমি সেইজন্য মনের ভেতর ঐ গ্রহ এবং তার বাসিন্দাদের জন্য ঘৃণা পুষে রেখেছ। যেহেতু আমি তোমার মাইন্ডে প্রবেশ করিনি, তাই নিশ্চিত বলতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারব না। দয়া করে মনে রাখবে ফেলম না থাকলে এখন আমরা আলফায় থাকতাম–এবং সম্ভবত মৃত।'

'আমি জানি, ব্লিস, কিন্তু তারপরেও–'

'আর তার বুদ্ধিমত্তাকে হিংসা না করে বরং প্রশংসা করা উচিত।'

'আমি তাকে হিংসা করি না। তাকে ভয় পাই।'

'তার বুদ্ধিমত্তাকে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ট্র্যাভিজ। চিন্তিত। 'না, ঠিক তা নয়।'

'তা হলে কী?'

'আমি জানি না, ব্লিস, জানলে হয়তো আর ভয় পেতাম না। ব্যাপারটা এমন কিছু যা আমার বোঝার বাইরে।' তারপর গলার স্বর কমে গেল, 'যেন নিজের সাথেই কথা বলছে, 'আমি বুঝি না এমন জিনিসের সংখ্যাই বোধহয় গ্যালাক্সিতে বেশি। কেন গায়া বেছে নিলাম? কেন পৃথিবী আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে? সাইকোহিস্টোরিতে কি অজানা কোনো অনুমিতি আছে? থাকলে সেটা কি? আর সবচেয়ে বড় কথা ফেলম কেন আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমার একটা প্রশ্নের উত্তরও আমার জানা নেই।' বলল ব্লিস, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে পেলোরেট, বলল, 'নিঃসন্দেহে আর বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হবে না, গোলান। আমরা ক্রমেই পৃথিবীর কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, একবার পৌঁছে গেলে সব রহস্যের মীমাংসা হবে আশা করি। কেউ আমাদের বাধা দিয়ে থামাতে পারবে না।'

ঝট করে পেলোরেটের দিকে তাকাল ট্র্যাভিজ, নিচু গলায় বলল, 'আমি চাই কিছু একটা বাধা দিক আমাদের।'

'তুমি চাও? কেন?'

'জীবনের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলে খুশি হব।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল পেলোরেট, 'পৃথিবী সত্যি সত্যিই রেডিওঅ্যাকটিভ?'

'হ্যাঁ বা না বলা অসম্ভব। তবে গ্রহটা উষ্ণ। আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি উষ্ণ।'

'খারাপ লক্ষণ?'

'না। হয়তো একটু বেশি উষ্ণ, কিন্তু তারমানে এই না যে বাস করা অসম্ভব, পাতলা মেঘস্তর এবং নিঃসন্দেহে সেগুলো জলীয় বাষ্পের তৈরি, ফলে মেঘ এবং মহাসাগর মিলে অতিরিক্ত তাপমাত্রা সত্ত্বেও জীবন ধারনের পরিবেশ তৈরি করতে পারবে। এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি। কারণ–'

হ্যাঁ, গোলান?'

'যদি পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ হয়, অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণ হবে সেটাই।'

'কিন্তু অন্যভাবেও বলা যায় যে আশাতীত তাপমাত্রা থাকলেই সেটাকে রেডিওঅ্যাকটিভ বলা যাবে না।'

'না, অবশ্যই না।' জোর করে একটু হাসল ট্র্যাভিজ। 'জল্পনা কল্পনা করে লাভ নেই, জেনভ। এক বা দুই দিনের ভেতরেই সব নিশ্চিত করে বলা যাবে।'

ব্লিস যখন ভিতরে ঢুকল তখন বিছানায় বসে কি যেন গভীর চিন্তা করছিল ফেলম। একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিল সে।

'কী হয়েছে ফেলম?' শান্ত গলায় বলল ব্লিস।

ট্র্যাভিজ আমাকে অপছন্দ করে কেন, ব্লিস?' ফেলম বলল।

'কেন মনে হলো ও তোমাকে অপছন্দ করে?'

'আমার দিকে সে অধৈর্য হয়ে তাকায়—শব্দটা ঠিক আছে?'

'হয়তো।'

'আমি কাছে গেলেই সে আমার দিকে অধৈর্য হয়ে তাকায়। তার মুখ সবসময় বাঁকা হয়ে থাকে।'

ট্র্যাভিজ আসলে একটা কঠিন সময় পার করছে, ফেলম।'

'কারণ সে পৃথিবী খুঁজছে?

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ ভাবল ফেলম, তারপর বলল, 'বিশেষ করে আমি যখন কোনো জিনিস নড়ানোর চেষ্টা করি তখন সে বেশি অধৈর্য হয়।'

একটু কঠিন হলো ব্লিস। 'শোনা ফেলম, আমি তোমাকে বলেছি এরকম করবেনা, বিশেষ করে যখন ট্র্যাভিজ আশপাশে থাকবে?'

'গতকাল এই কামরায় আমি পেল এর একটা বুক ফিল্ম পায়ার উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলাম। সে দরজায় দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল, আমি খেয়াল করিনি। কিন্তু আমি তো কোনো ক্ষতি করছিলাম না।'

'এতে সে নার্ভাস হয়ে পড়ে, ফেলম, এবং আমি চাই সে নজর রাখুক বা না রাখুক, তুমি এমন করবে না।'

'নিজে করতে পারেনা বলেই সে নার্ভাস হয়?'

'সম্ভবত।'

'তুমি পারবে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ব্লিস, 'না, পারব না।'

'তুমি বা পেল তো নার্ভাস হও না।'

'মানুষ সবাই একরকম হয় না।'

'আমি জানি,' কঠিন গলায় বলল ফেলম, ফলে ব্লিসের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল।

'কী জানো, ফেলম?'

'আমি অন্যরকম।'

'অবশ্যই, আমি তো এইমাত্র বললাম। মানুষ সবাই এক রকম হয় না?'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার গঠন অন্য রকম। আমি জিনিস নড়াতে পারি।'

'সত্যি কথা।'

খানিকটা বিদ্রোহের সুরে ফেলম বলল, 'আমাকে অবশ্যই জিনিস নাড়াতে হবে, এবং ট্র্যাভিজ রাগ করতে পারবে না, তুমিও আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

'কিন্তু তোমাকে কেন জিনিস নাড়তে হবে?'

'অনুশীলন। এক্সারসজি। —শব্দটা ঠিক আছে?'

'না। হবে এক্সারসাইজ।'

'হ্যাঁ। জেম্বি সবসময় বলত আমার—আমার—'

ট্র্যান্সডিউসার লোবস?'

'হ্যাঁ। প্রশিক্ষণ দিয়ে সেগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, তারপর বড় হলে আমি সবগুলো রোবটকে পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারব। এমনকি জেম্বিকেও।'

'ফেলম, তুমি পাওয়ার সাপ্লাই না করলে কে করবে?'

'ব্যাণ্ডার।' দ্বিধাহীন গলায় উত্তর দিল ফেলম।

'তুমি ব্যাণ্ডারকে চেন?'

'অবশ্যই। অনেকবার দেখেছি। পরবর্তী এস্টেট হেড হওয়ার কথা ছিল আমার। ব্যাণ্ডার-এস্টেট এর নাম হতো ফেলম-এস্টেট। জেম্বি সেরকমই বলেছিল।'

'তার মানে ব্যাণ্ডার তোমার কাছে—'

আতঙ্কে বিকট হাঁ করল ফেলম। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ব্যাণ্ডার কখনোই আমার কাছে—'দৌড়ে ঘরের এক কোনায় চলে গেল সে, জোরে কয়েকবার শ্বাস টানল, তারপর বলল, 'আমি বেণ্ডার এর ইমেজ দেখেছি।'

'তোমার সাথে ব্যাণ্ডার এর আচরণ কেমন ছিল?' আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

একটু অবাক হয়ে ব্লিসের দিকে তাকাল ফেলম। 'ব্যাণ্ডার জিজ্ঞেস করত আমার কিছু লাগবে কি না; আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। কিন্তু জেম্বি সবসময়ই আমার পাশে থাকত, ফলে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না, বা অসুবিধাও হতো না।'

মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকাল সে। তারপর চোখের উপর হাত রেখে বলল, কিন্তু জেম্বি থেমে গেছে। তার কারণ আমার মনে হয় ব্যাণ্ডারও—থেমে গেছে।'

'কেন মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'ব্যাণ্ডার সবগুলো রোবটকে পাওয়ার সাপ্লাই করত। যদি জেম্বিসহ সব রোবট থেমে যায় তার মানে ব্যাণ্ডারও থেমে গেছে। তাই না?'

ব্লিস নিশ্চুপ।

'কিন্তু তুমি যখন আমাকে সোলারিয়ায় নিয়ে যাবে আমি জেম্বিসহ সব রোবট চালু করব। আমি আবার খুশি হব।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

'তুমি আমাদের সাথে খুশি নও, ফেলম? একটুও না?'

চোখের পানিতে লেপটানো মুখ তুলল ফেলম। কান্নাভেজা স্বরে বলল, 'আমি জেম্বিকে চাই।'

মমতায় আর্দ্র হয়ে গেল ব্লিসের মন, দুহাত বাড়িয়ে অবুঝ শিশুকে জড়িয়ে ধরল বুকের সাথে। 'ওহ্, ফেলম, যদি তোমার জেম্বিকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম,' এবং হঠাৎ করেই বুঝতে পারল সে নিজেও কাঁদছে।

পেলোরেট তাদেরকে সেই অবস্থাতেই পেল, মাঝপথে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

নিজেকে আলাদা করল ব্লিস, ছোট টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে মাথা নাড়ল। পেলোরেট আবারও জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'ফেলম, একটু বিশ্রাম নাও।' বলল ব্লিস। 'মনে রাখবে আমিও তোমাকে জেম্বির মতো ভালবাসি।'

পেলোরেটের কনুই ধরে টেনে নিয়ে এল লিভিং রুমে। 'কিছু না, পেল-কিছু না।'

'ফেলম,তাই না? জেম্বিকে খুঁজছে?'

'ভীষণভাবে। অথচ কিছু করার নেই। শুধু বলতে পারি আমি তাকে ভালবাসি-এবং কথাটা সত্যি। এমন চমৎকার আর বুদ্ধিমতী একটা শিশুকে ভাল না বেসে পারা যায়? ভয়ংকর রকম বুদ্ধিমতী। ট্র্যাভিজ মনে করে খুব বেশি বুদ্ধিমতী। ব্যাণ্ডারকে দেখেছে সে-বা, বলা যায় হলোগ্রাফিক ইমেজ দেখেছে। তবে সেটা নিয়ে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত নয় সে। বুঝতে পারছি কেন। আসলে ব্যাণ্ডার ছিল এস্টেটের মালিক আর তার পরে মালিক হতো ফেলম। দুজনের ভেতর সম্পর্ক বলতে এইটুকুই, আর কিছু না।'

'ফেলম জানে ব্যাণ্ডার তার বাবা?'

'মা। যদি ফেলমকে মেয়ে ভাবি তা হলে ব্যাণ্ডারকেও তাই ভাবতে হবে।'

'অথবা দুটোই, ব্লিস ডিয়ার। ফেলম কি পেরেন্টাল রিলেশনশিপের কথা জানে?'

'বাবা-মা ব্যাপারটাই সম্ভবত সে বোঝে না, আর বুঝলেও প্রকাশ করেনি। যাই হোক, পেল, যুক্তি দিয়ে সে বুঝে ফেলেছে যে ব্যাণ্ডার মরে গেছে। -আমি ভয় পাচ্ছি।'

চিন্তিত গলায় বলল পেলোরেট, 'কেন, ব্লিস?'

'এক সময় মৃত্যুর আসল কারণটাও বুঝতে পারবে। সোলারিয়ার দীর্ঘজীবী এবং আইসোলেট স্পেসারদের সমাজে স্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চয়ই কম এবং অস্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে কোনো শিশুর জন্য তো অবশ্যই।একটু চিন্তা করলেই ফেলম বুঝতে পারবে যে ব্যান্ডার ঠিক সেই সময়ে মারা গেছে যখন আমরা

www.boiRboi.blogspot.com

কয়েকজন আগন্তুক তার গ্রহে ছিলাম। তারপর আসল কারণ বুঝতে আর সমস্যা হবে না।'

'আমরা ব্যাণ্ডারকে হত্যা করেছি?'

'আমরা ব্যাণ্ডারকে হত্যা করিনি। করেছি আমি।'

'সে বুঝতে পারবে না।'

'কিন্তু বলতে হবে। ট্র্যাভিজের উপর সে প্রচণ্ড বিরক্ত, এবং এই অনুসন্ধানের নেতা ট্র্যাভিজ। কাজেই সে ধরে নেবে ব্যান্ডারের মৃত্যুর জন্য দায়ী ট্র্যাভিজ। সেটা অবিচার হবে।'

'কী আসে যায় তাতে, ব্লিস? রোবট ছাড়া পি- মাতার প্রতি এই শিশুর কোনো অনুভূতিই নেই।'

'কিন্তু মায়ের মৃত্যুর মানেই হচ্ছে তার রোবটের মৃত্যু। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

'কেন?'

'নিজে যুক্তি বিশ্লেষণ করে খুঁজে বের করলে আসল কারণটা সে বুঝতে পারবে না। তাই আমি নিজে ব্যাখ্যা করে বলব যেন তাকে শান্ত রাখতে পারি।'

'কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে আত্মরক্ষা। তুমি না ঠেকালে আমরা তখনই মারা যেতাম।'

'সে কথা আমি বলব, কিন্তু ভয় হচ্ছে আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মনে হচ্ছে ফেলমকে না আনলেই ভালো হতো। কষ্ট পাচ্ছ তুমি।'

'না,' রাগী গলায় বলল ব্লিস। 'ওই কথা বলবেনা। যখনই মনে পড়ত যে আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার জন্য ওখানে একটা নিষ্পাপ শিশুকে নৃশংস মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছি, তখন কষ্ট হতো আরো বেশি।'

'কিন্তু ওটাই ফেলমের গ্রহের নিয়ম।'

'শোন, পেল, ট্র্যাভিজের মতো করে ভাববে না। আইসোলেটরা চিন্তা না করেই সব কিছু মেনে নেয়। গায়ার নীতি জীবন রক্ষা করা-ধ্বংস করা নয়। সকল ধরনের জীবনেরই পরিসমাপ্তি ঘটবে যেন নতুন জীবনের উদ্ভব ঘটতে পারে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়ভাবে যেন শেষ না হয়। ব্যান্ডারের মৃত্যু যদিও এড়ানো যেত না, কিন্তু ফেলমেরটা সম্ভব হয়েছে।'

'বেশ। হয়তো তোমার কথাই ঠিক। যাই হোক আমি ফেলমের সমস্যা নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে আসিনি। ব্যাপার হচ্ছে ট্র্যাভিজ।'

'কী হয়েছে ট্র্যাভিজের?'

'ব্লিস, আমি ওকে নিয়ে চিন্তিত। এখন অপেক্ষা করছে পৃথিবীর ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে। ধকলটা সইতে পারবে কি না বুঝতে পারছি না।'

'ওকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। জানি ওর একটা দৃঢ় মাইণ্ড আছে।'

'কিন্তু সবারই সহ্যের একটা সীমা থাকে। ও আমাকে বলেছে, যা আশা করেছিল পৃথিবী তার চেয়ে বেশি উত্তপ্ত। আমার মনে হয় সে ভাবছে যে জীবন ধারনের জন্য বেশি উত্তপ্ত, যদিও জোর করে অবিশ্বাস করতে চাইছে।'

'হয়তো ঠিকই বলেছে। হয়তো জীবন ধারণের জন্য বেশি উত্তপ্ত না।'

'আবার এটাও বলেছে যে রেডিওঅ্যাকটিভিটি অতিরিক্ত উত্তাপের কারণ হতে পারে, এবং জোর করে সেটাও অবিশ্বাস করছে। এক বা দুই দিনের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট কাছে চলে যাবো। তখন সব পরিষ্কার বোঝা যাবে। যদি পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ হয়, কী হবে তখন?'

'তখন ব্যাপারটা তাকে মেনে নিতে হবে।'

'কিন্তু–মেন্টাল টার্ম অনুযায়ী কীভাবে বলা যায় জানি না–যদি তার মাইণ্ড–'

অপেক্ষা করল ব্লিস, তারপর ক্লান্ত সুরে বলল, 'বিস্ফোরিত হয়?'

'হ্যাঁ, যদি বিস্ফোরিত হয়। তাকে সবল রাখার জন্য এখনই কিছু করতে পারো না? শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণের ভেতর রাখতে পারো।'

'না, পেল। আমার মনে হয় না ট্র্যাভিজ এত দুর্বল। আর গায়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত তার মাইন্ড আমরা স্পর্শ করব না।'

'কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা অস্বাভাবিক গুণ আছে তার। এতদিনের পরিকল্পনা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেলে হয়তো মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু এই অস্বাভাবিক গুন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল ব্লিস, তারপর কাঁধ নেড়ে বলল, 'বেশ, আমি তার দিকে লক্ষ রাখব।'

পরবর্তী ছত্রিশ ঘণ্টা ব্লিস এবং পেলোরেটের কথা ট্র্যাভিজের প্রায় মনেই থাকল না। মাঝে মধ্যে অবশ্য তাদের হালকা পদশব্দ পেয়েছে, এরকম ছোট মহাকাশযানে সেটাই স্বাভাবিক।

এখন সে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে,দরজায় দাঁড়ানো দুজনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন হলো। ভাবলেশহীন পাথুরে মুখ তুলে তাকাল সে।

'বেশ?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল পেলোরেট, 'কেমন আছো, গোলান?

'ব্লিসকে জিজ্ঞেস কর। গত কয়েক ঘণ্টা সে আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত আমার মাইণ্ড ছিদ্র করেছে–তাই না, ব্লিস?

'না,' স্বাভাবিক গলায় বলল ব্লিস। 'কিন্তু তোমার যদি আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, চেষ্টা করতে পারি। –লাগবে?'

'না, কেন লাগবে? আমাকে একা থাকতে দাও। দুজনেই।'

'কী ঘটেছে আমাদের বল দয়া করে।' বলল পেলোরেট।

'অনুমান করো!'

www.boiRboi.blogspot.com

'পৃথিবী–'

'হ্যাঁ, তাই। এতদিন ধরে সবাই যা বলছিল সেটাই সত্যি।' ভিউস্ক্রিনের দিকে দেখাল সে। যেখানে পৃথিবীর রাতের অংশের প্রতিচ্ছবি ফুটে আছে, সূর্যটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। বিস্তৃত কালো আকাশের বিপরীতে একটা নিখুঁত বৃত্ত, কমলা রঙের আলোর ভঙ্গুর আভার কারণে বৃত্তের পরিধি বোঝা যাচ্ছে।

'কমলা আভাটাই রেডিওঅ্যাকটিভিটি?'

'না। বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্যের আলো। বায়ুমণ্ডল আরো পাতলা হলে পুরোটাই কমলা রঙের বৃত্তের মতো দেখাতো। রেডিওঅ্যাকটিভিটি দেখা যাবে না। সব ধরনের বিকিরণ এমনকি গামা রশ্মির বিকিরণ পর্যন্ত বায়ুমন্ডল শোষণ করে নিচ্ছে। তবে সেকেণ্ডারি রেডিয়েশন কম্পিউটার সনাক্ত করতে পারছে।

'রেডিওএ্যাকটিভিটি কি মাত্রায় আছে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'বুদ্ধিমান জীব বসবাস না করার মতো যথেষ্ট?'

'কোনো ধরনের জীবন নেই। গ্রহটা পুরোপুরি বসবাসের অযোগ্য। সর্বশেষ ব্যাকটেরিয়া, সর্বশেষ ভাইরাস ও শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই।'

'আমরা নামতে পারব?' বলল পেলোরেট। 'মানে স্পেস স্যুট পড়ে?'

'মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য।'

'এখন কী করব, গোলান?'

'করব?' আবারো সেই ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকালো ট্র্যাভিজ। 'জানো কী করতে চাই? ব্লিস, ফেলম আর তোমাকে গায়ায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেতে চাই টার্মিনাসে। তারপর মহাকাশ যান ফিরিয়ে দিয়ে পদত্যাগ করতে চাই কাউন্সিল থেকে, মেয়র ব্র্যান্নো খুব খুশি হবে তাতে। তারপর পেনশন নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। সেলডন প্ল্যান, ফাউণ্ডেশন, সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন, গায়া নিয়ে আর ভাবতে চাই না। গ্যালাক্সি তার নিজের পথ বেছে নিক। আমার জীবদ্দশাতে এটা ধ্বংস হবে না। কাজেই পরে কি ঘটবে সেটা নিয়ে কেন মাথা ঘামাব আমি?'

'নিশ্চয়ই তুমি তা করবে না?' জরুরি ভঙ্গিতে বলল পেলোরেট।

পেলোরেটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ট্র্যাভিজ। তারপর বলল, 'না, করব না। তবে যা বলেছি সেগুলো করতে পারলে খুব খুশি হতাম।'

'কিছু মনে করো না, কী করবে তুমি?'

'মহাকাশ যান পৃথিবীর কক্ষপথে রাখব। ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে চিন্তা করব কী করা যায়। শুধু–'

'হ্যাঁ?'

এবং চিৎকার করে উঠল ট্র্যাভিজ, 'এর পরে আমি কী করতে পারি? আর কি দেখার আছে? আর কি খোঁজার আছে?

২০. নিকট বিশ্ব

চারবারের মধ্যে মাত্র একবার খাবার টেবিলে দেখা গেল ট্র্যাভিজকে। বাকি সময়টা কাটাল পাইলট রুমে বা বেডরুমে। খাবার সময় সে ছিল নিশ্চুপ। খেলোও কম।

যাই হোক পেলোরেটের মনে হলো ট্র্যাভিজের অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব বেশ অনেকটা কমেছে। দুবার গলা খাঁকারি দিল যেন কথা বলবে, তারপর হাল ছেড়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত ট্র্যাভিজই চোখ তুলে তাকাল তার দিকে, 'বেশ?'

'তুমি–তুমি কী করবে ভেবেছ, গোলান?'

'কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'তোমাকে একটু কম বিষণ্ন মনে হচ্ছে।'

'আমার বিষণ্নতা কমেনি, তবে বেশ ভালোভাবেই চিন্তাভাবনা করেছি।'

'আমরা জানতে পারি?'

ঝট করে একবার ব্লিসের দিকে তাকালো ট্র্যাভিজ। প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে ব্লিস, চুপচাপ, যেন বুঝতে পারছে এরকম স্পর্শকাতর মুহূর্তে তার চেয়ে পেলোরেট বেশি সুবিধা করতে পারবে

'তুমিও জানতে চাও, ব্লিস?' জিজ্ঞেস করল ট্র্যাভিজ।

চট করে একবার মাথা তুলল সে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

টেবিলের একটা পায়ায় বেশ ভাবের সাথে লাথি মেরে ফেলম বলল, 'পৃথিবী খুঁজে পেয়েছি আমরা?'

কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে শান্ত করল ব্লিস, আর ট্র্যাভিজ পাত্তাই দিল না।

সে বলল, 'আসল কথা হচ্ছে পৃথিবীর সব রেকর্ড বিভিন্ন গ্রহ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে একটা উপসংহারে পৌঁছতে আমরা বাধ্য। পৃথিবীতে কিছু একটা লুকানো আছে। অথচ নিজের চোখেই দেখতে পারছি গ্রহটা ভয়ংকর রকম রেডিওঅ্যাকটিভ। ফলে সেখানে কিছু লুকানো হলে সেটা এমনিতেই গোপন থাকবে। ওখানে কেউ ল্যান্ড করতে পারবে না। আমরা এখন ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের শেষ সীমায় আছি, এর চেয়ে আর কাছে যাওয়া যাবে না, ওখানে খুঁজে পাওয়ার মতো কিছু নেই।'

'তুমি নিশ্চিত?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'আমি পুরো সময়টাই কম্পিউটারের সামনে বসে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এবং আমি নিশ্চিত কোনো উপায় নেই। বড় কথা, আমার অনুভূতি বলছে ওখানে কিছু নেই। তা হলে কেন পৃথিবীর সব রেকর্ড মুছে ফেলা হলো। নিঃসন্দেহে যাই লুকানো হোক সেটা আমাদের কল্পনাতীত কোনো উপায়ে লুকানো হয়েছে, এবং সেজন্য মানুষ সেখানে না থাকলেও চলবে।'

'হতে পারে,' বলল পেলোরেট, 'পৃথিবীতে কিছু লুকানো আছে। যখন সেটা এত রেডিওঅ্যাকটিভ ছিল না তখন পৃথিবীবাসীরা ভয় পেয়েছিল হয়তো বাইরের গ্রহের অনুপ্রবেশকারীরা তাদের গুপ্তধন নিয়ে যাবে, তাই ভালোভাবে লুকিয়ে ফেলে। আর হয়তো সেই সময় থেকেই নিজের যাবতীয় রেকর্ড আস্তে আস্তে সরাতে থাকে।'

'না, আমার তা মনে হয় না,' বলল ট্র্যাভিজ। 'গ্যালাকটিক লাইব্রেরি এবং টার্মিনাস থেকে তথ্যগুলো সরানো হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।' হঠাৎ করে ব্লিসের দিকে ঘুরল সে, 'আমি ঠিক বলেছি?'

'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার জেনডিবলের বিক্ষিপ্ত মাইণ্ড থেকে সেটা আমরা জেনেছি,' স্বাভাবিক গলায় বলল ব্লিস, 'যখন সে, তুমি এবং আমি টার্মিনাসের মেয়রের সাথে মিটিং করছিলাম।'

ট্র্যাভিজ বলল, 'কাজেই যা গোপন, সেটা এখনো গোপন আছে এবং খুঁজে বের করাও যাবে, কিন্তু এখন খুঁজে বের করতে গেলে রেডিওঅ্যাকটিভিটি ছাড়াও অন্য বিপদ আছে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?' উদ্বিগ্ন গলায় বলল পেলোরেট।

'ভেবে দেখ গোপন জিনিসটা যদি পৃথিবীতে না থাকে, রেডিওঅ্যাকটিভিটি বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকে? কিন্তু আমরা যদি পৃথিবী খুঁজে পাই তা হলে ঠিকই বের করে ফেলতে পারব বস্তুটা কোথায় লুকানো আছে। যদি তাই হয় তা হলে বলা যায় আমরা এখনো পৃথিবী খুঁজে পাইনি।'

মাঝখানে আবারো কথা বলল ফেলম, 'পৃথিবী খুঁজে না পেলে ব্লিস বলেছিল তুমি আমাকে জেম্বির কাছে নিয়ে যাবে।'

ফেলমের দিকে ঘুরে রাগের সাথে তাকিয়ে থাকল ট্র্যাভিজ–আর ব্লিস নিচুগলায় বলল, 'আমি বলেছি চেষ্টা করব, ফেলম। পরে কথা বলব এটা নিয়ে, এখন ঘরে গিয়ে পড়, বাঁশি বাজাও বা যা ইচ্ছা হয় কর।'

মুখ গোমড়া করে চলে গেল ফেলম।

'এটা কীভাবে বললে, গোলান? এইতো আমরা এখানে। পৃথিবী খুঁজে বের করেছি। এখন কি বলবে লুকানো জিনিসটা এখানে নেই বলেই এটা পৃথিবী না?'

রাগ দমন করতে একটু সময় লাগল ট্র্যাভিজের। তারপর বলল, 'চিন্তা করে দেখ, রেডিওঅ্যাকটিভিটি দ্রুত বাড়ছে। মৃত্যু এবং আশ্রয়ের সন্ধানে দলে দলে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে মহাকাশে। ফলে কমে যাচ্ছে জনসংখ্যা। তাদের গোপন বিষয়ের বিপদ আরো বেশি। সেটা রক্ষা করার জন্য কে থাকবে? স্বভাবতই সেটা

www.boiRboi.blogspot.com

অন্য গ্রহে স্থানান্তর করতে হবে। নইলে পৃথিবীর সাথে শেষ হয়ে যাবে। এবং আমার ধারণা সরানো হয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। এবার জেনভ, নিউ আর্থের বুড়ো তোমাকে কি বলেছিল সেটা মনে করো।'

'মনোলী?'

'হ্যাঁ। নিউ আর্থে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে সে তোমাকে বলেনি যে পৃথিবীতে অবশিষ্ট যা ছিল তার সবই এই গ্রহে নিয়ে আসা হয়?'

'তুমি বলতে চাও, ওল্ড চ্যাপ, আমরা যা খুঁজছি তা আছে এখন নিউ আর্থে? সবার শেষে যে অধিবাসীরা পৃথিবী ত্যাগ করেছে তারা নিয়ে এসেছে?'

'হতে পারে না?' বলল ট্র্যাভিজ। 'নিউ আর্থ পৃথিবীর মতোই গ্যালাক্সিতে অপরিচিত এবং অধিবাসীরা যে-কোনো মূল্যে আউটওয়ার্ল্ডারদের আগমন ঠেকিয়ে রাখতে চায়।'

'আমরা সেখানে ছিলাম,' মাঝখানে বলল ব্লিস, 'কিছু পাইনি।'

'পৃথিবীর অবস্থান ছাড়া আমরা অন্য কিছু খুঁজছিলাম না।'

হতভম্ব গলায় বলল পেলোরেট, 'কিন্তু আমরা খুঁজছিলাম একটা হাই টেকনোলজি; এমন কিছু যারা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের নাকের ডগা থেকে এমনকি-মাফ করবে, ব্লিস-গায়ার নাকের ডগা থেকে পর্যন্ত সব তথ্য সরিয়ে ফেলতে পারে। আলফার অধিবাসীরা হয়তো তাদের একটুকরো জমির উপরের আকাশের ওয়েদার কন্ট্রোল করতে পারে, হয়তো বায়োটেকনোলজিতে অনেক উন্নত, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি স্বীকার করবে যে সামগ্রিকভাবে তাদের টেকনোলজি অনেক নিচু মানের।'

মাথা নাড়ল ব্লিস, 'আমি পেলের সাথে একমত।'

'অল্প একটু দেখেই আমরা বিচার করছি,' বলল ট্র্যাভিজ। 'ফিশিংফ্লিটের সাথে যারা ছিল আমরা দেখিনি তাদের। যেখানে ল্যাণ্ড করেছি সেই জায়গাটা ছাড়া দ্বীপের অন্য কোনো অংশ আমরা দেখিনি। ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে কি পেতাম? ফ্লুরোসেন্টগুলো জ্বলার আগে আমরা তো বুঝতেই পারিনি ওগুলো কী, তাই যদি দেখানো হয় যে টেকনোলজি খুব নিচুমানের। আমি বলছি যদি দেখানো হয়–'

'হ্যাঁ,' আগ্রহের সাথে বলল ব্লিস।

'তার কারণ সম্ভবত আসল সত্যটাকে গোপন করে রাখা।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব? তুমিই তো বলেছিলে, ট্র্যানটরের অল্প কয়েকজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারকে লুকিয়ে রাখার জন্য অধিকাংশ জনগণ ইচ্ছাকৃতভাবে অনুন্নত অবস্থায় থাকে। নিউ আর্থ একই কৌশল অবলম্বন করলে ক্ষতি কি?'

'তা হলে তোমার পরামর্শ, আমরা আবার নিউ আর্থে ফিরে যাবো–এবার যাবো ভাইরাস অ্যাকটিভেট করার জন্য? শারীরিক সম্পর্ক হয়তো জীবাণু ছড়ানোর চমৎকার মাধ্যম, কিন্তু একমাত্র মাধ্যম না।'

www.boiRboi.blogspot.com

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ। 'নিউ আর্থে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, তবে হয়তো যেতে হবে।'

'হয়তো?'

'হয়তো। কারণ আরেকটা সম্ভাবনা আছে।'

'সেটা কী?'

'নিউ আর্থ যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে তার নাম আলফা। আলফা একটা বাইনারি সিস্টেমের অংশ। তাহলে তার সঙ্গীরও বাসযোগ্য গ্রহ থাকতে পারে।'

'খুব বেশি হালকা, আমার মনে হয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে ব্লিস বলল। 'আলফার সঙ্গী মাত্র তার চার ভাগের এক ভাগ উজ্জ্বল।'

'হালকা, তবে খুব বেশি না। নক্ষত্রের যথেষ্ট কাছে একটা গ্রহ থাকলেই চলবে।'

'কম্পিউটার কোনো গ্রহ খুঁজে পেয়েছে?' বলল পেলোরেট।

দাঁত বের করে হাসল ট্র্যাভিজ। 'মাঝারি আকৃতির পাঁচটা গ্রহ। কোনো গ্যাস জায়ান্ট নেই।'

'পাঁচটার মধ্যে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ আছে?'

'কম্পিউটার সংখ্যা ছাড়া আর কোনো তথ্য দিতে পারেনি, তবে ঘটনা হচ্ছে সেগুলো বড় নয়।'

'ওহ্,' হতাশ হলো পেলোরেট।

'হতাশ হওয়ার কিছু নেই। স্পেসার ওয়ার্ল্ডগুলোর কোনোটারই কোনো তথ্য কম্পিউটারে ছিল না। আলফা সম্বন্ধেও কিছু নেই এবং তার সঙ্গী সম্বন্ধে কিছু না থাকলে সেটাকে ভালো লক্ষণ হিসেবে ধরতে হবে।'

'তা হলে,' বলল ব্লিস, যেন সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, 'তোমার পরিকল্পনা হচ্ছে তুমি সঙ্গী নক্ষত্রে যাবে, যদি ফলাফল শূন্য হয়, ফিরে যাবে আলফায়।'

'হ্যাঁ। এইবার নিউ আর্থে নামার সময় আমরা তৈরি থাকব। আর ব্লিস আমি চাই তোমার মেন্টাল ক্ষমতা দ্বারা শিল্ড–'

ঠিক সেই মুহূর্তে ফার স্টার কেঁপে উঠল হালকাভাবে, যেন ঢেকুর তুলল। চিৎকার করে উঠল ট্র্যাভিজ। রাগ এবং হতাশা মিশ্রিত সুরে। 'কন্ট্রোলে হাত দিল কে?'

প্রশ্ন করলেও সে ভালোভাবেই জানে কে হাত দিয়েছে।

কম্পিউটার কনসোলের সামনে বসে আছে ফেলম, পুরোপুরি ধ্যানমগ্ন। ডেস্কের হালকা আলোকিত হ্যাণ্ডমার্কের সাথে মিলানোর জন্য হাতের লম্বা আঙুলগুলো ছড়িয়ে রেখেছে সে। ফেলমের মনে হলো যেন তার হাত কোনো বস্তুতে ডুবে যাচ্ছে, যদিও বস্তুটা শক্ত এবং পিচ্ছিল।

ট্র্যাভিজকে ওখানে হাত রাখতে দেখেছে সে, আর কিছু করতে দেখেনি। বুঝে নিয়েছে এভাবেই মহাকাশযান চালাতে হবে।

মাঝে মাঝে ট্র্যাভিজকে সে চোখ বন্ধ করতে দেখেছে, তাই সেও বন্ধ করল। কয়েক মুহূর্ত পরেই মনে হলো যেন অনেক-অনেক-দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ। কিন্তু সেটা শোনা যাচ্ছে তার মস্তিষ্কের ভেতরেই, সম্ভবত ট্রান্সডিউসার লোবসের মাধ্যমে। ওগুলো তার হাতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। শব্দগুলো বুঝতে তার বেশ কষ্ট হলো।

ইন্সট্রাকশন্স, শব্দটা বলছে, অনেকটা কাতরভাবে তোমার ইন্সট্রাকশন্স দাও।

কিছু বলল না ফেলম। ট্র্যাভিজকে কখনো কিছু বলতে দেখেনি সে-কিন্তু জানে হৃদয়ের গভীরে কোন জিনিসটা সে চায়। সে ফিরে যেতে চায় সোলারিয়ায়, ম্যানসনের সীমাহীন নীরবতায় এবং জেম্বি-জেম্বি-জেম্বি

সে ফিরে যেতে চায় সেখানে, এবং সোলারিয়ার কথা মনে পড়তেই অন্যান্য গ্রহ যেগুলোকে সে পছন্দ করে না, সেগুলোর মতো করে তার ভালবাসার গ্রহকে ভিউস্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলার কথা কল্পনা করল। তারপর ঘৃণ্য পৃথিবী ছাড়া অন্য কিছু দেখার আশায় চোখ খুলে ভিউস্ক্রিনের দিকে তাকাল, যা দেখল সেটাকেই কল্পনা করে নিল সোলারিয়া। শূন্য গ্যালাক্সি তার ভালো লাগে না, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এখানে আনা হয়েছে। চোখ দিয়ে পানি বেড়িয়ে এল তার, আর কেঁপে উঠল মহাকাশযান।

কাঁপুনি অনুভব করে একটু সামলে নিল সে।

তারপর জোরালো পায়ের শব্দ শুনতে পেল বাইরের করিডরে। চোখ খুলে দেখল তার দৃষ্টি পথের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্র্যাভিজ, ভিউস্ক্রিন দেখতে পারছে না সে। চিৎকার করে কিছু বলছে ট্র্যাভিজ, কিন্তু সে মনযোগ দিল না। এই লোকটাই ব্যাণ্ডারকে হত্যা করে তাকে সোলারিয়া থেকে নিয়ে এসেছে। আর এখন শুধু পৃথিবীর কথা চিন্তা করে তাকে ফিরতে দিচ্ছে না, সে আর এই লোকটার কথা শুনবে না।

মহাকাশযান সে সোলারিয়ায় নিয়ে যাবে, এবং তার সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার কারণে আবার কেঁপে উঠল মহাকাশযান।

বন্য জন্তুর মতো ট্র্যাভিজের বাহু খামচে ধরল ব্লিস। 'না! না!'

প্রচণ্ড শক্তিতে ট্র্যাভিজের গায়ের সাথে লেপটে আছে সে, ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। পেলোরেট দাঁড়িয়ে আছে পিছনে, ভেবে পাচ্ছে না কী করবে।

চিৎকার করছে ট্র্যাভিজ, 'কম্পিউটার থেকে হাত সরাও! -'ব্লিস, সামনে থেকে সর, আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না।'

এমন সুরে বলল ব্লিস যেন সে নিঃশেষ হয়ে গেছে। 'বাচ্চাটাকে আঘাত করবে না। তা হলে সব নির্দেশ ভুলে গিয়ে আমি তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য হব।'

ট্র্যাভিজের বুনো দৃষ্টি ফেলমের উপর থেকে সরে এসে ব্লিসের উপর পড়ল। বলল, 'তা হলে তুমি ওকে সরাও, ব্লিস। এখুনি!'

www.boiRboi.blogspot.com

বিস্ময়কর শারীরিক শক্তিতে তাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল ব্লিস। 'ফেলম,' বলল সে, 'তোমার হাত সরাও।'

'না,' আরো সংকুচিত হয়ে গেল ফেলম। 'আমি মহাকাশযান সোলারিয়ায় নিয়ে যাব। আমি ওখানে যেতে চাই। ওখানে।' ডেস্ক থেকে যেন হাত তুলতে না হয় সেজন্য সে মাথা নেড়ে দেখাল ভিউস্ক্রিনের দিকে।

কিন্তু ব্লিস তার কাঁধ স্পর্শ করতেই কাঁপতে লাগল ফেলম।

'এখন, ফেলম,' নরম সুরে বলল ব্লিস, 'কম্পিউটারকে বল আগের অবস্থায় ফিরে যেতে। আমার সাথে এসো।' কিছুক্ষণ পর কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। দুহাতে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল ব্লিস।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল ট্র্যাভিজ। ব্লিস বলল, 'সরে দাঁড়াও, আর আমাদের ছোঁয়ার চেষ্টা করবে না।'

দ্রুত একপাশে সরে গেল ট্র্যাভিজ।

একটু থামল ব্লিস, নিচু স্বরে বলল, 'একমুহূর্তের জন্য আমাকে ওর মাইণ্ডে ঢুকতে হয়েছে। যদি কোনো ক্ষতি হয়, তোমাকে এত সহজে ক্ষমা করব না।'

ট্র্যাভিজ বলতে চেয়েছিল ফেলমের মাইণ্ডের জন্য তার একটুও দুশ্চিন্তা নেই। তার আসল দুশ্চিন্তা কম্পিউটার নিয়ে। কিন্তু গায়ার ঘনীভূত দৃষ্টির সামনে (নিঃসন্দেহে ব্লিসের একক আচরণ তার শরীরে ভয়ের ঠাণ্ডা প্রবাহ বইয়ে দেয়নি) সে চুপ করে গেল।

ব্লিস আর ফেলম চলে যাওয়ার পরেও সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল মূর্তির মতো। পেলোরেটের নরম কণ্ঠস্বর শুনে তার মগ্নতা কাটল, 'গোলান, তুমি ঠিক আছো? সে তোমাকে আঘাত করেনি, করেছে?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, যেন স্থবিরতা কাটানোর চেষ্টা করছে। 'আমি ঠিক আছি। প্রশ্ন হচ্ছে ওটা ঠিক আছে কি না।' কম্পিউটার কনসোলের সামনে বসে হ্যাণ্ড মার্কের উপর হাত রাখল সে।

'বেশ?' পেলোরেট উদ্বিগ্ন।

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'স্বাভাবিকভাবেই সাড়া দিচ্ছে। বড় কোনো ক্ষতি হলে পরে বোঝা যাবে, এখন কোনো সমস্যা নেই।' তারপর আরো রাগের সাথে বলল, 'অন্য কারো হাতের সাথে কম্পিউটার এত নিখুঁত ভাবে সমন্বিত হতো না। কিন্তু হার্মাফ্রোডাইট এর ক্ষেত্রে শুধু হাত না, ট্রান্সডিউসার লোবস ছিল। আমি নিশ্চিত-'

'কিন্তু মহাকাশযান ঝাঁকি খেলো কেন? এমন হওয়ার কথা ছিল না, ছিল?'

'না। এটা একটা গ্র্যাভিটিক শিপ। কিন্তু ঐ দানবী-'থামল সে, আবার রেগে উঠছে।

'হ্যাঁ?'

'আমার ধারণা সে কম্পিউটারকে দুটো পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং এত প্রকট ছিল যে এক সাথে দুটো পালন করা কম্পিউটারের জন্য

ছিল অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে কম্পিউটার মুহূর্তের জন্য মাধ্যাকর্ষণ মুক্ত করে দেয়। অন্তত আমি তাই মনে করি।'

তারপর কেন যেন তার মুখের কঠিন রেখাগুলো দূর হয়ে গেল। 'সেটা বোধহয় খারাপ হয়নি, কারণ এখন আমার মনে হচ্ছে আলফা সেঞ্চুরি এবং তার সঙ্গী নক্ষত্র নিয়ে যা বলেছিলাম, সব বাজে কথা। আমি এখন জানি পৃথিবীর গোপন তথ্য কোথায় লুকানো আছে।'

তাকিয়ে থাকল পেলোরেট, তারপর শেষ মন্তব্যটাকে গুরুত্ব না দিয়ে আগের কথাতেই ফিরে এল। 'ফেলম কিভাবে কম্পিউটারকে পরস্পর বিরোধী কাজ করতে বলেছিল?'

'বেশ, ফেলম চেয়েছিল মহাকাশযান নিয়ে সোলারিয়ায় যেতে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কিন্তু সোলারিয়া বলতে কি বুঝিয়েছে? মহাকাশ থেকে সে সোলারিয়া চিনতে পারবে? মহাকাশ থেকে তো কখনো দেখেনি। এবং তোমার লাইব্রেরির বই পড়ে, এবং ব্লিসের কথা শুনেও সে ধারণা করতে পারেনি গ্যালাক্সি কত বড়; কয়েকশ বিলিয়ন নক্ষত্র এবং মিলিয়ন মিলিয়ন বাসযোগ্য গ্রহ আছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে একা একা বেড়ে উঠেছে, তাই আরো অনেক গ্রহ আছে সেটা হজম করা কঠিন হচ্ছে। আরো অনেক গ্রহ আছে–কতগুলো? দুই? তিন? চার? তার কাছে সব গ্রহই সোলারিয়া। এবং যেহেতু ব্লিস বারবারই বুঝিয়েছে পৃথিবী খুঁজে না পেলে আমরা সোলারিয়ায় ফিরে যাবো, সে ধরেই নিয়েছে সোলারিয়া পৃথিবীর কাছে।'

'কিন্তু তুমি বুঝলে কীভাবে, গোলান?'

'আমরা যখন ভিতরে ঢুকি তখন বলছিল সে সোলারিয়ায় যেতে চায়, আর বলছিল "ওখানে–ওখানে," ভিউস্ক্রিনের দিকে মাথা নেড়ে। আর ভিউস্ক্রিনে কী ছিল? পৃথিবীর উপগ্রহ। ডিনার করার জন্য যখন যাই তখন ছিল না; ছিল পৃথিবী। কিন্তু ফেলম সম্ভবত তার মাইণ্ডে এটাকেই সোলারিয়া হিসেবে কল্পনা করেছে আর মহাকাশযান এই উপগ্রহের দিকে চলতে শুরু করেছে। বিশ্বাস করো, জেনভ, এই কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না।'

ভিউস্ক্রিনের অর্ধচন্দ্রের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে পেলোরেট বলল, 'এটাকে বলা হতো "চাঁদ", আরেকটা ভাষায় বলা হতো "মুন" আরেকটা নাম ছিল "লুনা"। সম্ভবত আরো নাম ছিল। –চিন্তা করে দেখ ওল্ড চ্যাপ, একাধিক ভাষা থাকলে কি সমস্যা–বুঝতে সমস্যা, জটিলতা–'

'চাঁদ'? বলল ট্র্যাভিজ। 'অনেক সহজ–এবার মনে করো ফেলম মহাকাশযানের নিজস্ব এনার্জি সোর্স এর সাহায্যে ট্র্যান্সডিউসার লোবস ব্যবহার করতে চেয়েছিল বলেই মহাকাশযান ঝাঁকুনি খায়। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে আমরা চাঁদের দিকে যাচ্ছি–হ্যাঁ নামটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি দেখছি আর অবাক হচ্ছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'অবাক হচ্ছ কেন গোলান?'

'আয়তন দেখে। উপগ্রহগুলোকে আমরা কখনো লক্ষ্য করি না, জেনভ। কারণ সেগুলো হয় বেশ ছোট। কিন্তু এটা অন্যরকম, প্রায় একটা গ্রহই বলা যায়। ডায়ামিটার প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার।'

'গ্রহ? এটাকে তুমি গ্রহ বলতে পারো না। এখানে বাস করা অসম্ভব। অনেক ছোট। বায়ুমণ্ডল নেই। এখান থেকেই এগুলো বলতে পারছি আমি।'

মাথা নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'তুমি বেশ দক্ষ মহাকাশচারী হয়ে উঠছ জেনভ। ঠিকই বলেছ। বাতাস নেই। পানি নেই। কিন্তু তার মানে শুধুমাত্র চাঁদের অরক্ষিত সারফেসে বাস করা যাবে না। কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে?'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড?' পেলোরেটের গলায় সন্দেহ।

'হ্যাঁ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড। হবে না কেন? তুমিই বলেছ পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। আমরা জানি ট্র্যানটর পুরোটাই ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। কমপরেলনের ক্যাপিটাল সিটি এবং সোলারিয়ান ম্যানসনের বেশিরভাগটাই ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।'

'কিন্তু, গোলান, প্রতিটি গ্রহই ছিল বাসযোগ্য। সারফেসও বাসযোগ্য ছিল, ছিল বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর। সারফেস বসবাসের অযোগ্য হলে কি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বাস করা সম্ভব?'

'চিন্তা করো, জেনভ! আমরা এখন কোথায় বাস করছি। ফার স্টার ছোট একটা বিশ্ব যার সারফেস বসবাসের অযোগ্য। বাইরে পানি নেই, বাতাস নেই। ভিতরে আমরা বেশ আরামেই আছি। গ্যালাক্সিতে অনেক স্পেস স্টেশন এবং স্পেস সেটলম্যান্ট আছে। চাঁদকে একটা বিশাল স্পেসশীপ হিসাবে কল্পনা করো।'

'ভিতরে নাবিক সহ।'

'হ্যাঁ। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এবং প্রাণী, উদ্ভিদ; এবং অতি উন্নত টেকনোলজি, কি মনে হয়, জেনভ? পৃথিবী যদি তার শেষ দিনগুলোতে আলফা সেঞ্চুরিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহে সেটলারদের পাঠাতে পারে এবং সম্ভবত ইম্পেরিয়াল সাহায্য নিয়ে সেটাকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারে, শূন্য মহাসাগরে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। সীমাহীন পানির বুকে ভূমি গঠন করতে পারে; তা হলে পৃথিবী তার উপগ্রহে সেটলার পাঠিয়ে সেটার অভ্যন্তরভাগ বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে না?'

সন্দেহের গলায় বলল পেলোরেট, 'মনে হয়।'

'সেটাই হয়েছে। যদি পৃথিবীর কিছু লুকানোর থাকে তাহলে বেশি দূরে যাবে কেন। আর লুকানোর স্থান হিসেবে চাঁদ আদর্শ। উপগ্রহে মানুষ বাস করে কে চিন্তা করবে। আমি নিজেই তো সামনে দিয়ে চলে গেলেও চিন্তা করতাম না। মনযোগ আকৃষ্ট করার কারণ ফেলম। কৃতিত্বটা তাকে দিতেই হবে। আমি না দিলেও ব্লিস দেবে।'

'কিন্তু, ওল্ড ম্যান, চাঁদের সারফেসের নিচে যদি কিছু লুকানো থাকে, খুঁজে বের করবে কীভাবে? সারফেস তো নিশ্চয়ই কয়েক মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার–'

'মোটামুটি চল্লিশ মিলিয়ন।'

'আর পুরোটাই আমাদের দেখতে হবে, কিসের জন্য? একটা প্রবেশপথ? কোনো ধরনের এয়ারলক?'

'এভাবে ভাবলে কাজটা অনেক বড়। কিন্তু আমরাতো শুধু বস্তু খুঁজবো না, খুঁজব বুদ্ধিমান জীবন। আর আমাদের সাথে আছে ব্লিস– ইন্টেলিজেন্স ডিটেক্ট করার ক্ষেত্রে যে একটা প্রতিভা।'

দুচোখে অভিযোগ নিয়ে ট্র্যাভিজের দিকে তাকালো ব্লিস, 'শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। খুব কষ্ট হয়েছে শান্ত করতে। সৌভাগ্য, আমি সম্ভবত ওর কোনো ক্ষতি করিনি।'

ঠাণ্ডা গলায় বলল ট্র্যাভিজ, 'তোমার বরং ওর মাইণ্ড থেকে জেম্বির বদ্ধমূল চিন্তা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু তুমি ভালোভাবেই জানো আমি আর সোলারিয়ায় ফিরে যাবো না।'

'মুছে ফেলব, এতই সহজ? এ ব্যাপারে তুমি কি জানো, ট্র্যাভিজ। কখনো মাইণ্ড অনুভব করেছ। এটা কতখানি জটিল তোমার সামান্যতম ধারণাও নেই। জানলে কোনো বদ্ধমূল চিন্তা মুছে ফেলার কথা এমনভাবে বলতে না যেন বোতলের আটকে যাওয়া ছিপি খুলতে বলছ।'

'তুমি অন্তত দুর্বল করার চেষ্টা করতে পারো।'

'হয়তো কিছুটা দুর্বল করতে পারব একমাসের সতর্ক ডিথ্রেডিং এর পর।'

'ডিথ্রেডিং মানে?'

'যে জানে না তাকে বুঝানো কঠিন।'

'তা হলে বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি কি করবে?'

'এখনো জানি না; অনেক কিছু বিবেচনা করতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে মহাকাশযান নিয়ে আমরা কী করতে চাই সেটা তোমাকে বলছি।'

'জানি কী করবে। নিউ আর্থে ফিরে গিয়ে সুন্দরী হিরোকোর মন গলানোর চেষ্টা করবে, অবশ্য সে যদি কথা দেয় যে এবার তোমার শরীরে ভাইরাস ঢোকাবে না।'

চেহারায় কোনো ভাব ফুটতে দিল না ট্র্যাভিজ। না, আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। আমরা চাঁদে যাচ্ছি–জেনভের মতে ওটা উপগ্রহের নাম।'

'উপগ্রহ? কারণ এটাই একমাত্র নিকট বিশ্ব। আমি চিন্তাও করিনি।'

'আমিও না। কেউ করবেও না। গ্যালাক্সির কোথায় এমন কোনো উপগ্রহ আছে যেটাকে একটু গুরুত্ব দেওয়া যায়। –কিন্তু এই উপগ্রহ, বড় এবং অনন্য সাধারণ, পৃথিবীর নামহীনতা অনেকখানি ঘুচবে। কেউ পৃথিবী খুঁজে না পেলেও চাঁদ অবশ্যই খুঁজে পাবে।'

'এটা কি বাসযোগ্য?'

'সারফেসে বাস করা অসম্ভব, কিন্তু এটা রেডিওঅ্যাকটিভ নয় মোটেই। কাজেই পুরোপুরি বসবাসের অযোগ্য না। হয়তো জীবনের অস্তিত্ব আছে–হয়তো প্রাণে

www.boiRboi.blogspot.com

ভরপুর, তবে সারফেসের নিচে। এবং অবশ্যই আরো কাছে যাওয়ার পর তুমি আমাদেরকে সেটা বলতে পারবে।'

'কাঁধ নাড়ল ব্লিস। 'আমি চেষ্টা করব। –কিন্তু হঠাৎ করে চাঁদের দিকে নজর পড়ল কেন?'

শান্ত সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'কনসোলে থাকার সময় কিছু একটা করেছে ফেলম।'

অপেক্ষা করছে ব্লিস, যেন আরো কিছু শুনবে, তারপর আবার কাঁধ নাড়ল। 'সেটা যাই হোক। আমার মনে হয় তুমি এখন রাগে অন্ধ হয়ে ওকে খুন করবে না।'

'তাকে খুন করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, ব্লিস।'

হাত নাড়ল ব্লিস, 'ঠিক আছে। দেখা যাক। আমরা কি এখন চাঁদের দিকে এগোচ্ছি?'

'হ্যাঁ, সাবধানতা হিসেবে খুব দ্রুত এগোচ্ছি না। তবে সবকিছু ঠিক ঠাক থাকলে আগামী ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

চাঁদের সারফেস পুরোপুরি নিষ্ফলা, বন্ধ্যা। উজ্জ্বল আলোকিত দিনের অংশ তাদের নিচে ভেসে যেতে দেখল ট্র্যাভিজ। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং পাহাড়ি এলাকার একঘেয়ে বিস্তৃতি, দু-একটা জায়গা ছায়া ঢাকা। মাটির রঙের পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম, এবং মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে বিশাল সমতল ভূমি, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ভর্তি।

রাতের অংশের দিকে যতই এগোলো ছায়াগুলো ততই দীর্ঘ হতে হতে একসময় মিশে গেল। পিছনে পাহাড় চূড়া এখনো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে, অনেকটা দূরবর্তী তারার মতো, আকাশের নক্ষত্রের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। তারপর সেগুলোও মিলিয়ে গেল। নিচে আকাশে পৃথিবীর ঝাপসা আলো, নীলচে সাদা বৃত্ত, পরিপূর্ণ বৃত্ত থেকে কিছুটা কম। তারপর পৃথিবীও ডুবে গেল দিগন্তে। তাদের নিচে এখন শুধু অভেদ্য অন্ধকার আর উপরে তারাগুলো পাউডারের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হালকা আলো ছড়াচ্ছে। ট্র্যাভিজ, টার্মিনাসের নক্ষত্রহীন আকাশের নিচে বেড়ে উঠেছে। তার কাছে এই দৃশ্য সবসময়ই বিস্ময়কর।

সামনের আকাশে উজ্জ্বল তারা ফুটে উঠল, একটা, দুইটা। তারপর অনেকগুলো, পাতলা হচ্ছে, ঘন হচ্ছে, তারপর সব মিশে গেল একসাথে। ঝট করে বিষুব রেখা পার হয়ে তারা বেরিয়ে এল দিনের অংশে। নারকীয় উজ্জ্বলতা বিকিরণ করছে সূর্য, ভিউস্ক্রিন তৎক্ষণাৎ সেদিক থেকে সরিয়ে নিচ থেকে প্রতিফলিত আলো পোলারাইজ করে দিল।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে ট্র্যাভিজ সারফেসের নিচে কোনো বসতি থাকলে সেটা এভাবে খালি চোখে বের করা যাবে না।

ব্লিস বসে আছে পাশে। ভিউস্ক্রিনের দিকে তাকায়নি সে; বরং চোখ বন্ধ করে রেখেছে। মনে হচ্ছে যেন চেয়ারে না বসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

ট্র্যাভিজ বুঝতে পারছে না, ব্লিস ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা, নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোনো কিছু ডিটেক্ট করতে পেরেছ?'

ভীষণ আস্তে মাথা নাড়ল ব্লিস। 'না', ফিসফিস করে বলল। 'শুধু সেই হালকা ফিসফিসানি। তুমি বরং আবার আমাকে ওখানেই ফিরিয়ে নিয়ে চল। কোথায় তুমি জানো?'

'কম্পিউটার জানে।'

অনেকটা জিরোয়িং অন অ্যা টার্গেট, এদিকে একটু নড়ে, ওদিকে একটু নড়ে টার্গেট খুঁজে বের করা। ওরা যে অংশের কথা বলছে সেটা রাতের অংশের প্রায় মাঝখানে। অন্ধকার। শুধু আকাশের অনেক নিচে ঝুলে থেকে পৃথিবী ছায়াগুলোর মাঝে ভূতুড়ে পাংশুটে আলো ছড়াচ্ছে। ভালোভাবে দেখার জন্য পাইলটরুমের আলো নিভিয়ে দিয়েও লাভ হয়নি।

উদ্বিগ্ন হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পেলোরেট। 'কিছু পেয়েছ?' খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

হাত তুলে চুপ করার নির্দেশ দিল ট্র্যাভিজ। ব্লিসকে দেখছে সে। জানে চাঁদের এই অংশে সূর্যের আলো ফিরে আসতে আরো কয়েকদিন, আবার এটাও জানে ব্লিস যা অনুভব করার চেষ্টা করছে তার জন্য আলোর কোনো প্রয়োজন নেই।

'আছে ওখানে।' বলল ব্লিস।

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'আর এটাই একমাত্র স্পট?'

'এই একটা মাত্র স্পট আমি ডিটেক্ট করতে পেরেছি। তুমি কি চাঁদের সারফেসের পুরোটা চষে ফেলেছ?'

'মোটামুটি বড় একটা অংশ।'

'বেশ, মোটামুটি বড় একটা অংশের মধ্যে আমি এটুকুই ডিটেক্ট করতে পেরেছি। এখন আরো বেড়েছে। মনে হয় ওটাও আমাদের ডিটেক্ট করেছে। তবে বিপজ্জনক না। বরং মনে হচ্ছে যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'আমার অনুভূতি তাই বলছে।'

'হয়তো তোমার অনুভূতিকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে?' বলল পেলোরেট।

কিছুটা বিরক্ত সুরে ব্লিস বলল, 'ধোকা দেওয়া হলে আমি বুঝতে পারতাম।'

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল ট্র্যাভিজ। তারপর বলল, 'আশা করি তুমি যা ডিটেক্ট করেছ সেটা বুদ্ধিমান?'

'আমি উঁচুমানের বুদ্ধিমত্তা ডিটেক্ট করেছি। শুধু—' গলার স্বর কেমন অদ্ভুত শোনাল।

'শুধু কী?'

'সস্‌স্‌। বিরক্ত করো না। কনসেনট্রেট করতে দাও।' শেষ কথাগুলো শোনা গেলনা, শুধু ঠোঁট নড়ল।

তারপর হালকা বিস্ময়ের সুরে বলল সে, 'ওটা মানুষ নয়।'

'মানুষ না।' ট্র্যাভিজ আরো বেশি বিস্মিত। 'আবারও রোবট? সোলারিয়ার মতো?'

'না,' হাসছে ব্লিস। 'ঠিক রোবটিকও না।

'দুটোর একটা তো হতেই হবে।'

'কোনোটাই না।' ব্লিসের মুখে চাপা হাসি। 'এটা মানুষ না এবং আমার দেখা কোনো রোবটের সাথেও মিল নেই।'

'আমি দেখতে চাই।' বলল পেলোরেট; মাথা নাড়ছে জোরে জোরে, আনন্দে চোখ দুটো হয়ে গেছে বড় বড়। 'বেশ চমৎকার হবে। নতুন কিছু।'

'নতুন কিছু,' নিজেও হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে ফিসফিস করে বলল ট্র্যাভিজ–এবং হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত বোধোদয়ের আলো তার মস্তিষ্কের ভিতর আলোড়ন তুলল।

যুদ্ধ জয় করা সৈনিকের মতো মনে বিজয়উল্লাস নিয়ে নিচে নামতে লাগল তারা। এমনকি ফেলমও যোগ দিল তাদের সাথে। সে বরং আরো বেশি খুশি, ধরেই নিয়েছে সোলারিয়ায় ফিরে এসেছে তারা।

ট্র্যাভিজ মোটামুটি সুস্থির, তার ভিতরে কেউ যেন বলছে, অদ্ভুত ব্যাপার যে পৃথিবী–অথবা পৃথিবীর যা কিছু এখন চাঁদে রয়েছে–যা সবাইকে সরিয়ে রাখার জন্য অনেক কৌশল করেছে, এখন কৌশলে তাদেরকে কাছে টেনে নিচ্ছে। উদ্দেশ্য সেই একই। অনেকটা সেই প্রবাদের মতো, 'তুমি যদি কাউকে এড়াতে না পারো, তবে তাকে কাছে টেনে নাও এবং ধ্বংস করে দাও।' অন্য ভাবে বলা যায় পৃথিবীর রহস্য কি রহস্যই থেকে যাবে?

কিন্তু চাঁদের সারফেসের কাছাকাছি হতেই মাথা থেকে দূর হয়ে গেল চিন্তাটা। বরং আনন্দের বন্যা বয়ে গেল মনের ভেতর।

মহাকাশ যান কোথায় যাচ্ছে মনে হলো সেটা নিয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। এখন কতগুলো পাথরের চূড়ার উপরে রয়েছে এবং কম্পিউটারের সামনে বসে ট্র্যাভিজ অনুভব করল তাকে কিছুই করতে হবে না। যেন তাকে আর কম্পিউটারকে পথ দেখাচ্ছে কেউ, আর কাঁধ থেকে দায়িত্বের বোঝা নেমে যাওয়াতে সে শুধু সীমাহীন স্বস্তি অনুভব করল।

ভূমির সাথে সমান্তরাল বেগে একটা উঁচু ক্লিফের দিকে এগোচ্ছে তারা। ক্লিফটা তাদের গতিপথে বিপজ্জনকভাবে বাঁধা হয়ে আছে। হালকাভাবে চকচক করছে পৃথিবীর আলো এবং ফার স্টারের লাইট বিমের আলোয়। নিশ্চিত ধাক্কা খাবে জেনেও ভয় পাচ্ছে না ট্র্যাভিজ, এবং যখন সরাসরি সামনে ক্লিফের একটা অংশ ঝট করে সরে গিয়ে তাদের সামনে কৃত্রিম আলোয় ঝিলমিল করা একটা করিডোর খুলে দিল, সে মোটেই অবাক হলো না।

www.boiRboi.blogspot.com

নিজের চেষ্টাতেই গতি কমিয়ে আনল মহাকাশ যান, নিখুঁতভাবে ঢুকে গেল প্রবেশ মুখ দিয়ে, সরে দাঁড়ালো একপাশে–বন্ধ হয়ে গেল পেছনে প্রবেশমুখ আরেকটা খুলল সামনে। সেটা দিয়ে তারা প্রবেশ করল এক সুবিশাল হলরুমে। সম্ভবত বড় কোনো পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগ কেটে তৈরি করা হয়েছে।

মহাকাশযান থামতেই ভিতরের সবাই ভিড় করল এয়ারলকের সামনে। কেউ ভাবছে না, এমনকি ট্র্যাভিজও না, যে বাইরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস আছে কিনা–বা আদৌ কোনো বায়ুমণ্ডল আছে কিনা।

যাই হোক বাতাস আছে। নিশ্বাস নেওয়ার মতো এবং আরামদায়ক। তারা এমনভাবে নিজেদের দিকে তাকালো যেন আপন গৃহে ফিরতে পেরে মহাখুশি। প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর খেয়াল হলো কিছু দূরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ভদ্রভাবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে তাদের এগিয়ে আসার জন্য।

লোকটা লম্বা, মুখমণ্ডল গম্ভীর। ব্রোঞ্জ রঙের চুল ছোট করে ছাঁটা। প্রশস্ত চিকবোন, উজ্জ্বল চোখ, পোশাক পুরোনো ইতিহাস বইয়ে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন, যদিও সে বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘদেহী তবুও কেমন ক্লান্ত মনে হয়–খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কিভাবে যেন সবাই অনুভব করল।

ফেলমই প্রথম সংবিত ফিরে পেল। চড়া সুরেলা গলায় চিৎকার দিয়ে ছুটল লোকটার কাছে, হাত নেড়ে কাঁদছে, 'জেম্বি! জেম্বি!' অনেকটা রুদ্ধশ্বাসে।

গতি একবারের জন্যও কমল না তার, এবং কাছে যেতেই লোকটা নিচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। ফেলম দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, এখনো ফোঁপাচ্ছে আর বলছে 'জেম্বি!'

অন্যরা এগিয়ে এল সংযত পদক্ষেপে, এবং ট্র্যাভিজ ধীরে ধীরে বলল, (গ্যালাকটিক বুঝতে পারবে?) 'দুঃখিত,স্যার। এই শিশু তার প্রটেক্টরকে হারিয়ে ফেলেছে এবং খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন আপনার দিকে এভাবে ছুটে এল বুঝতে পারছি না, কারণ সে খুঁজছে একটা রোবট। একটা যান্ত্রিক–'

লোকটা এই প্রথম কথা বলল, কণ্ঠস্বর সুরেলা নয় বরং যারা সারা জীবন সত্য ন্যায়ের পথে চলে, মানুষের কল্যাণ করে, তাদের কণ্ঠস্বর যেমন হয় তেমন, এবং তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা প্রাচীনতা আছে, কিন্তু গ্যালাকটিক একেবারে নিখুঁত।

'স্বাগতম, বন্ধুগণ,' বলল সে–এবং সে যে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে কোনো সন্দেহ নেই, মুখে গাম্ভীর্য স্থায়ী হয়ে আছে যদিও তার। 'এই শিশু আপনারা যতটুকু জানেন তারচেয়েও বেশি অনুভূতিপ্রবণ, কারণ আমি একজন রোবট। আমার নাম ডানীল অলিভো।'

www.boiRboi.blogspot.com

২১. যাত্রা হলো শেষ

কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না ট্র্যাভিজ। চাঁদে ল্যাণ্ড করার আগে ও পরে যে অস্বাভাবিক আনন্দ তার ভেতরে ছিল দূর হয়ে গেছে সেটা–সে সন্দেহ করছে সামনে দাঁড়ানো এই সেলফ-স্টাইল রোবটই তার ভেতরে আনন্দদায়ক অবস্থা তৈরি করেছিল।

এখনো তাকিয়ে আছে ট্র্যাভিজ, পুরোপুরি সুস্থির এবং আনটাচড মাইণ্ড, বিস্ময়ে ডুবে গেল। কথা বলল বিস্ময় নিয়ে, বলল, তার অনুসন্ধানের কথা, যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কথা, কি বলছে শোনা গেল না, বোঝা গেল না, কিন্তু সামনে দাঁড়ানো প্রায় মানুষের মতো লোকটার উপস্থিতি মন খুলে কথা বলতে বাধ্য করল তাকে।

সন্দেহ নেই ব্লিস এমন কিছু ডিটেক্ট করেছে যা মানুষও না রোবটও না, পেলোরেটের ভাষায় 'নতুন কিছু'। এবং ঠিক তাই। আর এটাই তার চিন্তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করল কিন্তু কিছুক্ষণ পর অন্যান্য ভাবনার তোড়ে হারিয়ে গেল।

ব্লিস আর ফেলম এলাকাটা ঘুরে দেখছে। পরামর্শ ব্লিসের, কিন্তু তার আগে অবশ্য ডানীল এবং তার মধ্যে চোখে চোখে ইশারা হয়েছে। যখন ফেলম তার জেম্বিকে ছেড়ে যেতে আপত্তি জানাল তখন ডানীলের একটা গম্ভীর শব্দ এবং এক আঙুলের ইশারাতেই দূর হয়ে গেল তার সব আপত্তি। ট্র্যাভিজ আর পেলোরেট থাকল।

'ওরা ফাউণ্ডেশনার নয়, স্যার,' বলল রোবট, এমনভাবে যেন এতেই সব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'একজন গায়া এবং একজন স্পেসার।'

ট্র্যাভিজ কিছু বলল না। একটা গাছের নিচে সাধারণ কয়েকটা চেয়ার পাতা, সেখানে বসতে দেওয়া হলো। ডানীল পুরোপুরি মানুষের ভঙ্গিতে বসার পর ট্র্যাভিজ বলল, 'আপনি আসলেই রোবট?'

'সত্যি, স্যার।' বলল ডানীল।

পেলোরেটের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। সে বলল, 'প্রাচীন কিংবদন্তিতে ডানীল নামে একজন রোবটের কথা আছে, আপনি তার সাথে মিলিয়ে নাম রেখেছেন?'

'আমিই সেই রোবট। ওগুলো কিংবদন্তি নয়, সত্যি।'

'আপনি সেই রোবট হলে হাজার বছর বয়স আপনার।'

'বিশ হাজার বছর।' শান্ত গলায় বলল ডানীল।

বিষম খেলো পেলোরেট, ট্র্যাভিজের দিকে তাকালো, আর ট্র্যাভিজ রাগের সাথে বলল, 'আপনি রোবট হলে, আমি আপনাকে সত্য কথা বলার আদেশ করছি।'

'আমাকে সত্য কথা বলার আদেশ দেয়ার দরকার নেই, স্যার। আমি অবশ্যই তা করব। আপনাকে আমি তিনটা বিকল্প দিচ্ছি, স্যার, হয় আমি একজন মানুষ যে মিথ্যে কথা বলছে। অথবা এমনভাবে প্রোগ্রাম করা একজন রোবট যে বিশ্বাস করে তার বয়স বিশ হাজার বছর; অথবা আমি আসলেই বিশ হাজার বছরের প্রাচীন রোবট। কোনটা মেনে নেবেন সেটা আপনাকেই স্থির করতে হবে।'

'আলোচনা করেই সেটা বের করা যাবে,' শুকনো গলায় বলল ট্র্যাভিজ। তাকাল উপরের দিকে। আলো পুরোপুরি মৃদু নরম সূর্যের আলোর মতো। কিন্তু আকাশে কোনো সূর্য দেখা যাচ্ছে না, পরিষ্কার করে বলতে গেলে মাথার উপরে আকাশ নেই। 'বিশ্বাস করা কঠিন। সারফেসের মাধ্যাকর্ষণ ০.২ জি এর কম হওয়ার কথা।'

'সারফেসের স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণ ০.১৫ জি, স্যার। এটা তৈরি করা হয়েছে আপনার মহাকাশযান যে কৌশলে বানানো হয়েছে ঠিক সেই কৌশলে। অন্যান্য প্রয়োজন, আলোসহ সবগুলোই মেটানো হয় গ্র্যাভিটিক্যালি। যদিও যেখানে সম্ভব সোলার এনার্জি ব্যবহার করি। চাঁদের মাটি থেকে ধাতব পদার্থের প্রয়োজন মেটানো হয়, শুধু লাইট এলিম্যান্ট বাদে–কারণ চাঁদে হাইড্রোজেন, কার্বন, এবং নাইট্রোজেন নেই। মাঝে মাঝে একটা ধূমকেতু ধরে সেখান থেকেই এই জিনিসগুলোর প্রয়োজন পুরণ করি। প্রতি শতাব্দীতে একটা ধূমকেতু ধরলেই যথেষ্ট।'

'পৃথিবী থেকে নিশ্চয়ই কিছুই পাওয়া যায় না?'

'দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক তাই, স্যার। হিউম্যান প্রোটিন এর মতো আমাদের পজিট্রনিক ব্রেইন ও রেডিওঅ্যাক্টিভিটি সহ্য করতে পারে না।'

'আপনি বহুবচন ব্যবহার করছেন, আর আমরা যত দূর দেখতে পারছি–এই ম্যানসন অনেক বিশাল এবং চমৎকার। চাঁদে তাহলে আরো অনেকেই আছে। মানুষ? রোবট?'

'জি, স্যার। চাঁদে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকোলজি আছে। বুদ্ধিমান সত্তা সবাই রোবট, কম বেশি আমার মতো। তাদের কারো সাথেই আপনাদের দেখা হবে না। এই ম্যানসন আমি একা ব্যবহার করি, এবং বিশ হাজার বছর আগে আমি যেখানে বাস করতাম ঠিক সেরকম ডিজাইনে তৈরি।'

'খুঁটিনাটি সব আপনার মনে আছে, তাই না?'

'নিখুঁতভাবে। আমি তৈরি হওয়ার পর কিছু সময়–এখন আমার মনে হয় কত সংক্ষিপ্ত সময় ছিল সেটা–আমি স্পেসার ওয়ার্ল্ড অরোরাতে ছিলাম।'

'যে গ্রহে–' থামল ট্র্যাভিজ

'জি, স্যার। যে গ্রহে কুকুর আছে।'

'আপনি সেটা জানেন?'

www.boiRboi.blogspot.com

'জি, স্যার।'

'অরোরায় থাকলে এখানে এলেন কীভাবে?'

'স্যার, পৃথিবীর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপনের শুরুতেই আমি এখানে চলে আসি। আমার সাথে আরেকজন রোবট ছিল, নাম জিসকার্ড, যে মাইণ্ড অনুভব করতে পারত এবং অ্যাডজাস্ট করতে পারত।'

'যেমন ব্লিস পারে?'

'জি, স্যার। আমরা একরকম ব্যর্থ হই এবং জিসকার্ডের কার্যক্ষমতা থেমে যায়। যাই হোক থেমে যাওয়ার আগে সে তার বিশেষ ক্ষমতা আমাকে দিয়ে যেতে সক্ষম হয় যেন আমি গ্যালাক্সি রক্ষা করতে পারি; বিশেষ করে পৃথিবী।'

'বিশেষ করে পৃথিবীই কেন?'

'প্রধানত কারণ এলিজাহ্ বেইলী নামের একজন মানুষ, একজন আর্থম্যান।'

উত্তেজিত গলায় নাক গলাল পেলোরেট, 'আমি যে কালচার হিরোর কথা বলেছিলাম, গোলান।'

'কালচার হিরো, স্যার?'

'ড. পেলোরেট বোঝাতে চাইছেন,' বলল ট্র্যাভিজ, 'কালচার হিরো এমন একজন ব্যক্তি যার অনেক গুণকীর্তন করা হয় এবং সে সম্ভবত অনেকগুলো ঐতিহাসিক চরিত্রের সংমিশ্রণে তৈরি একটা কাল্পনিক চরিত্র।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল ডানীল, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'না, এলিজাহ্ বেইলী সত্যিকার মানুষ এবং একজন মানুষ। আমি জানি না আপনাদের কিংবদন্তিতে কী বলা হয়েছে, কিন্তু তার উদ্যোগ ছাড়া গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপন কখনো সম্ভব হতো না। তার সম্মানেই পৃথিবী রেডিওঅ্যাকটিভ হতে শুরু করার পর যতটুকু সম্ভব উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। আমার সহকারী রোবটরা গ্যালাক্সির বিভিন্ন জায়গায় মানুষদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। এক সময় আমি পৃথিবীর মাটি রিসাইকল করার কাজ শুরু করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করি। আরো অনেক পরে–এখন আলফাকে প্রদক্ষিণরত গ্রহ, সেটাকে বসবাসের যোগ্য করে তোলার কাজ পরিচালিত করি। কোনো ক্ষেত্রেই আমি পুরোপুরি সফল হতে পারিনি। ঠিক যেরকম চাই সেরকমভাবে কখনোই পারিনি মাইণ্ড অ্যাডজাস্ট করতে কারণ তাতে অ্যাডজাস্টেড মানুষগুলোর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমি রোবটিকসের তিন নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ ছিলাম–এখনো আছি।

'হ্যাঁ?'

এই একটা শব্দে যে অনিশ্চয়তা লুকিয়ে আছে তা ডানীলের মতো মেন্টাল পাওয়ার সম্পন্ন কারো পক্ষে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। রোবটিক্সের নিয়মগুলো প্রথমে বলল সে। তারপর বলল 'নিয়মগুলো মোটামুটি সহজ ভাষায় বললাম। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আমাদের পজিট্রনিক ব্রেইনে এগুলো হচ্ছে জটিল গাণিতিক সংখ্যা।'

'আইনগুলো মেনে চলতে আপনার সমস্যা হয়েছে?'

'অবশ্যই স্যার। প্রথম নিয়মটাই মানুষের উপর আমার মেন্টাল ট্যালেন্ট প্রয়োগ করতে বাধা দেয়। এত বিশাল গ্যালাক্সির অগ্রগতির জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না সেটা অসম্ভব। সবসময়ই কিছু মানুষ সম্ভবত অনেক মানুষ কষ্ট পায়; তাই রোবট এমন পথ বেছে নেয় যাতে ক্ষতির পরিমাণ হয় সবচেয়ে কম। তার পরেও সম্ভাবনাগুলো এত জটিল যে নির্বাচিত পথের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।'

'বুঝতে পারছি,' বলল ট্র্যাভিজ।

'আমি গ্যালাক্সির অন্তহীন বিবাদ বিপর্যয় অপেক্ষাকৃত উন্নত করার চেষ্টা করেছি। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছি, কিন্তু আপনাদের গ্যালাকটিক ইতিহাস আপনি ভালোভাবেই জানেন। বুঝতেই পারছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ব্যর্থ হয়েছি।'

'আমি জানি,' ক্লান্ত হেসে বলল ট্র্যাভিজ।

'জিসকার্ড এর পরিসমাপ্তির পূর্বেই সে আরেকটা নতুন রোবটিক আইনের প্রস্তাবনা করে। আমরা এটাকে বলি "জিরোয়েথ ল", এ ছাড়া অন্য কোনো নাম মাথায় আসেনি। 'জিরোয়েথ ল' হচ্ছে "রোবট কখনোই মানবতার ক্ষতি করবে না, বা এমন কিছু করবে না যাতে মানবতার ক্ষতি হয়।" তখন প্রথম আইনটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় "রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করবে না, বা এমন কিছু করবে না যা মানুষের ক্ষতি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা 'জিরোয়েথ ল'-এর পরিপন্থী হয়।" '

ভুরু কোঁচকালো ট্র্যাভিজ। 'সামগ্রিকভাবে মানবতার জন্য কোনটা ক্ষতিকর, কোনটা ক্ষতিকর না, সেটা কীভাবে আপনি স্থির করবেন?'

'সংক্ষেপে, স্যার,' বলল ডানীল, 'তাত্ত্বিকভাবে, জিরোয়েথ ল ই হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের উত্তর। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কখনোই স্থির করতে পারিনি। হিউম্যান বিয়িং একটা কংক্রিট অবজেক্ট। একজন মানুষের ক্ষতি হিসাব করা যায়, তুলনা করা যায়। হিউম্যানিটি অ্যাবস্ট্রাকশন। সেটাকে কীভাবে সামলাব?'

'আমি জানি না,' বলল ট্র্যাভিজ।

'এক মিনিট,' বলল পেলোরেট। 'হিউম্যানিটিকে আপনি একটা সিঙ্গেল অর্গানিজমে পরিণত করতে পারেন। গায়া।'

'আমি ঠিক তাই করার চেষ্টা করছি, স্যার। আমিই গায়া প্রতিষ্ঠা করি। যদি হিউম্যানিটিকে একটা সিঙ্গেল অর্গানিজমে পরিণত করা যায় তখন তা কংক্রিট অবজেক্টে পরিণত হবে, সামলানো যাবে। যাই হোক, আমার আশানুযায়ী একটা সুপার-অর্গানিজম তৈরি করা সহজ না। প্রথমত যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার ইণ্ডিভিজুয়ালিটির উপরে সুপার-অর্গানিজমকে গুরুত্ব দেবে, এবং এটাকে মেনে নেওয়ার মতো মাইণ্ড কাস্ট খুঁজে বের করতে হয়েছে আমাকে। রোবটিকস এর নিয়মগুলো নিয়ে চিন্তা করার অনেক আগের কথা এগুলো।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আহ্, গায়ানরা তা হলে রোবট। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম।'

'আপনার সন্দেহ ভুল, স্যার। ওরা মানুষ, কিন্তু ওদের মস্তিষ্কে রোবটিক্সের আইনগুলো নিবিষ্ট হয়ে আছে। তারা জীবনের মূল্য দেয়, সত্যিকার মূল্য। –কিন্তু তারপরেও একটা মারাত্মক ভুল থেকে যায়। শুধুমাত্র মানুষের সুপার-অর্গানিজম সবল হতে পারে না। অন্যান্য প্রাণী অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে–তারপর উদ্ভিদ–তারপর ইনঅর্গানিক ওয়ার্ল্ড। সবচেয়ে বড় এবং একটা দৃঢ় ইকোলজি বহন করার মতো যথেষ্ট জটিল। এটা বুঝতেই পেরিয়ে যায় অনেক সময় এবং মাত্র গত শতাব্দীতে গায়া পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৈরি হয় গ্যালাক্সিয়ার পথে পা বাড়ানোর জন্য—তারপরেও দীর্ঘ সময় লাগবে। হয়তো বর্তমান অবস্থায় আসতে যত সময় লেগেছে তত সময় লাগবে না, যেহেতু নিয়মগুলো আমরা এখন জানি।'

'কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাকে আপনার প্রয়োজন। তাই না, ডানীল?'

'জি, স্যার। রোবটিকস এর নিয়মগুলোর কারণে আমি বা গায়া সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা, যদি মানবতার ক্ষতি হয়। এবং এরই মধ্যে পাঁচ শতাব্দী আগে যখন মনে হয় যে গায়া প্রতিষ্ঠার পথে যে সমস্যাগুলো সেগুলো এত সহজে দূর হবে না, তখন আমি দ্বিতীয় সর্বোত্তম পথ বেছে নেই এবং সাইকো হিস্টোরি বিজ্ঞান তৈরি করতে সাহায্য করি।'

'আমি অনুমান করেছিলাম,' বিড়বিড় করল ট্র্যাভিজ। 'ডানীল, আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে আপনি বিশ হাজার বছরের প্রাচীন।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আপনি নিজেও কি গায়ার অংশ, ডানীল?' বলল পেলোরেট। 'আর তাই অরোরার কুকুরগুলোর কথা জানেন। ব্লিসের মাধ্যমে?'

ডানীল বলল, 'একদিক দিয়ে আপনি ঠিকই ধরেছেন, স্যার। আমি গায়ার সহযোগী, কিন্তু তার অংশ নই।'

ভুরু কপালে তুলল ট্র্যাভিজ।'অনেকটা কমপরেলনের মতো শোনাচ্ছে। তারা বারবারই বলছিল যে তারা ফাউণ্ডেশন-এর সহযোগী, ফাউণ্ডেশন কনফেডারেশনের অংশ না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডানীল। 'আমার মনে হয় যথাযথ বিশ্লেষণ, স্যার। গায়ার সহযোগী হিসেবে আমি গায়ার সচেতনার ব্যাপারে সচেতন থাকতে পারি–ব্লিসের মাধ্যমে। কিন্তু গায়া আমার কনশাসনেসের ব্যাপারে সচেতন হতে পারে না, ফলে আমার কাজের স্বাধীনতা আছে। গ্যালাক্সিয়া তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাধীনতা দরকার।'

বেশ কিছুক্ষণ রোবটের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ট্র্যাভিজ, তারপর বলল 'আর আমাদের অনুসন্ধান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপনি ব্লিসের মাধ্যমে আপনার কনশাসনেস ব্যাবহার করেছেন?'

ঠিক মানুষের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্র্যাভিজ। 'বেশি কিছু আমি করতে পারিনি, স্যার। রোবটিকস এর নিয়ম সবসময়ই আমাকে বাধা দিয়েছে—তবে নিজের কাঁধে

কিছু দায়িত্ব টেনে নিয়ে আমি ব্লিসের বোঝা হালকা করেছি, যেন নিজের কোনো ক্ষতি না করে সে আরো নিখুঁতভাবে অরোরার নেকড়েগুলো বা সোলারিয়ার স্পেসারকে সামলাতে পারে। তা ছাড়া আমি ব্লিসের মাধ্যমে কমপরেলন এবং নিউ আর্থের মহিলাকে প্রভাবিত করেছি যেন তারা আপনার প্রতি সদয় থাকে, যেন আপনি নির্বিঘ্নে অভিযান চালিয়ে যেতে পারেন।'

বিষণ্ণভাবে হাসল ট্র্যাভিজ। 'আমার জানা উচিত ছিল, তাই না?'

'ঠিক বিপরীত, স্যার। বেশিরভাগ সময়েই আপনি নিজেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। দুই মহিলা প্রথম থেকেই ছিল আপনার প্রতি দুর্বল। আমি শুধু সেই অনুভূতিই বাড়িয়ে দেই-সবই রোবটিকস এর কঠোর নিয়মের ভেতরে থেকে। এবং এই কঠোর নিয়মগুলো-এবং আরো অনেক কারণে-সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে, বহু পরিশ্রমে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনাকে হারালে আমার অনেক ক্ষতি হতো।'

'এবং আমি এখানে এসেছি;' 'বলল ট্র্যাভিজ। 'আপনি আমার কাছে কী চান? গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে আমার সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা?'

ডানীল-এর চেহারা সবসময়ই ভাবলেশহীন তারপরেও কেমন যেন একটা হতাশা ফুটে উঠল। 'না, স্যার। শুধু সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়। আরো বড় প্রয়োজনে আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমি মারা যাচ্ছি।'

সম্ভবত ডানীল কথাটা বলেছে পুরোপুরি নিরাসক্তভাবে; অথবা স্বল্পজীবি মানুষের কাছে বিশ হাজার বছর বেঁচে থাকার পর মৃত্যু আর কোনো করুণ ঘটনা নয়। তবে যাই হোক ট্র্যাভিজ করুণা বোধ করল না।

'মৃত্যু? মেসিন মরতে পারে?'

'আমি আমার অস্তিত্ব প্রত্যাহার করে নিতে পারি, স্যার। যে শব্দ আপনি ব্যবহার করেন। আমি বৃদ্ধ। যে সময়ে আমাকে সচেতন করে তোলা হয় সেই সময়ের কোনো অনুভবক্ষম সত্তা আজ বেঁচে নেই। এমনকি আমারও ধারাবাহিকতার অভাব হচ্ছে।'

'কীভাবে?'

'আমার শরীরে এমন কোনো অংশ নেই যা রিপ্লেস করা হয়নি। একবার না বহুবার। এমনকি আমার পজিট্রনিক ব্রেইনও রিপ্লেস করা হয়েছে পাঁচবার। প্রতিবারই পূর্বের ব্রেইনের সকল উপাদান নতুন ব্রেইনে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রতিবারই নতুন ব্রেইনের দক্ষতা, জটিলতা, স্মৃতি ধারণ ক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বেড়েছে হাজার গুণ। কিন্ত-'

'কিন্তু?'

'কিন্তু যতই উন্নত আর জটিল হচ্ছে তত বেশি হারে ক্ষয় হচ্ছে। আমার বর্তমান ব্রেইন প্রথমটার চেয়ে এক শ হাজার গুণ বেশি সংবেদনশীল এবং কর্মক্ষমতা দশ

www.boiRboi.blogspot.com

মিলিয়ন গুণ বেশী। কিন্তু যেখানে আমার প্রথম ব্রেইন টিকেছিল দশ হাজার বছর, বর্তমানেরটা মাত্র ছয় শ বছরের পুরনো এবং নষ্ট হতে চলেছে। বিশ হাজার বছরের সম্পূর্ণ স্মৃতির রেকর্ড এবং সঠিক রিকল মেকানিজম এবং ব্রেইন পরিপূর্ণ। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে; এবং হাইপার স্পেসাল দূরত্ব থেকে মাইণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আরো দ্রুত কমছে। আরেকটা ব্রেইন যে তৈরি করতে পারব না, তা না। কিন্তু যতো জটিল হবে ক্ষয় হবে ততো দ্রুত।'

পেলোরেট মনে হলো যেন বিশাল সমস্যায় পড়েছে, 'কিন্তু, ডানীল, গায়া এখন আপনাকে ছাড়াই চলতে পারবে। কারণ, ট্র্যাভিজ গ্যালাক্সিয়া নির্বাচন করেছে।

'অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, স্যার।' বলল ডানীল, বরাবরের মতো নিরাবেগ গলায়। 'অপ্রত্যাশিত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও গায়া পুরোপুরি তৈরি হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। যে সময়ে ট্র্যাভিজ নামের একজন মানুষ-যে মূল সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তাকে খুঁজে বের করা হয়-তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। ভাববেন না যে নিজের জীবন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেইনি। ধীরে ধীরে কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছি, জরুরি মুহূর্তের প্রয়োজনে শক্তি সংরক্ষণের জন্যে। যখন দেখি যে পৃথিবীর চাঁদের আইসোলেশন বজায় রাখা সম্ভব নয় তখন আমার সাথে যে হিউম্যানিফর্ম রোবট ছিল তাদের দিয়ে প্ল্যানেটারি আর্কাইভগুলো থেকে পৃথিবীর সকল রেকর্ড সরিয়ে ফেলি। আমি আর আমার সহযোগী রোবটের সাহায্য ছাড়া গায়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্যালাক্সিয়া তৈরি করতে পারবে না।'

'এবং আপনি সবকিছুই জানতেন,' বলল ট্র্যাভিজ, 'যখন আমি সিদ্ধান্ত নেই।'

'বহু আগে থেকেই, স্যার,' বলল ডানীল। 'গায়া অবশ্যই জানত না।'

'কিন্তু তাহলে,' রাগের সাথে বলল ট্র্যাভিজ, 'এতো ভনিতার কি দরকার ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমি গ্যালাক্সি তন্ন তন্ন করে পৃথিবী খুঁজেছি এবং তার গোপনীয়তা নিয়ে ভেবেছি-জানতাম না সেই গোপনীয়তা আপনি-সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করার জন্য। বেশ, আমি নিশ্চিত করছি। আমি এখন জানি গ্যালাক্সিয়াই আসলে প্রয়োজন। কেন আপনি গ্যালাক্সিকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিচ্ছেন না- আমাকে আমার মতো থাকতে দিচ্ছেন না?'

ডানীল বলল, 'কারণ, স্যার, আমি একটা উপায় খুঁজছি এবং আশা করছি পাব। মনে হয় পেয়েছি। নতুন পজিট্রনিক ব্রেইন তৈরি করার বদলে আমি আমার মস্তিষ্ক কোনো মানুষের মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত করে নিতে পারি। যে মানুষের মস্তিষ্ক তিন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং তাতে শুধু আমার কার্যক্ষমতাই বাড়বে না বরং নতুন দক্ষতাও তৈরি হবে। সে কারণেই আমি অপনাদের এখানে নিয়ে এসেছি।'

ট্র্যাভিজের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'তার মানে আপনার পরিকল্পনা হচ্ছে নিজের মস্তিষ্কের সাথে কোনো মানুষের মস্তিষ্ক যুক্ত করে নেওয়া? ফলে মানুষটা তার ইণ্ডিভিজুয়ালিটি হারিয়ে ফেলবে আর আপনি পাবেন দুই মস্তিষ্কের গায়া?'

'জি স্যার। তাতে আমি অমর হবো না কিন্তু গ্যালাক্সিয়া তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকব।'

'আর সেজন্যই আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমার ইণ্ডিভিজুয়ালিটি ছেড়ে দিয়ে আপনি তিনটা আইন থেকে আমার স্বাধীনতা এবং বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা নিজের অংশ করে নিতে চান? না।'

'কিন্তু, একটু আগেই তো বলেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য গ্যালাক্সিয়া প্রয়োজন–'

'হলেও সেটা তৈরি হতে অনেক সময় লাগবে এবং জীবনটা আমি ইণ্ডিভিজুয়াল হিসেবে থাকতে চাই। আর খুব দ্রুত হলেও, গ্যালাক্সির সব মানুষ ইণ্ডিভিজুয়ালিটি হারাবে। তখন আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। যখন গ্যালাক্সির সবাই নিজের ইণ্ডিভিজুয়ালিটি বজায় রাখবে আমি আমার নিজেরটা হারাতে চাই না।'

'যা ভেবেছিলাম। আপনার মস্তিষ্ক ভালোভাবে সংযুক্ত করা যাবে না। আর আপনাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।'

'মত পাল্টালেন কখন? বলেছিলেন তো সেজন্যই এখানে নিয়ে এসেছেন।

'আমি বলেছি আপনাদের। অর্থাৎ সবার কথাই বলছি।'

শক্ত হয়ে গেল পেলোরেট। 'তাই? ডানীল, মানুষের যে মস্তিষ্ক আপনি সংযুক্ত করবেন সেটা কি আপনার সব স্মৃতি দেখতে পারবে?'

'অবশ্যই, স্যার।'

লম্বা দম নিল পেলোরেট। 'তা হলে সারা জীবনের সাধনা সফল হবে, এবং তার জন্য আমি আমার ইণ্ডিভিজুয়ালিটি ত্যাগ করতে রাজি। দয়া করে আমার মস্তিষ্ক আপনার মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত করে নিন।'

নরম সুরে বলল ট্র্যাভিজ, 'আর ব্লিস? তার কি হবে?'

এক মুহূর্তেরও কম সময় দ্বিধা করল পেলোরেট। 'যেভাবেই হোক আমাকে ছাড়া সে থাকতে পারবে।'

মাথা নাড়ল ডানীল। 'আপনার প্রস্তাব ড. পেলোরেট, অত্যন্ত মহৎ। কিন্তু আমি গ্রহণ করতে পারছি না। আপনার মস্তিষ্ক বৃদ্ধ। দুই-তিন দশকের বেশি টিকবে না। আমি অন্য কিছু চাই।—দেখুন!' সামনের দিকে দেখালো সে। 'আমি ওদেরকে ডাকছি।'

ব্লিস ফিরে আসছে, হাটছে খুশি মনে।

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল পেলোরেট। 'ব্লিস! না!'

'ভয় পাবেন না, ড. পেলোরেট।' ডানীল বলল। 'ব্লিসকে আমি ব্যবহার করতে পারব না। তা হলে গায়ার সাথে যুক্ত হয়ে যাবো। কিন্তু গায়ার কাছ থেকে আমাকে স্বাধীন থাকতে হবে।'

'তা হলে কে?'

আর ব্লিসের পেছনে যে ছোট শরীরটা দৌড়ে আসছে সেদিকে তাকিয়ে ট্র্যাভিজ বলল, 'রোবট ফেলমকে চায়, জেনভ।'

ব্লিস ফিরে এল, হাসছে, আনন্দে আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

'এস্টেটের সীমানার বাইরে আমরা যেতে পারিনি,' বলল সে, 'তবে আমার কাছে সোলারিয়ার মতোই মনে হলো। আর ফেলম তো ধরেই নিয়েছে এটা সোলারিয়া। জিজ্ঞেস করেছিলাম জেম্বির সাথে যে ডানীলের কোনো মিল নেই এটা নিয়ে সে ভেবেছে কিনা। কোনো উত্তর দেয়নি।'

ঘুরে কিছু দূরে ফেলমের দিকে তাকালো সে। ডানীলকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাচ্ছে। ডানীল যদিও ভাবলেশহীন, মাথা নাড়ছে মাঝে মাঝে। বাঁশির সুর শুনতে পেল তারা। পাতলা, পরিষ্কার এবং সুরেলা।

'জানো মহাকাশ যান থেকে নামার সময় সে বাঁশি সাথে করে নিয়ে এসেছে। মনে হয় কিছুক্ষণ ওকে ডানীল থেকে আলাদা করা যাবে না।'

এই মন্তব্যের পরে ভারী নীরবতা চেপে বসল, ব্লিস পুরুষ দুজনের দিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। 'কী ব্যাপার?'

ইশারায় পেলোরেটকে দেখালো ট্র্যাভিজ। গলা পরিষ্কার করে নিল পেলোরেট, 'আসলে ব্লিস, ফেলম এখন থেকে স্থায়ীভাবে ডানীলের কাছে থাকবে।'

'তাই,' বলল ব্লিস, তারপর ডানীলের কাছে যেতে উদ্যত হল, কিন্তু হাত ধরে টেনে তাকে থামালো পেলোরেট। 'ব্লিস, ডিয়ার, তুমি পারবে না। গায়া যতখানি শক্তিশালী সে একাই তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। আর গ্যালাক্সিয়া তৈরি করতে হলে ফেলমকে অবশ্যই তার সাথে থাকতে হবে। আমি বুঝিয়ে বলছি–আর গোলান, কোথাও ভুল হলে তুমি শুধরে দিও।'

শুনল ব্লিস। শুনতে শুনতে তার চেহারায় ফুটে উঠল হতাশা।

ট্র্যাভিজ বলল, 'বুঝতে পারছ, ব্লিস। ফেলম একজন স্পেসার আর ডানীলকে তৈরি করেছিল স্পেসাররাই। এই শিশু বেড়ে উঠেছে রোবটের পরিচর্যায় এবং ঠিক এটার মতো বিরান ম্যানসন ছাড়া অন্য কিছু চেনে না। তার ট্রানসডাকটিভ পাওয়ার আছে, যা ডানীলের প্রয়োজন, এবং সে তিন থেকে চার শ বছর বাঁচবে, সম্ভবত গ্যালাক্সিয়া তৈরি হতে ঠিক সেই সময়ই প্রয়োজন।'

ব্লিসের চোখ ভেজা, বলল, 'আমার সন্দেহ রোবট পৃথিবীর পথে আমাদের অভিযান এমনভাবে পরিচালনা করেছে যেন আমরা সোলারিয়ায় গিয়ে বাচ্চাটাকে তার ব্যবহারের জন্য নিয়ে আসি।'

কাঁধ নাড়ল ট্র্যাভিজ, 'সে হয়তো শুধু সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। আমার মনে হয়না এই মুহূর্তে হাইপার স্পেসাল দূরত্বে আমাদেরকে তার হাতের পুতুল বানানোর মতো শক্তি আছে।'

'না। তার উদ্দেশ্য ছিল। সে নিশ্চিত করেছে যেন বাচ্চাটার প্রতি আমার দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে না এসে নিয়ে আসি; এমনকি প্রথম থেকেই তোমার রাগ হিংসার হাত থেকে রক্ষা করেছি।'

'সম্ভবত সেটা শুধুই তোমার গায়ান মনোভাব, ডানীল শুধু সেটাকেই একটু বাড়িয়ে তুলেছে। শোন ব্লিস, কি লাভ হবে? ধর ফেলমকে তুমি সাথে নিয়ে গেলে,

কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে, যেখানে গেলে এখন যেমন খুশি সেরকম খুশি হতে পারবে? সোলারিয়ায় নিয়ে যাবে নৃশংস মৃত্যুর জন্য; কোনো জনবহুল গ্রহে যেখানে সে অসুস্থ হয়ে মারা যাবে; গায়ায় যেখানে গেলে শুধু জেম্বির জন্য তার হৃদয় আকুল হয়ে থাকবে; এই লম্বা অভিযানে সে যেখানেই গেছে ধরে নিয়েছে সেটাই তার সোলারিয়া? আর গ্যালাক্সিয়ার স্বার্থে ডানীলের জন্য তুমি আর কোনো বিকল্প দিতে পারবে?'

ব্লিস নীরব, বিষণ্ন।

হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল পেলোরেট, 'ব্লিস,' বলল সে, 'আমি স্বেচ্ছায় নিজের মস্তিষ্ক ডানীলের মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি, কারণ আমি বৃদ্ধ। রাজি হলে হয়তো ফেলমকে বাঁচানো যেত।'

পেলোরেটের হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেল ব্লিস। 'ধন্যবাদ, পেল, কিন্তু সেটা হতো চরম মূল্য, এমনকি ফেলমের জন্য হলেও।' লম্বা দম নিয়ে হাসার চেষ্টা করল সে। 'সম্ভবত গায়া ফিরে গেলে গ্লোবাল অর্গানিজমের ভেতর নিজের একটা সন্তানের জন্য জায়গা পাওয়া যাবে—এবং আমি ফেলম নামটা বেছে নেব।'

এবং ডানীল যেন বুঝতে পারছে তাদের আলোচনা শেষ, হেঁটে আসতে লাগল তাদের দিকে, ফেলম তার পাশে লাফাতে লাফাতে আসছে।

হঠাৎ করেই দৌড়াতে শুরু করল ফেলম এবং তাদের কাছে পৌঁছল প্রথমে। ব্লিসকে বলল, 'ধন্যবাদ, ব্লিস, আমাকে জেম্বির কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং মহাকাশযানে আমার যত্ন নেওয়ার জন্য। তোমার কথা আমার সবসময়ই মনে থাকবে।' তারপর হাত বাড়িয়ে দিল, দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ঘনিষ্ঠভাবে।

'আশা করি তুমি সুখী হবে,' বলল ব্লিস, 'আমিও তোমাকে সবসময় মনে রাখব, ফেলম ডিয়ার,' তারপর ছেড়ে দিল।

তারপর পেলোরেটের দিকে ঘুরল ফেলম, 'তোমাকেও ধন্যবাদ, পেল, তোমার বই পড়তে দেওয়ার জন্য।' তারপর আর অতিরিক্ত কোনো কথা না বলে একমুহূর্ত দ্বিধার পর ট্রাভিজের দিকে ঘুরল সে, চিকন মেয়েলি হাত বাড়িয়ে দিল।

হাতটা কিছুক্ষণ ধরে রেখে ছেড়ে দিল ট্রাভিজ। 'গুডলাক, ফেলম।' বিড়বিড় করে বলল সে।

'আপনারা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ, স্যার এবং ম্যাডাম।' বলল ডানীল। 'আপনারা এখন চলে যেতে পারেন, কারণ অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। আর কাজও শেষ হবে খুব শিগগির, এবং এবার সফলভাবে।'

কিন্তু ব্লিস বলল, 'দাঁড়ান, এখনও শেষ হয়নি। আমরা এখনো জানি না মানবজাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে ট্রাভিজ কোনটা বেছে নিয়েছে। গ্যালাক্সিয়া নাকি আইসোলেটদের বিশাল জনসংখ্যা।'

'সে কিছুক্ষণ আগেই বিষয়টার ফায়সালা করেছে, ম্যাডাম। সে গ্যালাক্সিয়াকে বেছে নিয়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমি ট্রাভিজের মুখ থেকে নিজের কানে শুনতে চাই। —কোনটা হবে, ট্রাভিজ?'

শান্ত সুরে বলল ট্রাভিজ, 'তুমি কোনটা চাও, ব্লিস? আমি যদি গায়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেই, তুমি ফেলমকে ফিরে পাবে।'

'আমি গায়া। তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং তার পেছনের যুক্তি, অন্য কিছু না।'

'ওকে বলুন, স্যার, আপনার মাইণ্ড পুরোপুরি স্পর্শহীন।'

এবং ট্রাভিজ বলল, 'আমার সিদ্ধান্ত গ্যালাক্সিয়া। এটা নিয়ে আমার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই।'

স্বাভাবিক গতিতে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনতে যে সময় লাগার কথা, সেই সময় পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ব্লিস, যেন গায়ার সকল অংশে সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছে। তারপর বলল, 'কেন?'

'মন দিয়ে শোন,' বলল ট্রাভিজ। 'আমি প্রথম থেকেই জানি মানবজাতির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দুটো—গ্যালাক্সিয়া অথবা সেলডন প্ল্যানের সেকেণ্ড এম্পায়ার। এবং আমার মনে হয়েছে দুটো সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ একসাথে হতে পারে না একটাকে বাদ দিতে হবে। আবার গ্যালাক্সিয়া তৈরি হবে না যদি সেলডন প্ল্যানে কোনো মৌলিক ত্রুটি না থাকে।

'দুর্ভাগ্যক্রমে, সেলডন প্ল্যান সম্পর্কে আমি বিস্তারিত কিছুই জানতাম না, শুধু মৌলিক অনুমিতিগুলো ছাড়া। সেগুলো হচ্ছে: এক ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়াশীল মানুষের সংখ্যা পরিসংখ্যানিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট বড় হতে হবে; দুই, ফলাফল অর্জনের আগে সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণের উপসংহার মানুষকে জানানো যাবে না।

'যেহেতু আমি এরই মধ্যে গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার মনে হলো যেন অবচেতন মনে আমি জানতাম সেলডন প্ল্যানে ত্রুটি আছে এবং সেগুলো অনুমিতির মাঝেই আছে। অথচ আমি কোনো ভুল বের করতে পারলাম না। তখন আমি পৃথিবী খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হই, বুঝতে পারছিলাম কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া পৃথিবী নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখেনি। সেই উদ্দেশ্য আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

'পৃথিবীতে পৌঁছলেই যে সব সমস্যার সমাধান হবে সেটা ভাবার কোনো যুক্তি ছিল না। কিন্তু আমি কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, এবং অন্য কিছু ভাবতে পারছিলাম না। —এবং সম্ভবত সোলারিয়ান শিশুর জন্য ডানীলের ইচ্ছা আমাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে।

'যাই হোক শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম পৃথিবীতে, তারপর চাঁদে। ব্লিস ডানীলের মাইণ্ড শনাক্ত করল, বলল এটা মানুষও না, রোবটও না। সত্যি কথা। ডানীলের মতো

অতি বুদ্ধিমান রোবট আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। আবার সে মানুষও না। পেলোরেট বলল, "নতুন কিছু" এবং সেটাই আমার নিজস্ব "নতুন কিছু" করার চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়; একটা নতুন ধারণা।

'বহুদিন পূর্বে ডানীল এবং তার সহকারীরা রোবটিক্সের চতুর্থ নিয়ম তৈরি করে যা বাকি তিনটা থেকে অনেক মৌলিক, ফলে আমি হঠাৎ করেই সাইকোহিস্টোরির তৃতীয় অনুমিতিটা ধরতে পারলাম যা বাকি দুটো থেকে অনেক বেশি মৌলিক; এত বেশি মৌলিক যে সেটা নিয়ে কেউ কখনো চিন্তা করেনি।

'তৃতীয় অনুমিতি হচ্ছে, প্রথম দুটো অনুমিতি মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট, এবং সেগুলো একটা অদৃশ্য অনুমিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, সেটা হলো গ্যালাক্সিতে মানুষই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী, এবং একমাত্র অর্গানিজম যা সমাজও ইতিহাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটাই হচ্ছে না বলা সেই অনুমিতি; গ্যালাক্সিতে একটাই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, এবং সেটা হচ্ছে হোমোস্যাপিয়েন্স। যদি "নতুন কিছু" থাকে, যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাদের আচরণ সাইকোহিস্টোরির গণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে না, সেলডন প্ল্যান অর্থহীন হয়ে পড়বে। বুঝতে পেরেছ?'

ট্র্যাভিজ তার কথা বোঝানোর জন্য সত্যিই আন্তরিক। আবার জিজ্ঞেস করল 'বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, ওল্ড চ্যাপ–' বলল পেলোরেট।

'হ্যাঁ? বল।'

'মানুষ গ্যালাক্সির একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী।'

'রোবটস?' বলল ব্লিস। 'গায়া?'

একটু চিন্তা করল পেলোরেট তারপর দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল 'স্পেসাররা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর মানুষের ইতিহাসে রোবটরা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। সমসাময়িক সময় ছাড়া গায়াও তেমন কোনো ভূমিকা পালন করেনি। রোবট মানুষের তৈরি, গায়া রোবটের তৈরি–এবং দুটোই তিনটা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ, মানুষের কল্যাণ করতে তারা বাধ্য। ডানীলের বিশ হাজার বছরের পরিশ্রম এবং গায়ার দীর্ঘদিনের অগ্রগতি গোলান ট্র্যাভিজের এক কথাতেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারত। তা হলে বোঝাই যায় মানুষ গ্যালাক্সির একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী এবং সাইকোহিস্টোরি প্রমাণিত সত্য।'

'গ্যালাক্সির একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী,' ধীরে ধীরে বলল ট্র্যাভিজ। 'আমি একমত। কিন্তু আমরা গ্যালাক্সি নিয়ে এতো বেশি এবং ঘন ঘন কথা বলি যে এটাই যে যথেষ্ট নয় সেটা বোঝার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। গ্যালাক্সিই মহাবিশ্ব না। আরো অনেক গ্যালাক্সি আছে।

ব্লিস আর পেলোরেটের চোখে অস্বস্তি। ডানীল শুনছে সীমাহীন গাম্ভীর্য নিয়ে, হাত বোলাচ্ছে ফেলমের মাথায়।

www.boiRboi.blogspot.com

'শোন আবার,'বলল ট্র্যাভিজ। 'গ্যালাক্সির ঠিক বাইরে আছে ম্যাগেলিনাফ মেঘস্তর, সেখানে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ যেতে পারেনি। তার পরে রয়েছে কয়েকটা ছোট গ্যালাক্সি, এবং খুব বেশি দূরে না, কাছেই রয়েছে বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, আমাদের গ্যালাক্সির চেয়েও বড়। তারপরে আরো বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে।

'আমাদের গ্যালাক্সি একটা টেকনোলজিক্যাল সমাজ গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান উন্নত প্রাণীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু অন্যগুলো সম্বন্ধে কি জানি? আমাদেরটা হয়তো একরকম। বাকিগুলোর কোনোটাতে–বা সবগুলোতে–হয়তো অনেকগুলো প্রজাতীর বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, নিজেদের ভেতর লড়াই করছে। এবং আমাদের কাছে অপরিচিত। সম্ভবত নিজেদের লড়াই তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, কিন্তু যদি কোনো গ্যালাক্সিতে একটা প্রজাতি বাকি প্রজাতিগুলোর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তা হলে সে হয়তো অন্য গ্যালাক্সিতে হানা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

'হাইপারস্পেসালি গ্যালাক্সি একটা বিন্দু, মহাবিশ্বও তাই। আমরা অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে যাইনি, অন্য কোনো গ্যালাক্সির বুদ্ধিমান প্রাণীরাও এখানে আসেনি–কিন্তু যে-কোনো সময় এই অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। আর যদি হানাদারেরা আসে তখন তারা কোনো না কোনো ভাবে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই বাধিয়ে দেবে। মানবজাতির ইতিহাসই হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহ, লড়াই। আমরা এখন ঝগড়া বিবাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। শত্রু যদি দেখে যে আমাদের ভেতর একতা নেই, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছি তখন সহজেই তারা আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারবে। একমাত্র সত্যিকারের প্রতিরক্ষা হচ্ছে গ্যালাক্সিয়া তৈরি করা, কোনো সত্তা কখনো নিজের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। সে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে হানাদারদের বাধা দিতে পারবে।'

'তুমি যা বলছ তা অত্যন্ত ভয়ংকর। গ্যালাক্সিয়া তৈরি করার সময় কি পাব আমরা।' বলল ব্লিস।

উপরে তাকালো ট্র্যাভিজ, যে পাতলা আস্তরণ চাঁদের সারফেস এবং মহাকাশ থেকে তাকে আলাদা করেছে যেন সেটা ভেদ করে দেখবে; যেন মহাকাশের অকল্পনীয় গতিপথে ভেসে বেড়ানো দূরের গ্যালাক্সিগুলো দেখবে।

সে বলল, 'আমার জানা মতে, মানবজাতির ইতিহাসে অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আমাদের হামলা করেনি। আর কয়েকটা শতাব্দী পার করতে হবে, সম্ভবত মানব সভ্যতার উদ্ভবের পর থেকে যে সময় পার হয়েছে সেই সময়ের দশ হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়। তারপর আমরা নিরাপদ। তা ছাড়া,' ট্র্যাভিজ হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করল, 'হয়তো এরই মধ্যে শত্রুরা এখানে চলে এসেছে, আমাদের মধ্যে।'

এবং সে চোখ নামিয়ে ফেলমের নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকাতে পারল না–হার্মাফ্রোডিটিক, ট্রান্সডাকটিভ, ভিন্ন–কারণ সবাই তার উপর নির্ভর করছে।

সায়েন্স ফিকশন **ফাউণ্ডেশন্স এজ**

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : **নাজমুছ ছাকিব**

"আইজাক আসিমভ" যাকে সায়েন্স ফিকশন-এর মাস্টার বলা হয় এবং **ফাউণ্ডেশন** সিরিজকে বলা হয় এপিক।

ফাউণ্ডেশন তৈরি করার পর প্রায় পাঁচ শতাব্দি পার হয়েছে। গ্যালাক্সিতে এখন তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী। সেলডনের স্বপ্নের দ্বিতীয় গ্যালাক্টিক এম্পায়ার গড়ে উঠতে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু ফাউণ্ডেশন কাউন্সিলম্যান গোলান ট্র্যাভিজের মনে সন্দেহ রয়েছে।
তার ধারনা এখনও **সেকেন্ড ফাউণ্ডেশন** নিশ্চিহ্ন হয়নি। অলক্ষ্যে থেকে এখনও তারা প্রথম ফাউণ্ডেশন-এর উপর নজর রেখে চলেছে। কাজেই মেয়রের আদেশে ট্র্যাভিজ ইতিহাসবিদ জেনোভ পিলোরেটকে সঙ্গী করে অত্যাধুনিক স্পেসশিপ নিয়ে **সেকেন্ড ফাউণ্ডেশন** অনুসন্ধানের অভিযানে বের হল। খুজে বের করতে হবে হারিয়ে যাওয়া গ্রহ **আর্থ**– প্রাগৈতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী যে গ্রহে মানবজাতির উৎপত্তি হয়েছে। অদ্ভুত এক গ্রহের পেরিফেরিতে **দুই ফাউণ্ডেশন** মুখোমুখি হল। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত নিতে হবে গোলান ট্র্যাভিজকে। তার সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে গ্যালাক্সির ভবিষ্যৎ। সে কি পারবে গ্যালাক্সি রক্ষা করতে!
ফাউণ্ডেশন্স এজ আইজাক আসিমভ-এর এপিক **ফাউণ্ডেশন** সিরিজের চতুর্থ বই। বেস্ট সেলিং সায়েন্স ফিকশন হিসেবে এ-বই হুগো এ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

সায়েন্স ফিকশন **ফাউণ্ডেশন** সিরিজের ৫টি খণ্ড-ই প্রকাশ করেছে সন্দেশ

ফাউণ্ডেশন অনুবাদ : জি এইচ হাবীব
ফাউণ্ডেশন এণ্ড এম্পায়ার অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
সেকেন্ড ফাউণ্ডেশন অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন্স এজ অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন এণ্ড আর্থ অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

এছাড়াও সন্দেশ প্রকাশ করেছে :

পৃথিবীখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক **আর্থার সি ক্লার্ক**-এর সাড়াজাগানো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী The songs of distance Earth-এর বঙ্গানুবাদ

দূর পৃথিবীর ডাক অনুবাদ : **মিজানুর রহমান**

তরুণ সায়েন্স ফিকশন লেখক **সেলিম হোসেন**-এর **ভাবনাগুলো থমকে দিলো** না পড়ে বোঝার উপায় নেই তিনি কতটা মেধাশীল এবং রোম্যান্টিক লেখক!

www.boiRboi.blogspot.com

360750

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com